কথা-সরিৎ-সাগর।

পূর্ব্বার্দ্ধ

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন

কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ও
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

নিউস্কুলবুক প্রেস।

নং ৮ ডিক্‌সন্স লেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীদ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৬।

পূর্ব্বসূচনা।

আমি বহুকাল হইতে কথা-সরিৎ-সাগরের বাঙ্গালা অনুবাদ মুদ্রিত ও জন সমাজে প্রচারিত করিতে আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু অর্থাভাব ও নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই, এমন কি একপ্রকার নিরস্ত হইয়াছিলাম।

পরে পরম বিদ্যোৎসাহিনী প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহোদয়ার শরণাগত হইলে, তিনি আপন নৈসর্গিক ভারতবিখ্যাত বদান্যতাগুণে বিশেষ অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া আমার আশা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে দানশীলা পরম বিদ্যোৎসাহিনী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হরসুন্দরী দেবী মহোদয়াও স্বীয় বদান্যতাগুণে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতে, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যদি আমি এরূপ অর্থসাহায্য এবং উৎসাহদান না পাইতাম, তাহা হইলে আমার হৃদয়ের আশা হৃদয়েই বিলীন হইত সন্দেহ নাই। আজ হইতে যতকাল বিদ্যার আদর ও চর্চ্চা থাকিবে ততকাল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীদ্বয়ের এই কীর্ত্তিস্তম্ভ ভূতলে জাজ্বল্যমান থাকিয়া তাঁহাদের সুনির্ম্মল যশঃ ঘোষণা করিবে।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন রায়বাহাদুর তথা শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ সেন তর্কসিদ্ধান্ত বি, এ, মহোদয়দিগের বিশেষ প্রযত্ন ও উৎসাহদান নিবন্ধন উক্ত মহোদয়দিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এই পূর্ব্বসূচনার উপসংহার করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

—এই কথা সরিৎ সাগর বৃহৎকথা নামক প্রাচীনতম মূল উপন্যাস গ্রন্থের সারসংগ্রহ মাত্র। এই গ্রন্থ অত্যদ্ভুত মনোহর উপন্যাসমালায় পরিপূর্ণ, এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় আরেবিয়ান্ নাইট্ প্রভৃতি ভূতলস্থ যাবতীয় উপাখ্যান গ্রন্থের আদর্শ স্বরূপ।

কাশ্মীররাজ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষদেবের রাজত্ব সময়ে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। শ্রীহর্ষদেবমহিষীর চিত্তবিনোদনার্থ, মহাকবি সোমদেব ভট্ট রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া বৃহৎ কথার সারসঙ্কলন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার গ্রন্থের উপসংহারে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার কালে বর্ত্তমান গ্রন্থোৎপত্তির উক্তরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কৌশাম্বী নরপতি বৎসরাজ উদয়নের পুত্র, চক্রবর্ত্তী মহাত্মা নরবাহনদত্তের জন্মবৃত্তান্ত ও চরিত বর্ণনাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকার নরবাহনদত্তের জন্মবৃত্তান্ত ও চরিত বর্ণনচ্ছলে, গ্রন্থকে, সর্ব্বপ্রকার রসভাব গুণালঙ্কার-ভূষিত, পুরাণ ইতিহাস-সম্বলিত অতিমনোহর সুরাসুর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর ভূত পিশাচ-নাগ যক্ষ রাক্ষস রাজা রাজমন্ত্রী সজ্জন দুর্জ্জন কুলবধূ বারবনিতা লম্পট বিদগ্ধ মহামহোপাধ্যায় বিদ্বজ্জনগণ প্রভৃতির বিচিত্রাদ্ভুত চরিতোপজীবিত ভূরি ভূরি উপাখ্যানমালায় সুকৌশলে চিত্রিত করিয়া আপনার অদ্ভুত কবিত্ব, সহৃদয়তা এবং কল্পনাশক্তির সমীচীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থ মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। স্থানে স্থানে যে সকল অংশ নিতান্ত অশ্লীল ও নীরস বোধ হইয়াছে, তত্তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া উপাখ্যানের সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে পাঠকমহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব। পাঠকগণ। গ্রন্থের এই প্রথম সংস্করণ, অতএব গ্রন্থমধ্যে যদি কোন স্থান

পূর্ব্বসূচনা।

আমি বহুকাল হইতে কথা-সরিৎ-সাগরের বাঙ্গালা অনুবাদ মুদ্রিত ও জন সমাজে প্রচারিত করিতে আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু অর্থাভাব ও নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই, এমন কি একপ্রকার নিরস্ত হইয়াছিলাম।

পরে পরম বিদ্যোৎসাহিনী প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহোদয়ার শরণাগত হইলে, তিনি আপন নৈসর্গিক ভারতবিখ্যাত বদান্যতাগুণে বিশেষ অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া আমার আশা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে দানশীলা পরম বিদ্যোৎসাহিনী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হরসুন্দরী দেবী মহোদয়াও স্বীয় বদান্যতাগুণে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতে, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যদি আমি এরূপ অর্থসাহায্য এবং উৎসাহদান না পাইতাম, তাহা হইলে আমার হৃদয়ের আশা হৃদয়েই বিলীন হইত সন্দেহ নাই। আজ হইতে যতকাল বিদ্যার আদর ও চর্চ্চা থাকিবে ততকাল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীদ্বয়ের এই কীর্ত্তিস্তম্ভ ভূতলে জাজ্বল্যমান থাকিয়া তাঁহাদের সুনির্ম্মল যশঃ ঘোষণা করিবে।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন রায়বাহাদুর তথা শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ সেন তর্কসিদ্ধান্ত বি, এ, মহোদয়দিগের বিশেষ প্রযত্ন ও উৎসাহদান নিবন্ধন উক্ত মহোদয়দিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এই পূর্ব্বসূচনার উপসংহার করিলাম।

কথা-সরিৎ-সাগর।

প্রথম তরঙ্গ।

ভারতবর্ষের উত্তর-প্রান্তে বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব নিষেবিত গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী হিমালয় নামে পর্ব্বত আছে। যে হিমবান্ মাহাত্ম্যে পৃথিবীর যাবতীয় ভূধরকে অধঃকৃত করিয়াছে। ত্রিজগন্মাতা ভবানী যাঁহার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বংশ উজ্জ্বল ও পবিত্র করিয়াছিলেন। সেই হিমাচলের উন্নত শৃঙ্গের নাম কৈলাসাখ্য গিরি সহস্র যোজন ব্যাপিয়া আছে। যে কৈলাস মন্থনকালে সুধা-ধবলিত মন্দর গিরিকেও ধবলিমায় পরাজিত করিয়াছে। সেই কৈলাসশিখরে জগদ্‌গুরু গৌরী পতি অম্বিকার সহিত বিদ্যাধর কিন্নরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিয়ত বাস করেন।

একদা হরপার্ব্বতী একত্র উপবিষ্ট থাকিলে, পার্ব্বতী দেবদেবকে অশেষবিধ স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করিলেন। শশিশেখরও ভবানীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করত, তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আপনার কি প্রিয় করিব আদেশ করুন। গিরিজা কহিলেন, প্রভো! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এরূপ রমণীয় কোন নূতন কথা বর্ণন করুন, যাহা আমি কখন শ্রবণ করি নাই। ইহা শুনিয়া শঙ্কর কহিলেন, প্রিয়ে! আপনি কালত্রয়দর্শিনী, অতএব এই জগতে যাহা আপনার বিদিত নাই, এমন কি আছে?।

মহাদেবের এরূপ উত্তরেও নিবৃত্ত না হইয়া, দেবী তাঁহার প্রতি অতিশয় নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন, সুতরাং শঙ্কর, মানবতী গৌরী পাছে অভিমান করেন, এই ভয়ে ভবানীর তুষ্টির জন্য একটী স্বল্পকথা আরম্ভ করিলেন।

হে প্রিয়ে! পূর্ব্বকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ব্রহ্মা, বিষ্ণু সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করত হিমাচলের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া তথায় মহৎজ্বালা-লিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। এবং সেই লিঙ্গের অন্ত দেখিবার মানসে একজন ঊর্দ্ধে এবং অন্য অধোভাগে গমন করিলেন। কিন্তু কেহই কুত্রাপি তাহার অন্ত না পাইয়া পরিশেষে তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিলেন। আমিও আবির্ভূত হইয়া, তোমরা কি বর প্রার্থনা কর?, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা কহিলেন, প্রভো! আপনি আমার পুত্রত্ব স্বীকার করুন। এই অতি বৃদ্ধিহেতু ব্রহ্মা নিন্দিত হইয়া অপূজ্য হইলেন। তদনন্তর নারায়ণ এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার অতিমাত্র শুশ্রূষাপর হইতে বাসনা করি। এই জন্য নারায়ণ ত্বদাত্মক আমার শরীরীভূত হইয়া জন্মিলেন। অতএব শক্তি-সম্পন্ন আমার সম্বন্ধে আপনি এবং নারায়ণ একই পদার্থ। হে দেবি! আপনি আমার পূর্ব্ব জায়া ছিলেন। মহাদেবের এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! আমি কিরূপে আপনার পূর্ব্ব জায়া ছিলাম, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! পূর্ব্বকালে দক্ষ প্রজাপতির, আপনি এবং অন্যান্য বহু কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষরাজ আমার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করেন, এবং অন্যান্য কন্যা ধর্ম্মাদিকে প্রদান করেন। একদা দক্ষরাজ যজ্ঞোপলক্ষে সমস্ত জামাতৃগণকে আহ্বান করিলেন, কেবল আমাকে আহ্বান করিলেন না। তাহাতে আপনি পিতা

দক্ষরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আপনি সমস্ত জামাতৃগণকে আহ্বান করিলেন, আমার ভর্ত্তাকে আহ্বান করিলেন না, ইহার কারণ কি?। তাহাতে দক্ষরাজ কহিলেন, তোমার ভর্ত্তা নরকপাল-ধারী, অতএব যজ্ঞে তাঁহার আহ্বান কি প্রকারে হইতে পারে?। দক্ষরাজের এই বাক্য আপনার কর্ণে বিষসূচীর ন্যায় বিদ্ধ হইলে, আপনি, এ ব্যক্তি পাপাত্মা, এতজ্জাত এ শরীর রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, মনে মনে এই তর্ক করিয়া ক্রোধভরে নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। আমিও সেই ক্রোধে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিলাম। তাহার পর হে প্রিয়ে! আপনি হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর আমি তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে উপস্থিত হইলে, ত্বদীয় পিতা হিমবান্ আমার শুশ্রূষার নিমিত্ত আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বোধ করি, এ কথা আপনার স্মরণ থাকিবেক। এই সময় দেবগণ তারক নামে দুর্দ্দান্ত অসুরের বিনাশার্থ তাড়কান্তক এক পুত্রোৎপত্তি—বাসনায় কন্দর্পকে মদীয় তপোভূমিতে প্রেরণ করিলে, আমি কন্দর্প-বাণবিদ্ধ হইয়া, ক্রোধভরে মদনকে দগ্ধ করিলাম। তদনন্তর আপনি কঠোর তপস্যার দ্বারা আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন।

এই কথা বলিয়া মহাদেব বিরত হইলে, দেবী কোপাকুলা হইয়া কহিলেন, জানিলাম আপনি অতিশয় ধূর্ত্ত, কারণ আমি আগ্রহসহকারে রম্য কথা শুনিবার জন্য এত অনুরোধ করিলাম, তথাচ তাহা কহিলেন না। সুরধুনী-প্রণয়ে মুগ্ধ, আমাদের প্রীতিবিধান করিলে কি হইবে?।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর পার্ব্বতীকে প্রসন্ন করিয়া, মনোহর কথা আরম্ভ করিতে স্বীকৃত হইলে, দেবী কোপ পরিত্যাগ করিলেন এবং নন্দীকে এই আদেশ করিলেন, যে কোন ব্যক্তি যেন এখানে প্রবেশ করিতে না পারে। এই আজ্ঞা পাইয়া নন্দী দ্বার রুদ্ধ করিলে, হর কথা আরম্ভ করিলেন।

দেবি। দেবগণ নিত্য সুখী এবং মনুষ্যগণ নিত্য দুঃখী। সুতরাং দিব্য এবং মানুষ চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোহারিণী। অতএব আমি বিদ্যাধর চরিত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

এই বলিয়া দেবদেব কথা আরম্ভ করিলে, সেই সময়ে শম্ভুর প্রসাদ-ভাজন পুষ্পদন্ত নামে গণশ্রেষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইল। দ্বারবান নন্দী প্রভুর আজ্ঞায় তাহার প্রবেশ নিষেধ করিল। এই নিষেধে সন্দিহান হইয়া পুষ্পদন্ত মনে মনে কহিতে লাগিল। অদ্য যখন আমার ও প্রবেশ নিষেধের আজ্ঞা হইয়াছে, তখন অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ থাকিবে। এই বলিয়া কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে অলক্ষিত ভাবে হরপার্ব্বতী-সদনে প্রবেশ করিল। এবং মহাদেব যে সপ্তবিদ্যা-ধরের অপূর্ব্ব ও অদ্ভুতচরিত বর্ণন করিতেছিলেন, সমস্ত আমূল শ্রবণ পূর্ব্বক গৃহে যাইয়া নিজ ভার্য্যা জয়ার নিকট সমস্ত বর্ণন করিল। এখন এ কথা আর ছাপা থাকা যে বিষম হইল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। স্ত্রীলোকের পেটে কোন রহস্যই থাকে না, শীঘ্রই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। জয়া গিরিসুতার নিকট যাইয়া সেই কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল।

ভগবতী জয়ার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র অতিশয় কুপিত হইয়া কহিলেন, নাথ। আপনি যাহা বর্ণন করিলেন তাহা জয়াও জানে, অতএব আপনি অপূর্ব্ব আর কি বর্ণন করিলেন ?। উমাপতি এতৎশ্রবণে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন দেবি। আমি প্রণিধান দ্বারা দেখিলাম, পুষ্পদন্ত যোগবলে ছন্নভাবে অস্মদগৃহে প্রবেশ করিয়া সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক গৃহে যাইয়া নিজভার্য্যা জয়ার নিকট তাহা বর্ণন করিয়াছে, নচেৎ এ অপূর্ব্ব কাহিনী, ইহা আর কেহই জানে না।

অনন্তর পার্ব্বতী পুষ্পদন্তকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া ক্রোধভরে, অবিনীত। তুই এই দণ্ডে মানুষত্ব প্রাপ্ত হ, এই শাঁপ দিলেন। অনন্তর মাল্যবান নামক গণশ্রেষ্ঠ, পুষ্পদন্তের মার্জ্জনার্থ দেবীর নিকট নিবে-

দন জানাইলে, ক্রুদ্ধা দেবী তাহাকেও ঐরূপ শাপ দিলেন। পুষ্পদন্ত ও মাল্যবান উভয়ে জয়া সমবেত হইয়া দেবীর চরণে নিপতিত হইলে, ভবানী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, সুপ্রতীক নামে যক্ষ কুবেরশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিন্ধ্যাটবীমধ্যে কাণভূতি নামে অবস্থিতি করিতেছে। হে পুষ্পদন্ত যৎকালে তুমি তাহাকে দেখিয়া নিজ জাতি স্মরণ পূর্ব্বক তাহার নিকট এই কথা বর্ণন করিবে, তখন শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। আর মাল্যবান্ যখন সেই কথা কাণভূতির মুখে শ্রবণ করিবে, তখন কাণভূতি মুক্ত হইবে, পরে সেই কথা প্রচার করিয়া মাল্যবান্ মুক্ত হইবে।

এই কথা বলিয়া শৈলতনয়া বিরত হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া তিরোহিত হইল। কিছু কাল গত হইলে, সদয়া গৌরী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! আমি যে দুই জন প্রমথ-শ্রেষ্ঠকে শাপ দিয়াছি, তাহারা এক্ষণে ভূমণ্ডলের কোথায় জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে বলুন। চন্দ্রমৌলি কহিলেন, কৌশাম্বী নামে যে মহা নগরী আছে, সেই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া পুষ্পদন্ত বররুচি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং মাল্যবান সুপ্রতিষ্ঠিতাখ্য নগরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া গুণাঢ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাদেব এইরূপে সতত অনুগত নিজ ভৃত্যের অবমাননায় অনুতাপগ্রস্ত হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের তটে কল্পবল্লী দ্বারা লীলা গৃহ রচনাপূর্ব্বক তাহাতে গৌরীর সহিত কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

তদনন্তর পুষ্পদন্ত বররুচি নামে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করত নিখিল বিদ্যায় পারদর্শী কাত্যায়ন নামে বিখ্যাত হইলেন। এবং কিছু কাল নন্দ নরপতির মন্ত্রিত্ব করিয়া, পরিশেষে কার্য্যাসমর্থ হইলে, একদা বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনার্থ গমন পূর্ব্বক তপোবলে দেবীকে প্রসন্ন করিলেন।

দেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইযা স্বপ্নে তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইযাছি, বিন্ধ্যকান্তারস্থ কাণভূতি দর্শনার্থ গমন কর। পুষ্পদন্ত দেবীর আদেশে ব্যাঘ্র-বানর-সংকুল জনহীন, ভীষণদ্রুমবিশিষ্ট সেই কান্তার মধ্যে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে শাখা প্রশাখায দিগন্তব্যাপী মহোন্নত এক বট-বৃক্ষ সম্মুখে অবলোকন করিলেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইযা সেই তরু-তলে পিশাচ—শত—পরিবৃত শালপ্রাংশু পিশাচপতি কাণভূতিকে দেখিতে পাইলেন। কাণভূতি কাত্যাযনের দর্শনমাত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশনার্থ অভ্যর্থনা করিলে, কাত্যাযন উপবিষ্ট হইলেন। এবং ক্ষণকাল পরে কহিলেন, আপনাকে তো যথেষ্ট সদাচারসম্পন্ন দেখিতেছি, তবে কেন আপনার এরূপ অবস্থা হইল ?। কাণভূতি কহিলেন, আমি স্বযং তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু উজ্জযনী নগরীর শ্মশান মধ্যে যে মহাদেব আছেন, তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে দেব। নর-কপাল এবং শ্মশানের প্রতি আপনার এত অনুরাগ কেন হইল ?, ভগবতী এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান কহিলেন, পূর্ব্বে কল্পাবসানে জগৎ জলময় হইলে, আমি নিজ উরুদেশ ভেদ করিযা যে রক্তবিন্দু পাতিত করিয়াছিলাম, তাহা জলমগ্ন হইযা এক অণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং সেই অণ্ডের অভ্যন্তর হইতে বিধাতা পুরুষরূপে নির্গত হইলেন। তাহার পর আমি সৃষ্টির নিমিত্ত প্রকৃতির সৃষ্টি করিলাম। সেই প্রকৃতি পুরুষ অন্যান্য প্রজাপতির সৃষ্টি করিলে, তাঁহারা আবার অশেষ প্রজা সৃষ্টি করিলেন। এই হেতু সেই পুরুষ পিতামহ নামে জগতে কথিত হইলেন। পিতামহ এইরূপে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিযা যখন অতিশয় দর্পিত হইলেন, তখন আমি তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলাম। কিন্তু পরিণামে তজ্জন্য মহানুতাপ প্রাপ্ত ও মহাব্রতধারী হইলাম। সেই অবধি আমি কপাল-

পাণি ও শ্মশানপ্রিয় হইয়াছি। অধিকন্তু হে দেবি! আমার হস্তস্থিতকপালকে এই কপালাত্মক জগৎ বলিয়া জানিবেন, আর পূর্ব্বোক্ত অণ্ডকপাল আকাশ পৃথিবী নামে বিখ্যাত হইয়াছে, জানিবেন। এই কথার পর আর কি কথা হয়, তাহা শুনিবার জন্য আমি তথায় অবস্থিত হইলে, ভগবতী পুনর্ব্বার নিজ পতিকে কহিলেন, দেব! সেই পুষ্পদন্ত কত কালে পুনর্ব্বার আমাদের নিকট আসিবে?। মহেশ্বর আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, দেবি! এই যে পিশাচ দণ্ডায়মান আছে, এ কুবেরের অনুচর কোন যক্ষ। স্থূলশিরা নামে কোন রাক্ষস ইহার মিত্র ছিল। ধনাধিপ অনুচরকে ঐ পাপাত্মার সহিত সঙ্গত দেখিয়া, তাহার প্রতি বিন্ধ্যাটবীতে পিশাচত্বের অভিসম্পাত করিলেন। তদীয় ভ্রাতা দীর্ঘজংঘা ধনদের চরণে পতিত হইয়া, তদীয় শাপ মোচনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধনদ কহিলেন। শঙ্করীশাপে ভূলোকে অবতীর্ণ পুষ্পদন্তের প্রমুখাৎ মহা কথা শ্রবণানন্তর, শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ মাল্যবানের নিকট তাহা সমুখে প্রকাশ করিলে, মাল্যবান এবং পুষ্পদন্তের সহিত শাপ বিমুক্ত হইবে। প্রিয়ে! ধনদ এইরূপ ইহার শাপান্ত বিধান করিলেন। এবং তাহা হইতেই পুষ্পদন্তের শাপান্ত হইবেক। আমি শম্ভুর এই কথায় হৃষ্টচিত্তে এখানে আসিয়াছি। অতএব পুষ্পদন্তের আগমন পর্য্যন্ত আমার শাপ মোচনের কাল। তিনি আসিলেই আমার শাপান্ত হইবেক।

কাণভূতি ইহা বলিয়া বিরত হইলে, বররুচি তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আপন জাতি স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমিই সেই পুষ্পদন্ত আমার নিকট সেই কথা শ্রবণ করুন। ইহা বলিয়া কাত্যায়ন চতুর্দ্দশ কথা বর্ণন করিলে, কাণভূতি কহিলেন, হে দেব। আপনি রুদ্রাবতার, আপনি ব্যতিরেকে এই মহাকথা কে বলিতে পারে। আপনার প্রসাদে আমার শরীর হইতে সেই শাপ গতপ্রায় হইল। অতএব হে প্রভো। যদি গোপনের বিষয় না হয়, তবে আজন্ম নিজ বৃত্তান্ত

সবিস্তর বর্ণন করিয়া আমাকে আরো পবিত্র করুন। তদনন্তর বররুচি কাণভূতির অনুরোধে নিজ জন্ম বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৌশাম্বী নগরে সোমদত্ত বা অগ্নিশিখ নামে ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বসুদত্তা নামে তাহার ভার্য্যা, পূর্ব্বে মুনিকন্যা ছিলেন। তিনি শাপ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি শাপগ্রস্ত হইয়া সেই দ্বিজের ঔরসে বসুদত্তার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থাতেই পিতার পরলোক হইলে, জননী বহুকষ্টে আমার ভরণ-পোষণ করেন। একদা রাত্রিযোগে দুইটী ব্রাহ্মণ পথশ্রান্ত হইয়া অস্মদ্গৃহে বসতি গ্রহণ করিল। তাহারা অবস্থিতি করিলে পর, সহসা মুরজধ্বনি উত্থিত হইল। জননী সেই ধ্বনি শ্রবণ মাত্র পিতৃদেবকে স্মর করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন বৎস। তদীয় পিতৃমিত্র ভবানন্দ নামে নট নৃত্য করিতেছেন। তাহাতে আমি কহিলাম, আমি দেখিতে যাই। দেখিয়া আসিয়া তোমাকে সেই সমস্ত অবিকল দেখাইব। অতিথি ব্রাহ্মণদ্বয় আমার এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলে, জননী কহিলেন, এই বালক একবার শ্রবণমাত্র তাহা যে অনায়াসেই ধারণ করিতে পারিবেক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনন্তর ব্রাহ্মণদ্বয় আমার পরীক্ষার জন্য প্রাতিশাখ্য পাঠ করিলে, আমি তাহা অবিকল তাহাদের সমক্ষে পাঠ করিলাম। তদনন্তর তাহাদের সহিত গমন করিয়া নাট্য দর্শনপূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিয়া—মাতৃ সমক্ষে সমস্ত অবিকল প্রকাশ করিলাম।

ইহাতে ব্যাড়িনাম অন্যতর অতিথি আমাকে শ্রুতধর জানিয়া জননীকেপ্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,মাতঃ। বেতসাখ্য নগরে পরস্পর অতিমাত্র সৌহার্দ্দ সম্পন্ন বেতসস্বামিক এবং বস্তক নামে দুই সহোদর বিপ্র বাস করিতেন। ইনি প্রথমের পুত্র, ইহাঁর নাম ইন্দ্রদত্ত। আমি দ্বিতীয়ের পুত্র, আমার নাম ব্যাড়ি। অগ্রে আমার পিতা পরলোক যাত্রা করিলে, সেই শোকে ইন্দ্র দত্তের পিতাও মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তৎপরে স্বামিবিরহে আমাদের জননীরাও কাল কবলে পতিত হইলেন।

আমরা অনাথ হইলাম। ধন সত্ত্বেও আমরা বিদ্যাকাংক্ষী হইয়া স্বামি কুমারের নিকট প্রার্থনা জানাইবার জন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলাম। তথায় আমরা তপোনিমগ্ন হইলে, কুমার স্বপ্নে এই আদেশ করিলেন, নন্দনরপতির রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ-নামে যে এক বিপ্র আছেন, তাঁহার নিকট যাইলে, তোমরা অখিল বিদ্যা অধিগত হইবে; অতএব উভয়ে তথায় গমন কর।

অনন্তর আমরা স্বামিকুমারের এই আদেশে নন্দপুরে গমন করিয়া, বর্ষের অনুসন্ধান করিলে, লোকে কহিল, সেখানে বর্ষ নামে অতিমূর্খ এক ব্রাহ্মণ আছে। তদনন্তর আমরা দোলায়িত চিত্তে বর্ষের ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, গৃহ মূষিক মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ ও ভিত্তি সকল জর্জরিত। গৃহের চাল না থাকায়, অতিশয় শোভাহীন, বোধ হইল যেন আপদের জন্মক্ষেত্র। দেখিলাম সেই গৃহ মধ্যে বর্ষ ধ্যানে আছেন। তদীয়পত্নী, মলিনা, শীর্ণদেহা এবং ছিন্নমলিনবস্ত্রা, দেখিতে যেন গুণরাগানুগত মূর্ত্তিমতী দুর্গতি স্বরূপ। তিনি আমাদের যথোচিত আতিথ্য করিলে, আমরা প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব বৃত্তান্ত, এবং তাঁহার স্বামীর যে মূর্খতার কথা পথে শুনিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিলাম। দ্বিজপত্নী এতৎশ্রবণে কহিলেন, তোমরা আমার সন্তানস্বরূপ তোমাদের নিকট আমার লজ্জা কি আছে, আমি সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

এই নগরে শঙ্কর স্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমার স্বামী এবং উপবর্ষ নামে তাঁহার দুই পুত্র। ইনি মূর্খ এবং দরিদ্র, তিনি ইঁহার অনুজ, বিদ্বান এবং ধনবান। উপবর্ষ নিজ ভার্য্যাকে গৃহ পোষণে নিযুক্ত করিলেন। একদা বর্ষাকাল সমাগত হইল। যোষিদ্গণ দেশের কদর্য্য প্রথানুসারে সগুড় জুগুপ্সিত পিষ্টক রচনা করিয়া এই সময় মূর্খ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাবৃট্‌কালে ঐরূপ দান করিলে, শীতকালে স্নানের ক্লেশ হয় না, এবং গ্রীষ্মে শ্রম হয় না। কিন্তু এরূপ দান

কদাচ তাহারা নিজে গ্রহণ করিত না। একদিবস মদীয় দেবরগৃহিণী কিছু দক্ষিণার সহিত আমার স্বামীকে ঐরূপ জুগুপ্সিত পিষ্টক প্রদান করেন। ইনি তাহা লইয়া গৃহে আসিলে, তদ্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিলাম। তন্নিবন্ধন ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যালাভার্থ স্বামি কুমার সমীপে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলে, কুমার তপস্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমস্ত বিদ্যা প্রদান করত কহিলেন, তুমি সকৃত্‌শ্রুতধর ব্রাহ্মণকে এই সকল বিদ্যা প্রদান করিবে। ভর্ত্তা সফলমনোরথ হইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়া সেই অবধি অবিরত জপ ও ধ্যানে নিরত আছেন। অতএব যদি তোমরা সকৃৎশ্রুতধর কোন বিপ্রকে আনয়ন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদেরও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

বর্ষ-পত্নীর এই কথা শুনিয়া, আমরা তদীয় ক্লেশনিবারণার্থ সুবর্ণ শত প্রদান পূর্ব্বক শ্রুতধর বিপ্রের অন্বেষণে নির্গত হইলাম। পৃথিবীর নানাস্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি শ্রুতধর বিপ্র প্রাপ্ত হইলাম না। পরিশেষে শান্তশরীরে আজ ত্বদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া আপনার সন্তানকেই একমাত্র শ্রুতধর বালক দেখিলাম। অতএব যদি এই বালককে আমাদের সহিত প্রেরণ করেন, তাহা হইলে, আমরা যে অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগ করিয়াছি, তাহা সফল হয়।

ব্যাডির এই কথা শুনিয়া মন্মাতা সাদর বচনে কহিলেন। বৎস তোমরা যাহা কহিলে সে সমস্তই সঙ্গত, তাহাতে আমারও অপ্রত্যয় নাই। যৎকালে এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তখন এই আকাশ বাণী হইয়াছিল যে, প্রসূত তনয় শ্রুতিধর হইয়া বর্ষ নামক উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যালাভ করিবে, এবং এতৎপ্রণীত ব্যাকরণ শাস্ত্র লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আর সমস্ত শ্রেষ্ঠবস্তুতে রুচিহেতু ইহার নাম বররুচি থাকিবে।

এক্ষণে এই বালকেব বযস যত অগ্রসর হইতেছে ততই, ইহার যোগ্য সেই বর্ষ উপাধ্যায় কোথায় আছেন, এই চিন্তা আমাব হৃদযে উত্ত-বোত্তব বলবতী হইতেছে। অদ্য তোমাদেব মুখে বর্ষ উপাধ্যাযেব বৃত্তান্ত অবগত হইযা নিশ্চিন্ত ও পবম পবিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। আজ্ অবধি এই বালক তোমাদেব ভ্রাতৃতুল্য হইল, ইহাকে লইয়া বিদ্যালাভার্থ গমন কব। জননীব বাক্যে ব্যাড়ি এবং ইন্দ্রদত্ত পবমাহ্লাদিত হইয়া ক্ষণবৎ রাত্রি যাপন কবিল।

প্রভাত বইবামাত্র জননীব উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ নিজধন ব্যয কবিযা ব্যাড়িই আমাব উপনয়ন দিলেন। গমনকালে জননী বাষ্পাকুলা হইযা বিদাযেব অনুমতি প্রদান কবিলে, নিজ উৎসাহদ্বাবা জননীব ব্যথা শান্ত কবিলাম। তদনন্তব কুমাবকে স্মবণ কবত আমাকে লইয়া ব্যাড়ি এবং ইন্দ্রদত্ত প্রস্থান কবিলেন।

অনন্তর আমবা ক্রমশ গুরুগৃহে উপস্থিত হইলে, গুরু আমাকে সাক্ষাৎ স্কন্দপ্রসাদ জ্ঞান কবিলেন। পব দিবস বার্ষেউপাধ্যায আমা-দিগকে সম্মুখে লইযা, পবিত্র ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক দিব্য বাক্যে ওঁকাব উচ্চাবণ কবিবামাত্র, সাঙ্গ-বেদ উপস্থিত হইল, তদনন্তব তিনি আমা-দিগকে সেই বেদ অধ্যয়ন কবাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু মুখ বিনিঃসৃত সেই বেদ আমি একবাব, ব্যাড়ি দুইবাব এবং ইন্দ্রদত্ত তিনবার শুনিযা গ্রহণ কবিলাম। অনন্তব নগববাসী বিপ্রবর্গ সহসা সেই অপূর্ব্ব দিব্য ধ্বনি শ্রবণ কবিযা সবিস্ময়ান্তঃকবণে তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিগ হইতে আসিযা উপাধ্যাযেব স্তব কবত তাঁহাকে প্রণাম কবিল॥

এইরূপ চিত্র ব্যাপাব অবলোকন কবিযা উপবর্ষ ভিন্ন পাটলিপুত্র নগবীয় যাবতীয় লোক আমোদ ও মহোৎসবে মত্ত হইল। এবং তত্রত্য উন্নতশ্রী নন্দরাজ ও বর্ষ ভবনে আসিয়া সেই স্কন্দবরপ্রভাব অবলোকনে পবম পবিতোষ লাভ কবিযা সমাদবে তদীয় গৃহ ধনে পবিপূর্ণ কবিলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ।

সেই বনে কাণভূতি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিলে, ববরুচি এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল বিবত থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন। কোন সময়ে উপাধ্যায়ের আহ্নিক কার্য্য সমাপনান্তে আমরা উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম। গুরো! এই নগর কিরূপে সরস্বতী এবং লক্ষ্মীর আবাস ভূমি হইল, শুনিতে বাঞ্ছা করি। এই প্রশ্নে উপাধ্যায় কথা আরম্ভ করিলেন। গঙ্গা দ্বারে কনখল নামে পবিত্র তীর্থ আছে। যথায় দেবহস্তি উশীনর নামক গিরির প্রস্থ দেশ হইতে সেই তীর্থ ভেদ করিয়া কাঞ্চন-পাত দ্বারা জাহ্নবীকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে; দাক্ষিণাত্য কোন ব্রাহ্মণ ভার্য্যার সহিত তপস্যার্থ আসিয়া তথায় অবস্থিতি করিয়াছিল; কাল ক্রমে সেই স্থানেই তাঁহার তিনটী পুত্র জন্মিল। কিছু কাল পরে তাহাদের পিতামাতার পরলোক হইলে, ভ্রাতৃত্রয় বিদ্যোপার্জ্জনেচ্ছায় রাজগৃহ নামক স্থানে গমন পূর্ব্বক বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া অনাথ দুঃখিত ভ্রাতৃত্রয়ই স্বামি কুমারের দর্শনার্থ দক্ষিণাপথে যাত্রা করিল। পথি মধ্যে সমুদ্রতটস্থিত চিঞ্চিনী নগরীতে গমন করিয়া ভোজিক নামক কোন ব্রাহ্মণের গৃহে বাস গ্রহণ করিল। ভোজিক দ্বিজ, পুত্র না থাকায় সেই ভ্রাতৃত্রয়কে নিজ কন্যাত্রয় সম্প্রদান করিয়া ধনদান পুরঃসর তপস্যার্থ গঙ্গা তীরে গমন করিলেন।

এই রূপে তাহারা শ্বশুর গৃহে বাস করিলে, কদাচিৎ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এজন্য তাহারা নিজ নিজ ভার্য্যাগণকে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। ইহারা কি নৃশংস হৃদয়। অথবা বন্ধু বুদ্ধি নৃশংস হৃদয়কে কখনই স্পর্শ করে না। যাহাহউক তাহাদের মধ্যমা ভগিনী গর্ভবতী ছিল, তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতৃমিত্র যজ্ঞদত্তের শরণাগত হইল। এবং তথায় নিজ ভর্ত্তৃগণকে ধ্যান করত অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিল। তথাপি কোন প্রকার কুমতি-গ্রস্ত হইল না। অথবা কুলস্ত্রীগণ বিপৎকালেও সতীব্রত পরিত্যাগ

করে না। দশম মাস উপস্থিত হইলে, মধ্যমা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলে সেই বালকের প্রতি ভগিনীদিগের স্নেহ তুল্য রূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একদা মহেশ্বর স্কন্দ-জননীকে ক্রোড়ে লইযা আকাশ পথে ভ্রমণ কবিতেছিলেন। স্কন্দ জননী মর্ত্ত্য লোকে এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সদয় ভাবে কহিলেন দেব। দেখুন দেখুন। কেমন ঐ তিনটী স্ত্রী ঐ এক শিশুতে বদ্ধ স্নেহ হইয়া এই আশা কবিতেছে যে, ঐ শিশু উহাদিগকে প্রতিপালন কবিবে। ইহাদেব প্রতি আমাব অতিশয দযা জন্মিয়াছে; নাথ! আপনি এই করুন, যাহাতে ঐ শিশু বাল্যাবস্থাতেই উহাদেব প্রতিপালন কবিতে সমর্থ হয়। প্রিযা কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া দেব দেব কহিলেন, আমি ইহাব প্রতি সানুকম্পই আছি। পূর্ব্ব জন্মে এই ব্যক্তি ভার্য্যাব সহিত আমাব আবাধনা কবিয়াছিল সেই কাবণে এ পুনর্ব্বাব সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হইযাছে। এবং ইহাব ভার্য্যাও মহেন্দ্র-বর্ম্ম নামক ভূপতিব পাটলী নামক কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছে। সেই কন্যাই ইহাব পুন ভার্য্যা হইবেক। এই কথা বলিযা দেবদেব সেই অনাথ ভগিনীত্রযকে স্বপ্নে এই কথা বলিলেন, তোমাদিগেব এই শিশু সন্তানের নাম পুত্রক রহিল,-সুপ্ত পুত্রক প্রবুদ্ধ হইলে, প্রত্যহ ইহাব শিযরে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা উৎপন্ন হইবেক।

অনন্তব বালক সুপ্তোত্থিত হইবামাত্র তদীয় শিযবে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা উৎপন্ন হইলে, চারুদত্তেব সেই সাধ্বী কন্যাত্রয তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইল এবং ব্রত সফল জ্ঞান কবিল। এইরূপে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা উৎপন্ন হইলে, অল্পকাল মধ্যে পুত্রক বাজা হইয়া উঠিল। হায়। তপস্যাব কি অপাব মহিমা তাপোবলেই পুত্রকেব এই ঐশ্বর্য্য, ইহা বড় সুখেব বিষয়। একদা যজ্ঞদত্ত গোপনে পুত্রককে কহিল বাজন্। দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া আপনার পিতৃগণ কোথায় যে প্রস্থান কবিযাছেন,

তাহার নিদর্শন নাই। অতএব আপনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করুন, তাহা শুনিয়া আপনার পিতৃগণ অবশ্যই এখানে আগমন করিবেন; এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদত্তের কথা স্মরণ হইল, অবধান করুন।

বারাণসী ধামে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা ছিলেন। তিনি একদা রাত্রি কালে নভোমণ্ডলে সিতাভ্রবেষ্টিত-বিদ্যুৎপুঞ্জসদৃশ রাজহংসশত পরিবৃত কনকাভ হংস যুগলকে গমন করিতে দেখিয়া নয়ন যুগলের তৃপ্তি লাভ না হওয়াতে, পুনর্ব্বার তদ্দর্শনে এত উৎকণ্ঠিত হইলেন যে, নৃপ ভোগ্য আর কিছুতেই তাঁহার সুখোদয় হয় না। তদনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া পরম মনোহর এক সরোবর খনন করাইলেন, এবং প্রাণিদিগের অভয় প্রদান করিলেন। কিছুকাল পরে একদা সেই রাজ হংস যুগল রাজসরোবরে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাদের সৌবর্ণ শরীর অবলোকনে পূর্ব্বদৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিলেন; এবং বিশ্বস্ত বচনে হৈম শরীরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হংস যুগল নরপতি প্রশ্ন শ্রবণানন্তর স্পষ্ট বাক্যে তাহার উত্তর দানে প্রস্তুত হইয়া কহিল, রাজন্। পূর্ব্ব জন্মে আমরা কাককুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বলির নিমিত্ত যুদ্ধ করত পুণ্য, শূন্য এক শিবালয় দ্রোণি মধ্যে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তদনন্তর জাতিস্মর হেমকান্তি দুই রাজহংস রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজা যথাভীষ্ট তাহাদিগকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অতএব আপনিও ভূরি ভূরি দান আরম্ভ করিলে, অবশ্যই পিতৃগণকে প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

পুত্রক যজ্ঞদত্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভূরি দান আরম্ভ করিলেন। এই প্রদান বার্ত্তা চতুর্দিগে প্রচার হইলে, সেই দ্বিজত্রয় তথায় উপস্থিত হইল। এবং স্ত্রী পুত্রের সহিত পরিচিত হইয়া পরম ঐশ্বর্য্য ভোগে নিমগ্ন হইল। দুরাত্মা ব্যক্তির কি চমৎকার স্বভাব, হাজার

বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হউক, কখনই সে স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। কৃতঘ্নেরা যে শিশু হইতে এত আপন্মুক্ত হইযা ঐশ্বর্য্যশালী হইল,পরে দেখিতে পাইবে, তাহারই বধের চেষ্টা। কিছুকাল গত হইলে, তাহারা রাজ্যলুব্ধ হইয়া পুত্রকের বধে কৃতসংকল্প হইল। এবং বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন-ছলে নরপতি পুত্রককে লইয়া যাত্রা করিল। পুত্রকের অগোচরে দেবীর গৃহাভ্যন্তরে বধকারী রাখিয়া পুত্রককে একাকী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিতে কহিল। পুত্রক বিশ্বস্ত চিত্তে দেবী ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বধকদিগকে বধোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমারা কেন আমাকে বিনাশ করিবে?। তদনন্তর দেবী-মাযায মুগ্ধ হইযা বধকপুরুষগণ কহিল, আপনার পিতা অর্থ দিযা আমাদিগকে আপনার বধে নিযুক্ত করিযাছেন। পুত্রক এই কথা শুনিযা কহিলেন, আমি তোমাদিগকে এই অমূল্য নিজ রত্নালঙ্কার প্রদান করিতেছি, তোমরা আমাকে ছাড়িযা দাও। আমি কোন গোল না করিয়া পলাযন করিতেছি। বধকগণ তথাস্তু বলিযা সেই অমূল্য রত্নালঙ্কার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল, এবং পুত্রক হত হইযাছে, তৎপিতৃ গণের অগ্রে এই কথা মিথ্যা করিয়া বলিল। তদনন্তর তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইযা রাজ্যাকাঙ্ক্ষী হইলে, মন্ত্রীগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিল। কৃতঘ্নদিগের মঙ্গল কোথায়।

এই অবসরে সত্য প্রতিজ্ঞ নরপতি পুত্রক ও স্বীয় বন্ধুবর্গের প্রতি বিরক্ত হইয়া বিন্ধ্য-কান্তারে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে, বাহু যুদ্ধ কুশল দুই বীর পুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল, আমরা ময়দানব সুত, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে এই ভাজন এই যষ্টি এবং এই পাদুকামাত্র আছে। ইহার জন্য আমাদের যুদ্ধ হইতেছে, আমাদিগের মধ্যে যিনি বলে শ্রেষ্ঠ হইবেন, তিনিই এই সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। এতৎশ্রবণে পুত্রক স্মিতমুখে

কহিলেন, পুরুষের পক্ষে এ অতি যৎসামান্য ধন। তাহারা কহিল মহাশয়। এই যে পাদুকাদ্বয় দেখিতেছেন, ইহা ধারণ করিলে খেচরত্ব লাভ হয়। এই যষ্টি দ্বারা যাহা কিছু লেখা যায়, তাহা সত্য হয়। আর এই ভাজন, যেরূপ আহার ইচ্ছা কর তাহাই প্রদান করে।

পুত্রক কহিলেন, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। আমার মতে এই পণ করা হউক যে, ধাবন-বিষয়ে যিনি বলাধিক হইবেন, তিনিই এই ধনের অধিকারী হইবেন। সেই মূঢদ্বয় তথাস্তু বলিয়া বেগে ধাবমান হইলে, পুত্রক যষ্টি এবং ভাজন গ্রহণ করিয়া পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক খেচরত্ব প্রাপ্ত হইয়া গগনমার্গে আরোহণ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে বহুদূর গমন করিয়া আকর্ষিকাখ্যা এক শোভমানা নগরী আলোকন করিয়া তথায় অবতীর্ণ হইলেন। তথাকার বেশ্যাগণ অতিশয় বঞ্চনাপরায়ণ, দ্বিজগণ আমার পিতৃসদৃশ, বণিকগণ ধনলুব্ধ। এখন কাহার গৃহে বাসা লই ?। এই চিন্তা করিতে করিতে একটী নির্জ্জন গৃহ অবলোকন করিলেন, এবং দেখিলেন তাহার রক্ষক একটী বৃদ্ধাঅবলামাত্র আছে। পুত্রক ধন দান দ্বারা সেই বৃদ্ধাকে পরিতুষ্ট করিয়া পরম সমাদরে তদীয় জীর্ণগৃহে অলক্ষিত ভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা বৃদ্ধা প্রসন্নচিত্তে পুত্রককে সম্বোধন করিয়া কহিল। বৎস! আমি এই চিন্তা করিতেছি যে, তোমার সদৃশী ভার্য্যা কোথায় আছে। কেবল মাত্র এই নগরীর অধিপতির পাটলী নামে এক কন্যা আছে, সেই তোমার যোগ্য কন্যা। কিন্তু রাজা কন্যাকে অন্তঃপুর মধ্যস্থিত সৌধোপরি গৃহে রত্নবৎ রক্ষা করিতেছেন, তথায় কাহার সমাগম হওয়া অসম্ভব। ইত্যাদি বৃদ্ধাবাক্য অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে, তদ্দণ্ডে তদীয় হৃদয় মধ্যে কন্দর্প প্রবেশ করিল। পুত্রক, আজই সেই কন্যাকে দেখিব ইহা স্থির করিয়া নিশিযোগে পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক, সেই রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং যথায় রাজকন্যা আছেন, তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তিনি একাকিনী নিদ্রিতা আছেন। সুধাংশু কিরণ

তদীয় শরীরকে অবিরত সেবা করিতেছে, বোধ হয় যেন নিখিল জগৎ জয় করিয়া শ্রান্ত মনোভবের মূর্ত্তিমতী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। ইহাকে কিরূপে জাগরিত করি, পুত্রক এই চিন্তা করিলে, অকস্মাৎ যামিক বন্দিপুরুষ এই গান আরম্ভ করিল। যে পুরুষ আলিঙ্গন দ্বারা মধুর হুংকারে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া অলসোন্মীলিত লোচনা সুপ্তা কান্তাকে জাগরিত করে, তাহারই জন্ম সার্থক। এই উদ্দীপন বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎকম্পবিকর অঙ্গ দ্বারা কান্তাকে আলিঙ্গন করিলে, পাটলী জাগরিত হইল। আগন্তু নৃপতিকে সহসা অবলোকন করিয়া তদীয় নেত্র লজ্জা এবং কৌতুক উভয়ের আবির্ভাবে একবার রাজকুমারের প্রতি ধাবিত একবার নিবৃত্ত হইতে লাগিল। ক্রমে পরস্পর পরিচিত হইয়া গান্ধর্ব্ব পরিণয় দ্বারা দাম্পত্য সূত্রে বদ্ধ হইলে, তাঁহাদের দাম্পত্য প্রণয়ের পরম প্রীতির অবধি রহিল না। ক্রমে রজনী অবসন্না হইলে, পরমোৎকণ্ঠিতা প্রিয়তমার নিকট বিদায় লইয়া তদ্গত চিত্তে বৃদ্ধার গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

এইরূপে পুত্রক প্রতিরাত্রে গতায়াত করিলে, রক্ষীগণ পাটলীর সম্ভোগ চিহ্ন লক্ষ্য করিল। সেই কথা পাটলীর পিতার কর্ণগোচর করিলে, পিতাও দৃঢভাবে তদনুসন্ধানার্থে কোন স্ত্রীকে নিযুক্ত করিলেন। নিযুক্তা স্ত্রী, রাজকুমার আগত হইলে, অভিজ্ঞান-সিদ্ধির নিমিত্ত সুপ্ত রাজকুমারের বস্ত্রে অলক্তক চিহ্ন প্রদান করিয়া রাখিল। প্রভাত হইলে রাজাকে সবিশেষ অবগত করিলে, রাজা সেই রাজ কুমারের অনুসন্ধানের নিমিত্ত চর পাঠাইলেন। চারেরা অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৃদ্ধার জীর্ণ ভবনে অভিজ্ঞান চিহ্ন সহ সেই কুমারকে প্রাপ্ত হইয়া রাজ সমীপে আনয়ন করিল। কুমার রাজাকে কুপিত দেখিয়া পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক আকাশমার্গে পাটলী গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে, অতএব আর এখানে থাকা উচিত নয়। এস এই পাদুকা প্রভাবে তোমাকে

লইয়া শূন্যমার্গে প্রস্থান করি। এই বলিয়া প্রণয়িণী পাটলীকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশ পথে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা তটে অবতীর্ণ হইয়া শ্রান্তা প্রণয়িণীকে পাত্রপ্রভাবজাত বিবিধ আহার দ্বারা শীতল করিলেন। অনন্তর পাটলী যষ্টির প্রভাব অবগত হইয়া কুমারের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, নাথ! আপনি এই স্থানে চতুরঙ্গবল সম্পন্ন একটী নগর অঙ্কিত করুন। তিনিও তাঁহার প্রার্থনায় চতুরঙ্গবল সম্পন্ন একটী নগর যষ্টি দ্বারা অঙ্কিত করিলে তাহা সত্য হইল। কুমার সেই নগরে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করত নিজ শ্বশুরকে শান্ত করিয়া সমুদ্রান্ত মেদিনী শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এই দিব্য নগর উৎপন্ন হইল। এবং পাঠলী পুত্র নামে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

চতুর্থ তরঙ্গ।

বররুচি বিন্ধ্যাটবীমধ্যে কাণভূতির নিকট এই কথা বর্ণন করিয়া প্রকৃতার্থ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে আমি ব্যাড়ি এবং ইন্দ্রদত্তের সহিত বর্ষ ভবনে বাস করত ক্রমশঃ উৎক্রান্ত শৈশব ও সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলাম। একদা আমরা ইন্দ্রোৎসব দর্শনে নির্গত হইয়া কন্দর্পের অসায়ক অস্ত্র স্বরূপ এক কন্যা দেখিলাম। তদনন্তর আমি ইন্দ্রদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভ্রাতঃ! একন্যাটী কে?। সে কহিল, এটী উপবর্ষের কন্যা, ইহার নাম উপকোশা। সেই উপবর্ষ-দুহিতা প্রীতিপেশল দৃষ্টি দ্বারা আমার চিত্তকে বহু কষ্টে আকর্ষণ করত গৃহে চলিয়া গেলে, আমার মনে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইল। আহা! মুখ ত নয় যেন পূর্ণশশধর, লোচন দুটীকে নীলোৎপল-যুগল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভুজদ্বয় যেন মৃণাল নালললিত। পীনস্তন শোভিতা-কম্বুকণ্ঠী প্রবালসদৃশ দন্তছটা-শালিনী, স্মরভূপতির সৌন্দর্য্য নিকেতন-স্বরূপা, যেন অপরা

ইন্দিরা ধরাতলে বিরাজ করিতেছেন। তদনন্তর আমার হৃদয় কন্দর্পশর ভিন্ন হইলে, তদ্বিম্বাধর পিপাসায় সে রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না। নিশাবসানে কথঞ্চিৎ লব্ধনিদ্র হইলে, শুক্লাম্বরধারিণী এক দিব্যনারী সম্মুখে অবির্ভূত হইয়া আমাকে কহিলেন, গুণজ্ঞা তোমার পূর্ব্বভার্য্যা উপকোশা তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবেন না। অতএব বৎস! তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি নিয়ত ত্বদীয় শরীরান্তর্বাসিনী সরস্বতী, তোমার দুঃখ দেখিলে আমার অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন॥ তদনন্তর আমি গাত্রোত্থান করিয়া মন্দ গমনে দয়িতা-মন্দিরের আসন্নবর্ত্তী সহকার তরুতলে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর উপকোশার সখী আমার নিকটে আসিয়া কহিল, মহাশয়! আমাদের সখী আপনার জন্য অতিশয় ব্যাকুলা হইয়াছেন। আপনাকে না দেখিয়া তাঁহার হৃদয়-সন্তাপ প্রগাঢ় ও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তৎশ্রবণে আমি দ্বিগুণ সন্তাপিত হইয়া প্রিয়তমার সখীকে বলিলাম, ত্বদীয় সখীর গুরুজনেরা আমার সহিত বিবাহ না দিলে আমি কি প্রকারে তাঁহাকে ভজনা করি?। অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। যদি তোমার সখীর মনোগত ভাব গুরু জনেরা জানিতে পারেন তবে ভালই হইবার সম্ভাবনা। অতএব তুমি যাইয়া তদীয় গুরু জনের নিকট সখীর মনের ভাব ব্যক্ত কর। ইহা শুনিয়া উপকোশার সখী গৃহে গিয়া তদীয় জননীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, জননী তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভর্ত্তা উপবর্ষের নিকট ব্যক্ত করিলেন, উপবর্ষ আবার ভ্রাতা বর্ষের নিকট জানাইলে তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর বিবাহের বিষয় সমস্ত অবধারিত হইলে পর, উপাধ্যায়ের আদেশ বশতঃ ব্যাড়ি কৌশাম্বী হইতে আমার জননীকে আনয়ন করিলে, উপবর্ষ বিধিবৎ আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পরে পরিবার বর্গের সহিত তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলাম।

কিছু কালের মধ্যে বর্ষ উপাধ্যায়ের শিষ্য সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইল। তন্মধ্যে পাণিনি নামে যে অতিশয় জড় বুদ্ধি এক শিষ্য ছিল, সে গুরু শুশ্রূষায় কাতর হইলে বর্ষপত্নী তাহাকে বিদায় দেওয়াতে, অতিশয় খিন্ন হইয়া বিদ্যা কামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করিল। তথায় কঠোর তপস্যা দ্বারা ইন্দুশেখরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সকল বিদ্যার মুখ স্বরূপ অভিনব ব্যাকরণ শাস্ত্র অধিগত হইল। পরে ফিরিয়া আসিয়া বিচারার্থ আমাকে আহ্বান করিলে, আমাদের বাদানুবাদ ক্রমাগত সাত রাত্রি চলিয়া অষ্টম দিবসে আমি তাহাকে পরাস্ত করিলাম। তদনন্তর মহাদেব আকাশস্থ হইয়া ঘোরতর ভীষণ এক হুঙ্কার ধ্বনি করিলেন। তন্নিবন্ধন অস্মদীয় শাস্ত্র ব্যাকরণ পৃথিবী হইতে পলায়ন করিল, আর আমরা সকলে পাণিনি কর্তৃক জিত হইয়া মূর্খ প্রায় হইয়া পড়িলাম।

এই পরাজয়ে আপনার প্রতি অতিশয় ঘৃণা জন্মিলে, যাবতীয় নিজ সম্পত্তি বণিক হিরণ্যদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া, সহধর্ম্মিণী উপকোশাকে সমস্ত কহিয়া শঙ্কর আরাধনার্থ হিমালয়ে গমন করিলাম। এদিগকে প্রিয়তমা উপকোশা নিরন্তর আমার মঙ্গল কামনা করত নিত্য গঙ্গা স্নান ও নিয়ত ব্রতধারিণী হইয়া গৃহে থাকিলেন। বসন্ত সমাগমে একদা ক্ষীণা পাণ্ডুবর্ণা অতএব প্রতিপৎ চন্দ্রের ন্যায় জনমনোহারিণী উপকোশা গঙ্গা স্নানে যাইতেছেন, পথে রাজ পুরোহিত, দণ্ডাধিপতি এবং কুমার সচিবের দৃষ্টি পথের পথিক হইলে, তাহারা সকলে কন্দর্পশরের লক্ষ্য হইলেন। সেই দিবস স্নানের কিছু বিলম্ব হওয়াতে সায়াহ্নে গৃহ প্রত্যাগমন করিতেছেন, পথিমধ্যে কুমার সচিব সহসা তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন। প্রতিভাবতী উপকোশা বিপদ দেখিয়া কহিলেন, আপনার যেরূপ অভিপ্রায় আমারও তাহাই বটে। আমি সৎকুলোৎপন্না আমার ভর্ত্তা বিদেশে আছেন। এরূপে এক প্রকাশে সমাগম হইতে পারে না। যদি বেশ দেখিতে পান, তবে আপনার

সহিত আমার একটা মহা কলঙ্ক ঘোষিত হইবে। অতএব আমার বাটীর সমস্ত লোক মহোৎসবে ব্যস্ত আছে। আপনি রাত্রির প্রথম প্রহরে আমার নিকট গমন করিবেন, এই কথা রহিল। এইরূপ কহিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া কিয়দ্দূর গমন করিবামাত্র পুরোহিত অবরুদ্ধ করিলেন। তিনি, আবার বিপদ দেখিয়া তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত রূপে আশা প্রদান করিয়া রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে তদীয় ভবনে যাইতে সঙ্কেত করিয়া ইহার হস্ত হইতেও পরিত্রাণ পাইলেন। কিছু দূর গিয়াই আবার দণ্ডাধিপের হাতে পড়িলেন, সে দুরাত্মাকেও ঐ রূপ কহিয়া তৃতীয় প্রহরে যাইতে কহিয়া কম্পান্বিত কলেবরে গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় চেটীগণের মধ্যে কর্ত্তব্য-সম্বিদ নাম্নী কোন চেটীকে কহিলেন দেখ। পতি প্রবাসে থাকিতে স্ত্রীজাতির মরণও ভাল, তথাচ লোকের দৃষ্টিপথের পথিক হওয়া উচিত নহে। এই বলিয়া চিন্তা নিমগ্না হইয়া আমাকে ধ্যান করত সে নিশা অতিবাহিত করিলেন।

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ পূজার জন্য ন্যস্ত ধনের কিছু আনিবার জন্য হিরণ্যগুপ্তের নিকট দাসী পাঠাইয়াদিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি অসদভিসন্ধি সম্পন্ন হইয়া তদীয় ভবনে আগমনপূর্ব্বক একান্তে উপকোশাকে বলিল, যদি তুমি আমাকে ভজনা কর, তবেই তোমাকে তোমার ভর্ত্তৃ ন্যস্ত অর্থ প্রদান করিব, নচেৎ নহে।

মহিলা এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, ভর্ত্তা যে ইহার নিকট ধন রাখিয়াছেন, তাহার তো কোন সাক্ষি সনন্দ নাই। ইহার যেরূপ ভাব তাহাতে না দিবারই অভিপ্রায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে। অতএব ইহার প্রতিকার আবশ্যক। ইহা স্থির করিয়া যে কৌশলে তাহার সদুপায় করিলেন, তাহা পশ্চাৎ পাঠকগণ অবগত হইয়া সন্তোষ লাভ করিবেন।

অনন্তর উপকোশা বলিলেন, আচ্ছা অদ্য রজনীর শেষ প্রহরে মদীয় ভবনে আগমন করিও। এই শুনিয়া বণিক চলিয়া গেল। অনন্তর তিনি ঐ সকল অসদ্ব্যক্তির দমনের নিমিত্ত স্ববুদ্ধি প্রভাবে যাহা যাহা অনুষ্ঠান

করিলেন তাহা এই। তিনি চেটী দ্বারা বহু পরিমাণ তেলকালি প্রস্তুত করাইয়া একটা কুণ্ড মধ্যে রাখাইলেন, এবং চারি খানি বস্ত্র খণ্ড তেল-কালিতে ডোবাইয়া রাখিলেন, আর অর্গল সহিত একটা মঞ্জূষাও প্রস্তুত করাইলেন। এই সমস্ত দ্রব্য পার্শ্ববর্ত্তী একটা অন্ধকারময় গৃহে রাখিয়া দিলেন।

এদিগে সেই বসন্তোৎসব বাসরে বিবিধ পরিচ্ছদে সুভূষিত হইয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে কুমার সচিব তদীয় ভবনে উপস্থিত হইলে, উপ-কোশা কহিলেন, আমি অস্নাত আপনাকে স্পর্শ করিব না, অতএব গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্নান করিয়া আসুন। সে মূর্খ তাহাতে সম্মত হইলে, চেটিগণ অন্ধকারময় সেই অভ্যন্তর গৃহে প্রবেশ করাইল। এবং তাহার যাবতীয় পরিচ্ছদ এবং আভরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তৈলাক্ত-নাক্ত বস্ত্রখণ্ড পরিধান করাইয়া অন্ধকার মধ্যে সেই দুর্ব্বৃত্তের আপাদ মস্তক তৈল কজ্জল দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল। এই করিতে করিতে দ্বিতীয় প্রহর উপস্থিত হইলে, উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইল। চেটীগণ কুমার সচিবকে কহিল, বররুচির মিত্র পুরোহিত আসি-য়াছেন, অতএব শীঘ্র এই মঞ্জুষার ভিতর প্রবেশ করুন, এই বলিয়া তৎপর তাহাকে মঞ্জুষা-জাত করিয়া অর্গলা বদ্ধ করিয়া দিল।

অনন্তর পুরোহিতকেও সেই গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তদীয় বস্ত্রাদি হরণ পূর্ব্বক তৈল কজ্জলাক্ত চীরখণ্ড পরিধান করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল কজ্জল মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ বিমোহিত হইয়া রহিল। তৃতীয় প্রহর উপস্থিত হইলে দণ্ডাধিপতি উপস্থিত হইল। সহসা তদাগমন ভয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক পুরোহিতকেও মঞ্জুষাভ্যন্তরে বদ্ধ করিল। অনন্তর দণ্ডাধিপতিকে স্নান ব্যপদেশে অন্ধ-কার ময় গৃহে প্রবেশ করাইয়া সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সেই রূপ চীরখণ্ড পরাইয়া চতুর্থ প্রহর পর্য্যন্ত কস্তূরিসুবাসিত সেই তৈল কজ্জল মাখাইতে আরম্ভ করিল। চতুর্থ প্রহর উপস্থিত হইলে, বণিক বাবু উপস্থিত

হইলেন। চেডীগণ কহিল মহাশয! হিবণ্যগুপ্ত আসিযাছেন, শীঘ্র এই মঞ্জুষাব ভিতব প্রবেশ করুন বদ্ধ কবি, তবেই আব তিনি দেখিতে পাইবেন না। সেও সসম্ভ্রমে পেটকে প্রবেশ কবিলে, মঞ্জুষা বদ্ধ কবিল। ক্রমে তিন ব্যক্তি মঞ্জুষা গত হইযা তদভ্যন্তবে পবস্পব অঙ্গসংস্পর্শেও কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না কবিযা তূষ্ণীংভাবে বহিল। এখন বণিকেব কি ব্যবস্থা হয দেখা যাউক। চেটীগণ গৃহে প্রদীপ দিযা বণিককে তথায লইযা গেলে, উপকোশা কহিলেন, মহাশয। ভর্ত্তন্যস্ত অর্থগুলি আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। বণিক গৃহেব অভ্যন্তবে মঞ্জুষা বৈ আব কিছুই নাই দেখিযা কহিল, হাঁ তোমাব ভর্ত্তা আমাব নিকট যাহা বাখিয়াছেন, তাহা অবশ্য প্রদান কবিব।

অনন্তব উপকোশা মঞ্জুষাকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন, হে মঞ্জুষাস্থ গৃহ-দেবতাগণ। হিবণ্যগুপ্ত যাহা বলিল, আপনাবা শ্রবণ করুন। এই বলিযা দীপ নির্ব্বাণ কবিযে, স্নান কবাইবাব ছলে পবিচ্ছদাদি গ্রহণ পূর্ব্বক চেটীগণ তৈলাক্ত চীব খণ্ড পবাইযা তৈল কজ্জল দ্বাবা সর্ব্বাঙ্গ শবীব লিপ্ত কবিযা কহিল, অদ্য বাত্রি শেষ হইযাছে, অতএব গৃহে প্রস্থান কব। এই বলিযা বিদায দিলে, সে যখন যাইতে অস্বীকৃত হইল, তখন অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান দ্বাবা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত কবিযা দিল। যেমন পথে পডিল, অমনি তাহাব বিকৃত বেশ দর্শনে নগববাসী যাবতীয সাবমেয তাহাকে ভক্ষণ কবিতে আবম্ভ কবিল। সে নিজবেশ দর্শনে লজ্জায অধোবদন হইযা গৃহে প্রবেশ কবিল। এবং সেই সকল তৈলমসী মার্জন কবাইবাব জন্য দাসজনেব সম্মুখেও থাকিতে সমর্থ হইল না।

এদিগে উপকোশা বজনী প্রভাত মাত্র গুরুজনেব অগোচবে দাসী সহিত নন্দরাজ ভবনে উপস্থিত হইযা বাজ সমক্ষে কহিলেন, মহাবাজ! হিবণ্যগর্ভ নামে বণিক, আমার স্বামীব গচ্ছিত ধন হবণেব চেষ্টা কবিতেছে, মহাবাজ। ইহাব বিচাব করুন। এই আবেদন

শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ বণিককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে অম্লান বদনে তাহা অস্বীকার করিল। তদনন্তর উপকোশা কহিলেন, মহারাজ! আমার সাক্ষী আছে, আদেশ হইলে তাহাদিগকে রাজ সমক্ষে উপনীত করি। আমার ভর্ত্তা আমাদের গৃহদেবতাদিগকে এতদ্বিষয়ের সাক্ষী করিয়া মঞ্জুষার অভ্যন্তরে রাখিয়া গিয়াছেন। এই বণিক সেই দেবতাদের সমক্ষে আমার স্বামীর ধন স্বীকার করিয়াছে।

এতৎশ্রবণে রাজা পরমকৌতুকাবিষ্ট হইয়া সেই মঞ্জুষা আনয়ন করিতে আদেশ করিলে, বহুলোক যাইয়া তাহা আনয়ন করিল। উপকোশা জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবতাগণ! বণিক যাহা বলিয়াছে, ঠিক তাহা বলিয়া আপনারা নিজগৃহে গমন করুন। নচেৎ আপনাদের দগ্ধ করিব, এবং এই সভার সমক্ষে মঞ্জুষা উদ্ঘাটিত করিব। এতৎশ্রবণে মঞ্জুষাস্থ সেই বিগ্রহগণ সভয়ে কহিল, সত্য এই বণিক আমাদের সমক্ষে ধনঅঙ্গীকার করিয়াছে। তখন বণিক নিরুত্তর হইয়া সমস্তধন স্বীকার করিল।

অনন্তর রাজা উপকোশাকে মঞ্জুষা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞায় মঞ্জুষা উদ্ঘাটিত করিলে, তাহার অভ্যন্তর হইতে তমঃপিণ্ডবৎ পুরুষত্রয় নির্গত হইল। কিন্তু হঠাৎ কেহই চিনিতে পারিল না, বহু কষ্টে চিনিতে পারিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল, এবং ইহার আমূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, উপকোশা সমস্ত বর্ণন করিলেন। সভাসদ্‌গণ, কুলকামিনীদিগের চরিত্র অচিন্ত্যনীয়, এই বলিয়া উপকোশার অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর নগরবাসী যাবতীয় পরদারৈষী দুরাত্মাদিগকে সর্ব্বস্ব হরণ-পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করা হইল। তদনন্তর রাজা উপকোশাকে ভগিনী সম্বোধন পূর্ব্বক বহু ধন দিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। উপকোশা গৃহে আসিলে বর্ষ এবং উপবর্ষ সেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তদীয় পাতিব্রত্যের ভূরি প্রশংসা করত আহ্লাদ

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং পুরবাসী যাবতীয় লোক বিস্ময়স্মের বদনে উপকোশাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে আমি হিমালয়ে কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান ভবানী-পতির আরাধনা করিলে, দেবদেব সন্তুষ্ট হইয়া আমার হৃদয়ে পাণিনীয় শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। এবং তাঁহারই ইচ্ছা ও অনুগ্রহে আমি তাহা সম্পূর্ণ করিলাম। তদনন্তর আমি চন্দ্রমৌলির প্রসাদামৃত পান করিয়া অজ্ঞাত পথশ্রমে গৃহাগত হইলাম। মাতা এবং অন্যান্য গুরু-জনের চরণ বন্দনা করিয়া, উপকোশার সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমূল শ্রবণ করিলাম।

অনন্তর বর্ষ আমার মুখ হইতে নূতন ব্যাকরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলে দেব স্বামি-কুমারই-তাঁহার হৃদয়ে তত্তাবৎ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর ব্যাড়ি এবং ইন্দ্রদত্ত গুরুদক্ষিণার বিষয় জানা-ইলে, উপাধ্যায় কহিলেন, আমাকে স্বুবর্ণ কোটি প্রদান কর। তাহারা তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আমাকে কহিল, এস সখে! নন্দরাজের নিকট যাইয়া গুরু দক্ষিণা যাচ্ঞা করি। যিনি নবাধিক নবতি কোটি স্বুবর্ণ মুদ্রার অধীশ্বর, তিনিই আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ করিবেন সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে নন্দরাজ উপকোশাকে ধর্ম্মভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এজন্য তিনি সম্পর্কে তোমার শ্যালক হইয়াছেন। আর তোমার গুণে অবশ্যই কিছু প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

এই স্থির করিয়া আমরা ব্রহ্মচারিবেশে নন্দভূপতির অযোধ্যাস্থ স্কন্ধাবারে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, রাষ্ট্রমণ্ডলী বিষাদপূর্ণ হইল, এবং তথায় মহান কোলাহল উপস্থিত হইল। এতদ্দর্শনে আমরাও নিরাশ্বাস ও বিষণ্ণ হইলাম। এই সময় আমা-দিগের অন্যতম মিত্র ইন্দ্রদত্ত কহিলেন, আমি যোগবলে পরাসু নর-পতির দেহে প্রবিষ্ট হই। তদনন্তর বররুচি আমার নিকট অর্থী

হউন, আর আমার প্রত্যাগমনাবধি মিত্র ব্যাড়ী আমার দেহ রক্ষা করুন।

এই বলিয়া ইন্দ্রদত্ত যোগবলে মৃত নন্দরাজের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র নরপতি জীবিত হইলেন। তদ্দর্শনে তদীয় রাজ্য মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। এদিকে ইন্দ্রদত্তের দেহ রক্ষার্থ ব্যাড়ী দেবগৃহে থাকিলে আমি রাজসদনে গমন করিলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া স্বস্তিবাচন বিধান-পূর্ব্বক সেই যোগনন্দের নিকট স্বর্ণ-কোটি পরিমিত গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করিলাম। তদনন্তর সত্যানন্দ শকটাল নামক মন্ত্রীকে কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতে আদেশ করিলে, সুচতুর মন্ত্রীবর মৃত রাজার সদ্যো জীবন ও তদ্দণ্ডেই প্রার্থীর সমাগম সন্দর্শনে প্রতিভাবলে ইহার যাথার্থ্য বুঝিয়া লইলেন, এবং যো হুকুম বলিয়া মনে মনে এই চিন্তা করিলেন, আমাদিগের রাজকুমার তো বালক, আর এই রাজ্য বহু শত্রু পরিবেষ্টিত। অতএব সম্প্রতি মহারাজের এইরূপ দেহই রক্ষাকরা উচিত হইতেছে। এই স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ তত্রত্য যাবতীয় মৃতদেহ চর দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া দগ্ধ করাইলেন। তন্মধ্যে দেবগৃহ হইতে ইন্দ্রদত্ত কলেবর প্রাপ্ত হইয়া শবরক্ষক ব্যাড়িকে দূরীকৃত করিয়া তাহাও দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিলেন।

এই অবকাশে রাজা স্বর্ণকোটি দানে ত্বরা করিলে, শকটাল বিচার করিয়া কহিলেন। এক্ষণে সমস্ত রাজ-পরিজন উৎসবে ব্যস্ত আছে, অতএব ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে হইবেক।

অনন্তর ব্যাড়ী যোগনন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রন্দন করত কহিল, অদ্য ব্রহ্মহত্যা হইয়াছে, যোগস্থিত ব্রাহ্মণকে মৃত ও অনাথ শব জ্ঞান করিয়া মন্ত্রিবর বলপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া যোগনন্দ শোকে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেন। দেহদাহের পর, এখন নন্দরাজ স্থিরীভূত হইল, এই বিবেচনা করিয়া মহামতি মন্ত্রিবর আমাকে স্বর্ণকোটি প্রদান করিলেন।

অনন্তর যোগনন্দ নির্জ্জনে ব্যাড়িকে কহিলেন, আমি যখন বিপ্র হইয়াও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলাম, তখন আমার এ ঐশ্বর্য্যে প্রযোজন কি ?। তাহা শুনিয়া ব্যাড়ী তাঁহাকে তৎকাল-যোগ্য বাক্যদ্বারা আশ্বস্ত করিয়া কহিল, মন্ত্রিবর শকটাল আপনাকে জানিতে পারিয়াছেন। অতএব ইহাঁকে ভয় করিতে হইবেক। এ ব্যক্তি অচিরাৎ আপনাকে বিনষ্ট করিয়া পূর্ব্ব নন্দসুত চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিবেক। অতএব এই দণ্ডে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া বররুচিকে মন্ত্রিত্বে বরণ কর। তাহা হইলেই বররুচির দিব্য বুদ্ধি-প্রাভবে তোমার রাজ্য স্থির হইবেক। এই কথা বলিযা ব্যাড়ি গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য প্রস্থান করিল।

এদিকে যোগনন্দ তদ্দণ্ডে আমাকে আহ্বান করিযা মন্ত্রিত্ব প্রদান করিলে আমি কহিলাম, মহারাজ! আপনার যে ব্রহ্মণ্যের হানি হইযাছে, তাহার আর উপায় নাই। শকটাল পদস্থ থাকিতে আপনার রাজ্য থাকা দুষ্কর হইবে। অনন্তর কৌশলে ইহার বিনাশের চেষ্টা করুন। এই উপদেশ পাইযা রাজা শকটালকে সপুত্র এক অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিযা এই ডিণ্ডিম প্রচার করিলেন যে শকটাল একটী জীবিত ব্রাহ্মণকে দগ্ধ করিয়াছে, এই হেতু ইহাকে সপুত্র অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করা হইল। আর সকলের জীবনের নিমিত্ত অর্দ্ধসের মাত্র শক্তু নির্দ্দিষ্ট হইল।

পরে অন্ধকূপস্থ শকটাল নিজ পুত্রশতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে পুত্রগণ! রাজা যে পরিমাণ শক্তু আমাদের আহারের জন্য ব্যবস্থা করিযাছেন, তাহাতে সকলের কথা কি, একেরই উদর পূর্ত্তি হয় না। অতএব আমি তোমাদের বলিতেছি যে, তোমাদের যে ব্যক্তি শত্রুর বিনাশ সাধনে সমর্থ, সেই এই শক্তু খাইযা জীবন ধারণ কর। পুত্রগণ কহিল, পিতঃ! আপনিই শত্রুদলনে সমর্থ অতএব আপনিই ইহাদ্বারা জীবন ধারণ করুন, ধীর ব্যক্তিদিগের বৈরপ্রতি ক্রিয়া প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়া থাকে। এই রূপ নিশ্চয় হইলে, শকটালই সেই

শক্তু খাইয়া একাকী জীবন ধারণ করেন। কিছু দিন পরে পুত্রগণ, আহারাভাবে ক্রমে দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় হইয়া পরিশেষে পিতৃসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। উঃ। জীগীষাবৃত্তি কি ভয়ঙ্কর বস্তু, ইহাতে শরীরে মায়া বা দয়ার লেশমাত্র স্থান প্রাপ্ত হয় না। দেখ শকটাল জীগীষাপরবশ ও বজ্র হৃদয় হইয়া পুত্রদিগকে আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিলেন। এবং তৎকালেই এই স্থির করিলেন, যদি আপনার মঙ্গল কামনা করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে প্রভুর চিত্তবৃত্তি না জানিয়া কদাচ স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা উচিত নহে। অনুক্ষণ এই মাত্র চিন্তা করত ক্ষুধার্ত্ত পুত্রগণের প্রাণবিয়োগ ব্যথা দেখিতে লাগিলেন। এই রূপে ক্রমে সকলেই আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিল, এক মাত্র শকটাল জীবিত রহিলেন।

তদনন্তর যোগনন্দ সাম্রাজ্যে বদ্ধমূল হইলে, ব্যাড়ী গুরুদক্ষিণা দিয়া পুনঃ প্রাপ্ত হইল। এবং যোগনন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, সখে! তোমার রাজ্য চিরস্থায়ী হউক, আমি তপস্যার্থ কোথাও গমন করি, আমাকে বিদায় দাও। ইহা শুনিয়া যোগনন্দ অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলেন, সখে। তুমি আমার রাজ্যে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য ভোগ কর, তথাচ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। ব্যাড়ি কহিল, রাজন্! এই শরীর ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া কোন বুদ্ধিমান্ এবম্বিধ অসার সংসারে নিমগ্ন হইতে চায়?। মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ লক্ষ্মীপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে কদাচ মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। ইহা কহিয়া ব্যাড়ি তপস্যার্থ প্রস্থান করিল।

হে কাণভূতে! যোগনন্দ সকল সৈন্য পরিবৃত হইয়া আমার সহিত স্বীয় রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। আমি প্রচুর সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া ও তদীয় মন্ত্রীত্ব করত জননী এবং গুরুজনের সহিত, প্রিয়তমা-পরিচর্য্যা সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। তপঃপ্রসন্না আকাশ-সিন্ধু দিন দিন

বহুসুবর্ণ প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং স্বরস্বতী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাকে নিরন্তর কর্ত্তব্যতার উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পঞ্চম তরঙ্গ।

বররুচি কহিলেন, কালসহকারে যোগনন্দ কামাদির বশবর্ত্তী হইয়া গজেন্দ্রবৎ উন্মত্ত হইলেন, এবং রাজকার্য্যদর্শনে পরাঙ্মুখ হইলেন। যাহার কোন পুরুষে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে নাই, সে যদি সহসা রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়, লক্ষ্মী তাহাকে যে বিমুগ্ধ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?।

রাজা এইরূপ উন্মার্গগামী হইলে, আমি দেখিলাম, আমার সমস্ত দিনই রাজকর্ম্ম পর্য্যালোচনায় অতিবাহিত হয়, নিজ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কিছুমাত্র হয় না। অতএব উত্তম সহায় শকটালের উদ্ধার করি। যদি সে বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়,তবে আমি থাকিতে কি অনিষ্ট করিবে?। এই নিশ্চয় করিয়া রাজার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শকটালকে উদ্ধার করিলাম। শকটাল ভাবিল, যত কাল বররুচি জীবিত থাকিবেন, তত কাল যোগনন্দ দুর্জ্জয়, অতএব সে বহুকালসাপেক্ষ। এই বিবেচনা করিয়া আমার আদেশানুসারে পুনর্ব্বার মন্ত্রিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক অকপটে রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা যোগনন্দ নগরবহির্ভাগে গমন করিয়া গঙ্গাসলিলে শ্লিষ্যৎ-পঞ্চাঙ্গুলি হস্ত অবলোকন করিয়া, আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক এতদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই দিগে অঙ্গুলিদ্বয় প্রেরণ করিবামাত্র তাহা তিরোভূত হইল। এতদবলোকনে বিস্মিত হইয়া রাজা আমাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম, মহারাজ। এই জগতে পাঁচ জন একত্র মিলিত হইলে কি না সাধ্য হয়। এই অভিপ্রায়ে হস্ত পাঁচটী-অঙ্গুলি একত্র করিয়া দেখাইয়াছে। তাহাতে আমি দুই অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, যে

দুই চিত্ত এক হইলে কি না সাধন করা যায়। এই রূপ গূঢ় বিজ্ঞান প্রদর্শিত হইলে রাজা সন্তোষ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবং শকটাল আমার দুর্জ্জয় বুদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হইলেন।

একদা যোগনন্দ-মহিষী গবাক্ষ দ্বার হইতে অতিথি ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন দেখিয়া যোগনন্দ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সেই বিপ্রের বধ আদেশ করিলেন। দেখ ঈর্ষা কি ভয়ঙ্কর বস্তু, যাহাতে বিবেক শক্তি এককালে লোপ হইয়া যায়। রাজনিয়োগ-বশতঃ যৎকালে সেই বিপ্র বধ্যভূমিতে নীয়মান হয়, তখন বিপণিস্থ মৃত মৎস্য হাসিয়া উঠিল। তাহাতে রাজা উপস্থিত ব্রাহ্মণবধ নিষেধ করিয়া আমাকে মৎস্যহাস্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভাবিয়া উত্তর দিতেছি, এই বলিয়া নির্গত হইলাম। এবং স্বরস্বতীর চিন্তা করিলে দেবী উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বররুচে। তুমি রাত্রিকালে এই তাল-তরুর পৃষ্ঠভাগে যদি অলক্ষিতভাবে থাকিতে পার, তবে মৎস্যহাসের কারণ অবশ্যই শুনিতে পাইবে, এই বলিয়া তিরোহিত হইলেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে আমিও সেই তালতরুস্থ হইয়া দেখিলাম, একটা রাক্ষসী কতকগুলি শিশু সন্তানের সহিত আসিল। তদীয় সন্তানগণ ভোজন প্রার্থনা করিলে রাক্ষসী কহিল, থাক,—কল্য প্রাতে বিপ্রমাংস দিব, আজ বিনাশ করিলাম না। সন্তানগণ জিজ্ঞাসা করিল, জননি! আজ বিনাশ করিবে না কেন? রাক্ষসী কহিল, তাহাকে দেখিয়া একটা মৃত মৎস্য হাস্য করিয়াছে। সন্তানগণ কহিল, মৃত মৎস্য কি কারণে হাস্য করিল?। রাক্ষসী কহিল, বৎসগণ! যোগনন্দের অন্তঃ-পুরে কতকগুলি মহিষী আছে তাহাদের কেহই স্ত্রী নহে, সকলেই স্ত্রীরূপধারী পুরুষ, কেবল রাজা নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে বিনষ্ট করিতেছে, এই হেতু মৃত তিমি হাস্য করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি তৎ-ক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। পর দিবস প্রভাতে রাজসমীপে যাইয়া মৎস্যহাসের কারণ নিবেদন করিলাম।

এতৎশ্রবণে রাজা তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, সমস্তই সত্য। তাহার পর রাজা আমাকে বহুমান করত ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিলেন।

রাজার এই রূপ বিশৃঙ্খল চেষ্টা দেখিয়া আমি খেদযুক্ত হইলে, একদা একজন নূতন চিত্রকর আসিল। চিত্রকর, পটে রাজা এবং রাজমহিষীর প্রতিকৃতি এরূপ সুন্দর অঙ্কিত করিল, যে বাক্-চেষ্টা মাত্র রহিত সজীব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চিত্রকরকে বহু ধন দানে পূর্ণ মনোরথ করিলেন। এবং সেই চিত্র লইয়া নিজ বাসগৃহের ভিত্তিতে নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন।

একদা বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অবলোকন করত সেই চিত্রকে অপূর্ণ লক্ষণা বলিয়া আমার বোধ হওয়াতে অনেক তর্কের পর তদীয় মেখলা-স্থানে একটী তিল অঙ্কিত করিয়া চিত্রকে পূর্ণ লক্ষণা করিয়া চলিয়া যাই-লাম। তদনন্তর রাজা গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া সেই তিলক দেখিয়া পরিচারক-গণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা আমার নাম করিল। এতৎশ্রবণে রাজা মনে মনে এই তর্ক করিলেন, দেবীর গুপ্ত প্রদেশস্থ এই তিলক আমি বৈ অন্যে জানে না। কিন্তু বররুচি ইহা কি প্রকারে অবগত হইলেন। বোধ হয় তিনি আমার অন্তঃপুরে গতায়াত করিয়া থাকেন, সেই জন্যই স্ত্রীরূপধারী পুরুষদিগকে দেখিয়াছেন। রাজা মনে মনে এইরূপ আন্দো-লন করত ক্রোধে জ্বলিত হইতে লাগিলেন। মূর্খ ব্যক্তিদিগের এই প্রকার নীতিই বটে। তদনন্তর শকটালকে গোপনে আহ্বান করিয়া এই আদেশ করিলেন, যে তুমি দেবী-বিধ্বংসনাপবাদ রটাইয়া বর-রুচিকে বিনষ্ট কর।

শকটাল, যো হুকুম বলিয়া বহির্গত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, যে বররুচি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই দিব্য বুদ্ধি বররুচিকে বিনাশ করা তো আমার সাধ্য নহে। এই নিশ্চয় করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি রাজার

অকারণ কোপ এবং বধাজ্ঞা পর্য্যন্ত কহিয়া তদনন্তর কহিলেন। আমার প্রতি রাজা ক্রুদ্ধ না হন এই জন্য আমি ব্যক্ত্যন্তরকে বিনষ্ট করিয়া আপনার বিনাশ বার্ত্তা প্রচার করি। এবং আপনি আমার গৃহে লুক্কায়িত থাকুন। তদনুসারে আমি শকটাল ভবনে প্রচ্ছন্ন থাকিলাম। শকটাল অন্য ব্যক্তিকে নিহত করিয়া আমাকে নষ্ট করিয়াছেন এই বার্ত্তা প্রচার করিলেন। শকটালের এই রূপ নীতি প্রয়োগে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলাম, তুমিই এক অদ্বিতীয় মন্ত্রী, যে তুমি আমাকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা কর নাই। আর আমাকে বিনষ্ট করিবার যো ও নাই, আমার যে এক রাক্ষসমিত্র আছে, স্মরণমাত্রে মদিচ্ছায় বিশ্বগ্রাস করিতে পারে। এই নগরে যে রাজা আছেন, তিনি বিপ্র ও আমার মিত্র অতএব বধ্য নহেন।

ইহা শুনিয়া শকটাল মিত্র রাক্ষসকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। আমি ধ্যান করিবামাত্র রাক্ষস সম্মুখে আবির্ভূত হইল। রাক্ষসের মূর্ত্তি দেখিয়া শকটাল ভীত ও বিস্মিত হইল। ক্ষণকাল পরে রাক্ষস অন্তর্হিত হইলে শকটাল জিজ্ঞাসা করিল, মন্ত্রিবর! কি সূত্রে রাক্ষসের সহিত আপনার মিত্রত্ব লাভ হইল?। আমি কহিলাম, পূর্ব্বে নগর রক্ষার্থ নগরমধ্যে ভ্রমণ করত প্রতি রাত্রে এক এক জন নগরাধিপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া যোগনন্দ আমাকে নগরাধিপ করিলেন। নিশিযোগে ভ্রমণ করত রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রাক্ষস কহিল, এই নগর মধ্যে সুরূপা স্ত্রী কে আছে? রাক্ষসের এই প্রশ্নে আমি হাসিয়া কহিলাম, মূর্খ! যে স্ত্রী যাহার অভিমতা হয় সেই তাহার অভিমত। এই উত্তরে রাক্ষস কহিল, আমি তোমার নিকট পরাজিত হইলাম। তদনন্তর প্রশ্নমোক্ষপ্রযুক্ত বধোত্তীর্ণ আমাকে পুনর্ব্বার কহিল, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আজ অবধি তুমি আমার বন্ধু হইলে। স্মরণমাত্রে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইব। ইহা কহিয়া রাক্ষস অন্তর্হিত হইলে, আমিও চলিয়া আসিলাম। সেই অবধি আপৎ-সহায় রাক্ষসের সহিত আমার মিত্রত্ব হইয়াছে।

অনন্তর শকটাল গঙ্গা প্রদর্শনার্থ আমাকে অনুরোধ করিলেন, আমি অনুরুদ্ধ হইয়া ধ্যাননিমগ্ন হইলে ভাগীরথী মূর্তিমতী হইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। পরে স্তুতিদ্বারা দেবীর সন্তোষ বর্দ্ধন করিলে দেবী তিরোহিত হইলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শকটাল প্রণত হইয়া আমার সহায় হইল।

এই রূপে আমি ছদ্মবেশে থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করিলে একদা শকটাল কহিল, আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া কেন আত্মাকে এত ক্লেশ দিতেছেন ?। আপনি কি জানেন না যে রাজ-বুদ্ধির বিচার-ক্ষমতা নাই। অচিরাৎ ইহার শুদ্ধি হইবে। পূর্ব্বকালে এই নগরে আদিত্য বর্ম্মা নামে নৃপতি ছিলেন, তাঁহার শিববর্ম্মা নামে মহামতি এক মন্ত্রী ছিলেন। একদা আদিত্য বর্ম্মার এক মহিষী গর্ভবতী হইলে রাজা তাহা বিদিত ও সন্দিহান হইয়া অন্তঃপুররক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আমি তো বর্ষদ্বয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করি নাই, তবে রাজ্ঞীর এই গর্ভসঞ্চার কি প্রকারে হইল ?।' তাহারা কহিল, মহারাজ। অন্তঃপুরমধ্যে মন্ত্রিবর ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশ করিবার যো নাই।

ইহা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন, যখন অন্তঃপুর মধ্যে এই ব্যক্তিই প্রবেশ করিয়া থাকে, তখন এই ব্যক্তিই গর্ভোৎপাদনের কর্ত্তা, অতএব ইহাকে যদি প্রকাশে বিনষ্ট করি, তাহা হইলে আমাকে অপবাদভাগী হইতে হইবেক। এই স্থির করিয়া ভোগ বর্ম্মানামে কোন সামন্ত মিত্রের নিকট মন্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর তাহার বিনাশ সাধনের জন্য পত্র লিখিয়া ভোগ বর্ম্মার নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন।

মন্ত্রিবর গমন করিবার সপ্তাহ পরে সেই রাজ্ঞী স্ত্রীরূপধারী কোন পুরুষের সহিত ভয়ে পলায়ন করিলে, রক্ষী-পুরুষেরা তাঁহাকে ধৃত করিল। আদিত্যবর্ম্মা তখন বুঝিতে পারিলেন ; এবং হায়। অকারণে আমি তাদৃশ মন্ত্রীকে বিনষ্ট করিলাম, এই বলিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

এই সময় শিববর্ম্মা ভোগবর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইল, এবং সেই লেখহরও পৌঁছিয়া পত্র দিল। ভোগবর্ম্মা পত্র পাঠ করিয়া একান্তে শিববর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিল, দৈববশতঃ রাজা আপনার বধ-সাধনের আদেশ করিয়াছেন। মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ শিববর্ম্মা সামন্ত ভোগবর্ম্মাকে কহিলেন, আপনি আমাকে বিনষ্ট করুন, নচেৎ আমি আত্মহত্যাদ্বারা প্রাণত্যাগ করিব। এতদ্বাক্যে বিস্মিত হইয়া ভোগবর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিপ্র। ব্যাপার কি, বিশেষ করিয়া বলিতে হইবেক, নচেৎ শাপ দিব। শিববর্ম্মা কহিলেন, ভূপতে। যে দেশে আমি স্বয়ং আত্মহত্যা করিব, সে দেশে দেবতারা দ্বাদশ বর্ষ বর্ষণ করিবেন না। ইহা শুনিয়া ভোগবর্ম্মা মন্ত্রিদিগের সহিত ভাবিলেন, রাজা আদিত্যবর্ম্মা অতীব দুষ্ট, কারণ তিনি এইরূপে আমাদিগের দেশের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তথায় কি গূঢ়চারী বধক নাই?। যাহাহউক মন্ত্রী বধ্য নহে, আত্মবধ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও ইহাকে রক্ষা করা উচিত। এই মন্ত্রণা করিয়া ভোগবর্ম্মা কতিপয় রক্ষী-পুরুষ সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেশে প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী স্বীয় বুদ্ধিবলে জীবন রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং অন্য ব্যক্তি হইতে আপনার শুদ্ধি লাভ হইল। ধর্ম্মের অন্যথা কখনই হয় না।

মন্ত্রিবর। এইরূপে আপনারও শুদ্ধি হইবে, আপনি আমার গৃহে অবস্থিতি করুন। হে কাত্যায়ন। পরে দেখিবেন, নৃপও ইঁহার জন্য সানুতাপ হইবেন। শকটালের এতদ্বাক্যে প্রতীত হইয়া অবসর প্রতীক্ষা করত প্রচ্ছন্নভাবে তদীয় গৃহে দিনপাত করিতে লাগিলাম।

অনন্তর হে কাণভূতে। একদা যোগনন্দ-তনয় হিরণ্যগুপ্ত মৃগয়ার্থ গমনপূর্ব্বক মৃগানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া বেগে অশ্ব সঞ্চালন করত একাকী সুদূর গহনে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে রাত্রি যাপনার্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। পরক্ষণেই এক ঋক্ষ সিংহের ভয়ে পলায়ন করিয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল। ঋক্ষ রাজপুত্রকে ভীত

দেখিয়া মনুষ্যবাক্যে কহিল, আপনার কোন ভয় নাই, আজ অবধি আপনি আমার মিত্র হইলেন। এই বলিয়া অভয়-দান-পূর্ব্বক ঋক্ষ জাগিয়া রহিল। ক্লান্ত রাজপুত্র এই বিশ্বাসে নিদ্রিত হইলে, তরুমূলস্থিত সিংহ ঋক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ঋক্ষ! যদি তুমি এই মানুষটাকে ফেলিয়া দাও, তবে আমি চলিয়া যাই। ঋক্ষ কহিল, পাপাত্মন! আমি মিত্রহত্যা করিতে পারিব না। অতএব তুমি ফিরিয়া যাও। এই বলিয়া ঋক্ষ নিদ্রিত হইলে রাজপুত্র জাগিলেন। মূলস্থিত সিংহ রাজপুত্রকে প্রসুপ্ত ঋক্ষকে ফেলাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে রাজপুত্র আত্মরক্ষা ও সিংহের আরাধনার জন্য ঋক্ষকে ক্ষিপ্ত করিল, কিন্তু ঋক্ষ দৈবপ্রবোধিত হইয়া বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। এবং তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রকে এই বলিয়া শাপ দিল, রে মিত্রদ্রোহিন্! তুই অচিরাৎই উন্মত্ত হইবি। আর এতদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবার পর শাপবিমুক্ত হইবি।

প্রভাত হইবামাত্র নৃপসুত গৃহে প্রত্যাগত হইয়া উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। যোগনন্দ সহসা পুত্রের এইরূপ উন্মাদভাব নিরীক্ষণ করিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবং কহিলেন "যদি আজ বররুচি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে এই রোগোৎপত্তির কারণ সমস্ত জানিতে পারিতেন। হায়! আমি কি অধম, যে আমি সেই বররুচির বিনাশ সাধন করিয়াছি।" রাজার এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী শকটাল ভাবিলেন, কাত্যায়নের রাজ সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইবার এই একমাত্র সময়। বররুচি নিতান্ত মানী, তিনি যে অতঃপর আর রাজার নিকট থাকিবেন তাহা কখনই সম্ভব নহে। আর এই সময় রাজাও আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রাপ্ত হইবেন। এই আলোচনা করিয়া অভয় প্রার্থনা-পূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন। মহারাজ বিষণ্ণ হইবার প্রয়োজন নাই, যে বররুচির জন্য মহারাজ অনুতাপ করিতেছেন, তিনি জীবিত আছেন। ইহা শুনিয়া যোগনন্দ কহিলেন শীঘ্র তাহাকে আসিতে আদেশ কর। তখন শকটাল সহসা আমাকে যোগনন্দের

সমক্ষে আনয়ন করিলে, রাজপুত্রকে তথাবিধ অবলোকন পূর্ব্বক কহিলাম, মহারাজ! দেখিতেছি রাজকুমার মিত্রের অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, সেই মিত্রশাপেই এই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। এই বলিয়া বাগ্দেবীর প্রসাদে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। আমার মুখে এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ শাপবিমুক্ত হইলেন, এবং স্তুতিদ্বারা আমার বিশিষ্ট রূপ সম্মান বর্দ্ধন করিলেন।

অনন্তর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন বররুচে! আপনি কিরূপে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন? আমি কহিলাম, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা লক্ষণ অনুমান এবং প্রতিভা বলে সমস্তই দেখিতে পান। সেই প্রতিভাদি বলেই আমি ইতি পূর্ব্বে দেবীর তিলক জানিয়াছিলাম। আমার এই কথা শুনিয়া রাজা লজ্জা ও অনুতাপে পরিপূর্ণ হইলেন। তদনন্তর আমার যে পরিশুদ্ধি হইল, তাহাকেই পরমলাভ মনে করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলাম। অতএব সৎস্বভাবই প্রাজ্ঞগণের পরম ধন।।

অনন্তর আমি গৃহপ্রাপ্তিমাত্র তত্রত্য যাবতীয় লোক আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তদনন্তর উপবর্ষ আমার নিকট আসিয়া আমাকে উদ্ভ্রান্তবৎ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন। রাজা তোমাকে নিহত করিয়াছেন শুনিয়া উপকোশা আত্ম-শরীর অগ্নিসাৎ করিয়াছেন, এবং পুত্রশোকে তদীয় জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমিও অভিনবোদ্ভূত শোকবেগে বিচেতন হইয়া, বাতভগ্ন তরুর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলাম। এবং নানাবিধ প্রলাপ দেখিতে লাগিলাম। হায়! প্রিয়বন্ধু বিনাশ-জনিত শোকাগ্নি কোন ব্যক্তিকে দগ্ধ না করে? আসংসার এই জগন্মধ্যে একমাত্র অনিত্যতাই নিত্য, আর সমস্তই ঈশ্বরী মায়া, ইহা জানিয়াও মগ্ধ হইতেছ কেন? উপবর্ষের ইত্যাদি নানা প্রবোধবাক্য দ্বারা বোধিত হইয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম। তদন্তর বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারগ্রন্থিমোচন করিয়া শমপর হইয়া তপোবন আশ্রয় করিলাম।

কিছুকাল গত হইলে, একদা অযোধ্যা হইতে এক বিপ্র আসিয়া সেই তপোবনে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে যোগনন্দের রাজ্য বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, বিপ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া সশোকে কহিল, মহাশয়! আপনি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে নন্দ-রাজের যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। রাজমন্ত্রী-শকটাল বহুকালে লব্ধাবকাশ হইয়া যুক্তি দ্বারা যোগনন্দের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদা চাণক্য নামে এক বিপ্র পথে ভূমিখনন করিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে ভূমিখননের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চাণক্য কহিলেন, দর্ভে চরণতল ক্ষত হইয়াছে, একারণ কুশের উন্মূলন করিতেছি। এতৎশ্রবণে মন্ত্রী, বিপ্র চাণক্যকেই যোগনন্দের বধোপায় স্থির করিয়া তদীয় নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজ! নন্দ ভূপতির গৃহে আগামী ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইবেক। সেই উপলক্ষে আমি আপনাকে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা প্রদান করাইব। এবং সর্ব্বাগ্রে আপনাকে ভোজন করাইব, আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। এই বলিয়া শকটাল বিপ্র চাণক্যকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। শ্রাদ্ধাহে সাক্ষাৎ করাইয়া দিলে রাজা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। তদনন্তর চাণক্য শ্রাদ্ধে গমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে উপবিষ্ট হইলেন। এখন সুবন্ধু নামা ব্রাহ্মণ সর্ব্ব ধুরীণতা ইচ্ছা করিলে, শকটাল যাইয়া তাহা রাজ-সমীপে নিবেদন করিলেন। এতৎশ্রবণে রাজা কহিলেন, সুবন্ধুই ধুরীণ হইবার যোগ্য পাত্র, অপর নহে। শকটাল আগত ও ভয়ানত হইয়া এই রাজাজ্ঞা চাণক্যের নিকট নিবেদন করিল।

চাণক্য এই কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিত হইতে লাগিলেন, এবং নিজ শিখামোচন করিয়া সেই সভাসমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি সপ্তাহমধ্যে অবশ্যই নন্দকে বিনাশ করিব। চাণক্যের এই কথা শুনিয়া যোগনন্দ কুপিত হইলেন। চাণক্য অলক্ষিত হইয়া পলায়ন করিলে শকটাল তাঁহাকে স্বগৃহে রক্ষা করিলেন। এবং সেই

মন্ত্রিবর গুপ্তভাবে সমস্ত বধোপকরণ প্রদান করিলে চাণক্য স্থানান্তর যাইয়া, কার্য্যসাধন করিলেন যে তাহাতেই যোগনন্দ দাহজ্বর প্রাপ্ত হইয়া সপ্তম দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর শকটাল নন্দসুত হিরণ্যগুপ্তকে নিহত করিয়া পূর্ব্ব নন্দসুত চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বে বৃহস্পতিসম চাণক্যকে স্থাপিত করিয়া বৈরনির্য্যাতন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। এবং পুত্রশোকে কাতর হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন।

কাণভূতে। আমি সেই বিপ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া সংসারের যাবতীয় বিষয় চঞ্চল বোধ করিলাম, এবং অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সেই খেদে বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনার্থ আগত হইয়া তৎপ্রসাদে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে নিজ জাতি স্মরণ করিলাম। এবং দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপনার নিকট এই মহা কথা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে ক্ষীণশাপ হইয়া দেহ ত্যাগের জন্য যত্ন করিব। সম্প্রতি আপনিও এই স্থানে থাকুন, যে পর্য্যন্ত না গুণাঢ্য নামক বিপ্র ভাষাত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সশিষ্যে আপনার নিকট না আসেন। যাঁহার কথা উল্লেখ করিতেছি, ইনি মাল্যবান নামক মৎপক্ষপাতী এক গণশ্রেষ্ঠ। যিনি আমার মত দেবীর ক্রোধে অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহেশ্বর পার্ব্বতীকে যে কথা বর্ণন করিয়াছেন, সে এই কথা, আপনি তাঁহার নিকট এই কথা বর্ণন করিলে তাঁহার এবং আপনার শাপমুক্তি হইবেক।

বররুচি কাণভূতিকে এই কথা বলিয়া দেহত্যাগের জন্য পবিত্র বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন। পথে গমন করত গঙ্গাতীরে শাকাসন মুনির সহিত সাক্ষাৎ হইল। এবং তৎসমক্ষে ঋষির কর কুশক্ষত হইলে যে রক্তপাত হইতে লাগিল, সেই শোণিত ধারা স্বীয় প্রভাববলে শাকরসবৎ করিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইলেন। এবং সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়া অহঙ্কৃত হইলেন। তদনন্তর বররুচি কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অহঙ্কারই জ্ঞানমার্গের

ভবতিক্রম পরিষস্বরূপ, জ্ঞানলাভ ব্যতিরেকে ব্রতশতদ্বারাও মোক্ষলাভ হয় না। এবং ক্ষয়শীলস্বর্গ মনুক্ষুব্যক্তিদিগের চিত্তকে প্রলোভিত করিতে পারে না। অতএব হে মুনে! অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানলাভে যত্ন করুন। বররুচি সেই মুনিকে এইরূপ উপদেশ দিয়া মুনির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রমোদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত ও মর্ত্ত্যভাব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছু হইয়া শরণ্যাদেবীর শরণাগত হইলেন। দেবীও নিজমূর্ত্তি প্রকাশ-পূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহাকে অনলসমুথ ধারণা প্রকাশ করিলে বররুচি সেই ধারণা দ্বারা শরীর দগ্ধ করিয়া নিজ দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইলেন।

এখানে বিন্ধ্যাটবী মধ্যে কাণভূতি গুণাঢ্যের আগমন প্রতীক্ষা করত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

সেই মাল্যবান মর্ত্ত্যশরীর ধারণপূর্ব্বক বনে ভ্রমণ করত সাতবাহন ভূপতির সেবা করিয়া গুণাঢ্য নামে খ্যাত হইলেন। গুণাঢ্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রাজাগ্রে সংস্কৃতাদি ভাষাত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক খিন্নমনা হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখিতে আগমন করিলেন। তদনন্তর বিন্ধ্যবাসিনীর আদেশে গমন করিলে বনে কাণভূতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তদীয় দর্শনামাত্রে নিজজাতি স্মরণ করিয়া সহসা প্রবুদ্ধ হইলেন। এবং ভাষাত্রয় বিলক্ষণ পৈশাচীভাষা আশ্রয় করিয়া নিজনাম নিবেদনপূর্ব্বক কাণভূতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। আপনি পুষ্পদন্তের নিকট যে দিব্য কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা শীঘ্র বর্ণন করুন, বর্ণন করিলে আমরা উভয়েই শাপবিমুক্ত হইব।

ইহা শুনিয়া কাণভূতি প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, প্রভো!

আমি কহিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া অগ্রে আপন জন্মবৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করিয়া আমার কুতূহল শান্ত করুন। গুণাঢ্য কাণভূতির এই রূপ প্রার্থনায় সম্মত হইয়া স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রতিষ্ঠান-প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত নাম এক নগর আছে। তথায় সোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বাস করেন। হে সখে। সেই দ্বিজের বৎসক এবং গুল্মক নামে দুই পুত্র। এবং শ্রুতার্থা নামে এক কন্যা। কালসহকারে সোমশর্ম্মা এবং তৎপত্নী পরলোক যাত্রা করিলে, ভ্রাতৃদ্বয় কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রতিপালন করে। কিছুকাল পরে সহসা শ্রুতার্থা গর্ভবতী হইল। এতদ্দর্শনে পুরুষান্তরের সমাগম না থাকায় ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হইল। তদনন্তর শ্রুতার্থা উভয়ের চিত্ত জানিতে পারিয়া কহিল। ভ্রাতঃ। আপনারা পাপশঙ্কা করিবেন না। আমার কথা শ্রবণ করুন, নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতার কীর্ত্তিসেন নামে যে এক পুত্র আছে আমি স্নান করিতে যাইলে, তিনি আমাকে দেখিয়া মদনাক্রান্ত হইলেন। এবং আপন বংশ ও নামের পরিচয় দিয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা আমার পণিগ্রহণ করিলেন।

ইহা শুনিয়া ভ্রাতৃদ্বয় কহিল। ভগিনি! যাহা বলিলে, ইহা সত্য হইলেও শুদ্ধ কথায় কেহই প্রত্যয় করিবে না। ইহা শুনিয়া শ্রুতার্থা নাগ কুমারকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র নাগকুমার আগত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমাদিগের এই ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বে ইনি বরাপ্সরা ছিলেন। এক্ষণে শাপভ্রষ্ট হইয়া তোমার জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং তোমারাও শাপভ্রষ্ট হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিযাছ। তোমাদের ভগিনী যে পুত্রসন্তান প্রসব করিবেন, তাহা হইতেই তোমাদের সকলের শাপ মোচন হইবেক। ইহা কহিয়া নাগকুমার অন্তর্হিত হইলেন। স্বল্প দিন পরেই শ্রুতার্থা যে এক পুত্র সন্তান প্রসব করি-

লেন যে আমি। প্রসব হইবার পরক্ষণে এই আকাশ বাণী হইল। গুণাবতার জন্মগ্রহণ করিলেন, অতএব ইনি গুণাঢ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রথিত হইবেন।

তদন্তর আমার জননী এবং মাতুলদ্বয় শাপ বিমুক্ত হইয়া ক্রমশঃ সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, আমি শোকে অধীর হইলাম। পরে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাল ভাবেই স্বাবষ্টম্ভবলে বিদ্যালাভার্থ দক্ষিণা-পথে গমন করিলাম। তথায় কিছুকাল বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া সর্ব্ববিদ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করত নিজ গুণ প্রখ্যাপনার্থ স্বদেশে প্রত্যাগত হইলাম। বহুকালের পর সশিষ্যে নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কোথাও ছন্দোগ ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি সাম গান করিতেছে, কোথাও ব্রাহ্মণদিগের বেদ বিনির্ণয়ের বিতণ্ডা চলিতেছে। যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় পটু সমস্ত নিধি তাহারই হস্তগত, ইত্যাদি শঠতা দ্বারা শঠ ব্যক্তিরা কোথাও দ্যূত-ক্রীড়ার প্রশংসা করিতেছে। কোথাও বণিকগন একত্র সমবেত হইয়া নিজ নিজ বাণিজ্য কৌশল বর্ণন করিলে, একজন বলিল, সংযত ব্যক্তি যে অর্থ দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে তাহার আর বিচিত্র কি?। কিন্তু আমি বিনা অর্থে পূর্ব্বে লক্ষীবান্ হইয়াছিলাম। আমি গর্ভস্থ থাকিতে আমার পিতৃদেবের পরলোক হয়। আমার জননীর যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, আমার দায়াদগণ সমস্তই হরণ করিয়াছিল। তদনন্তর আমার জননী দায়াদ-ভয়ে পলায়ন করিয়া আত্মগর্ভ রক্ষা করত পিতৃ মিত্র কুমার দত্তের গৃহে বাস করিলেন। তথায় জননীর বৃত্তি স্বরূপ আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম। জননী কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করত আমাকে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। আমি অধ্যয়ন করিবার যোগ্য হইলে, জননী আপন দুঃখ নিবেদন করিয়া আমাকে কোন উপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি ক্রমে ক্রমে লিপি এবং গণিত শিক্ষা করিলে জননী কহি-লেন, বৎস। তুমি বণিকপুত্র সম্প্রতি বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। এই দেশে বিশাখিল নামে অতিধনবান যে বণিক আছেন, তিনি দরিদ্র এবং কুলীন

দিগের ভাণ্ড মূল্য (পুঁজি) প্রদান করেন। অতএব বৎস। তুমি যাইয়া কিছু ধন প্রার্থনা কর।

আমি জননীর আদেশে তৎসমীপে যে সময় উপস্থিত হইলাম, এই সময় বিশাখিল কোন বণিক্ পুত্রকে ক্রোধভরে কহিলেন, ঐ যে মৃত মূষিক ভূতলে পতিত দেখিতেছ, কুশল ব্যক্তি উহাকে বিক্রয় করিয়া ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে। পাপিষ্ঠ! আমি তোকে বহু অর্থ প্রদান করিলাম, তাহার বর্দ্ধন দূরে থাকুক, তুই মূল ধন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছিস্। বিশাখিলের এই কথা শুনিয়া আমি সহসা বলিলাম, আমি আপনার নিকট ভাণ্ড মূল্যের (পুঁজি) নিমিত্ত এই মৃত মূষিক গ্রহণ করিলাম, এই বলিয়া সেই মৃত মূষিক গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় সম্পুটে লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিলাম। এতদ্দর্শনে বণিক হাস্য করিলেন। কোন বণিক, আমার হস্তস্থিত সেই মৃত মূষিক চণকাঞ্জলিদ্বয় মূল্যে আপন মার্জ্জারের নিমিত্ত ক্রয় করিলে আমি সেই চণক গুলি পেষণ-পূর্ব্বক শক্তু প্রস্তুত করিলাম। এবং এক কলশ সলিল লইয়া নগর বহির্ভাগে গমন করিয়া কোন ছায়াময় চত্বরে উপবিষ্ট হইলাম। এখন কাষ্ঠ ভারিকগণ পথশ্রান্ত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলে, আমি তাহাদিগকে সেই শক্তু এবং শীতল জল প্রদান করিলাম। তাহারা প্রীত হইয়া প্রত্যেকে দুই দুই কাষ্ঠ আমাকে প্রদান করিল। আমি সেই কাষ্ঠ গুলি লইয়া বিপণিতে গমন পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া তাহাতে যে অর্থ হইল, তদ্দ্বারা চণকক্রয় করিয়া সেইরূপ কাষ্ঠভারিকদিগকে প্রদান করিলে তাহারা তদধিক কাষ্ঠ প্রদান করিল। প্রতিদিন এইরূপ করিয়া যে অর্থ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে তিন দিন কাল কাষ্ঠিকদিগের যাবতীয় কাষ্ঠ ক্রয় করিলাম। অনন্তর অকস্মাৎ অতি বৃষ্টি দ্বারা কাষ্ঠ দুর্ম্মূল্য হইলে, আমি সেই সকল কাষ্ঠ বহুমূল্যে বিক্রয় করিলাম। সেই ধন অবলম্বন করিয়া নিজকৌশলে বাণিজ্য করিতে করিতে ক্রমে সম্পন্ন হইলাম। যে বিশাখিল আমাকে মৃত

মূষিক প্রদান কবিযাছিলেন, আমি তাঁহাকে একটী সৌবর্ণ মূষিক প্রদান কবিলাম, তিনি তাহাতে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইযা আমাকে কন্যা দান কবিলেন। এই জন্য আমি লোকে মূষিক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি। এবং এইরূপে নির্ধন আমি লক্ষ্মীবান হইযাছি। ইহা শুনিযা তত্রত্য বণিকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

কোথাও ছন্দোগ কোন বিপ্র মাষাষ্ঠক পবিমিত স্বুবর্ণ প্রাপ্ত হইলে, তাহা দেখিযা কোন বিট তাহাকে কহিল, হে দ্বিজ। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমাব উদব পূর্ত্তিব চিন্তা নাই। অতএব তুমি এই অধিগত স্বুবর্ণদ্বাবা লোক যাত্রা শিক্ষা কব যে, বৈদগ্ধ্য লাভ কবিতে পাবিবে। ইহা শুনিযা বিপ্র মুগ্ধ হইযা কহিল, কে শিখাইবে ?। বিট কহিল এথানে যে চতুবিকা নামে এক বেশ্যা আছে, তাহাব নিকট যাও। দ্বিজ কহিল, তথায় যাইযা কি কবিব। বিট কহিল, তথায যাইযা স্বুবর্ণ প্রদানপূর্ব্বক বেশ্যাকে সন্তুষ্ট কবিয়া কিছু সাম প্রযোগ কবিবে। ইহা শুনিযা সেই ছন্দোগ বিপ্র সত্বব চতুবিকাব গৃহে গমন কবিল। চতুবিকা যথেষ্ট সম্মানপুবঃসর বসিতে কহিলে ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইযা কহিল, আমি লোকযাত্রা শিখিবাব মনিসে তোমাব নিকট আসিযাছি। সম্প্রতি ইহা লইয়া শিখাইতে হইবে। এই বলিযা সেই স্বুবর্ণ বেশ্যাব হস্তে প্রদান কবিল। এতদ্দর্শনে তত্রস্থ যাবতীয লোক হাসিতে লাগিল। জড়মতি ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ চিন্তা কবিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে একপ উচ্চৈঃস্ববে সামগানে প্রবৃত্ত হইল যে এই বহস্য দেখিবার জন্য পার্শ্বস্থ যাবতীয বিটলোক তথায় উপস্থিত হইল এবং কহিল, কোথা হইতে একটা শৃগাল আসিয়া উপস্থিত হইযাছে। অতএব ইহাব গলে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান কব। এই বাক্যে অর্দ্ধচন্দ্র-শব স্থান করিয়া বিপ্র শিবশ্ছেদ ভযে, আমাব লোকযাত্রা শিক্ষা হইযাছে, এই বলিয়া তথা হইতে বেগে পলাযন কবিল। এবং যে ব্যক্তি তাহাকে পাঠাইযাছিল, তাহাব নিকট যাইযা সমস্ত বর্ণন কবিলে, বিট কহিল ঠাকুব। বেস কবিয়াছ এই

বলিয়া হাস্য করত চতুরিকা—ভবনে গমন করিয়া, চতুরিকে! এই দ্বিপদ পশুকে সেই সুবর্ণ তৃণ দিয়া বিদায় কর। এই কথা শুনিয়া বারবণিতা হাসিতে হাসিতে তাহাকে সুবর্ণ প্রত্যর্পণ করিল। ব্রাহ্মণ আপনাকে পুনর্জাত জ্ঞান করত গৃহে প্রস্থান করিল।

আমি পদে পদে এইরূপ কৌতুক অবলোকন করত ইন্দ্রালয় তুল্য রাজ ভবনে উপস্থিত হইলাম। তদনন্তর মদীয় শিষ্যগণ অগ্রে যাইয়া আমার পরিচয় দিলে, আমি সাতবাহন নরপতিকে শতবর্ম্মা—প্রভৃতি মন্ত্রিগণ—পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে রত্নসিংহাসনোপবিষ্ট দেখিলাম। দেখিয়া বোধ হইল যেন ইন্দ্রের সভা। রাজা আদর-পূর্ব্বক আমাকে বসিতে কহিলে, আমি স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলাম। শর্ব্ববর্ম্মাদি মন্ত্রিগণ এইরূপে আমার স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেব! ইনিই সর্ব্ববিদ্যায় বিচক্ষণ বলিয়া খ্যাত হইয়া যথার্থই গুণাঢ্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। মন্ত্রিগণ এইরূপে আমার প্রশংসা করিলে, রাজা আমার প্রতি প্রীত হইয়া আমার যথোচিত সৎকার করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। অনন্তর আমি দার পরিগ্রহ করিয়া রাজ কার্য্য চিন্তা এবং শিষ্যাধ্যাপনায় নিরত হইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

একদা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া গোদাবরী তটে স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করত, তথায় দেবীকৃতি নামে একটী উদ্যান অবলোকন করিলাম। ক্ষিতিস্থ নন্দন বনের সদৃশ অতি রমণীয় সেই উদ্যানটী অবলোকন করিয়া উদ্যানপালকে উদ্যানোৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। উদ্যানপাল কহিল স্বামিন! বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে মৌনব্রতধারী নিরাহার এক দ্বিজ আসিয়া দেব ভবনের সহিত এই উদ্যান সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তদনন্তর অত্রত্য যাবতীয় ব্রাহ্মণ কৌতুকাবিষ্ট ও একত্র মিলিত হইয়া অতিশয় নির্ব্বন্ধ করিলে, দ্বিজ এইরূপ স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। নর্ম্মদা তটে বরুকচ্ছপ নামে যে দেশ আছে, তথায় ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম হয়।

পূর্ব্বে আমি দরিদ্র এবং অলস থাকায়, আমাকে কেহ ভিক্ষাও দিত না। অনন্তর দুঃখ হেতু জীবনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। দেবীকে দর্শন করিয়া, এই চিন্তা করিলাম যে লোকে তো পশু উপহার দ্বারা দেবীকে প্রীত করিতেছে, তা আমিও মূর্খ পশুভূত আত্মাকে এই দেবীর অগ্রে নিহত করিয়া দেবীকে প্রসন্ন করি। এই বলিয়া শির-শ্ছেদনার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। এতদ্দর্শনে দেবী তৎক্ষণাৎ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং কহিলেন পুত্র! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। আত্মাকে নিহত করিও না। তুমি আমার নিকট থাক। দেবীর নিকট এইবর লাভ করিয়া দিব্যত্ব প্রাপ্ত হইলাম। সেই অবধি আমার তৃষ্ণা এবং ক্ষুধা নষ্ট হইযাছে। একদা দেবী আমাকে স্বয়ং এই আদেশ করিলেন। পুত্র তুমি প্রতিষ্ঠানাখ্য স্থানে গমন করিয়া একটী রমণীয় উদ্যান প্রস্তুত কর। এই বলিয়া দেবী আমার হস্তে দিব্য বীজ প্রদান করিলেন।

তদনন্তর আমি এই স্থানে আগমন করিয়া দেবী—প্রভাবে এই মনোহর উদ্যান রচনা করিলাম, এই উদ্যান আপনারা প্রতিপালন করিবেন। এই কহিয়া বিপ্র অন্তর্হিত হইলেন। অতএব হে প্রভো এই উদ্যান পূর্ব্বে দেবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উদ্যান পাল মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলাম।

গুণাঢ্য এইরূপ বলিলে কাণভূতি জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো! রাজার নাম সাতবাহন কেন হইল, শুনিতে ইচ্ছা করি। গুণাঢ্য কহিলেন, দ্বীপিকর্ণিনামে অতিশয় পরাক্রমশালী অতিবিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার শক্তিমতী নামে প্রাণাধিকা ভার্য্যা ছিলেন। একদা রাজমহিষী উদ্যানে নিদ্রিতা হইলে, এক সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। তাহাতে রাজমহিষী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, রাজা অপুত্র হইয়াও তগ্দত চিত্তে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিলেন। তদনন্তর একদা ভগবান চন্দ্রশেখর রাজ্যার্হ পুত্রের অসদ্ভাব প্রযুক্ত দুঃখিত রাজাকে স্বপ্নে এই

আদেশ করিলেন। অটবী মধ্যে সিংহারূঢ় হইয়া যে কুমার ভ্রমণ করিতেছে দেখিবে, তাহাকে লইয়া যাইবে এবং সেই তোমারপুত্র হইবে।

অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া সেই স্বপ্ন স্মরণ করিয়া ইষ্ট হইলেন। একদা মৃগয়াবশে দূর অটবী মধ্যে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কালে পদ্মসরোবরের তীরে তপনতেজস্বী সিংহারূঢ় একবালককে দেখিয়া রাজার স্বপ্ন বৃত্তান্তস্মরণ হইল। এই সময় সিংহ বালককে পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া জলপানাভিলাষী হইলে, রাজা এক শরনিক্ষেপ দ্বারা সিংহকে নিহত করিলেন। সিংহ রূপ পরিত্যাগ করিয়া সদ্য পুরুষাকৃতিধারণ করিল। এবং ব্যাপার কি?। এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল রাজন। আমি সাত নামক কুবেরের বন্ধু। পূর্ব্বে আমি, এক ঋষিকন্যাকে গঙ্গাসলিলে স্নান করিতে দেখিয়া, তাঁহার প্রতি অতিশয় আসক্ত হইলে, তিনিও আমাকে দেখিয়া সঞ্জাতমন্মথ হইলেন। তদনন্তর আমি গান্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলাম। ইহা শুনিয়া তদীয় বান্ধবগণ ক্রোধে এইশাপ দিলেন, রে পাপিষ্ঠ। তোরা স্বেচ্ছাচারী সিংহ হইবি। এই শাপ প্রিয়ার পুত্র-জন্ম পর্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। আর আমার ত্বদীয় শরাঘাত পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। তদনন্তর আমরা সিংহমিথুন হইলাম। আমার পত্নীও কালান্তরে গর্ভবতী হইলেন। পুত্রপ্রসব করিয়া প্রিয়তমা লোকান্তর গমন করিলে আমি অন্য সিংহীর স্তন্য পান করাইয়া শিশুকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছিলাম। আজ আমিও আপনার বানাহত হইয়া বিমুক্ত হইলাম। অতএব মহাবলপরাক্রান্ত এই বালককে আপনি গ্রহণ করুন।

ইহা কহিয়া সাতনামা সেই গুহ্যক অন্তর্হিত হইলে রাজা সেই বালককে লইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। সাত ইহাকে বহন করিত বলিয়া পুত্রের নাম সাতবাহন রাখা হইল। কিছুকাল পরে পুত্র উপযুক্ত হইলে তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দ্বীপিকর্ণ বনেন গমন করিলে সতবাহন সর্ব্বভৌম ভূপতি হইলেন।

গুণাঢ্য কাণভূতির অনুরোধে প্রকৃত বর্ণনায় বিরত হইয়া এই কথাটী বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর নরপতি সাতবাহন বসন্তোৎসব উপস্থিত হইলে, একদা দেবীকৃত সেই উদ্যানে গমনপূর্ব্বক বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া জলক্রীডার্থ কামিনী সহিত বাপীজলে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর করবারি দ্বারা জলসিক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপ জলক্রীড়া দ্বারা কামিনীগণের নেত্র ধৌতাঞ্জন হইল, এবং নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল। সমস্তশরীর জলাপ্লুত হওয়াতে পরিধেয়বস্ত্র সকল গাত্রনিপ্ত হইয়া যাওয়ায় সমস্ত অঙ্গবিভাগ স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। সকলে রাজাকে বেষ্টন করিলে, যেমন বায়ু লতাসকলকে পুষ্প শূন্য করে, তেমনি রাজা জলস্থ সেই প্রিয়তমাদিগকে জলসেকদ্বারা তিলকশূন্য ও চ্যুতাভরণ করিলেন। অনন্তর স্তনভারালসা শিরীষসুকুমারাঙ্গী এক রাজমহিষী জলকেলি দ্বারা অতিশয় শ্রান্ত হইয়া, দেব! মোদকৈঃ পরিতাড়য়, এই বলিয়া জলসেক করিতে নিষেধ করিলে, রাজা মোদক আনয়ন করিলেন। এতদ্দর্শনে রাজ্ঞী হাসিয়া কহিলেন, রাজন! জলমধ্যে মোদকানয়নের আবশ্যকতা নাই। মা উদকৈঃ সিঞ্চ, আমি এই কথা বলিয়াছি। মা শব্দ এবং উদক শব্দে যে কি সন্ধি হয়, আপনার সে জ্ঞান নাই। আর প্রকরণ জ্ঞানও নাই। শব্দশাস্ত্রজ্ঞা মহিষীর এইরূপ ভৎসনা বাক্যে রাজা আন্তরিক অতিশয় লজ্জাক্রান্ত হইলেন। এবং জলক্রীডা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরহঙ্কার ও অপমানিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। তদনন্তর চিন্তাকুল এবং মুগ্ধ প্রায় হইয়া আহারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌন ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হয় পাণ্ডিত্যের শরণ নয় মৃত্যু, এই চিন্তা করত, শয্যায় পতিত হইয়া পরিতাপ যুক্ত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজ পরিবারবর্গ অকস্মাৎ রাজার এইরূপ অবস্থান্তর অবলোকনে বিস্মিত হইল। তদনন্তর আমি এবং শর্ব্ববর্ম্মা ক্রমে ইহাঁর

সেই অবস্থা জানিতে পারিলাম। সে দিবস সেই অবস্থাতেই গমন করিল। পর দিবস প্রভাত কালে যখন জানা গেল, যে রাজা প্রকৃতিস্থ হন নাই,তখন, আমারা রাজহংস নামক কোন রাজ চেটককে আহ্বান করিয়া রাজকীয শরীর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল মহাশয়! রাজাকে তো পূর্ব্বে এরূপ দুর্ম্মনা কখনই দেখা যায নাই। অন্যান্য রাজ-মহিষীগণ ক্রোধ ভরে কহিলেন,বিষ্ণুশক্তির দুহিতা আপনার বৃথাপণ্ডিত্যে আজ্ রাজাকে এইরূপ লজ্জিত করিয়াছেন। রাজচেটের মুখে এই কথা শুনিযা সন্দেহ প্রযুক্ত আমরা এইচিন্তা করিলাম। যদি কোন ব্যাধি হইয়া থাকে তবে চিকিৎসক নিযুক্ত করা উচিত। আর যদি কোন প্রকার মনঃপীড়া পাইযা থাকেন, তবে তাহারও কারণ উপলব্ধি হইতেছে না। কারণ নিষ্কণ্টক রাজ্য মধ্যে ইহাঁর কেহ বিপক্ষ নাই। আর প্রজা সকল ইহাঁর প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত, তাহাদের হইতে কোন প্রকার হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে রাজার ঈদৃশ চিত্তবিকার সহসা উপস্থিত হইল কেন?।

এইরূপ তর্ক চলিলে শর্ব্ববর্ম্মা কহিলেন, আমার বেশ জ্ঞান হই-তেছে যে, রাজার এই কষ্ট মূর্খতানুতাপ নিবন্ধন। আমি মূর্খ এই বলিয়া রাজা সর্ব্বদা পাণ্ডিত্যলাভ করিতে ইচ্ছা করেন। আমি ইতি-পূর্ব্বেও রাজার এইরূপ অভিপ্রায উপলব্ধি করিয়াছি। আর রাজ্ঞীও আজ তন্নিবন্ধন রাজার অপমান করিযাছেন, এরূপ শোনা হইল।

অনন্তর আমরা পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিযা, পর দিবস প্রাতঃকালে, নরপতির বাস ভবনে গমন করিলাম। সকলের প্রবেশ নিষেধ হইলে, আমি কোন প্রকারে লব্ধ প্রবেশ হইলাম; শর্ব্ববর্ম্মাও আমার পশ্চাৎ আস্তে আস্তে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাজ-সন্নি-ধানে উপবিষ্ট হইয়া শর্ব্ববর্ম্মামৃদুবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,রাজন্। অকা রণে আপনি কেন এরূপ বিমনা হইলেন। এতৎশ্রবণেও রাজা তুষ্ণীংভাবে থাকিলেন। তদনন্তর শর্ব্ববর্ম্মা এই অদ্ভুত কথা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শর্ব্ববর্ম্মা কহিলেন, "ইতিপূর্ব্বে মহারাজকে বিদ্বান্ করিয়া দিবার অভি- প্রায়, মহারাজ স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই জন্য আজ রাত্রে আমি স্বপ্ন- মাণবক নামে নিয়ম করিয়াছিলাম। তৎপ্রভাবে রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম; একটী সুবর্ণ কমল আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল। কমলটী স্বর্গীয় এবং কুমার নির্ম্মিত।, ভূতলে পড়িবামাত্র তাহার অভ্যন্তর হইতে ধবলবসনা এক দিব্যস্ত্রী বহির্গত হইয়া মহারাজের বদনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ স্বপ্ন দর্শনেরপর জাগরিত হইয়া এই নিশ্চয় করিলাম, যে সাক্ষাৎ বাগ্দেবী মহারাজের মুখকমলে প্রবেশ করিয়াছেন"। শর্ব্ববর্ম্মা এইরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিরত হইলে নরপতি সাতবাহন তৎক্ষণাৎ মৌনভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎসুক- চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুণাঢ্য। যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে কতকালে পণ্ডিত হওয়া যায়? বিদ্যার অভাবে আমার রাজ্যশ্রী শোভা পাইতেছে না। মূর্খের সম্পত্তি কোন্ কার্য্যের হয়? কাষ্ঠকে আভরণ পরান বৃথা জানিবেন।"

তদনন্তর আমি কহিলাম "রাজন। সচরাচর লোকে দ্বাদশ বৎসরে ব্যাকরণ. শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠে, কিন্তু আমি ছয় বৎসরের মধ্যেই মহারাজকে উক্ত শাস্ত্রে বিদ্বান করিয়া দিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া শর্ব্ববর্ম্মা ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ সুখোচিত, ইনি কি এতকাল ধরিয়া ক্লেশ স্বীকার করিতে পারিবেন? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ছয় মাসের মধ্যে মহারাজকে শব্দ- শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া দিব।" শর্ব্ববর্ম্মার এই অসম্ভব কথা শ্রবণ করিয়া আমি কুপিত হইয়া কহিলাম যে, "যদি তুমি ছয় মাসের মধ্যে উক্ত প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পার, তবে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত, এবং আপন দেশভাষা পরিত্যাগ করিব।" আমার কথায় শর্ব্ববর্ম্মা এই উত্তর দিলেন 'যদি আমি এই কার্য্য সাধন করিতে না পারি, তাহা হইলে দ্বাদশ বৎসর আপনার পাদুকা বহন করিব'। এই বলিয়া শর্ব্ববর্ম্মা স্বগৃহে প্রস্থান করিলে রাজা উভয়পক্ষ হইতে আপন কার্য্য সিদ্ধি স্থির করিয়া সুস্থ হইলেন।

এখন শর্ব্ববর্ম্মা উক্তরূপ দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া অনুতাপের সহিত চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং আপন ভার্য্যার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করি-

লেন। মন্ত্রিপত্নী স্বামীর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "নাথ! যাহা করিয়াছেন, তাহার আর চারা কি আছে। এক্ষণে উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। আপনি প্রভু কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হউন, তিনিই আপনাকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।" শর্ব্ববর্ম্মা পত্নীর এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শেষ প্রহরে কুমার কার্ত্তিকেয়ের ভবনে প্রস্থান করিলে, আমি এই সংবাদ পরম্পরায় শুনিয়া প্রাতঃকালে রাজাকে বলিলাম। রাজাও তৎশ্রবণে, চিন্তাকুল হইলেন।

অনন্তর রাজহিতৈষী রাজপুত্র সিংহগুপ্ত কহিলেন "দেব! আপনার এইরূপ বিষাদ দেখিয়া আমার নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ মস্তক ছেদনপূর্ব্বক নগরবহির্ভাগস্থ ভগবতী চণ্ডীকে উপহার দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। যে সময় মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলাম, সেই সময় এই আকাশবাণী হইল যে, "তুমি ক্ষান্ত হও, রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" এই জন্য আমি জানিয়াছি যে মহারাজের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবে। এই বলিয়া সিংহগুপ্ত শর্ব্ববর্ম্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন চর পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে শর্ব্ববর্ম্মা বায়ু ভক্ষণ করত মৌনাবলম্বন করিয়া ক্রমে কুমার কার্ত্তিকেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং শরীরের প্রতি আস্থা না করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কুমার তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে, শর্ব্ববর্ম্মা হৃষ্টচিত্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত বিদ্যা প্রদান করিলেন। রাজাও দেবতার প্রসাদে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিদ্যার অধীশ্বর হইলেন। হায়! দেবতার প্রসাদে কি না হয়!।

অনন্তর নরপতি সাতবাহন অখিলবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন শুনিয়া রাষ্ট্রস্থ যাবতীয় লোক অনির্ব্বচনীয় উৎসবে পরিপূর্ণ হইল। রাজা শর্ব্ববর্ম্মাকে প্রণামপূর্ব্বক রত্নসমূহ তাঁহাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন, এবং নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী বরুকচ্ছপনামক স্থানের অধীশ্বর করিয়া দিলেন। তদ্রূপ সিংহগুপ্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আত্মসদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী করিলেন। আর

বিষ্ণুশক্তির তনয়া অন্যতমা রাজ্ঞীকে নিজ বিদ্যাগমের কারণ বলিয়া তাঁহাকে প্রধান মহিষী করিলেন।

সপ্তম তরঙ্গ।

তদনন্তর আমি মৌনভাবে রাজসমীপে উপস্থিত হইলে, কোন ব্রাহ্মণ স্বকৃত একটী শ্লোক পাঠ করিল। রাজা শুনিবামাত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় তাহা পাঠ করিলে তত্রস্থ যাবতীয় লোক আহ্লাদিত হইল। অনন্তর রাজা শর্ব্ববর্ম্মার প্রতি কার্ত্তিকেয়ের অনুগ্রহঘটনা বৃত্তান্ত সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলে শর্ব্ববর্ম্মা বলিলেন, রাজন্! আমি নিরাহার এবং মৌনব্রতধারী হইয়া নিশীথকালে দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলাম। ক্রমশঃ তপঃকৃষ ও ক্লান্ত হইয়া যখন ভূতলে পতিত ও জ্ঞানশূন্য হইলাম, তখন শক্তি হস্তে এক পুরুষ আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া "তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবেক", এই বলিয়া অদর্শন হইলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রবুদ্ধ হইলাম। তখন আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত গেল, আমি যেন সুস্থ হইলাম। পরে আমি স্নান করিয়া দেবসমীপে উপস্থিত হইলাম: এবং উৎক্ষিপ্তচিত্তে তদীয় গর্ভগৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রভু স্কন্দ আমাকে দর্শন দিলেন। তৎপরে আমার মুখে মূর্ত্তিমতী সরস্বতী প্রবেশ করিলেন।

তদনন্তর ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এককালে ছয়মুখে "বর্ণসমাম্নায়ঃ সিদ্ধঃ" এই সূত্র উচ্চারণ করিলেন। তাহা শুনিয়া আমি মনুষ্যজাতি সুলভ চঞ্চলতা হেতু ইহার উত্তর সূত্র স্বয়ং উচ্চারণ করিলে দেব কহিলেন, 'যদি তুমি স্বয়ং উত্তর সূত্র উচ্চারণ না করিতে, তবে এই শাস্ত্র পাণিনীয় ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপমর্দ্দক হইত। এক্ষণে অতিসংক্ষেপ প্রযুক্ত ইহা কাতন্ত্র বা কালাপ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া ভগবান স্কন্দ সংক্ষিপ্ত এই অভিনব শব্দশাস্ত্র আমার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, 'তোমাদিগের রাজা

পূর্ব্বজন্মে মহর্ষি ভরদ্বাজের শিষ্য কৃষ্ণ নামক এক মহা তপস্বী ছিলেন। উক্ত ঋষি একদা কোন মুনিকন্যাকে আপনার প্রতি সাভিলাষা দেখিয়া অকস্মাৎ কন্দর্প বাণে আহত ও তাহাতে রত হইলেন। এই হেতু যাবতীয় ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলে উভয়েই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ঋষি সাতবাহন, এবং মুনি-কন্যা রাজমহিষী হইয়াছেন। অতএব তোমার ইচ্ছায় ঋষ্যবতার নরপতি সমস্ত বিদ্যার অধীশ্বর হইবেন। মহাত্মাব্যক্তিরা পূর্ব্বজন্মে যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, ইহজন্মেও সেই সমস্ত অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।' এই বলিয়া দেব স্কন্দ অন্তর্হিত হইলে আমিও দেবালয় হইতে বহির্গত হইলাম। আসিবার কালে তত্রত্য পুরোহিত আমাকে যে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল প্রদান করিলেন, কি আশ্চর্য্য। আমি প্রত্যহ ভোজন করিলেও তাহার হ্রাস না হইয়া যেমন তেমনিই থাকিত।" শর্ব্ববর্ম্মা এইরূপ স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিরত হইলে, রাজা হৃষ্টচিত্তে স্নানার্থ গাত্রোত্থান করিলেন।

তদনন্তর আমি কৃতমৌন হইয়া প্রণামদ্বারা রাজাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক শিষ্যদ্বয় সমভিব্যাহারে নগর হইতে নির্গত হইলাম ও তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া বিন্ধ্য-বাসিনী দর্শনে আগমন করিলাম। তথায় আমার প্রতি দেবীর যে স্বপ্নাদেশ হইল,তদনুসারে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই ভীষণ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং বনবাসী পুলিন্দদিগের বচনানুসারে সার্থবাহগণ সমভিব্যা-হারে বহু কষ্টে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দূরে অসংখ্য পিশাচজাতি দেখিলাম। এবং তাহাদের পরস্পর আলাপ শুনিয়া মৌন মোক্ষের কারণভূত পিশাচভাষা শিক্ষা করিলাম। তদনন্তর পিশাচগণের নিকটস্থ হইয়া আপনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম,. আপনি উজ্জয়িনী নগরে গমন করিয়াছেন। কি করি, আপনার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত পিশাচগণের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া কাল-যাপন করিতে লাগিলাম। আপনি আগত হইলে, ভূতভাষা দ্বারা আপনার স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আপন জাতি স্মরণ করিলাম। এই আমার জন্মবৃত্তান্ত।"

গুণাঢ্যের কথা শেষ হইলে, কাণভূতি বলিলেন। "আমি যেরূপে আজ রাত্রে আপনার এখানে আগমন জানিতে পারিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। উজ্জয়িনী

নগবে, ভূতিবর্ম্মা নামে কালত্রয়দর্শী এক রাক্ষস আমার মিত্র আছে। আমি তদীয় উদ্যান ভবনে গমন কবিয়া আমার শাপান্তের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল "সখে! দিবাভাগে আমাদের কোন প্রভাব থাকে না। অতএব অপেক্ষা কর, রাত্রে কহিব।' আমি তথাস্তু বলিযা থাকিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল, ভূতগণ হর্ষে নৃত্য আরম্ভ কবিল। আমি ভূতগণের হর্ষকাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে, ভূতিবর্ম্মা কহিল, 'পূর্ব্বকালে ববিঞ্চি সংবাদে শঙ্কব কহিযাছেন, যক্ষ বক্ষ এবং পিশাচগণ দিবাভাগে অর্কতেজে বিধ্বস্ত হইযা প্রভাবহীন হয়। একাবণ তাহারা রাত্রে হৃষ্ট হয। যেস্থানে দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা নাই এবং যেখানে অবৈধ ভোজনাদি সম্পন্ন হয়, সেই স্থানেই ইহাদেব বলবৎ প্রভুত্ব। যথায অমাংস ভক্ষক বা সাধ্বী স্ত্রী থাকেন, ইহাবা তথায় যায় না, এবং পবিত্র ধীর এবং জ্ঞানীকে কদাচ আক্রমণ কবিতে পাবে না। মিত্র। আপনার শাপমোচনের হেতুভূত গুণাঢ্য আপনার আশ্রমে আসিযাছেন, অতএব আপনি শীঘ্র গমন কবিয়া তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করুন।" ইহা শুনিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ আপনাব নিকট আসিলাম। অতএব অগ্রে আপনি আমার কৌতুক নিবাবণ করুন, পবে আমি পুষ্পদন্তকথিত কথা বর্ণন দ্বারা আপনার কৌতুক শান্ত করিব। তিনি এবং আপনি কেন পুষ্পদন্ত ও মাল্যবান নামে বিখ্যাত হইলেন?

গুণাঢ্য কহিলেন 'গঙ্গাতীবে বহুসুবর্ণশালী অগ্রহাবনামে এক গ্রাম আছে। তথায় গোবিন্দদত্ত নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস কবিত। অগ্নিদত্তা নামে তাহাব পতিব্রতা ভার্য্যা। ব্রাহ্মণেব পাঁচ সন্তান, সকলেই মূর্খ, কিন্তু স্বরূপ ও নিতান্ত অভিমানী। একদা গোবিন্দদত্তের গৃহে তেজে অগ্নিসদৃশ বৈশ্বানব নামে এক বিপ্র অতিথি হয়, তখন গোবিন্দদত্ত গৃহে ছিলেন না, অতিথি পুত্রদিগকে প্রণাম কবিলে মূর্খেরা হাসিয়া প্রত্যভিবাদন কবিল। ইহাতে ব্রাহ্মণ চটিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এমন সময় গোবিন্দদত্ত উপস্থিত হইয়া সানুনয়বাক্যে তাহার ক্রোধ শান্তি কবিলে অতিথি বলিল, "যে ব্রাহ্মণপুত্র মূর্খ হয়, সে পতিত, অতএব সেই পুত্রের সংসর্গে আপনিও পতিত হইয়াছেন।

সুতরাং আপনার গৃহে ভোজন অনুচিত। খাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক।" গোবিন্দদত্ত শপথপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়! আমি কদাচ এই কুপুত্র-দিগকে স্পর্শ করি না।" অতিথিকুশলা তদীয় ভার্য্যাও ঐ কথা বলিলে বৈশ্বানর তদীয় গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিল। গোবিন্দদত্তের দেবদত্ত নামক অন্যতম তনয় পিতার এইরূপ অপমানে অতিশয় অনুতাপবিশিষ্ট হইল। পতিত ব্যক্তির জীবন বৃথা, এই ভাবিয়া তদ্দণ্ডে তপস্যার্থ বদরিকা-শ্রমে প্রস্থান করিল। উমাপতিব তোষণার্থে প্রথমে পর্ণাশন তদনন্তর ধূম-পায়ী হইয়া বহুকাল তপস্যা করিলে, উমাপতি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিলেন। দেবদত্ত 'অনুচর হইব, বলিয়া বব প্রার্থনা কবিল। ইহাতে শম্ভু আরও সন্তুষ্ট হইয়া, 'বিদ্বান্ হও, এবং পৃথিবীতে অশেষবিধ ভোগের অধীশ্বব হও, এতদ্ভিন্ন যাহা অভিলাষ করিবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে" এই বব প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবদত্ত বিদ্যার্থী হইয়া পাটলিপুত্র নগরে যাইয়া বেদকুম্ভ নামক উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন আবম্ভ করিল। এখন উপধ্যায়পত্নী কামাতুরা হইয়া তাহার সম্ভোগ প্রার্থনা করিল। এই জন্য দেবদত্ত সেখান হইতে প্রতিষ্ঠানে গমন কবিযা তত্রত্য মন্ত্রস্বামী নামা বৃদ্ধ উপাধ্যায়ের নিকট সম্যক্ প্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিল। দৈবযোগে কৃতবিদ্য সেই সুরূপ দেব-দত্তকে একদা তথাকার রাজকন্যা দেখিতে পাইলে দেবদত্ত ও গবাক্ষস্থ সেই কন্যাকে দেখিল। এইরূপে পরস্পর চাক্ষুষ হইলে কেহই আর চলিতে সমর্থ হইল না। রাজকন্যা অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা দেবদত্তকে নিকটে যাইতে সংকেত করিল। তদনুসাবে দেবদত্ত অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে রাজ-তনয়া দন্ত দ্বাবা একটী পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবদত্তের প্রতি নিঃক্ষেপ কবিল। দেবদত্ত রাজকন্যার এই গূঢ় সংকেত বুঝিতে না পারিয়া উপাধ্যায় গহে গমন করিয়া অন্তর্দাহে কেবল ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, বাক্যমাত্রও স্ফূর্ত্তি করিতে সমর্থ হইল না। উপাধ্যায় আপন প্রাতিভাবলে শিষ্যের কামজ চিহ্ন সকল উদ্ভা-বিত কবিয়া জিজ্ঞাসা করিলে দেবদত্ত আমূল সমস্ত বর্ণন কবিল। তখন সুচতুর উপাধ্যায় সেই রাজকন্যাকৃত সংকেতের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া কহিলেন,

'শিষ্য! রাজকন্যা দন্তদ্বারা পুষ্প নিঃক্ষেপ করিয়া তোমাকে এই সংকেত করিয়াছেন যে এখানে পুষ্পদন্ত নামে পুষ্পবহুল যে দেবমন্দির আছে, তথায় তুমি তাহার প্রতীক্ষা কবিবে। অতএব তথায় যাও।" যুবা এতদ্বাক্যে আশ্চর্য্য হইয়া সত্বর যাইয়া দেব গৃহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিল।

অনন্তব রাজকন্যা অষ্টমীতে তথায় যাইয়া দেবদর্শন মানসে একাকিনী গর্ভগৃহে প্রবেশ কবিল। দেবদত্ত দ্বাবের পশ্চাৎ ভাগে ছিল, প্রবেশমাত্র তদীয় শবীরে রাজকন্যার হাত পড়িল। দেবদত্ত উঠিয়াই রাজকুমারীর গলে বাহু পাশ অর্পণ কবিলে, রাজকুমারী প্রিয়সমাগমে সাশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আপনি কি প্রকারে আমার সংকেত বুঝিতে পারিলেন?" দেবদত্ত কহিল "আমাব উপাধ্যায় আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।' এতৎশ্রবণে রাজকন্যা "আমাকে ছাড়িয়া দাও, তুমি অরসিক।" এই বলিয়া, প্রচার হইবাব ভয়ে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে ক্রোধভরে চলিয়া গেল। তখন দেবদত্ত হা প্রিয়ে! দেখা দিয়া অদৃষ্ট হইলে, এই বলিয়া বাজকন্যাকে স্মরণ কবত তদীয় বিরহানলে দগ্ধ ও মৃতপ্রায় হইল। শম্ভু দেবদত্তের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য পঞ্চশিখ নামক ভূতকে নিযুক্ত কবিলেন। পঞ্চশিখ আসিয়া দেবদত্তকে আশ্বস্ত করিযা তাহাকে স্ত্রী সাজাইল, এবং স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকাব ধাবণ কবিল। তদনন্তর রাজকন্যার পিতাব নিকট যাইয়া কহিল, 'আমাব পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এজন্য আমি তাহার অনুসন্ধানে যাইতেছি। অতএব হে বাজন্! আমার এই পুত্রবধূটীকে আপনার নিকট বাখিযা যাইতেছি রক্ষা করিবেন।" ইহা শুনিয়া বাজা শাপভয়ে অগত্যা সেই স্ত্রীরূপী যুবককে কন্যান্তঃপুরে রাখিয়া দিলে পঞ্চশিখ স্বস্থানে প্রস্থান কবিল। স্ত্রীরূপধারী দেবদত্ত আপন প্রিয়তমাব অন্তঃপুরে বাস করত ক্রমশঃ বিশ্রম্ভাস্পদ হইয়া একদা রাত্রিকালে নিজ বেশ ধারণ পূর্ব্বক রাজকন্যার ঔৎসুক্যে গান্ধর্ব্ববিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিল। ক্রমে রাজতনয়া গর্ভবতী হইলে, দেবদত্ত গণোত্তমকে স্মরণ করিল। স্মৃতমাত্র পঞ্চশিখ আসিয়া রাত্রিযোগে অলক্ষিত ভাবে তাহাদিগকে লইয়া

চলিযা গেল। এবং দেবদত্তের স্ত্রীবেশ পবিবর্ত্তন কবাইয়া স্বযং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ ধাবণপূর্ব্বক সুশর্ম্মা নৃপতির নিকট যাইয়া কহিল, 'রাজন্! পুত্র পাইযাছি, আমাব স্নুষা প্রদান করুন।" বাজা, ব্রাহ্মণেব পুত্রবধূ যে রাত্রে পলায়ন কবিয়াছে, তাহা জানেন, এজন্য ব্রাহ্মণেব শাপভযে ভীত হইয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, 'ইনি বিপ্র নহেন, অবশ্যই কোন দেবতা, আমাকে বঞ্চনা কবিতে আসিয়াছেন। এইরূপ বৃত্তান্ত প্রাযই ঘটিয়া থাকে।" পূর্ব্বকালে শিবি নামে তপস্বী, দযাবান, দাতা, ধীব এবং সর্ব্বপ্রাণীব অভয়প্রদ এক রাজা ছিলেন। সেই বাজাকে বঞ্চনা কবিবাব জন্য ইন্দ্র শ্যেন বিহঙ্গমের রূপ ধাবণ কবিযা কপোত বেশে দ্রুতবেগে পলায়মান ধর্ম্মেব পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন। কপোত ভয়ে শিবির ক্রোড়ে আশ্রয লইলে শ্যেন মনুষ্যবাক্যে বাজাকে বলিল 'বাজন। আমি অতিশয ক্ষুধিত হইযাছি। আমার ভোজনেব বস্তু এই কপোতটী ছাড়িযা দিউন। যদি না দেন তবে, আমাব মৃত্যু হইবে। তাহাতে আপনাব কি অধর্ম্ম হইবে?।" শিবি কহিলেন, 'এ আমার শবণাগত হইয়াছে, ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না।" অতএব তোমাকে এই পাবাবত পরিমাণ মাংস দিতেছি। শ্যেন কহিল, তবে নিজ মাংস প্রদান কবিতে হইবে। বাজা তথাস্তু বলিযা হৃষ্টচিত্তে নিজ মাংস দিতে সম্মত হইয়া স্বশবীবেব যত মাংস দেন, পবিমাণে পাবাবতের সমান হয না। এতদ্দর্শনে যখন সমস্ত শবীব তুলায় আবোপিত করিলেন, তখন স্বর্গ হইতে সাধুবাদ উত্থিত হইল। ইন্দ্র এবং ধর্ম্ম শ্যেন এবং কপোত রূপ পবিত্যাগ কবিযা শিবির স্তব কবত তাঁহাকে অক্ষত শবীর কবিলেন; এবং বিবিধ বর প্রদান কবিযা অন্তর্হিত হইলেন। বোধ হয় সেইরূপ আমাকেও ছলিবার জন্য কোন দেবতা আসিয়াছেন।"

এই কথা বলিয়া সুশর্ম্মা নরপতি ভয়ে বিপ্ররূপী গণপতিকে কহিলেন, "যদি অভয় প্রদান করেন তবে বলি। আপনাব পুত্রবধূকে বহু যত্নে নিজ অন্তঃপুব মধ্যে বাখিয়াছিলাম; কিন্তু অদ্য নিশাযোগে কোন মাযা আসিয়া তাঁহাকে অপহবণ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া বিপ্ররূপী গণ সদয়ভাব

প্রকাশ করিয়া কহিল, 'তবে আপনার কন্যাটী আমাকে প্রদান করুন।" রাজা শুনিয়া শাপভয়ে আপন দুহিতা দেবদত্তকে প্রদান করিলে, পঞ্চশিখ প্রস্থান করিল। দেবদত্ত প্রকাশ্যে প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া, অপুত্র শ্বশুরের সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল। কালে দেবদত্তের একটী পুত্র হইল। রাজা দৌহিত্র মহীধরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। পরে দেবদত্তও পুত্রের ঐশ্বর্য্য দর্শনে কৃতার্থ হইয়া রাজপুত্রীর সহিত তপোবন আশ্রয় করিল। তথায় পুনর্ব্বার শম্ভুর আরাধনা করিয়া মানুষশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শম্ভুর প্রসাদে গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুষ্পদন্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল, এবং তদীয় ভার্য্যাও জয়া নামে গৌরীর প্রতীহারী হইল। ইহাই পুষ্পদন্তের বৃত্তান্ত।

এক্ষণে আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বে দেবদত্তের পিতা গোবিন্দ দত্তের সোমদত্ত নামক পুত্র ছিলাম। আমিও সেই দুঃখে হিমালয়ে যাইয়া তপস্যা দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। ভগবানকে প্রসন্ন জানিয়া, আমি সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুচর হইবার প্রার্থনা জানাইলে, দেবদেব কহিলেন, 'তুমি দুর্গম বন হইতে স্বহস্তে পুষ্প আহরণ করিয়া আমার পূজা করিয়াছ, এজন্য তুমি মাল্যবান্ নামে আমার অনুচর হইবে।" আমি সেই বরপ্রসাদে মর্ত্ত্যশরীর পরিত্যাগ করিয়া মহাদেবের অনুচর হইয়াছিলাম। কিন্তু শৈলতনয়ার শাপে পুনর্ব্বার মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে শিবকথিত সেই কথা আপনার নিকট শ্রবণ করিলে আমাদের উভয়ের শাপমোচন হয়।

অষ্টম তরঙ্গ।

কাণভূতি গুণাঢ্যের প্রার্থনায়, সপ্ত কথাময়ী সেই দিব্য কথা পিশাচ ভাষায় বর্ণন করিলে গুণাঢ্য ঐ কথা সাত বৎসরে সাত লক্ষ শ্লোকে পিশাচ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিলেন। অরণ্যমধ্যে কালির অভাবে এবং বিদ্যাধরেরা হরণ করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে উক্ত শ্লোক নিজ

শোণিত দ্বারা লিখিয়াছিলেন। যৎকালে কাণভূতি উক্ত কথা বর্ণনা করেন তখন তৎশ্রবণেচ্ছায় সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের নিরন্তর সমাগমে আকাশমণ্ডল চন্দ্রাতপমণ্ডিতবৎ দৃষ্ট হইয়াছিল। গুণাঢ্য সেই মহা কথাটী লিপিবদ্ধ করিবামাত্র, তাহা দর্শনকরিয়া কাণভূতি শাপবিমুক্ত হইয়া স্বজাতিত্বপ্রাপ্ত হইলেন। আর সেই বনে কাণভূতির সহচর যত পিশাচ ছিল, তাহারাও ঐ দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া পিশাচত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। যৎকালে ভগবতী গুণাঢ্যের শাপ বিমোচনের উপায় বলিয়াছিলেন, তখন, যাহাতে এই বৃহৎ কথা ভূতলে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহাও করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এক্ষণে কি প্রকারে তাহা ভূতলে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, আর কাহাকেই বা তাহা সমর্পণ করিবেন, মহাকবি গুণাঢ্য এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এইকালে গুণদেব এবং নন্দিদেব নামে তদীয় সহচর শিষ্যদ্বয় উপাধ্যায়কে কহিল, "গুরো! যেমন অনিল পুষ্পের সৌরভ বহন করে, তেমনি রসিক ব্যক্তিরই এই কাব্য বহন করা উচিত। অতএব সুরসিক সাতবাহন নরপতিই এই কাব্য সমর্পণের উপযুক্ত পাত্র।' গুণাঢ্য শিষ্যবাক্যে সম্মত হইলেন, এবং সেই গুণবান্ শিষ্যদ্বয় দ্বারা রাজসমীপে সেই পুস্তক পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং রাজপুরের বহিস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে দেবীনির্ম্মিত উদ্যান মধ্যে তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শিষ্যদ্বয় সাতবাহন সমীপে উপস্থিত হইয়া 'গুণাঢ্যপ্রেরিত সেই কাব্য পুস্তক রাজাকে সমর্পণ করিলে, রাজা পিশাচ ভাষা শ্রবণে এবং শিষ্যদ্বয়ের পিশাচাকৃতি দর্শনে বিদ্যামদে গর্ব্বিত ও অসূয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, পিশাচ ভাষার প্রমাণ সপ্তলক্ষ বৈ নহে এবং উক্ত ভাষার বাক্য সকল অতিশয় নীরস, তাহাতে আবার শোণিত দ্বারা লেখা। অতএব আমি এই পুস্তককে অতিশয় ঘৃণা করি।" এই বলিয়া নরপতি সাতবাহন গ্রন্থ অগ্রাহ্য করাতে শিষ্যযুগল পুস্তক গ্রহণপূর্ব্বক গুণাঢ্যের নিকট আসিয়া যথাবৎ বর্ণন করিলে গুণাঢ্য অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যদি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে, কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণ দগ্ধ না হয়?

তদনন্তর শিষ্যদ্বয়ের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সম্মুখে এক পর্ব্বত

প্রাপ্ত হইলেন। সেই পর্ব্বতের নির্ঝরময় রমণীয় এক স্থানে এক অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন, এবং কাননস্থ মৃগপক্ষীদিগকে শুনাইয়া লক্ষ শ্লোকময় নরবাহনদত্ত চরিত ভিন্ন সমস্ত গ্রন্থ এক এক পাত পাঠ করত সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে শিষ্যদ্বয় সাশ্রুনয়নে তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সারঙ্গ, বরাহ, মহিষাদি বনস্থ যাবতীয় পশুগণ গ্রন্থপাঠ শ্রবণে মুগ্ধ ও বদ্ধমণ্ডল হইয়া তৃণভক্ষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

এই সময় সাতবাহন পীড়িত হইলেন। বৈদ্যেরা পরীক্ষা দ্বারা শুষ্কমাংস ভোজন পীড়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে রাজা পাচকদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল, 'ব্যাধেরা এইরূপ শুষ্ক মাংসই প্রদান করে, ইহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই।" অনন্তর যে সকল ব্যাধ মাংস দেয়, তাহাদিগকে ডাকাইয়া শুষ্কমাংস দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা কহিল 'মহারাজ! এই স্থানের নিকটস্থ পর্ব্বতে কোথা হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া একটী অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত করিয়াছে, এবং এক এক পাত পুঁথি পাঠ করিয়া তাহা অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছেন। তন্নিবন্ধন বনবাসী যাবতীয় পশুগণ আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া নিস্পন্দভাবে পাঠ শুনিতেছে, এই হেতু অনাহারে তাহাদের মাংস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।"

রাজা ব্যাধমুখে এই কথা শুনিয়া কৌতুকবশতঃ ব্যাধদিগকে অগ্রে করিয়া স্বয়ং গুণাঢ্যের আশ্রমে গমন করিলেন, এবং মৃগমণ্ডলীর মধ্যস্থিত সবাষ্প সেই গুণাঢ্যকে চিনিতে পারিয়া নমস্কার পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। গুণাঢ্য আপনার এবং পুষ্পদন্তের শাপাদিবৃত্তান্ত ভূতভাষায় বর্ণন করিলেন। রাজা গুণাঢ্যকে গণাবতার জানিয়া তাঁহার পদানত হইলেন। পরে মহাদেবের মুখবিনিঃসৃত সেই দিব্য কথাময় গ্রন্থের প্রার্থনা জানাইলে গুণাঢ্য কহিলেন 'রাজন্! ছয় লক্ষ অনুষ্টুপ শ্লোকে বিরচিত সেই ছয়টী কথা এক এক পাত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছি। এক্ষণে লক্ষ শ্লোকাত্মক একটী মাত্র কথা আমার নিকট আছে, যদি ইচ্ছা হয় তবে আপনি গ্রহণ করুন। আমার

এই শিষ্যদ্বয় ইহার ব্যাখ্যা করিবেন।' এই বলিয়া শিষ্যদ্বয়সহ পুস্তক প্রদান-পূর্ব্বক রাজাকে বিদায় দিলেন, এবং যোগদ্বারা শরীর ত্যাগ করিয়া শাপ হইতে মুক্তিলাভ করত স্বর্গীয় নিজপদে পদার্পণ করিলেন।

অনন্তর সাতবাহন নরপতি নরবাহনদত্তের চিত্র চরিত্র বিষয়িণী সেই দিব্য বৃহৎ কথা গুণাঢ্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়া স্বনগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। গুণদেব ও নন্দিদেবকে ভূমি সুবর্ণ বস্ত্র বাহন গৃহ এবং ধন দিয়া স্বনগরে বসতি করাইলেন। পরে তাঁহাদের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া কথার অবতরণিকা স্বরূপ এই কথাপীঠ নির্ম্মাণ করিলেন। বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ এবং অমর কথা অপেক্ষাও রমণীয় সেই বৃহৎ কথা নরপতি সাতবাহন হইতে এইরূপে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল।

কথাপীঠ নামক প্রথম লম্বক।

নবম তরঙ্গ।

ঈশ্বরোজ্জয়তি।

প্রথমে কৈলাসে শিবের মুখে পুষ্পদন্ত, তৎপরে ভূতলে বররুচিবেশে অবতীর্ণ পুষ্পদন্তের মুখে কাণভূতি, কাণভূতির মুখে গুণাঢ্য এবং পরিশেষে গুণাঢ্যের নিকট নরপতি সাতবাহন যে কথা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রোতৃগণ! অবহিত হইয়া সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন।

বৎসদেশের মধ্যভাগে কৌশাম্বী নামে এক রমণীয় মহানগরী আছে। পাণ্ডুবংশসম্ভূত অভিমন্যুর প্রপৌত্র শতানীক তথাকার রাজা ছিলেন। যাঁহার বাহুদণ্ডের পরাক্রম মহাদেবের ভুজস্তম্ভে পরীক্ষিত হইয়াছে, সেই অর্জ্জুন ইহাঁর আদিপুরুষ। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন। একের নাম পৃথিবী, অন্যের নাম বিষ্ণুমতী। পৃথিবী ভূরি ভূরি বত্নপ্রসব করেন, কিন্তু রাজমহিষী বিষ্ণুমতী একটী ও পুত্র প্রসব করিতে পারেন না, এজন্য রাজা অতিশয় দুঃখিত। একদা মৃগয়া উপলক্ষে বনে ভ্রমণকরত শাণ্ডিল্য মুনির সহিত রাজার পরিচয় হইল। ঋষি রাজাকে পুত্রার্থী জানিয়া স্বয়ং তদীয় রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রপূত

চরু রাজ্ঞীকে ভোজন করাইলেন। সেই চরু ভক্ষণ করিয়া রাজ্ঞী গর্ভবতী হইয়া যে এক পুত্র প্রসব করিলেন, রাজা তাঁহার নাম সহস্রানীক রাখিলেন। সহস্রানীক ক্রমে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে, শতানীক পুত্রকে যুবরাজ করিয়া রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ভোগে নিরত হইলেন।

একদা দেবাসুরে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইন্দ্র সাহায্যপ্রার্থনায় নিজ সারথি মাতলিকে রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন। রাজা দেবরাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ ও প্রধান সেনাপতি সুপ্রতীকের হস্তে পুত্র ও রাজ্য-ভার সমর্পণ করিয়া অসুরনিধনার্থ মাতলির সহিত ইন্দ্রভবনে প্রস্থান করিলেন। তথায় বাসবসমক্ষে যমদংষ্ট্রাদি ভূরি ভূরি অসুরগণকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে রণক্ষেত্রে স্বয়ং মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। যুদ্ধাবসানে মাতলি রাজার মৃতদেহ কৌশাম্বীনগরে আনয়ন করিলে, রাজ্ঞী তাঁহার সহিত অনলে আত্মসমর্পণ করিলেন। পরে রাজলক্ষ্মী যুবরাজ সহস্রানীকের আশ্রয় লইলেন। সহস্রানীক সিংহাসনে আরোহণ করিলে, সমস্ত রাজগণ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিলেন। একদা দেবরাজ বিপক্ষবিজয়জন্য মহোৎসব উপলক্ষে সুহৃৎ-পুত্র সহস্রানীককে মাতলি দ্বারা লইয়া গেলেন। নন্দনবনে দেবগণ কামিনীসহ ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া সহস্রানীকের চিত্তে অনুরূপ ভার্য্যালাভের অভিলাষ উদিত হইয়া তাঁহাকে শোকাভিভূত করিল। বাসব তাঁহার এই ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 'রাজন্! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আপনার মনোবাঞ্ছা অচিরাৎ পূর্ণ হইবে। আপনার অনুরূপ ভার্য্যা পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়া ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে আমি পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় সভায় গমন করিয়াছিলাম। পরে বিধূমনামে কোন বসু পশ্চাৎ তথায় আগত হইলেন। আমরা তথায় থাকিতে থাকিতেই বিরিঞ্চির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অলম্বুষা নামে এক অপ্সরা তথায় উপস্থিত হইল এবং দৈবাৎ তাহার পরিধেয় বস্ত্র বায়ুভরে খসিয়া পড়িল। বসু অলম্বুষাকে দেখিয়া এককালে কন্দর্পশরের পথিক হইলে সেই অপ্সরাও তদীয় রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইল। এতদ্দ-

র্শনে কমলযোনি আমার মুখাবলোকন করিলেন। আমি পিতামহের অভি প্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধভরে উভয়কেই এই অভিসম্পাত করিলাম 'তোমরা যেমন অবিনীত, তেমনি তোমাদের উভয়েরই মর্ত্যলোকে জন্ম হইবে, এবং উভয়ে স্বামি ভার্য্যা সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে।'

অতএব হে সহস্রানীক! আপনি সেই বসুক, শতানীক নরপতির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া চন্দ্রবংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আর সেই অপ্সরাও অযোধ্যার কৃতবর্ম্মা ভূপতির দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়া মৃগাবতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই মৃগাবতীই আপনার ভার্য্যা হইবেক।" এইরূপ ইন্দ্রবাক্যে ভূপতির সস্নেহহৃদয়ে মদনানল সহসা উদ্ভূত হইয়া উঠিল। অনন্তর ইন্দ্র যথেষ্ট সম্মানপুরঃসর তাঁহাকে বিদায় দিলে রাজা মাতলির সহিত দেবরাজের রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বনগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পথে অপ্সরা তিলোত্তমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিলোত্তমা প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল 'রাজন্! আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি, অতএব ক্ষণকাল রথবেগ সম্বরণ করুন।" কিন্তু তিলোত্তমার অনুরোধ রাজা না শুনিয়া মৃগাবতীকে ধ্যান করত চলিয়া গেলেন। এজন্য অপ্সরা লজ্জিতা হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে এই শাপ দিল 'রাজন্! আপনি যাহার চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আমার কথা শুনিলেন না, তাহার সহিত আপনার চতুর্দ্দশবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে।" এই অভিসম্পাত কেবল মাতলি শুনিতে পাইলেন। রাজা প্রিয়ার জন্য উৎসুক হইয়া দেহমাত্রে কৌশাম্বী রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া, মৃগাবতী বিষয়ক যে সকল কথা ইন্দ্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সোৎসুকচিত্তে বর্ণন করিলেন। পরে কালবিলম্ব না করিয়া মৃগাবতীর পিতা কৃতবর্ম্মার নিকট অযোধ্যা নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কৃতবর্ম্মা দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই কথা দেবী কলাবতীকে বলিলে কলাবতী কহিলেন 'আর্য্যপুত্র! এখন আমার স্মরণ হইতেছে, এক দ্বিজ এক দিন স্বপ্নে, এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। অতএব সহস্রানীককেই কন্যা দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।' অনন্তর মৃগাবতীর পিতা হৃষ্টচিত্তে মৃগাবতীর-

রূপ ও নৃত্যগীতাদি কৌশল সমস্ত দূতকে দেখাইলেন, এবং লিখিলকলার আধারভূত সেই কন্যা রত্ন রাজাকে সম্প্রদান করিলেন।

কিছুদিন পরে রাজমন্ত্রীদিগের পুত্র হইল। মন্ত্রী যোগন্ধরের যৌগন্ধরায়ণ নামে পুত্র হইল। তৎপরে সুপ্রতীকের রুমন্বান্, এবং নর্ম্মসচিবের বসন্তক নামে পুত্র জন্মিল। তদনন্তর রাজমহিষী মৃগাবতী গর্ভধারণ করিলে মহিষীর প্রতি নরপতির প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদীয় মুখকমল যত দেখেন, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। মৃগাবতী যখন যে দোহদ অভিলাষ করেন, তখনই তাঁহা প্রস্তুত করিয়া দেন। একদা রাজমহিষী রুধিরপূর্ণ লীলাবাপীতে স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধার্ম্মিক রাজা রাজমহিষীর এইরূপ অসদৃশ দোহদ প্রার্থনায় অগত্যা সম্মত হইয়া লাক্ষারসপরিপূর্ণ এক স্নানবাপী প্রস্তুত করাইলেন। মৃগাবতী সেই বাপীতে অবতীর্ণ হইয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় গরুড় বংশীয় এক পক্ষী আমিষ জ্ঞানে পতিত হইয়া মৃগাবতীকে সহসা হরণ করিল। হরণ করিয়া কোথায় যে লইয়া গেল তাহার আর নিদর্শন হইল না। এই ব্যাপার সংঘটনে রাজার ধৈর্য্য এককালে বিলুপ্ত হইল। বোধ হয় রাজধৈর্য্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া মৃগাবতীর অনুসন্ধানে প্রস্থান করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ হত-জ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বোধ হয় পক্ষী মৃগাবতীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত রাজার চিত্তকেও হরণ করিয়াছিল। যাহাহউক ক্ষণকালপরে রাজার চৈতন্য হইল। এদিগে মাতলি স্বর্গ হইতে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া সত্বর রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন 'রাজন্! আপনি স্বর্গ হইতে আগমনকালে, মৃগাবতীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় পথিমধ্যে তিলোত্তমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। তজ্জন্য সে কোপাকুলা হইয়া আপনাকে যে অভিসম্পাত করে, তাহা আমিই শুনিতে পাইয়াছি, এবং তাহা এই।" তুমি যাহার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না, তাহার সহিত তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর বিচ্ছেদ হইবে। অতএব আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, পুনর্ম্মিলন হইবে।" এই বলিয়া

মাতলি চলিয়া গেলে রাজা শোকার্ত্ত হইয়া নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ অশেষ প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিলে রাজা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনর্মিলনের আশায় জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

এদিগে সেই পক্ষীন্দ্র ক্ষণকাল মধ্যে মৃগাবতীকে উদয় পর্ব্বতে লইয়া গিয়া জীয়ন্ত দর্শনে ফেলিয়া পলায়ন করিল। ক্ষণকাল পরে মৃগাবতী চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে দুর্গম পর্ব্বতের তটে পতিত ও তথায় জন প্রাণীর সমাগম নাই দেখিয়া, ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুলা হইলেন। এবং একাকিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। সেই রোদন শ্রবণে তত্রস্থ এক অজগর সর্প জাগরিত হইয়া যেমন তাঁহাকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি বিধাতার নির্ব্বন্ধে এক দিব্য পুরুষ তদ্দণ্ডে তথায় আবির্ভূত হইয়া অজগরকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার অদৃষ্ট হইলেন। তদনন্তর মৃগাবতী মৃত্যুকামনায় এক বনগজের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই বনগজও তাঁহাকে বিনষ্ট করিল না। সে সদয়ভাবে মৃগাবতীকে রক্ষা করিল। দেবতার কৃপা থাকিলে কেহই কিছু করিতে পারে না। অনন্তর গর্ভভারে নিতান্ত অলসা মৃগাবতী এক ভৃগুর অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভর্ত্তাকে স্মরণ করত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই রোদন ধ্বনি, ফলমূলাহরণে সমাগত এক মুনিপুত্রের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীকে দেখিলেন, যেন শোক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রোদন করিতেছে। দয়ার্দ্রচেতা ঋষিকুমার রাজ্ঞীর পরিচয় লইয়া তাঁহাকে জমদগ্নির আশ্রমে লইয়া গেলেন। রাজ্ঞী আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তিমান আশ্বাসস্বরূপ ঋষিকে দর্শন করিলেন। যাঁহার তেজে উদয়াচলকে সর্ব্বদা স্থিরবালার্ক বলিয়া বোধ হয়, রাজমহিষী সেই ঋষির চরণে নিপতিত হইলে, আশ্রিতবৎসল ঋষি দিব্যজ্ঞান দ্বারা ভর্ত্তার বিরহ দুঃখ অনুমান করিয়া কাতরা রাজ্ঞীকে কহিলেন "পুত্রি! তুমি এই আশ্রমে থাক। এখানে পিতার বংশধর তোমার এক পুত্র হইবে। এবং এই স্থানেই পতির সহিত তোমার পুনর্মিলন হইবে, তুমি শোকাকুলা হইওনা।"

মুনি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মৃগাবতী প্রিয়সঙ্গমের আশায় তদীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সাধ্বী মৃগাবতী এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। প্রসবের পর এই আকাশবাণী হইল,—'উদয়ন নামে মহা যশস্বী রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং ইহাঁর যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি সমস্ত বিদ্যাধরদিগের অধীশ্বর হইবেন।" এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মৃগাবতীর হৃদয়ে চিরবিস্মৃত উৎসব পুনঃ সঞ্চারিত হইল। শিশু উদয়ন সেই তপোবনে আপন সদ্‌গুণের সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। মহর্ষি জমদগ্নি ক্ষত্রিয়োচিত যাবতীয় সংস্কার বিধান করিয়া বীর্য্যবান্ উদয়নকে নিখিল বিদ্যা এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী করিলেন। জননী পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত স্বকরস্থ রাজনামাঙ্কিত বলয় উন্মোচিত করিয়া পুত্রের হস্তে পরাইয়া দিলেন।

একদা উদয়ন বনে ভ্রমণ করত, মৃগয়ার্থ আগত এক আহিতুণ্ডিক অটবী-মধ্যে অতি সুন্দর এক সর্পকে আক্রমণ করিযাছে, দেখিয়া সর্পের প্রতি সদয় হইযা আহিতুণ্ডিককে কহিলেন, "রে শবর! আমি বলিতেছি সর্পকে ছাড়িয়া দে।' শবর কহিল 'প্রভো! আমরা অতিশয় দুঃখী, শাপ খেলাইযা জীবিকা নির্ব্বাহ করি, বিশেষতঃ আমার যে সর্পটী ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে। তদনন্তর এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেককষ্টে এই সর্পটীকে মন্ত্রৌষধিবলে বশীভূত করিয়া প্রাপ্ত হইযাছি। অতএব মার্জ্জনা করুন।' দান-শীল উদযন সর্পজীবীর এই কথা শুনিয়া জননীদত্ত সেই বলয় তাহাকে প্রদান করিযা সর্পকে মোচন করিযা দিলেন। সর্পজীবী বলয় গ্রহণ করিয়া বিদায় হইলে, সেই সর্প প্রীত হইয়া উদয়নকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'আমি বাসু-কির বসুনেমি নামে জ্যেষ্ঠ সহোদর। আপনি আমার জীবন রক্ষা করি-য়াছেন বলিয়া আমি প্রীত হইযা আপনাকে এই বীণা প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া বসুনেমি উদযনকে বীণা দিয়া অন্তর্হিত হইল। উদয়ন বীণা হস্তে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় নেত্রের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে সেই শবর অটবী ভ্রমণ করিয়া সেই বলয় আপণে বিক্রয়ার্থ গমন করিল। বলয়ে রাজার নাম অঙ্কিত দেখিয়া রাজপুরুষেরা শবরকে ধৃত করত রাজ সমীপে লইয়া গেল। রাজা বলয় দর্শনে শোকাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই বলয় কোথায় পাইলে? শবর যেরূপে বলয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণন করিল। রাজা বলয় দর্শনে সেই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বিচারবিমূঢ় হইলেন। এই সময় স্বর্গ হইতে যে আকাশবাণী হইয়া রাজার আনন্দবর্দ্ধন করিল তাহা এই, "রাজন্! আপনার শাপ ক্ষীণ হইয়াছে, আপনার মহিষী সেই মৃগাবতী পুত্রের সহিত জামদগ্নির আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন।" অনন্তর উৎকণ্ঠাদীর্ঘ সেই দিন কোন প্রকারে অতীত হইল। পর দিবস রাজা সহস্রানীক সেই শবরকে সঙ্গে লইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রিয়াপ্রাপ্তি বাসনায় উদয়াচলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

——:*:——

দশম তরঙ্গ।

রাজা ঐ দিবস কতকদূর গমন করিয়া কোন অরণ্যমধ্যবর্ত্তী এক সরোবরের তীরে অবস্থান করিলেন। সায়ংকালে পথশ্রান্ত রাজা শয্যায় শয়ন করিয়া সেবাপ্রসঙ্গে উপস্থিত সংগতক নামে কথককে কহিলেন, আমি মৃগাবতীর মুখকমল দর্শন করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি, এক্ষণে আমার চিত্তবিনোদকর এমন কোন কথা বর্ণন কর, যাহাতে আমি শান্ত থাকিতে পারি।"

সংগতক কহিল "দেব! আপনি কেন অনুতাপ করিতেছেন। আপনার দেবীসমাগম নিকট হইয়াছে। জীবনের মধ্যে মানব জাতির সংযোগ এবং বিয়োগ ভূরি ভূরি উপস্থিত হইতেছে। তথাপি একটী কথা বর্ণন করি, অবধান করুন।" এই বলিয়া আরম্ভ করিল।

"মহারাজ! পূর্ব্বকালে মালব দেশে যজ্ঞসোম নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সর্ব্বজনপ্রিয় তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে একের নাম

কালনেমি, অন্যের নাম বিগতভয়। পিতা স্বর্গে গমন করিলে ভ্রাতৃদ্বয় শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া বিদ্যালাভার্থ পাটলিপুত্র নগরে গমন করিল। তথায় কিছুদিন থাকিয়া উভয়ে কৃতবিদ্য হইলে, উপাধ্যায় দেবশর্ম্মা নিজ কন্যাদ্বয় ছাত্রদ্বয়কে সম্প্রদান করিলেন। উভয়েই শ্বশুর গৃহে বাস করেন। কিছু দিন পরে কালনেমি, প্রতিবাসী গৃহস্থদিগকে ধনাঢ্য দেখিয়া হিংসায় পরিপূর্ণ হইল, এবং কৃতব্রত হইয়া হোমদ্বারা লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিল। লক্ষ্মী তুষ্ট হইয়া স্বয়ং তাহাকে কহিলেন, 'তুমি ভূরি ভূরি অর্থ ও চক্রবর্ত্তী পুত্র প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু পরিণামে চৌরের ন্যায় তোমার বিনাশ হইবে। তাহার কারণ এই যে তুমি কলুষিতচিত্ত হইয়া অগ্নিতে আমির হোম করিয়াছ।'

এই বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলে, কালনেমি ক্রমে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইল। কালক্রমে তাহার এক পুত্র সন্তান হইলে, লক্ষ্মীর বরে পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া পিতা তাহার নাম শ্রীদত্ত রাখিল। শ্রীদত্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, পরিণামে অস্ত্রযুদ্ধ ও বাহুযুদ্ধে অতুল্য হইয়া উঠিল। কালনেমির ভ্রাতা বিগতভয়-সর্পভক্ষিতা নিজ স্ত্রীর উদ্দেশে তীর্থযাত্রার অভিলাষে দেশান্তরে গমন করিল। গুণপক্ষপাতী তত্রত্য রাজা বল্লভশক্তি আপন পুত্র বিক্রমশক্তির সহিত শ্রীদত্তের বন্ধুত্ব করিয়া দিলেন। অভিমানী রাজপুত্রের সহিত বলিষ্ঠ শ্রীদত্তের সহবাস বাল্যকালে ভীম এবং দুর্য্যোধনের মত বোধ হইয়াছিল। অনন্তর অবন্তিদেশবাসী বাহুশালী এবং বজ্রমুষ্টি নামক দুই ক্ষত্রিয়কুমার শ্রীদত্তের সহিত বন্ধুত্ব করিল। দাক্ষিণাত্যবাসী গুণপ্রিয় অনেকানেক মন্ত্রিপুত্র বাহুযুদ্ধে শ্রীদত্তের নিকট পরাজিত হইয়া বন্ধুভাবে তাহাকে আশ্রয় করিল। এতদ্ভিন্ন মহাবল, ব্যাঘ্রভট, উপেন্দ্রবল এবং নিষ্ঠুরক তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিল।

একদা বর্ষাকালে শ্রীদত্ত ও রাজপুত্র বন্ধুগণের সহিত গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তথায় রাজপুত্রের ভৃত্যেরা রাজপুত্রকে এবং শ্রীদত্তের বন্ধুরা শ্রীদত্তকে ক্রীড়াচ্ছলে রাজা করিলে। রাজপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীদত্তকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বাহুযুদ্ধে শ্রীদত্তের নিকট রাজপুত্র পরাজিত হইয়া

আপনাকে অবমানিত বোধ করত শ্রীদত্তের বধে কৃতসংকল্প হইলেন। শ্রীদত্ত রাজপুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভয়ে মিত্রগণের সহিত তথা হইতে পলায়ন করিল। পথে যাইতে যাইতে দেখিল গঙ্গার স্রোতে একটী রূপসী স্ত্রী ভাসিয়া যাইতেছে। শ্রীদত্ত মিত্রগণকে তটে রাখিয়া সেই কামিনীকে গঙ্গা হইতে তুলিবার নিমিত্ত স্বয়ং গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। ক্রমে দূর জলে যাইয়া কামিনীর কেশ ধারণ করিলে কামিনী ডুবিয়া গেল, শ্রীদত্তও সেই সঙ্গে জলমগ্ন হইল। জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল পরে এক দিব্য শিবালয় দেখিল। এবং জলও নাই আর সেই স্ত্রীও নাই দেখিয়া বিস্মিত হইল। মন্দিরস্থ বৃষধ্বজকে প্রণাম করিয়া সেই স্থানের মনোহর উদ্যানে সে রাত্রি যাপন করিল। প্রভাত হইলে, সেই কামিনী মহাদেবের পূজা করিতে আসিলে তাহাকে দেখিয়া শ্রীদত্তের জ্ঞান হইল, যেন সমস্ত স্ত্রীগুণে মণ্ডিত রূপসম্পত্তি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই চন্দ্রমুখী দেবদেবের পূজা করিয়া যখন গৃহে গমন করিল, তখন শ্রীদত্তও তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিল। কতকদূর যাইয়া স্বর্গপুরতুল্য কামিনীর গৃহ দেখিতে পাইল। দেখিতে দেখিতে মানিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইল। তদনন্তর সহস্র সহস্র স্ত্রী তাহার সেবায় তৎপর হইল। কামিনী যদিও শ্রীদত্তের সহিত বাক্যালাপ করিল না, তথাপি শ্রীদত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তদীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। বসিবামাত্র সেই স্ত্রী সহসা রোদন করিতে আরম্ভ করিলে তদীয় অশ্রুধারা স্তনদ্বয় দিয়া অবিরত বহিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শ্রীদত্তের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইলে, স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে? আর তোমার দুঃখই বা কি? সুন্দরি। শুনিতে পাইলে আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি।" ইহা শুনিয়া কামিনী কহিল, দৈত্যরাজ বলির সহস্র পৌত্রী। তন্মধ্যে আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, আমার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। ভগবান্ বিষ্ণু আমাদের পিতামহকে সুদীর্ঘ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া আমার পিতাকে বাহুযুদ্ধে নিহত করত আমাদিগকে পুরী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; এবং পুরীপ্রবেশ রুদ্ধ করিবার জন্য এক সিংহকে পুরদ্বারে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। সিংহ

যে দিবস আমাদের সেই স্থান আক্রমণ করিয়াছে, সেই দিন অবধি ভীষণ-রূপ দুঃখও আমাদের হৃদয়কে আক্রমণ করিয়াছে। যে সিংহের কথা বলিলাম, সে এক যক্ষ কুবেরের শাপে সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুর এই আদেশ আছে, যখন কোন মনুষ্য ইহাকে বধ করিবে তখন ইহার শাপমোচন হইবে। অতএব আপনি এক্ষণে আমাদের শত্রুভূত সেই সিংহকে পরাস্ত করিয়া আমাদের প্রযোজন সিদ্ধ করুন। আমি আপনাকে বীর জানিয়া এই অভিপ্রায়ে এখানে আনিয়াছি। ইহাতে আপনারও যথেষ্ট উপকার হইবে। কারণ ইহাকে জয় করিলে, ইহার নিকট যে মৃগাঙ্ক নামে সর্ব্ব-বিজয়ী খড্গ আছে, তাহা আপনিই প্রাপ্ত হইবেন। এবং সেই খড্গের প্রভাবে পৃথিবী জয় করিয়া রাজা হইতে পারিবেন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীদত্ত তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং সে দিবস তথায় থাকিয়া পর দিবস সেই সহস্র সংখ্যক দৈত্যকন্যাদিগকে অগ্রে করিয়া সেই দৈত্যপুরাভিমুখে গমন করিল। উভয়ের বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সিংহ শ্রীদত্ত কর্ত্তৃক পরাস্ত ও শাপ বিমুক্ত হইয়া পুরুষাকৃতি ধারণ করিল। এবং শ্রীদত্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উপকারী সেই শ্রীদত্তকে আপন খড্গ প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। অনন্তর শ্রীদত্ত নির্ব্বিঘ্নে ভগিনীগণ পরিবেষ্টিতা সেই দৈত্যকন্যার সহিত বলির ভবনে প্রবেশ করিল। দৈত্য সুতা শ্রীদত্তকে বিষঘ্ন এক অঙ্গুরীয় প্রদান করিল। পরে সকলে তথায় সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদা শ্রীদত্ত দৈত্যকন্যার প্রতি স্বাভিলাষ প্রকাশ করিলে, দৈত্যকন্যা কহিল, "সম্মুখে যে বাপী দেখিতেছ, উহা নানাবিধ জলজন্তুতে পরিপূর্ণ; অতএব খড্গ হস্তে ঐ বাপীতে স্নান করিয়া আইস।' শ্রীদত্ত তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া যেমন বাপীতে ডুব দিল, অমনি, পূর্ব্বে যে স্থানে গঙ্গায় নিমগ্ন হইয়াছিল, সেই স্থানে উঠিল। উঠিয়াই কোথায় ছিলাম কোথায় আসিলাম, সেই অসুর কন্যাই বা কোথায় রহিল, এই বলিতে বলিতে বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইল। কেবলমাত্র খড্গ এবং অঙ্গুরীয় তাহার হস্তে ছিল।

তদনন্তর বন্ধুদিগের অনুসন্ধানার্থ স্বগৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। যাইতে

যাইতে পথিমধ্যে মিত্র নিষ্ঠুবকেব সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিষ্ঠুবক শ্রীদত্তকে দেখিয়া নিকটে যাইয়া প্রণাম কবিল। এবং শ্রীদত্তকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া স্বজনবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। আমবা বহু দিবস গঙ্গাব মধ্যে আপনাব অনুসন্ধান কবিয়া যখন আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম না, তখন সকলেই আপন আপন শিবশ্ছেদনে উদ্যত হইলাম। এই সময়,'পুত্রগণ তোমাদের সখা জীবিত আছেন,এবং সত্বব ফিবিযা আসিবেন, তোমবা সাহসে ক্ষান্ত হও, এই আকাশ-বাণী সহসা উত্থিত হইয়া আমাদিগেব সেই উদ্যম ভঙ্গ কবিল। তৎপবে আমবা তোমাব পিতাব নিকট যাইতে ছিলাম, পথে কোন পুরুষ দ্রুতবেগে সম্মুখে আসিয়া কহিল, "তোমবা এসময় নগব মধ্যে প্রবেশ কবিও না। তথাকাব বাজাব মৃত্যু হইযাছে। মন্ত্রীগণ তদীয বাজ্য বিক্রমশক্তিকে প্রদান কবিযাছেন। বিক্রমশক্তি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইযা পবদিবস কাল-নেমিব গৃহে আসিযা সক্রোধে শ্রীদত্তের অনুসন্ধান কবিযাছিলেন। কালনেমি, শ্রীদত্ত কোথায আছে তাহা সে জানে না, এই উত্তব কবিলে, বিক্রমশক্তি কালনেমিই শ্রীদত্তকে লুকাইয়া বাখিযাছে এইরূপ অনুমান কবত ক্রোধভবে তাহাকে নষ্ট কবিলেম। পতিব বিযোগ দর্শনে তদীয ভার্য্যাব ও প্রাণ বিযোগ হইযাছে। সেই অবধি বিক্রমশক্তি শ্রীদত্তকে অন্বেষণ কবিযা বেড়াই তেছে। তোমবা শ্রীদত্তেব বন্ধু অতএব এস্থান হইতে পলায়ন কব, নচেৎ তোমাদেবও বিপদ ঘটিবে।" সেই পথিকের মুখে এই কথা শুনিয়া বাহুশালি প্রভৃতি শ্রীদত্তেব বন্ধুগণ শোকে ব্যাকুল হইযা জন্মভূমি উজ্জয়িনী নগবে গমন করিযাছে। সখে। শুদ্ধ তোমাব জন্য আমাকে এই স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিয়া গিযাছে। অতএব এস আমবাও সেই বন্ধুদিগেব নিকট উজ্জযিনী গমন করি।' শ্রীদত্ত নিষ্ঠুবকের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিযা পিতামাতাব জন্য বাবংবাব শোক কবত তৎপ্রতিকারের ইচ্ছায মুহুর্ম্মুহু খড়্গেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া শ্রীদত্ত নিষ্ঠুবকের সহিত সেই বন্ধুগণেব নিকট উজ্জয়িনী নগবে প্রস্থান কবিল। পথে যাইতে যাইতে নিষ্ঠুবকের নিকট জলমজ্জন হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে দেখিল

পথমধ্যে একটী অবলা রোদন করিতেছে। শ্রীদত্ত অবলার নিকটে যাইয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, "আমি মালব দেশে যাইব, কিন্তু পথ হারাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীদত্ত সেই স্ত্রীকে আপনার সঙ্গে লইয়া গমন করিতে করিতে সন্ধ্যা হওয়ায় সম্মুখস্থ এক জনশূন্য নগরে বাস করিল। রাত্রে সকলেই নিদ্রাগত হইল। কতক রাত্রে শ্রীদত্ত বিনিদ্র হইয়া দেখিল ঐ স্ত্রীলোকটী নিষ্ঠুরককে হত করিয়া তদীয় মাংস ভক্ষণ করিতেছে। এতদ্দর্শনে শ্রীদত্ত যেমন মৃগাঙ্ক খড়্গকে আকর্ষণ করিয়া উত্থিত হইল, অমনি সেই স্ত্রীও নররূপ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ানক রাক্ষসীরূপ ধারণ করিল। শ্রীদত্ত সেই রাক্ষসীকে বিনাশ করিবার মানসে তদীয় কেশ আকর্ষণ করিল। যেমন কেশ আকর্ষণ করা অমনি সে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া কহিল, " আমাকে বধ করিওনা। আমি রাক্ষসী নহি আমাকে ছাড়িয়া দাও। কৌশিক মুনির শাপে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। কৌশিক মুনি যৎকালে কুবেরত্ব গ্রহণ করিবার মানসে নিরত তখন কুবের আমাকে তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য পাঠাইয়া দেন। তথায় যাইয়া যখন মোহনরূপ দ্বারা তাঁহাকে টলাইতে পারিলাম না, তখন লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য এই ভীষণ-রূপ ধারণ করিলাম। এতদ্দর্শনে এই বলিয়া ঋষি আমাকে শাঁপ দিলেন, "তুমি রাক্ষসী হইযা মনুষ্য বিনাশ করিতে থাক" তদনন্তর বহু বিনয়ের পর কহিলেন, "যখন শ্রীদত্ত তোমার কেশাকর্ষণ করিবে, তখন তোমার শাঁপ মোচন হইবে।" এই কারণে আমি রাক্ষসী হইয়া ক্রমে এই নগরকে জনশূন্য করিয়াছি। বহুকালের পর আজ আপনি আমার শাপমোচন করিলেন, অতএব বরগ্রহণ করুন। ইহা শুনিয়া শ্রীদত্ত প্রীত হইয়া কহিল, জননি! আর অন্য কি বর প্রার্থনা করিব, আমার এই বন্ধু পুনর্জীবিত হউক। রাক্ষসী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইল। তদনন্তর নিষ্ঠুরক অক্ষত শরীরে গাত্রোত্থান করিল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইলে বন্ধুর সহিত উজ্জয়িনী অভিমুখে প্রস্থান করিল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহার জন্য কতক্ষণ বন্ধুগণকে দর্শন দিয়া তাহাদের হৃদয়কে শীতল করিল। যেমন মেঘোদয়

ময়ূরদিগকে সন্তুষ্ট করে, তেমনি আজ শ্রীদত্ত ও বন্ধুদিগকে যারপর নাই সন্তুষ্ট করিল। অতিথি সেবার পর শ্রীদত্ত নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে বাহুশালী শ্রীদত্তকে, নিজ গৃহে লইয়া গেল। বাহুশালীর পিতা মাতা তাহার সমুচিত যত্ন করিতে অনুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। শ্রীদত্ত ও মিত্রগণের সহিত স্বগৃহ-নির্ব্বিশেষে বন্ধুভবনে কালযাপন করিতে লাগিল।

একদা মধুমাস উপস্থিত হইল। চারিদিগে বসন্ত মহোৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। সেই উপলক্ষে শ্রীদত্ত বন্ধুগণ সহ লোকদিগের উপবন যাত্রা দর্শনে গমন করিল। তথায় নরপতি শ্রীবিম্বকের এক কন্যাকে দেখিয়া ভাবিল যেন বসন্তলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া উৎসব দর্শনে আসিয়াছেন। রাজকন্যার নাম মৃগাঙ্কবতী। মৃগাঙ্কবতী শ্রীদত্তের দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র শ্রীদত্ত তাহাকে সবিকাস নয়নে দর্শন করিতে লাগিল। সেই অবকাশে রাজসুতা তদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মৃগাঙ্কবতী প্রথম প্রণয়সূচক যে দৃষ্টি বারবার শ্রীদত্তের প্রতি সঞ্চারিত করিতে লাগিল। তাহাই যেন প্রেম প্রার্থনা জানাইবার দূতী স্বরূপ হইল। দেখিতে দেখিতে রাজকন্যা গাছের আড়ালে প্রবিষ্ট হইলে, শ্রীদত্ত সেই অল্পকালমাত্র রাজ-কন্যাকে না দেখিয়া চারিদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিল। বন্ধু বাহুশালী মিত্রের অন্তর বুঝিয়া" সখে! বুঝিয়াছি এস যে দিগে রাজকন্যা গিয়াছেন, সেই দিকে যাই। এই বলিয়া শ্রীদত্তকে ক্রমে রাজদুহিতার নিকট লইয়া গেল। 'কি হইল, রাজকন্যাকে সর্পাঘাত হইল?" এই চীৎকার ধ্বনি যেমন কর্ণগোচর হইল অমনি শ্রীদত্তের হৃদয়জ্বর উপস্থিত হইল। এদিকে বাহুশালী কঞ্চুকীর নিকট যাইয়া কহিল, "আমার মিত্রের নিকট বিষঘ্ন অঙ্গুরীয় এবং সর্পবিদ্যা আছে, তাঁহার প্রভাবে রাজকন্যা জীবিত হইবেন। যদি অনুমতি করেন তবে তাঁহাকে লইয়া আসি।" কঞ্চুকী এতৎশ্রবণে অবিলম্বে শ্রীদত্তের নিকট যাইলেন, এবং তাহার চরণানত হইয়া রাজপুত্রীর নিকট আনয়ন করিলেন। শ্রীদত্ত সেই বিষঘ্ন অঙ্গুরীয় মৃগাবতীর ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হইয়া জীবিত হইলেন। এতদ্দর্শনে লোকে চমৎকৃত হইয়া শ্রীদত্তের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর

রাজা উক্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীদত্ত নিজ অঙ্গুরীয়ক না লইয়া বন্ধুগণের সহিত মিত্র বাহুশালীর গৃহে প্রত্যাগমন করিল। রাজা মৃগাবতীর জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীদত্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সুবর্ণাদি বিবিধ দ্রব্য তাহাকে পুরস্কার পাঠাইলেন। শ্রীদত্ত রাজদত্ত সেই সমস্ত সম্পত্তি বাহুশালীর পিতা মাতাকে প্রদান করিল।

এক্ষণে মৃগাবতীর চিন্তাই শ্রীদত্তের হৃদয়কে সর্ব্বদা দগ্ধ করিতে লাগিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কিরূপে মৃগাবতীকে পাইবে, সেই চিন্তায় দিবানিশি নিমগ্ন হইলে, তদীয় বন্ধুগণ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল। সৌভাগ্যক্রমে পর দিবস মৃগাবতীর প্রিয়সখী ভাবনিকা অঙ্গুরী প্রত্যর্পণ ছলে শ্রীদত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, 'আমি মৃগাবতীর সখী, আপনার অঙ্গুরীয়ক আপনাকে ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি গ্রহণ করুন। সংপ্রতি আপনাকেই আমরা আমাদের সখীর প্রাণদাতা ভর্ত্তা বা বিনাশের কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছি।" ভাবনিকার এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া সকলে মিলিয়া তাহার সহিত এই মন্ত্রণা করিল যে, তাহারা রাত্রিযোগে রাজপুত্রীকে হরণ করিয়া মথুরায় গমনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিবে। এইরূপ মন্ত্রণা স্থির হইলে ভাবনিকা চলিয়া গেল।

পর দিবস বাহুশালীপ্রভৃতি সর্ব্বাগ্রে যাত্রা করিয়া রাজকুমারী মৃগাবতীর জন্য মথুরার পথে স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে ঘোটক রাখিয়া দিল। এদিগে প্রস্থানের দিবস শ্রীদত্ত একটী স্ত্রীকে তদীয় দুহিতার সহিত সুরাপান করাইয়া সায়ংকালে রাজকন্যার বাটীতে রাখিয়াদিল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ভাবনিকা মৃগাবতীর বাসভবনে অগ্নি সংযোগপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে মৃগাবতীকে লইয়া বহিঃস্থিত শ্রীদত্তের সহিত মিলিত হইল। শ্রীদত্তও তদ্দণ্ডে মৃগাবতীকে পূর্ব্ব প্রস্থিত বাহুশালীর নিকট প্রেরণ করিয়া তৎপশ্চাৎ মিত্রদ্বয় এবং ভাবনিকাকে পাঠাইয়া দিল। মৃগাবতীর বাসভবন দগ্ধ হইলে তদভ্যন্তরে স্বীয় দুহিতার সহিত যে স্ত্রীলোকটী দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া লোকে এই সিদ্ধান্ত করিল যে, মৃগাবতী ও ভাবনিকা উভয়েই পুড়িয়া মরিয়াছে।

প্রভাত হইলে সেই শ্রীদত্ত সর্ব্বসমক্ষে পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিয়া পর দিবস রজনীযোগে, যে পথে মৃগাবতীকে পাঠাইয়াছে, সেই পথে অসি হস্তে প্রস্থান করিল; এবং পথে দুর্নিমিত্ত দর্শনে উৎসুকচিত্তে সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া পর দিবস বেলা একপ্রহরের পর বিন্ধ্যাটবী প্রাপ্ত হইল। অটবীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বপ্রস্থিত বন্ধুগণ এবং ভাবনিকা আহত হইয়া পড়িয়া আছে। দ্রুতবেগে নিকটবর্ত্তী হইয়া, কি ঘটিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল 'সখে! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। গতরাত্রে একদল অশ্বারোহী সৈন্য হঠাৎ আগমন পূর্ব্বক আমাদিগের এই দশা করিয়া ভয়বিহ্বল রাজকুমারীকে লইযা পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু সেই রাজকন্যাপহারীরা এখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই, অতএব তুমি আমাদের নিকট বিলম্ব না করিয়া সত্বর এই পথে ধাবমান হও।"

এতৎশ্রবণে শ্রীদত্ত বারংবার পশ্চাদ্ভাগ অবলোকন করত দ্রুতপদে রাজতনয়ার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া বহুদূর গমনের পর সেই অশ্বারোহী সৈন্যকে দেখিতে পাইল। সৈন্যমধ্যে এক ক্ষত্রিয় যুবা মৃগাবতীকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্বচালনা করিতেছে দেখিয়া, ক্রমে সেই ক্ষত্রিয় যুবার নিকটবর্ত্তী হইয়া সান্ত্ববচনে মৃগাবতীকে প্রার্থনা করিল। যুবা যখন দিতে চাহিল না, তখন শ্রীদত্ত যুবার পাদাকর্ষণ পূর্ব্বক ঘোটক হইতে পাতিত করিয়া প্রস্তরফলকে একাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এতদবলোকনে যাবতীয় সৈন্য ক্রোধভরে তদভিমুখে ধাবমান হইলে, শ্রীদত্ত নিহত যুবকের সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আততায়ী সৈন্যগণকে নিহত করিল। অবশিষ্টগণ শ্রীদত্তের সেই অমানুষ অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল।

তদনন্তর শ্রীদত্ত রাজতনয়ার সহিত অশ্বারোহী হইয়া পশ্চাৎ পতিত আহত বন্ধুগণের নিকট প্রত্যাগমন মানসে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই আহত অশ্ব কিয়দ্দূর গমন করিয়াই পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন শ্রীদত্ত রাজকন্যাকে লইয়া বিষম বিপদে পড়িল। মৃগাবতী ভয়ে ও পরিশ্রমে পিপাসাতুরা হইল। পাঠক! এখন মৃগাবতী এই স্থানেই একাকিনী থাকুন শ্রীদত্ত নিকটে জল নাই দেখিয়া কন্যাকে তথায় রাখিয়া ইতস্ততঃ জল অন্

সন্ধান করিতে করিতে বহুদূর যাইয়া জল পাইল। কিন্তু সম্মুখে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া অটবীমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল, "এবং চক্রবাকবৎ হা মৃগাবতি। এই বাক্যে রোদন করত সেই অরণ্যে রাত্রি যাপন করিল।

প্রভাত হইবামাত্র, শ্রীদত্ত যথায় রাজপুত্রীকে ছাড়িয়া জলান্বেষণে যাইয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া রাজকন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইল না। তদনন্তর মোহবশতঃ স্বীয় মৃগাঙ্ক অসি ভূতলে রক্ষিত করিয়া এক উন্নত তরুশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক রাজকুমারীর দর্শন আশায় চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে এক শবররাজ সেই স্থানে আগমন করিল এবং বৃক্ষমূলস্থিত সেই অসি অবলোকনমাত্র তাহা গ্রহণ করিল। শ্রীদত্ত বৃক্ষাগ্র হইতে সেই শবররাজকে নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর বৃক্ষ হইতে নামিল, এবং প্রিয়ার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল। শবররাজ কহিল, 'আমি জানি তোমার প্রিয়তমা এই পথে আমার পল্লীতে গমন করিয়াছে, অতএব তুমি অগ্রে সেই স্থানে চল; আমি পশ্চাৎ যাইয়া তোমাকে খড়্গ প্রদান করিব।" এই বলিয়া শবররাজ শ্রীদত্তকে স্বীয় লোক সমভিব্যাহারে আপন পল্লীতে পাঠাইয়া দিলে, শ্রীদত্ত উৎসুকচিত্তে তদভিমুখে গমন করিল; এবং পল্লীপতির গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রম দূর করত নিদ্রিত হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে আপন চরণদ্বয়কে সহসা নিগড়সংযত দেখিয়া প্রিয়তমার জন্য অনুতাপ করত অতি কষ্টে তথায় বাস করিতে বাধিত হইল।

একদা মোচনিকা নামে এক চেটী আসিয়া শ্রীদত্তকে কহিল, 'মহাশয়। আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন? সম্প্রতি শবররাজ আপন কার্য্যে গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিয়াই আপনাকে চণ্ডীর নিকট বলিদান দিবেন। সেই জন্যই আপনাকে বিন্ধ্যাটবী হইতে ভুলাইয়া আনিয়া নিগড় সংযত করিয়াছে, এবং ভগবতীর নিকট উপহার দিবার জন্য আপনাকে এক্ষণে বস্ত্র ও আহার প্রদান করিতেছেন। যাহা হউক এক্ষণে আপনার মুক্তির একমাত্র উপায় আছে, যদি তাহা করিতে পারেন, তবেই জীবন রক্ষা হইবে। শবরাধিপতির

সুন্দরী নামে যে এক কন্যা আছেন, তিনি আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত কামাতুরা হইয়াছেন। অতএব আপনি তাঁহাকে ভজনা করিয়া জীবন রক্ষা করুন।"

শ্রীদত্ত আপন মুক্তির জন্য মোচনিকার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইয়া গোপনে গান্ধর্ববিধানে সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলে, সুন্দরী প্রতি দিন রাত্রে ভর্ত্তাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া একত্র শয়ন করে। কিছুকাল পরে সুন্দরী গর্ভ ধারণ করিল। তখন মোচনিকা অগত্যা সমস্ত বৃত্তান্ত সুন্দরীর মাতাকে বলিল। মাতা শুনিবামাত্র জামাতৃস্নেহের বশীভূত হইয়া শ্রীদত্তকে কহিল, "পুত্র! তোমার শ্বশুরের নাম শ্রীচণ্ড, অত্যন্ত কোপনস্বভাব, যদি এই ব্যাপার জানিতে পারেন, তবে আর তোমাকে রাখিবেন না। অতএব এই সময় এস্থান হইতে প্রস্থান কর, কিন্তু সুন্দরীকে ভুলিও না।" এই বলিয়া সুন্দরীর জননী বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে, শ্রীদত্ত তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং যাইবার কালে খড়্গের কথা সুন্দরীকে বলিয়া গেল।

অনন্তর চিন্তাকুল হইয়া মৃগাবতীর পথ জানিবার জন্য পুনর্ব্বার সেই অটবীমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সুনিমিত্ত দেখিয়া যেস্থানে তাহার অশ্ব মরিয়াছিল এবং বধূকে হারাইয়াছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং তথায় এক লুব্ধকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে. তাহাকে সেই হরিণাক্ষীর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল। লুব্ধক, 'তুমি কি সেই শ্রীদত্ত?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীদত্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল 'হাঁ! আমি সেই হতভাগ্য শ্রীদত্ত।" লুব্ধক কহিল, আচ্ছা 'তবে বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি তোমার সেই ভার্য্যাকে তোমার জন্য ইতস্ততঃ রোদন করিতে দেখিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সমস্ত শ্রবণানন্তর দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম, এবং সেই নিবিড় কানন হইতে আপন পল্লীতে লইয়া গেলাম, কিন্তু তরুণবয়স্ক পুলিন্দদিগের ভয়ে তথায় অধিক দিন না রাখিয়া মথুরার নিকটস্থ নাগস্থলনামক গ্রামে এক বৃদ্ধব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। সেই ব্রাহ্মণের নাম বিশ্বদত্ত। বিশ্বদত্ত তাহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলে আমি মৃগাঙ্কবতীর মুখে তোমার নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। অতএব সত্বর তাহার অন্বেষণে গমন কর।'

শ্রীদত্ত ব্যাধের মুখে বিশেষ তথ্য শ্রবণ কাবযা সত্বব নাগস্থলাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং পর দিবস অপবাহ্নে তথায় উপস্থিত হইল। বিশ্বদত্তের গৃহ অনুসন্ধান কবিয়া প্রবেশপূর্ব্বক তাহাঁব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া কহিল, 'মহাশয়! লুব্ধক আমাব ভার্য্যাকে আপনাব নিকট রাখিযা গিয়াছে, অতএব আপনি আমাব পত্নী আমাকে সমর্পণ করুন।" বিশ্বদত্ত কহিল, 'মথুরানগবে আমার পরম বন্ধু অতি গুণবান যে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি শূরসেন রাজের মন্ত্রী। আমি তাঁহাব নিকট আপনার ভার্য্যাকে রাথিয়া আসিয়াছি। অতএব আপনি অদ্য রাত্রি আমার ভবনে থাকিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে গমনপূর্ব্বক আপন ভার্য্যাকে লইয়া আসুন।'

অনন্তর শ্রীদত্ত বিশ্বদত্তের গৃহে সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতমাত্র মথুরাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং তৎপবদিবস মধ্যাহ্নকালে মথুরার প্রান্তভাগে উপস্থিত হইযা নির্ম্মলসলিলা এক বাপী দর্শনে শ্রান্তি দূব কবিবাব মানসে তাহাতে স্নান কবিতে নামিল। নামিযা জলমধ্যে একথানি বস্ত্র দেখিল এবং উহা তুলিযা, তাহাব অঞ্চলে যে এক ছড়া হাব বান্ধা ছিল তাহা লক্ষ্য না করিয়া, বস্ত্রসমেত মথুরাভ্যন্তবে প্রবেশ কবিল। দৈবাৎ নগবরক্ষকেবা তদীয় বস্ত্রাঞ্চলে সেই হাব দেখিযা চৌব বোধে শ্রীদত্তকে সহসা বান্ধিয়া নগবাধিপতিব নিকট হাজিব কবিল। নগবাধিপতি শ্রীদত্তকে বাজদববারে লইযা গেলে, বাজা এককালে তাহাকে বিনাশ কবিবাব আদেশ দিলেন।

ডিণ্ডিম প্রচাবানন্তব চণ্ডালগণ যখন শ্রীদত্তকে বধ কবিবাব জন্য বধ্যস্থানে লইয়া যায, বিধাতাব আনুকূল্যে সেই সময় মৃগাঙ্কবতী ভর্ত্তা শ্রীদত্তকে চিনিতে পারিয়া দ্রুতগতি মন্ত্রীর নিকট যাইয়া সমস্ত বলিল। তৎশ্রবণে মন্ত্রিবর বধকারীদিগকে নিষেধ করত রাজাকে জানাইলেন এবং শ্রীদত্তকে শূলমুক্ত করিয়া আপন গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীদত্ত মন্ত্রিবরকে আপন পিতৃব্য বলিয়া চিনিতে পারিয়া ভাবিল, "ইনিই আমার সেই পিতৃব্য, বহুকাল পূর্ব্বে দেশান্তরিত হইয়া ভাগ্যবলে রাজমন্ত্রী হইয়াছেন।" এই বলিয়া তদীয় চরণে পতিত হইল। তখন মন্ত্রিবরও বিশেষ প্রণিধান দ্বারা শ্রীদত্তকে চিনিতে পারিয়া বিস্ম-

য়ের সহিত তাহার কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর শ্রীদত্ত পিতার বধ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করিলে তৎপিতৃব্য অশ্রুমোচন পূর্ব্বক শ্রীদত্তকে নির্জ্জনে বলিলেন, 'পুত্র। অধীর হইওনা। যে এক যক্ষিণী আমার হস্তগত আছে, সে আমাকে পাঁচ হাজার অশ্ব এবং সাত-কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছে। আমি নিঃসন্তান। অতএব তুমিই আমার সেই সমস্ত ধনের অধিকারী হইলে।" এই বলিয়া শ্রীদত্তকে তদীয় ভার্য্যা সমর্পণ করিলে, শ্রীদত্ত মৃগাঙ্কবতীর পাণিগ্রহণ করিল, এবং কান্তা মৃগাঙ্কবতীর সহিত সেই পিতৃব্যভবনে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু সময়ে সময়ে বাহুশালী প্রভৃতি বন্ধুবর্গের চিন্তা তদীয় হৃদয়ে উত্থিত হইয়া চন্দ্রের কলঙ্ক রেখার ন্যায় তাহার মনকে মলিন করিতে লাগিল।

একদা শ্রীদত্তের পিতৃব্য একান্তে শ্রীদত্তকে কহিলেন 'পুত্র। আমাদের রাজা শূরসেনের এক কন্যা আছেন। সম্প্রতি আমি সেই কন্যা দান করিবার জন্য রাজাজ্ঞায় অবন্তিদেশে গমন করিব, অতএব সেই অবকাশে রাজকন্যা তোমাকে প্রদান করিব। তদনন্তর কন্যার অনুগামী মদীয় সৈন্যগণ উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মী ইতিপূর্ব্বে তোমাকে যে রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে।" এই পরামর্শ করিয়া উভয়ে সেই রাজকন্যাকে লইয়া সপরিবারে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে বিন্ধ্যাটবী; তথায় প্রবেশ মাত্র একদল মহতী চৌরসেনা সহসা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল এবং সমগ্র ধন অপহরণ পূর্ব্বক শ্রীদত্তকে সপরিবারে বান্ধিয়া লইয়া চণ্ডীস্থানে গমন করিল।

অনন্তর ঘণ্টাধ্বনি হইলে দস্যুগণ শ্রীদত্তকে বলি দিবার জন্য চণ্ডীর সমক্ষে লইয়া গেল। পল্লীপতির দুহিতা সুন্দরী সন্তান কক্ষে দেবীর পূজা দেখিতে আসিয়াছিল, শ্রীদত্তের উপস্থিতি মাত্র চিনিতে পারিয়া আনন্দে পরিপূর্ণা হইল, এবং শ্রীদত্তকে ভীষণ দস্যুহস্ত হইতে মোচিত করত স্বগৃহে লইয়া পিতৃদত্ত সেই পল্লী রাজ্য, ভর্ত্তা শ্রীদত্তকে প্রদান করিল। সুন্দরীর পিতা মরণ কালে সুন্দরীকে দিয়া গিয়াছিল।

অনন্তর শ্রীদত্ত দস্যুনিগৃহীত আপন মৃগাঙ্ক অসি এবং মৃগাঙ্কবতী সহ পিতৃব্যকে সদলে মুক্ত করিয়া শূরসেনাধিপতির কন্যার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যেশ্বর হইয়া বসিল। তদনন্তর শ্বশুর বিম্বকি এবং রাজা শূরসেনের নিকট সংবাদ পাঠাইলে, তাঁহারা সসৈন্যে আসিয়া জামাতৃদর্শনে সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর বাহুশালীপ্রভৃতি শ্রীদত্তের বয়স্যগণও ক্রমে তদীয় বার্ত্তা শ্রবণমাত্র আসিয়া মিত্রের সহিত মিলিত হইলে শ্রীদত্ত শ্বশুরগণের সহিত পিতৃঘাতী সেই বিক্রমশক্তিকে আক্রমণ পূর্ব্বক ক্রোধানলে আহুতি দিল। পরিশেষে সমুদ্রবলয়া মেদিনীর অধীশ্বর মৃগাঙ্কবতীর সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। অতএব হে রাজন! এইরূপে ধীরচিত্ত ব্যক্তিরা দুস্তর বিরহসাগরে পতিত ও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অশেষবিধ মঙ্গলের আস্পদ হন।

অনন্তর বিরহকাতর নরপতি সহস্রানীক সংগতকের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে রাত্রি পথে অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতমাত্র প্রিয়তমার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং কতিপয় দিবসের মধ্যে মহর্ষি জমদগ্নির শান্ত আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিলে, মহর্ষি তাঁহার সমুচিত আতিথ্য করিয়া রাজাকে সপুত্র মৃগাঙ্কবতী প্রদান করিলেন। বহুকালের পর পরস্পর সন্দর্শনে উভয়ের নেত্র হইতে আনন্দাশ্রুধারা অবিরত বিগলিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র-পুত্র উদয়নের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বারংবার মুখচুম্বন করত রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। অনন্তর মহর্ষিকে প্রণাম পূর্ব্বক সপুত্রা মৃগাবতীকে লইয়া স্বনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে পরস্পর বিরহবৃত্তান্ত বর্ণনকরত ক্রমে কৌশাম্বীনগরে উপস্থিত হইলেন। পুরবাসী-গণ বহুকালের পর রাজমহিষীকে দেখিয়া মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া অবিতৃপ্ত-লোচনে দর্শন করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে পিতা সহস্রানীক উদয়নকে অশেষগুণে ভূষিত দেখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, এবং মন্ত্রণার্থ যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বান্ এবং বসন্তককে তদীয় মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইত্যবসরে পুষ্পবৃষ্টির সহিত সহসা

এই দেবতার আদেশ হইল "এই উদয়ন এই সমস্ত মন্ত্রীর সাহায্যে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন।" এখন রাজা সহস্রানীক নিশ্চিন্ত হইয়া মৃগাবতীর সহিত ভোগসুখে নিরত হইলেন। কিছুকাল পরে শান্তিমার্গের দূতীস্বরূপ জরা আসিয়া রাজার শরীরে প্রবেশ করিলে, বিষয়বাসনা রুষ্টা হইয়া রাজাকে পরিত্যাগ করিল। তদনন্তর রাজা জগতের মঙ্গলহেতু উদয়নকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া রাজমহিষী ও মন্ত্রীর সহিত মহাপ্রস্থানের বাসনায় হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ তরঙ্গ।

অনন্তর বৎসরাজ উদয়ন পিতৃদত্ত রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সম্যক্‌-রূপে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সুখসম্ভোগে একান্ত অনুরক্ত হইয়া যৌগন্ধরায়ণাদি মন্ত্রিবর্গের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক বিষয়ভোগে নিরত হইলেন। দিবাভাগে মৃগয়াসেবা করিয়া রাত্রে বাসুকি প্রদত্ত ঘোষবতী বীণা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বীণার মোহনস্বরে মত্ত বনহস্তিদিগকে মোহিত করিয়া বান্ধিয়া আনিতে আরম্ভ করিলেন। কখন কখন বারবনিতা ও মন্ত্রিবর্গের সহিত সুরাপান করিয়া আমোদ সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু উজ্জয়িনীপতির দুহিতা বাসবদত্তা ভিন্ন তাঁহার অনুরূপ পত্নী ভূমণ্ডলে কুত্রাপি নাই। এজন্য বৎস্যরাজ কিরূপে বাসবদত্তাকে পাইবেন, এই চিন্তায় নিয়ত নিমগ্ন থাকিলেন।

এদিকে উজ্জয়িনীপতি মহারাজ চণ্ডমহাসেনও এই চিন্তা করিলেন যে, 'বাসদত্তার' অনুরূপ পতি যে একমাত্র উদযন আছেন, তিনি তো আমার নিত্যশত্রু। অতএব কিরূপে উদয়নকে বশীভূত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেবল অভীষ্টসিদ্ধির এক উপায় আছে। শুনিযাছি উদয়ন মৃগয়াসক্ত হইযা হস্তী ধরিবার জন্য নিয়ত বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। সেই অবকাশে তাঁহাকে কৌশলে রুদ্ধ

করিয়া আনিতে হইবে, এবং গন্ধর্ব্বশালায় স্থাপিত করিয়া বাসবদত্তাকে গীত বাদ্যাদি শিখাইবার জন্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে যদি ক্রমে বাসবদত্তার প্রতি রাজার কিছু অনুরাগ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে অবশ্যই রাজা আমার বশীভূত হইবেন। এতদ্ভিন্ন রাজা উদয়নকে আয়ত্ত করিবার উপায়ান্তর নাই।”

এই স্থির করিয়া চণ্ডমহাসেন অভীষ্ট সিদ্ধির বাসনায় দেবী চণ্ডীর নিকটে যাইয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্তব করিলেন। চণ্ডী প্রসন্না হইয়া অশরীরি বাক্যে তাঁহাকে এই বর দিলেন, অচিরাৎ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবে। চণ্ডমহাসেন দেবীর এই আদেশে আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং মন্ত্রিবর বুদ্ধদত্তের সহিত বাসবদত্তার বিবাহবিষয়ক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরিশেষে এই যুক্তি স্থির হইল যে বৎসরাজ সম্পূর্ণ অভিমানী, লোভশূন্য, ভৃত্যবৎসল ও মহাবলপরাক্রান্ত, সুতরাং সামপ্রযোগ দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করা নিতান্ত অসাধ্য হইলেও প্রথমতঃ সামপ্রয়োগই কর্ত্তব্য। এই স্থির হইলে একজন উপযুক্ত দূতকে ডাকিয়া বক্তব্য উপদেশ দিয়া কৌশাম্বী নগরে প্রেরণ করিলেন। দূত রাজবাক্য শিরোধার্য্য করত বৎসরাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল ‘মহারাজ! উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেন আপনাকে এই নিবেদন করিতেছেন যে, তাঁহার কন্যা বাসবদত্তা আপনার নিকট গীতবাদ্যাদি শিখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অতএব যদি মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া উজ্জয়িনীর রাজভবনে গমনপূর্ব্বক বাসবদত্তাকে উক্তবিষয়ে শিক্ষাপ্রদান করিতে ক্লেশ স্বীকার করেন, তবে তিনি বিশেষ অনুগৃহীত হন।

বৎসরাজ দূতমুখে উজ্জয়িনীপতির এই অনুচিত অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিয়া অমাত্য যোগন্ধরায়ণকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন “দুরাত্মা উজ্জয়িনীপতির দূতমুখে গর্ব্বিতবচনে এইরূপ আদেশ করিবার অভিপ্রায় কি? রাজহিতৈষী যোগান্ধরায়ণ কহিলেন,‘মহারাজ! আপনার ব্যসনাশক্তি রূপ যে লতা ধরাতলে বদ্ধমূল হইয়াছে ইহা তাহারই কষায় এবং কটু ফলরূপে পরিণত হইয়াছে জানিবেন। সেই দুরাত্মা আপনাকে বিষয়ভোগে নিতান্ত আসক্ত বিবেচনা করিয়া

কন্যারত্নরূপ প্রলোভন দ্বারা লইয়া গিয়া রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, অতএব মৃগয়াদি বিষয়ে নিতান্ত আসক্তি পরিত্যাগ করুন। রাজা ব্যসনাসক্ত হইলে বিপক্ষ রাজারা ব্যসনরূপ খাতে অত্যন্ত নিমগ্ন রাজাকে বনহস্তীর ন্যায় সুখে বশীভূত করিয়া ফেলে।"

বৎসরাজ যোগন্ধরায়ণের এইরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া উজ্জয়িনী-পতির নিকট এই বলিয়া প্রতিদূত প্রেরণ করিলেন "যদি আপনার দুহিতার গীতাদি শিক্ষাবিষয়ে আমার শিষ্য হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।" অনন্তর সচিববর্গকে কহিলেন "আমি যাইয়া চণ্ডমহাসেনকে রুদ্ধ করিয়া আনিব।' এই কথা শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী যোগন্ধ-রায়ণ কহিলেন মহারাজ! মুখে বলিতেছেন বটে কিন্তু কার্য্যে পারিবেন না। কারণ উক্ত রাজা অতি প্রভাবশালী। আপনি যদি তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তবে বিস্মিত হইবেন।' এই বলিয়া চণ্ডমহাসেনের বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

উজ্জয়িনীনগরে মহেন্দ্রবর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। মহেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র জয়সেন, এবং জয়সেনের পুত্র মহাসেন। মহাসেন একদা প্রজাপালন করিতে করিতে ভাবিলেন, তিনি যেরূপ বীর ও রূপবান্ তাঁহার তদনুরূপ খড়্গ এবং ভার্য্যা নাই। এই ভাবিয়া চণ্ডিকার নিকট গমনপূর্ব্বক কিছু দিন নিরাহারে দেবীর আরাধনা করিলেন। তৎপরে স্বীয় মাংস দ্বারা হোম আরম্ভ করিলে, দেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন "পুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার এই খড়্গ দিতেছি গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবে তুমি শত্রুদিগের অজেয় হইবে। আর অঙ্গার নামক অসুরের ত্রিভুবনসুন্দরী অঙ্গারবতী নামে যে কন্যা আছে, সে অচিরাৎ তোমার ভার্য্যা হইবে। তুমি যে অতি প্রচণ্ড কার্য্যসাধন করিলে, এজন্য ভূতলে চণ্ডমহাসেন নামে প্রসিদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া দেবী তিরোহিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় নড়াগিরি নামে তাঁহার এক হস্তীরত্ন আছে। রাজা সেই দুই রত্নলাভে সন্তুষ্ট হইয়া মৃগয়ার্থ মহাবনে প্রবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকায় এবং নৈশ অন্ধ-

কাববৎ ঘোবকৃষ্ণবর্ণ এক ববাহকে অবলোকন কবিলেন এবং শবাসনে শব-সন্ধানপূর্ব্বক ববাহেব প্রতি বাণ নিক্ষেপ কবিলেন, কিন্তু ববাহ তদীয় সুতীক্ষ্ণ শবেও বিদ্ধ হইল না ববং ক্রোধভবে বাজাব বথে দংষ্ট্রাঘাত করিয়া এক গর্ত্ত-মধ্যে প্রবেশ কবিল। বাজাও ধনুর্ব্বাণ হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধ-ভবে ববাহেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই গর্ত্তেব অভ্যন্তবে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং তদনু-সবণক্রমে বহুদূব গমনপূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব নগব দর্শনে বিস্মিত হইয়া তত্রস্থ দীর্ঘিকাতটে উপবিষ্ট হইলেন। বাজা ক্ষণকাল বিশ্রামের পব, ধৈর্য্যভেদি কন্দর্পেব সাযকস্বরূপ এক কন্যা স্ত্রীশতপবিবৃত হইযা পবিভ্রমণ কবিতেছে, দেখিতে পাইলেন। কন্যা ক্রমশঃ বাজাব নিকটবর্ত্তিনী হইযা জিজ্ঞাসা কবিল আপনি কে? কি হেতুই বা এইস্থানে একাকী প্রবিষ্ট হইযাছেন?" রাজা আত্মপবিচয় প্রদান-পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কবিলে কন্যাব নেত্রযুগল হইতে অবিরত বাবিধাবা বিগলিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে অধীরা হইয়া পডিল। তদ্দর্শনে বাজা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "সুন্দবি। তুমি কে? কি জন্যই বা বোদন কবিতেছ?"

কন্যা কহিল "মহাশয়। যে ববাহ এই গর্ত্তে প্রবেশ কবিযাছে, সে অঙ্গা-বক নামে দৈত্য। আমি উহাব কন্যা। আমাব নাম অঙ্গারবতী। পিতাব শবীর বজ্রময। এই যে রূপসী কামিনীশত দেখিতেছেন, ইহাবা সকলেই রাজকন্যা। পিতা ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক অপহবণ কবিয়া আমাব পরি-চর্য্যায় নিযুক্ত কবিযাছেন, পিতা শাপভ্রষ্ট বাক্ষস, আপনাব অনুসবণে তৃষিত এবং শ্রমপীড়িত হইয়া ববাহরূপপবিত্যাগপূর্ব্বক সংপ্রতি বিশ্রাম করিতেছেন; সুপ্তোত্থিত হইয়াই আপনার প্রাণ সংহাব করিবেন। এই হেতু আমাব নেত্র হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছে।"

উজ্জয়িনীপতি অঙ্গারবতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি আমার প্রতি তোমাব স্নেহ জন্মিয়া থাকে, তবে আমাব কথা প্রতিপালন কব। তুমি, পিতার নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহাব সমক্ষে যাইয়া বোদন কবিতে থাক। তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাব উদ্বেগেব কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। তুমি সেই সময় এই বলিয়া উত্তব দিবে "পিতঃ! যদি কেহ আপনাকে বিনষ্ট কবে, তবে

আমার দশা কি হইবে? আমি সেই দুঃখে রোদন করিতেছি।” এইরূপ বলিলে, আমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। রাজার এই বাক্যে অসুর কন্যা সম্মত হইল, এবং রাজার অমঙ্গল শঙ্কায় তাঁহাকে কোন গুপ্ত স্থানে রাখিয়া নিদ্রিত পিতার নিকট গমন করিল। ক্ষণকাল পরে দৈত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইলে অঙ্গারবতী রোদন করিতে আরম্ভ করিল। কন্যার রোদন শ্রবণে দৈত্য, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অঙ্গারবতী করুণস্বরে বলিল, “পিতঃ যদি কেহ আপনাকে বিনষ্ট করে, তবে আমার কি গতি হইবে?” দৈত্য অঙ্গারবতীর এই কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিল, “পুত্রি। আমাকে বিনাশ করে এমন বীর কে আছে? আমার বামকরস্থ এই ছিদ্র ভিন্ন সমস্ত শরীর বজ্রময়।” এই বলিয়া অঙ্গারবতীকে আশ্বস্ত করিল। রাজা প্রচ্ছন্ন-ভাবে এই সমস্ত আলাপ শ্রবণ করিলেন।

তদনন্তর দানব, গাত্রোত্থান করিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া মৌনভাবে ভগবান্ পিণাকপাণির পূজায় নিবিষ্ট হইল। এই সময় চণ্ডমহাসেন, অবসর বুঝিয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক তদীয় সমক্ষে সহসা প্রাদুর্ভূত হইয়া দৈত্যকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। দৈত্য মৌনভাবেই বামকর উৎক্ষিপ্ত করিয়া, ক্ষণকাল থামিতে সঙ্কেত করিল। কিন্তু লঘুহস্ত রাজা, কালব্যাজ না করিয়া দৈত্যের বামকরস্থ মর্ম্মস্থানে বাণাঘাত করিলে, দৈত্য ভীষণ শব্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত ও মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কহিল, অতি তৃষিতাবস্থায় যাহার হস্তে আমার প্রাণ বিয়োগ হইল, সে যদি প্রতি বৎসর জল দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত না করে, তবে তাহার পাঁচটী মন্ত্রী বিনষ্ট হইবে।” এই বলিয়া দৈত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেন অঙ্গার-বতীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজধানী প্রস্থান করিলেন, এবং রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া অঙ্গারবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

পরিণয়ের কিছুকাল পরে চণ্ডমহাসেনের দুইটী পুত্র হইল। রাজা একের নাম গোপালক এবং অন্যের নাম পালক রাখিলেন, এবং সেই উপলক্ষে ইন্দ্রো-ৎসব প্রদান করিলেন। এজন্য ইন্দ্র, রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই স্বপ্ন দিলেন,

"আমার প্রসাদে তোমার অনন্যসদৃশী এক কন্যা হইবে।" কিছুকাল পরে রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া অপরা চান্দ্রমসী মূর্ত্তিস্বরূপ একটী কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার কালে এই আকাশবাণী হইল, "রতিপতির অংশে এই কন্যার এক পুত্র হইবে, এবং সেই পুত্র বিদ্যাধরাধিপতি হইবে।" অনন্তর চণ্ডমহাসেন, বাসবের প্রদত্ত বলিয়া কন্যার নাম বাসবদত্তা রাখিলেন। বাসবদত্তা ক্রমে সম্প্রদানযোগ্যা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করত, মন্থনের পূর্ব্বে সাগরগর্ভস্থ সাক্ষাৎ কমলার ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেন যেরূপ প্রভাবশালী তাহা আপনি অবগত হইলেন, অতএব তাঁহাকে জয় করা কোনপ্রকারেই সুসাধ্য হইবে না। এতদ্ভিন্ন তিনি আপনাকেই কন্যা সম্প্রদানে একান্ত অভিলাষী আছেন, কিন্তু সেই উজ্জয়িনীপতি নিতান্ত অভিমানী এবং স্বপক্ষের মহোন্নতিপ্রিয়। যাহাহউক মহারাজ যে, বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।" এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া বৎসরাজ সহসা বাসবদত্তার গুণপক্ষপাতী হইলেন।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

অনন্তর বৎসরাজ প্রেরিত দূত চণ্ডমহাসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বৎসরাজের প্রত্যুত্তর নিবেদন করিলে, চণ্ডমহাসেন ভাবিলেন, "বৎসরাজ অত্যন্ত অভিমানী, অতএব তিনি কদাচ এখানে আসিবেন না। আর কন্যা পাঠাইতে হইলে আমাদিগকেও সম্পূর্ণ লাঘব স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং কন্যা পাঠানও হইতেছে না। অতএব কৌশলে রাজাকে বদ্ধ করিয়া আনাই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ। উজ্জয়িনীপতি এই স্থির করিয়া, পুনরায় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শে তাহাই স্থির হইলে, একটী যন্ত্র হস্তী নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং তন্মধ্যে কতিপয় বীর পুরুষকে রাখিয়া সেই যন্ত্রগজকে বিন্ধ্যাটবী মধ্যে পাঠাইয়াদিলেন। গজান্বেষণে নিযুক্ত বৎসরাজের চারগণ দূর হইতে সেই যন্ত্রময় হস্তীকে দেখিয়া দ্রুতগতি রাজসমীপে যাইয়া কহিল "মহারাজ!

আজ অটবী মধ্যে যে এক মহাগজ দৃষ্ট হইল, এরূপ হস্তী কস্মিন্‌কালে দৃষ্ট হয় নাই। ইহার আকার একপ গগণস্পর্শী যে তাহাকে দ্বিতীয় জঙ্গম বিন্ধ্যাচল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" বৎসরাজ এই চারবাক্যে হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়া ভাবিলেন, যদি তিনি নড়াগিরির প্রতিমল্ল সেই গজকে আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চণ্ড-মহাসেন তাঁহার বশীভূত হইয়া স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক বাসবদত্তাকে সম্প্রদান করিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতমাত্র রাজা হস্তিমৃগয়ায় যাইতে উদ্যত হইলে, মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, এবং গণকেরা তৎকালীন মৃগয়া যাত্রার ফল বন্ধন সহকৃত কন্যালাভ, গণনা দ্বারা স্থির করিয়া বলিলেও রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চারগণ সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যা-টবীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে অটবী প্রাপ্ত হইয়া, পাছে গজ ভয়ে পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় বহুদূরে সৈন্য রাখিয়া শুদ্ধ কতিপয় চার সঙ্গে, ঘোষবতী বীণা হস্তে বিস্তীর্ণ মহাটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রাজাকে সেই কৃত্রিম গজ দেখাইলে রাজা হস্তী দর্শনে বিস্মিত হইয়া একাকী বীণা ধ্বনির সহিত মধুর স্বরে গান করিতে করিতে মন্দ মন্দ সঞ্চারে ক্রমে গজের সন্নিহিত হইলেন, কিন্তু সন্ধ্যাকালের অন্ধকার বশতঃ তাহাকে মায়াগজ বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। হস্তী গীতরসে ভোর হইয়া কর্ণতাল দিতে দিতে যেমন রাজার নিকটে আসিল, অমনি সেই যন্ত্রগজের অভ্যন্তরস্থিত সুসজ্জিত বীরপুরুষগণ সহসা নির্গত হইয়া রাজাকে ঘিরিল। বৎসরাজ কোপাবিষ্ট হইয়া করস্থ ছুরিকা দ্বারা উহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পশ্চাদ্ভাগ হইতে দলবদ্ধ সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল, এবং উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেনের নিকট লইয়া গেল। চণ্ডমহাসেন বৎসরাজকে রুদ্ধ করিয়া আনিতেছে, এই সংবাদ অগ্রেই পাইয়া-ছিলেন। এজন্য অগ্রে পুরবহির্ভাগে যাইয়া সমাদর পূর্ব্বক তৎসমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসীগণ বদ্ধ বৎসরাজকে দেখিতে যাইয়া "চণ্ডমহাসেন ইহাকে নিশ্চয় বধ করিবেন," এইরূপ আলাপ করত

অতিশয় ক্ষুব্ধচিত্ত হইল। কিন্তু চণ্ডমহাসেন, পৌরবর্গের চিত্ত বুঝিয়া বলিলেন তিনি বৎসরাজকে না মারিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিবেন। এই বলিয়া পুরবাসীদিগের ক্ষোভ শান্ত করিলেন।

তদনন্তর উজ্জয়িনীপতি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া বাসবদত্তাকে সর্ব্ব সমক্ষে আনিয়া বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন "প্রভো! আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁকে গান্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দিউন তাহা হইলে আপনার মঙ্গল হইবে।" বাসবদত্তাকে দেখিবামাত্র বৎসরাজের চিত্ত একরূপ স্নেহ-রসাভিষিক্ত হইল, যে তাঁহার মন হইতে ক্রোধ বা মন্যু একবারে অন্তর্হিত হইল। এদিকে বাসবদত্তার নয়ন উদয়নের প্রতি ধাবমান হইলে নয়ন লজ্জায় ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মন আর কিছুতেই ফিরিল না। অনন্তর বৎসরাজ উজ্জয়িনীপতির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাসবদত্তার সহিত গন্ধর্ব্বশালায় প্রবেশ করিলেন, এবং তদ্গত নয়নে বাসবদত্তাকে সঙ্গীত শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ক্রোড়ে ঘোষবতী বীণা, কণ্ঠে গীতশ্রুতি, এবং সম্মুখে চিত্তরঞ্জিনী বাসবদত্তা সর্ব্বদা অবস্থিত রহিলেন। পরে বাসবদত্তা একাগ্রচিত্ত হইয়া সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় তদীয় পরিচর্য্যায় নিরত হইলেন।

এদিকে বৎসরাজের অনুগামী লোক সকল কৌশাম্বীনগরে ফিরিয়া আসিয়া রাজার বন্ধন সংবাদ প্রদান করিলে তদীয় রাজ্য মণ্ডল অতিশয় ক্ষুভিত হইল। অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ ক্রুদ্ধ হইয়া উজ্জয়িনী আক্রমণে উদ্যত হইলে, "চণ্ডমহাসেন বলসাধ্য নহেন, কারণ তিনি যেরূপ মহাবল পরাক্রান্ত, তাহাতে তাঁহার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে গেলে, বৎসরাজেরই শারীরিক অমঙ্গলসম্ভাবনা। অতএব উজ্জয়িনী অবরোধ যুক্তিসিদ্ধ নহে, চাতুরী দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত।" মহামতি মন্ত্রীবর রুমণ্বান্ এইরূপ বুঝাইয়া প্রকৃতিবর্গের আক্রমণোদ্যম শান্ত করিলেন।

তদনন্তর সুধীর যোগন্ধরায়ণ রাষ্ট্রমণ্ডলকে অব্যভিচারে অনুরক্ত দেখিয়া রুমণ্বান্ প্রভৃতিকে বলিলেন, "উপস্থিত সকলেই নিয়ত সসজ্জ হইয়া এইখানেই অবস্থিতি করত এই রাজ্য রক্ষা করুন। কালে বিক্রম প্রকাশ করিতে

হইবে। সংপ্রতি আমি শুদ্ধ বসন্তককে সঙ্গে লইয়া উজ্জয়িনী গমন করিব, এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে বৎসরাজকে মোচন করিয়া আনিব। যেমন মেঘে মেঘে ঘর্ষণ দ্বারা বিদ্যুতাগ্নি স্ফুরিত হয়, তেমনি বিপদকালে যাঁহার বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, তিনিই যথার্থ বীর। আমি শত্রুর প্রাচীর ভঞ্জন নিগড়ভঞ্জন এবং অদর্শন যোগ প্রভৃতিই উত্তমরূপ অবগত আছি।" এই বলিয়া মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণ রুমণ্বানের হস্তে সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া বসন্তকের সহিত কৌশাম্বী হইতে নির্গত হইলেন। ক্রমে অতি দুর্গম ও হিংস্রবহুল বিন্ধ্যাটবী মধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য বৎসেশ্বরের প্রিয়বন্ধু পুলিন্দক নামা পুলিন্দরাজের নিকট গমন করিলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে বৎসরাজের রক্ষার জন্য সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে অগ্রসর হইয়া উজ্জয়িনীর প্রান্তবর্ত্তি. চিতাধূম সদৃশ অন্ধকারবৎ কৃষ্ণবর্ণ বেতালগণে আবৃত মহাকাল নামক শ্মশানে উপস্থিত হইলেন।

তথায় উপস্থিতিমাত্র যোগেশ্বর নামক এক ব্রহ্মরাক্ষস তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিল, এবং যোগন্ধরায়ণকে বেশপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিল। যোগন্ধরায়ণ ব্রহ্মরাক্ষসের যুক্তি অনুসারে তদ্দণ্ডে নিজ বেশ পরিহারপূর্ব্বক এক উন্মত্ত কুব্জ বৃদ্ধের হাস্যজনক বেশ ধারণ করিলে, বসন্তকেরও বেশ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল। শিরাবহুল বসন্তকও লম্বোদর এবং দন্তুর বিকটমুখ হইয়া যোগন্ধরায়ণের আদেশানুসারে অগ্রে রাজভবনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ যোগন্ধরায়ণ নৃত্যগীত করিতে করিতে উজ্জয়িনী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার উক্তরূপ নৃত্যগীত দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া বহুলোক আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টিত করিলে, ক্রমে রাজবাটীর দিকে চলিলেন। এই ব্যাপার ক্রমশঃ বাসবদত্তার কর্ণগোচর হইলে, বাসবদত্তা যৌবনসুলভ কৌতুকবশতঃ একজন দাসী পাঠাইয়া তাঁহাকে গন্ধর্ব্বশালায় লইয়া গেলেন। মন্ত্রীবর উন্মত্তবেশে গান্ধর্ব্বশালায় উপস্থিত হইয়া বৎসরাজকে বদ্ধ দেখিয়া বাষ্পাকুল হইলেন। এবং বৎসরাজকে এরূপ ইঙ্গিত করিলেন যে, রাজা তাঁহাকে ছদ্মবেশে আগত যোগন্ধরায়ণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

তদনন্তর যোগন্ধরায়ণ বিদ্যাপ্রভাবে আপন অদর্শন-যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা অদৃষ্ট হইলে,যোধিগণ সহসা যোগন্ধরায়ণের অদর্শনে, 'এই ছিল কোথায় গেল, বলিয়া বিস্মিত হইল। এতৎশ্রবণে বৎসরাজ,সম্মুখে যোগন্ধরায়ণকে দর্শন করত, তৎসমস্ত মন্ত্রিবরের যোগপ্রভাব অনুমান করিলেন, এবং নির্ম্মক্ষিক করিবার জন্য বাসবদত্তাকে বাগেদবীর পূজা আনিতে আদেশ করিলে, বাসবদত্তা দাসীগণসহ তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে যোগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে, যে বিদ্যায় নিগড়ভঙ্গ করা যায়, অগ্রে সেই বিদ্যা প্রদান করিয়া, বাসবদত্তার বশীকরণার্থ নানাবিধ যোগ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজন্। বসন্তকও ছদ্মবেশে দ্বারদেশে উপস্থিত আছে, অতএব তাহাকে কোন কৌশলে নিকটে আনয়ন করুন। যখন বাসবদত্তা মহারাজের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রাপ্ত হইবেন, তখন আমি যাহা বলিব সেইরূপ করিবেন। উপস্থিত চুপ করিয়া থাকুন।" এই বলিয়া যোগন্ধরায়ণ বহির্গত হইলেন।

অনন্তর বাসবদত্তা রাজোপদিষ্ট বাগেদবীর পূজা লইয়া উপস্থিত হইলে,' রাজা কহিলেন "দেবি! রাজভবনের দ্বারদেশে যে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেবীর অর্চ্চনা ও দক্ষিণাদানার্থ আনয়ন করুন। বাসবদত্তা রাজার আদেশানুসারে দ্বারদেশস্থ ছদ্মবেশধারী বসন্তককে গন্ধর্ব্বশালায় প্রবেশ করাইলেন। বসন্তক বৎসরাজকে দেখিয়া শোকে অধীর ও বাষ্পাকুল হইলে, রাজা মন্ত্র ভঙ্গ ভয়ে নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! যোগ জন্য আপনার যে শরীরের বৈরূপ্য হইয়াছে, তাহা আমি নিবারণ করিব, আপনি আমার নিকট থাকুন।" তৎশ্রবণে বসন্তক কহিলেন, 'তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হয়।" রাজা বসন্তকের বিকৃতরূপ দেখিয়া স্মেরমুখ হইলে, বসন্তক ও রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ততোধিক বিকৃতবদনে ঈষৎ হাস্য করিলেন। রাজতনয়া বাসবদত্তাও সঙের ন্যায় বসন্তকের বিকৃত রূপ দর্শনে তুষ্ট হইয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তদনন্তর বাসবদত্তা পরিহাসপূর্ব্বক বসন্তককে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! আপনি কোন্ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন? বসন্তক কহিলেন 'দেবি! কথা বিষয়ে

আমার বিশেষ বিজ্ঞতা আছে।" তখন বাসবদত্তা একটী কথা কহিতে অনুরোধ করিলে, বসন্তক রাজতনয়ার চিত্ত বঞ্জনার্থ হাস্যপূর্ণ এই অপূর্ব্ব কথা আরম্ভ করিলেন।

"দেবি! কংসজন্মভূমি মথুরানগরে রূপিণিকা নামে এক বেশ্যা থাকে। মকরদংষ্ট্রা নামে তাহার বৃদ্ধ মাতা কুট্টিনীর কার্য্য সম্পন্ন করে। কুট্টিনী দেখিতে অতিশয় কুরূপা কিন্তু নানাগুণে যুবকদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে। রূপিণিকা স্বকার্য্যসাধনার্থ প্রায়ই পূজাকালে দেবালয়ে গতায়াত করে। একদা রূপিণিকা দূর হইতে এক রূপবান্ যুবাপুরুষকে দেখিয়া মজিয়া গেল। কিন্তু তাহার মাতা নিষেধ করিলে, রূপিণিকা মাতৃবাক্য না শুনিয়া নিজ দাসীকে কহিল 'তুমি যাও, যাইয়া ঐ ব্যক্তিকে অদ্য আমার বাটীতে আসিতে অনুরোধ কর। দাসী আদেশমাত্র যুবকের নিকট যাইয়া আসিতে অনুরোধ করিলে, যুবক বহু বিবেচনা করিয়া কহিল, আমি লোহজংঘা নামক ব্রাহ্মণ, 'আমার ধন নাই; অতএব ধনিক জনলভ্য রূপিণিকার গৃহে যাইয়া কি করিব। চেটিকা কহিল। "ঠাকুর। আমাদের স্বামিনী আপনার নিকট ধন প্রার্থনা করেন না।" তখন ব্রাহ্মণ যাইতে স্বীকৃত হইল। চেটিকা আসিয়া সংবাদ দিলে রূপিণিকা গৃহে আসিয়া উৎসুকচিত্তে তদীয় পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই ব্রাহ্মণ রূপিণিকার গৃহে উপস্থিত হইল। এতদ্দর্শনে কুট্টিনী বিরক্ত হইল। রূপিণিকা ব্রাহ্মণকে উপস্থিত দেখিয়া স্বয়ং উঠিয়া আদরের সহিত তদীয় কণ্ঠে বাহুলতা বিস্তারপূর্ব্বক নিজ-বাসগৃহে লইয়া গেল। এবং লোহজংঘের গুণে এরূপ বশীভূত হইল যে তদীয় সম্ভোগকেই জীবনের একমাত্র ফল জ্ঞান করিয়া অন্য পুরুষাসঙ্গ এক-কালে পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় সম্ভোগে নিরত হইল। লোহজংঘও রূপিণিকার যৌবন, স্বেচ্ছানুসারে উপভোগ করত তদীয়গৃহে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

কুট্টিনী মকরদংষ্ট্রা, ব্রাহ্মণের প্রতি রূপিণিকার এইরূপ আসক্তি দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং তাহাকে নির্জনে ডাকিয়া কহিল "পুত্রি! এই

ব্রাহ্মণ নির্ধন, তুমি ইহার সেবা কেন করিতেছ? তুমি কি জাননা যে,বেশ্যারা শবকেও স্পর্শ করে, তথাপি নির্ধন পুরুষকে স্পর্শ করে না। বেশ্যা আর অনুরাগ, এই দুই পদার্থ কখনই একত্র থাকিতে পারে না, বেশ্যা সন্ধ্যার ন্যায় ক্ষণকালমাত্র রাগবতী থাকিয়া নর্ত্তকীর ন্যায় অর্থের জন্য কৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন করিবে। তুমি কি সমস্ত ভুলিয়া গেলে। অতএব এই নির্ধন ব্যক্তিকে এই দণ্ডে পরিত্যাগ কর। আপনার সর্ব্বনাশ করিও না।"

রূপিণিকা মাতার এইরূপ উপদেশে রোষপরবশ হইয়া কহিল "মাত! আপনি এমন কথা আর বলিবেন না। ইনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। আমার তো ধনের অভাব নাই। তবে আমার অন্য পুরুষে আবশ্যক কি?

মকরদংষ্ট্রা রূপিণিকার এই কথা শুনিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং যাহাতে লোহজংঘকে নির্ব্বাসিত করিতে পারে, সেই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। একদা শস্ত্রধারীপুরুষে পরিবৃত এক অর্থহীন রাজপুত্রকে পথে যাইতে দেখিয়া, দ্রুতবেগে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কহিল, "এক নির্ধন কামুকপুরুষ আমার গৃহে আসিয়াছে; অতএব আজ আপনি তথায় যাইয়া, যাহাতে সে আমার গৃহে আর না আসে এরূপ করিয়া আমার কন্যাকে ভজনা করুন।" রাজপুত্র কুট্টিনীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তথায় প্রবেশ করিল। এই সময় রূপিণিকা দেবালয়ে গিয়াছিল। লোহজংঘ ও তখন বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিল; ক্ষণকাল পরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিবামাত্র রাজভৃত্যেরা, রাজকুমারের আদেশানুসারে পাদ প্রহারাদি দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গে দৃঢ়রূপে আঘাত করিয়া বাটীর বহিঃস্থিত একটা অপবিত্র খাতে ফেলাইয়া দিল। লোহজংঘ ক্ষণকাল পরে চেতনা পাইয়া কোন প্রকারে উঠিয়া পলায়ন করিল। এই সমস্ত ঘটনার পর, রূপিণিকা গৃহে আসিয়া, লোহজংঘের প্রতি অসদাচরণ শুনিয়া, শোকে অতিশয় বিহ্বল হইল। অনন্তর রাজপুত্র ও যথাগত প্রস্থান করিল।

তদনন্তর লোহজংঘ,কুট্টিনীর এইরূপ আচরণে প্রতারিত ও প্রেয়সীর বিয়ো-

গ্লাসহিষ্ণু হইয়া, কোন তীর্থে গমনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইল। অনন্তর পথে যাইতে যাইতে এক অটবী মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং প্রখর সূর্য্যতাপে সন্তপ্ত হইয়া কোন বৃক্ষচ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষ করিল। কিন্তু নিকটে কোন বৃক্ষ না থাকায় সে আশায় নিরাশ হইয়া চলিতে চলিতে সম্মুখে শৃগাল-পরিবৃত এক মৃত হস্তিকলেবর প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক দেখিল, শৃগালগণ তাহার জঘন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শরীর নির্ম্মাংস করিয়াছে, উপরে কেবল চর্ম্মখণ্ডের আচ্ছাদন মাত্র আছে। সে সেই চর্ম্মাবশিষ্ট হস্তিকলেবরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং মন্দ মন্দ শীতল সমীরণ সঞ্চারে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এই সময় অকস্মাৎ মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; তন্নিবন্ধন সেই গজচর্ম্ম সংকুচিত হইয়া নির্ব্বিবর হইল। ক্রমে প্রবল বেগে জলস্রোতঃ আসিয়া সেই গজচর্ম্ম ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গায় ফেলিল। গঙ্গার স্রোতে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে পড়িল। এখন গরুড় সেই গজচর্ম্ম দেখিয়া মাংস ভক্ষণের লোভে চঞ্চুপুটদ্বারা তুলিয়া লইয়া সমুদ্র পারে নিক্ষিপ্ত করিল। তদনন্তর চঞ্চুপুটদ্বারা সেই গজচর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক, তদভ্যন্তরে মনুষ্য দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলে, নিদ্রিত লোহজংঘের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লোহজংঘ খগেন্দ্রকৃত সেই দ্বার দ্বারা চর্ম্মাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া আপনাকে সমুদ্র-পারস্থ দর্শনে বিস্মিত হইল, এবং সমস্তই তাহার জাগ্রৎ স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইল। অনন্তর সেই স্থানে দুই ভীষণ রাক্ষসকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া ভয়ে জড়ীভূত হইলে, রাক্ষসদ্বয়ও দূর হইতে চকিতভাবে তাহাকে অবলোকন করিয়া, আবার কি রামচন্দ্র সমুদ্র পারে আসিলেন? এই আশঙ্কায় অতিশয় ভীত হইল। পরে রাক্ষসদ্বয়ের মধ্যে এক জন সত্বর যাইয়া এই ব্যাপার প্রভু বিভীষণের কর্ণগোচর করিল। বিভীষণ রামচন্দ্রের প্রভাব জানিতেন, সুতরাং তিনিও, সমুদ্র পারে মনুষ্য আসিয়াছে শুনিয়া, ভয় পাইলেন, এবং রাক্ষসকে বলিলেন, "তুমি পুনর্ব্বার সেই স্থানে যাইয়া আমার বাক্যে তাঁহাকে বল যে, যদি অনুগ্রহ করিয়া তিনি আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন, তবে বিশেষ অনুগৃহীত হই।"

রাক্ষস, বিভীষণের বাক্যে পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া, সভয়ে রাক্ষসরাজের প্রার্থনা জানাইল। প্রশান্তবুদ্ধি লোহজংঘ, লঙ্কানাথের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, রাক্ষসদ্বয়ের সহিত লঙ্কায় গমন করিল, এবং তথাকার স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাসাদসমূহ অবলোকন করত রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক বিভীষণের সমক্ষে উপস্থিত হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে পর, লোহজংঘ আশীর্ব্বাদপ্রয়োগপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে, বিভীষণ তাহার লঙ্কায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধূর্ত্ত লোহজংঘ কহিল "আমি লোহজংঘ নামে ব্রাহ্মণ, মথুরা নগরে আমার বাস। আমি অতিশয় দারিদ্র্যবশতঃ দেবালয়ে যাইয়া ভগবান্ নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই স্বপ্ন দিলেন যে, "তুমি আমার পরম ভক্ত লঙ্কানাথ বিভীষণের নিকট যাইয়া, আমার ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলে, তিনি পরম সমাদর করিয়া তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন। "ভগবন্! কোথায় বা লঙ্কানাথ আর কোথায় বা আমি। আমার লঙ্কায় যাওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?" আমি এই নিবেদন করিলে ভগবান্ কহিলেন "তুমি আজই যাইয়া বিভীষণকে দর্শন করিবে।" এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, আমি নিদ্রিত হইলাম। তদনন্তর জাগরিত হইয়া আপনাকে সমুদ্র পারে দেখিলাম। আর কিছুই জানি না।' বিভীষণ লোহজংঘের এই কথা শুনিয়া এবং লঙ্কা অতি দুর্গমস্থান ভাবিয়া, দেবতার প্রভাবে সমস্তই সম্ভব মনে করত তদীয় বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন। পরে লোহজংঘকে থাকিতে অনুরোধ করিয়া, অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং নরঘাতী রাক্ষসগণ লোহজংঘকে না দেখিতে পায়, এরূপ গুপ্ত স্থানে রাখিলেন। পরে তত্রস্থ স্বর্ণমূল নামক পর্ব্বতে রাক্ষস পাঠাইয়া, তথা হইতে গরুড়বংশসম্ভূত এক পক্ষী আনাইয়া লোহজংঘকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি এই পক্ষীটীকে এরূপ বশীভূত করুন যে, ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসে মথুরা যাইতে সমর্থ হইতে পারেন।" লোহজংঘ তাহাই করিতে আরম্ভ করিল।

একদা লোহজংঘ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিল, লঙ্কার

যাবতীয় ভূমি কাষ্ঠময়ী দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? বিভীষণ কহিলেন, পূর্ব্বকালে কশ্যপনন্দন গরুড়, স্বীয় জননীকে নাগদিগের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার মানসে সর্পজাতির প্রার্থনায়, মোচনের মূল্যস্বরূপ, দেবতাদিগের নিকট হইতে সুধা আহরণ করিতে উদ্যত হইয়া শরীরে বলাধানের জন্য পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক ভোজন প্রার্থনা করিয়াছিল। কশ্যপ, 'বৎস। শাপচ্যুত হইয়া সমুদ্র মধ্যে যে মহান্ গজকচ্ছপ লুক্কায়িত আছে, তুমি যাইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ কর" এই আদেশ করিলেন। গরুড় তথায় যাইয়া গজকচ্ছপকে চঞ্চুপুট দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক উড্ডীনহইয়া মহান্ কল্পবৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইল। তাহার ভরে বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া পতনোন্মুখ হইলে অধঃস্থিত বালখিল্যগণের প্রাণনাশের আশঙ্কায় সেই পতৎ শাখা, নিজ চঞ্চুদ্বারা এই নির্জ্জন স্থানে আনিয়া ফেলাইয়া যায়। সেই শাখার পৃষ্ঠে এই লঙ্কা নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সেইহেতু এখানকার ভূমি কাষ্ঠময়ী হইয়াছে।" লোহজংঘ বিভীষণ মুখে এই পুরাকাহিনী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল।

তদনন্তর বিভীষণ লোহজংঘকে বহুবিধ মহার্ঘ্য রত্ন প্রদানপূর্ব্বক ভগবানের প্রতি অচলাভক্তিনিবন্ধন তাঁহার জন্য হেমময় শংখ, চক্র, গদা এবং পদ্ম প্রদান করিলেন। লোহজংঘ বহুরত্ন প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণ প্রদত্ত পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক লক্ষযোজন দূরবর্ত্তী মথুরা নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। পক্ষী লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন ও সমুদ্র পার হইয়া এককালে মথুরায় উপস্থিত হইলে, লোহজংঘ শূন্যমার্গ হইতে নগরের বহিরুপবনে অবতীর্ণ হইল, এবং বিভীষণ প্রদত্ত রত্নসমূহ ভূতলে রাখিয়া সেই পক্ষীকে এক স্থানে বান্ধিল।

তদনন্তর বাজারে যাইয়া একটী রত্ন বিক্রয় করিল। সেই অর্থে আপন বস্ত্র এবং অঙ্গরাগাদি ক্রয় করিয়া সেই উপবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া আহার করিল, এবং পক্ষীকেও খাওয়াইল। সন্ধ্যাকালে উত্তমরূপ অঙ্গরাগ ও বেশভূষা করিয়া সেই পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক শঙ্খ-চক্র এবং গদাহস্তে সেই বারাঙ্গনা রূপিণিকার বাটীর উপরিভাগস্থ শূন্যমার্গে

উপস্থিত হইল এবং গম্ভীর স্বরে রূপিণিকাকে সঙ্কেত করিল। সেই শব্দ শুনিবামাত্র রূপিণিকা বাহিরে আসিয়া বিবিধবস্ত্রভূষিত পক্ষিবাহন সাক্ষাৎ নারায়ণতুল্য মূর্ত্তি, গগনমণ্ডলে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইল। বারবনিতাকে বাহিরে দেখিয়া ছদ্মবেশধারী লোহজংঘ কহিল, আমি নারায়ণ, তোমার জন্য এখানে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া রূপিণিকা সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক কহিল দেব! আমি এমন ভাগ্য কি করিয়াছি যে, আমার গৃহে ভগবানের অনুগ্রহ হইবে? ইহা শুনিয়া লোহজংঘ আকাশমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বারবনিতার সহিত তদীয় ভবনে প্রবেশ করিল, এবং আপন অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া পুনর্ব্বার পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পরদিবস প্রভাতমাত্র বারবনিতা আপনাকে বিষ্ণুর ভার্য্যা মনে করিয়া মানুষের সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিল। এতদ্দর্শনে তদীয় মাতা মকর-দংষ্ট্রা কহিল পুত্রি! কি কারণে মৌনাবলম্বন করিয়া আছ বল। তাহাতে রূপিণিকা উত্তর দিল না দেখিয়া, নির্ব্বন্ধসহকারে ধরিলে সে পূর্ব্বরাত্রিবৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিল। সুচতুরা মকরদংষ্ট্রা এই ব্যাপার শ্রবণমাত্র প্রথমতঃ সন্দিহান হইল, এবং সেই দিন রজনীতে ঐরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া নিঃসন্দেহ ও আশ্চর্য্য হইল। প্রভাতে আসিয়া কন্যা রূপিণিকাকে বিনীত-ভাবে কহিল বৎসে! তুমি ভগবানের কৃপায় দেবীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি তোমার জননী। তুমি আমার কন্যা! অতএব তুমি ভগবানকে বলিয়া যাহাতে আমি স্বশরীরে স্বর্গলাভ করি, তাহা করিয়া কন্যার কার্য্য কর। রূপি-ণিকা জননীর এই প্রার্থনায় সম্মত হইল। রজনীযোগে ভণ্ডবিষ্ণু লোহজংঘ, পুনর্ব্বার তদীয় ভবনে সমাগত হইলে, তাহাকে মাতার প্রার্থনা জানাইল।

এতৎশ্রবণে বিষ্ণুবেশধারী লোহজংঘ কহিল, প্রিয়ে! তোমার মাতা অতি-শয় পাপাত্মা। অতএব কিপ্রকারে তাহাকে স্বশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারি। সুতরাং তাহা উচিত হয় না। অথবা ইহার একটী উপায় আছে, যদি তাহা করিতে পার তবে তোমার জননীকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারি। একাদশীর দিবসে প্রাতঃকালে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সেই সময় মহাদেবের অনুচর

অসংখ্য ভূতগণ প্রবেশ করিয়া থাকে। আমি সেই সঙ্গে তোমার মাতাকে স্বর্গে লইয়া যাইব। অতএব তুমি তোমার জননীকে পাঁচচুলা করিয়া গলে হাড়মালা প্রদান করিবে এবং একপার্শ্বে কালি ও অপরপার্শ্বে সিন্দূর লেপনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়া ভূতের মত সাজাইয়া রাখিবে। এইরূপ হইলে কেহই তাঁহাকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিবে না; সুতরাং ভূতের সঙ্গে সহজেই স্বর্গে লইয়া যাইতে পারিব। এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।" এই বলিয়া লোহজংঘ প্রস্থান করিল। প্রভাতমাত্র রূপিণিকা মাতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলে সে তাহাতেই সম্মত হইল। এবং পূর্ব্বোক্তরূপ বেশ রচনা করিয়া স্বর্গ গমনাভিলাষে লোহজংঘের পথ চাহিয়া রহিল। নিশাগমে লোহজংঘ তদীয় ভবনে আসিলে, রূপিণিকা ভূতবেশা জননীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। লোহজংঘ আপন অভীষ্ট সিদ্ধির পর বিকটবেশা কুট্টিনীকে লইয়া পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশ মার্গে উড্ডীন হইল; এবং কোন মন্দিরের শিখর ভাগে চক্রলাঞ্ছিত এক শিলাস্তম্ভ দেখিয়া সেই পাপীয়সী কুট্টিনীকে তাহার অগ্রভাগে বসাইয়া দিয়া কহিল "ক্ষণকাল এইস্থানে থাক, আমি ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া দেবালয়স্থ দেবতাকে দর্শন করিয়া আসি।" এই বলিয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। তদনন্তর লোহজংঘ, মহোৎসব উপলক্ষে হত্যা দিবার জন্য দেবালয়ে সমবেত অসংখ্য যাত্রিদিগকে সম্বোধন করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে কহিল "হে মনুষ্যগণ আজ তোমাদের মস্তকে সর্ব্বসংহারিণী মহামারী পতিত হইবে; অতএব তোমরা হরির শরণাপন্ন হও।" সহসা এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া মথুরাস্থ যাবতীয় লোক ভীত ও হরির শরণাগত হইয়া স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিল। ওদিগে লোহজংঘ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, দেববেশ পরিহার পূর্ব্বক সেই জনতার মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

এদিগে কুট্টিনী সেই স্তম্ভোপরি বহুক্ষণ থাকিয়া অবশেষে চিন্তা করিল, হতভাগিনীর অদৃষ্টক্রমে দেবদত্ত আসিলেন না, আর আমারও স্বর্গে যাওয়া হইল না। এই ভাবিয়া আর সেই ত্রিশূলোপরি থাকিতে না পারিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কহিল, "যাত্রিগণ! হায়। আমি পড়িয়া মরিলাম।" এই বলিয়া ক্রন্দন

করিতে লাগিল। তৎশ্রবণে সমবেত সমস্ত লোক, দৈববাণী কথিত মহামারী পড়িতেছে ভাবিয়া, ব্যাকুল হইল, এবং হা দেবি! পড়িওনা ক্ষমা কর, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তদনন্তর মথুরাস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা মারীপতন-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কোনরূপে রাত্রিযাপন করিল। প্রভাতমাত্র রাজা প্রজাগণসহ সেই দেবালয়ের চূড়াস্থ স্তম্ভোপরি বিকৃতবেশা সেই কুট্টিনীকে দেখিয়া ভয়শূন্য হইলেন। হাস্যধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। তদনন্তর লোক পরম্পরায় এই ব্যাপার রূপিণিকার কর্ণগোচর হইলে, সে সত্বর আসিয়া দেখিল, ভূতবেশা জননী লজ্জায় অধোবদন হইয়া দেবালয়ের স্তম্ভাগ্রে বসিয়া আছে। তখন আর কি করে, তদ্দণ্ডে তাহাকে স্তম্ভাগ্র হইতে নামাইয়া আনিল। তদনন্তর সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কুট্টিনীকে জিজ্ঞাসা করিলে, কুট্টিনী সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। ইহা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, এবং বলিল; এই কামুকা কুট্টিনী অনেককে বঞ্চনা করিয়াছে। কিন্তু আজ কাহার হস্তে পড়িয়া যে এইরূপ প্রতারিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ইহাকে জব্দ করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছে, সে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়া সমস্ত প্রকাশ করুক, তাহা হইলে রাজসমীপে পট্টবন্ধ * পুরস্কার পাইবে। ইহা শুনিবামাত্র লোহজংঘ সর্ব্বসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া যথাঘটিত সমগ্র বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিল, এবং বিভীষণপ্রদত্ত সেই শঙ্খ, চক্র গদাদি ভূষণ সর্ব্বসমক্ষে ভগবান্‌কে সমর্পণ করিল। তদ্দর্শনে লোকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল।

তদনন্তর রাজা লোহজঙ্ঘের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তদীয়মস্তকে পট্টবন্ধের আদেশ করিলে, মথুরাবাসী যাবতীয় লোক আহ্লাদসহকারে লোহজঙ্ঘের মস্তকে পট্টবন্ধ প্রদান করিয়া, বারবণিতা রূপিণিকাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা করিয়া

---

* পূর্ব্বকালে কোন ব্যক্তি মহৎ কার্য্য করিয়া রাজার আজ্ঞায় ফেটী প্রাপ্ত হইত। আর সে রাজদত্ত পট্টবন্ধের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিত।

দিল। তদবধি লোহজঙ্ঘ কুট্টিনীর প্রতিবিধান দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, প্রিয়তমার সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। বাসবদত্তা অবরুদ্ধ বৎসরাজ সমক্ষে বসন্তকমুখে এই কথা শুনিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

অনন্তর বাসবদত্তা ক্রমে বৎসরাজের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবতী হইলে পিতৃপক্ষের প্রতি তাঁহার শিথিলানুরাগতা উত্তরোত্তর প্রকাশ পাইতে লাগিল। যোগন্ধরায়ণ সকলের অজ্ঞাতে পুনর্ব্বার বৎসরাজের নিকট প্রবেশ করিয়া বসন্তক সমক্ষে রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! চণ্ডমহাসেন আপনাকে মায়াপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আপনাকে কন্যা দান করিয়া সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিবার ইহাঁর, সম্পূর্ণ ইচ্ছা দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, আমরা বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলেই চণ্ডমহাসেনের অহঙ্কারিতার সম্যক্ প্রতীকার করা হইবে, এবং আমাদিগেরও পুরুষকারশূন্যতা-নিবন্ধন লাঘবের সম্ভাবনা থাকিবে না। জানিলাম বাসবদত্তার ভদ্রবতী নাম্নী একটী করেণুকা আছে। নড়াগিরি নামক মহাগজ ভিন্ন কোন হস্তী বেগে ভদ্রবতীর সমান নহে। নড়াগিরি ভদ্রবতী অপেক্ষা সমধিক বেগশালী হইলেও তাহার সহিত কদাপি যুদ্ধ করিবে না। ভদ্রবতীর আষাঢ়ক নামে যে এক নিয়ন্তা আছে, আমি প্রচুর অর্থ দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছি। আপনি বাসবদত্তার সহিত সেই হস্তিনীপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক রজনীযোগে প্রস্থান করিবেন। গমনের পূর্ব্বে অত্রত্য মহামন্ত্রীকে সুরাপান দ্বারা অচেতন করিয়া রাখিবেন। সম্প্রতি আমি আপনার পথরক্ষার্থ অগ্রে বন্ধু পুলিন্দরাজের নিকট গমন করি।" এই বলিয়া যোগন্ধরায়ণ অগ্রে প্রস্থান করিলেন। বৎসরাজ মন্ত্রীর সেই উপদেশমতে কার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর বাসবদত্তা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা ক্ষণকাল তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপের পর যোগন্ধরায়ণোক্ত সমস্ত কথা বাসবদত্তার গোচর করিলেন। বাসব-

মন্ত্রীও সমস্ত শ্রবণ করিয়া গমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং হস্তিপককে ডাকাইয়া তাহাকে সম্মত করিলেন। তৎপরে দেবপূজার ছলে মন্ত্রিবর মহামাত্রকে সুরাপান করাইয়া অচেতন করিলেন। অনন্তর আষাঢ়ক মেঘাচ্ছন্ন রজনীমুখে ভদ্রবতী করিণীকে সাজাইয়া আনিলে, সজ্জিতা করিণী শব্দ করিল। হস্তিশব্দাভিজ্ঞ মহামাত্র সেই শব্দ শ্রবণমাত্র তাহার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া মদস্খলিত বচনে কহিলেন, 'ওহে হস্তিপকগণ। তোমরা সাবধান হও, ভদ্রবতী আজ ত্রিষষ্টি যোজন পথ গমন করিবে।" আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁহার এই বাক্যে কেহই কর্ণপাত করিল না।

অনন্তর বৎসরাজ স্বীয়বীণা ও খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক যোগন্ধরায়ণের নিকট প্রাপ্ত যোগবলে মুক্তবন্ধন হইয়া বসন্তকের সহিত সেই হস্তিনী পৃষ্ঠে অগ্রে আরোহণ করিলেন, পশ্চাৎ বাসবদত্তা আপন বিশ্বস্ত সখী কাঞ্চনমালার সহিত তৎপৃষ্ঠে আরোহন করিলে, বৎসরাজ সেই অন্ধকারময় রজনী-যোগে উজ্জয়িনী হইতে যাত্রা করিয়া নগরের প্রাচীরভেদ করিলেন। বীরবাহু এবং তালভট নামক যে দুই রাজপুত্র সেই স্থান রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তিনি স্বহস্তে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। তদনন্তর আষাঢ়ক অঙ্কুশ ধারণ করিলে বৎসরাজ হৃষ্টচিত্তে প্রিয়ার সহিত বেগে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পুররক্ষীগণ প্রাকারবর্ত্তিক কুমারদ্বয়কে নিহত দেখিয়া ক্ষুভিতান্তঃকরণে সেই রাত্রেই উক্ত সংবাদ নরপতির কর্ণগোচর করিল। নরপতি চণ্ডমহাসেন অনুসন্ধান দ্বারা ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, বৎসরাজ বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। এই ব্যাপার ঘটনায় নগরমধ্যে মহান কোলাহল উপস্থিত হইল। পালক নামক রাজপুত্র হস্তিরাজ নড়াগিরির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সত্বর বৎসরাজের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বৎসেশ্বরও রাজপুত্রকে পথে আসিতে দেখিয়া বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং নড়াগিরিও ভদ্রবতীকে দেখিয়া প্রহারে বিরত হইল। এই সময় পালকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপালক আসিয়া পিতার অনুরোধ জানাইলে, পালক যুদ্ধে বিরত হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর বৎসরাজ নিষ্কণ্টকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ্ করিয়া ক্রমশঃ মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। করিণী ত্রিষষ্টিযোজন পথ যাইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অতিমাত্র তপ্ত হইয়া অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হইল। এতদ্দর্শনে রাজা সপরিবারে তদীয় পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলে, ভদ্রবতী সেই উষ্ণাবস্থায় যেমন পরিতোষপূর্ব্বক জলপান করিল, অমনি পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সহসা ভদ্রবতীর মৃত্যু দর্শনে রাজা ও বাসবদত্তা বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এই আকাশবাণী রাজার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিল, "মহারাজ! আমি মায়াবতী নাম্নী বিদ্যাধরবধূ, শাপ ভ্রষ্ট হইয়া এতকাল হস্তিনী হইয়াছিলাম; আজ আমি আপনার উপকার করিলাম, এবং অতঃপর আপনার ভাবী পুত্রেরও উপকার করিতে ত্রুটি করিব না। মহারাজের ভাবী পত্নী এই বাসবদত্তা মানুষী নহেন, ইনি দেবতা, কোন কারণবশতঃ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

বৎসরাজ এই দৈববাণী শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, সুহৃদ্বর পুলিন্দরাজকে নিজ আগমন সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে বসন্তককে পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর স্বয়ং বাসবদত্তার সহিত মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে গমন করত পথমধ্যে দস্যুগণের সম্মুখে পড়িয়া বাসবদত্তার সমক্ষে বাণদ্বারা এক শত পাঁচ জনের প্রাণ-সংহার করিলেন। এই সময় পুলিন্দরাজ, এবং যোগন্ধরায়ণ, বসন্তক পথ প্রদর্শন করিলে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। পুলিন্দরাজ বৎসরাজকে প্রণাম করিয়া আপন পল্লীতে লইয়া গেলেন। আরণ্য কুশদ্বারা বাসবদত্তার চরণতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। বৎসরাজ বাসবদত্তার সহিত ভিল্লরাজভবনে বিশ্রামার্থ সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যোগন্ধরায়ণ সেনাপতি রুমণ্বান্‌কে দূত দ্বারা সংবাদ দিয়াছিলেন, এজন্য সেই দিন প্রাতঃকালে সেনাপতি রুমণ্বান্ রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ দিগন্তব্যাপিনী বৎসরাজের সমস্ত সৈন্য আসিয়া বিন্ধ্যাটবী ব্যাপিত করিল, এবং সেই সৈন্যসাগরের উৎপীড়নে বিন্ধ্যাটবী তোলপাড় হইতে লাগিল।

বৎসরাজ, বিন্ধ্যকানন মধ্যে আপন স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করিয়া উজ্জয়িনীর সংবাদ জানিবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যোগন্ধরায়ণের প্রিয়সুহৃৎ কোন বণিক্ উজ্জয়িনী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কহিল, "আমাদের রাজা চণ্ডমহাসেন আপনার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার নিকট যে এক জন প্রতিহারী প্রেরণ করিয়াছেন, সে পশ্চাৎ আসিতেছে। আমি অগ্রেই প্রচ্ছন্নভাবে আপনাকে সম্বাদ জানাইতে আসিলাম। ইহা শুনিয়া বৎসরাজ হৃষ্ট হইয়া উক্ত সংবাদ বাসবদত্তাকে বলিলে, তৎশ্রবণে বাসবদত্তাও পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ সমস্ত বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া আস্নায়, এবং পরিণয় কার্য্যে ত্বরা থাকায়, বাসবদত্তা কিয়ৎপরিমাণে সলজ্জ এবং উৎকণ্ঠিত ছিলেন, একারণ আত্মবিনোদনের জন্য নিকটস্থ বসন্তককে একটী কথা বলিতে আদেশ করিলেন। বসন্তক তথাস্ত বলিয়া ভর্তৃ অনুরাগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই মনোহর কথা আরম্ভ করিলেন।

তাম্রলিপ্ত নগরে বসুদত্তনামে এক ধনাঢ্য বণিক্ বাস করিত। সে পুত্রকামনায় বহু ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক, যাহাতে তাহার একটী পুত্র সন্তান হয়, তাহার অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করিলে, বিপ্রগণ কহিলেন, "বসুদত্ত! তুমি যে জন্য অনুরোধ করিতেছ, তাহা দুষ্কর কর্ম্ম নহে; ব্রাহ্মণেরা শ্রুতিবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্তই সাধন করিতে পারেন। পূর্ব্বকালে এক রাজার এক শত পাঁচটী বন্ধ্যা মহিষী ছিল। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা জন্তু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়া সকল মহিষীর চক্ষে নবেন্দু সদৃশ আনন্দদায়ক হইল। একদা জানু প্রচলনযোগ্য হইয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে করিতে বালকের উরুদেশে এক পিপীলিকা দংশন করায় সে চীৎকার করিয়া উঠিলে, অন্তঃপুর মধ্যে মহান্ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। রাজাও 'পুত্র পুত্র" করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বালকের জ্বালা শান্ত হইলে সে পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই ঘটনায় রাজা এক পুত্র হওয়ার নানা দোষ সপ্রমাণ করত, ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া যাহাতে বহু পুত্র হয়,

তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, 'রাজন্! এক উপায় আছে, আপনি যদি আপনার এই পুত্রকে নষ্ট করিয়া তদীয় মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আপনার যাবতীয় রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া এক এক পুত্র প্রসব করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রকে বিনাশ পূর্ব্বক তদীয় মাংস অগ্নিতে আহুতি দিলেন। রাজমহিষীগণ সেই গন্ধ আঘ্রাণমাত্র গর্ভধারণ করিয়া সকলেই এক এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। অতএব আমরাও হোমদ্বারা তোমার সন্তানলাভ বিষয়ক মনোরথ সিদ্ধ করিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণদিগের এই আদেশে বসুদত্ত হোমের সমস্ত আয়োজন করিলে দ্বিজগণ হোমকার্য্য সমাধা করিলেন। কিছুদিন পরেই বসুদত্তের এক পুত্র হইয়া গুহসেন নাম ধারণ করিল। গুহসেন শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বসুদত্ত একটী সুযোগ্য সুষার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কুত্রাপি মনোমত সুষা পাইল না। কিছু দিন পরে সুষা অন্বেষণার্থ গুহসেনের সহিত বাণিজ্য ছলে দ্বীপান্তর গমন করিল। তথায় ধর্ম্মগুপ্ত নামক বণিক শ্রেষ্ঠের দেবস্মিতা নাম্নী সর্ব্বগুণভূষিতা যে একটী কন্যা ছিল, বসুদত্ত গুহসেনের জন্য সেই কন্যা প্রার্থনা করিল। কিন্তু কন্যাবৎসল ধর্ম্মদত্ত, তাম্রলিপ্তনগরী বহুদূর বলিয়া কন্যা দিতে অস্বীকার করিলে, দেবস্মিতা গুহসেনের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পিতা মাতা ও আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সহিত পলায়ন করিতে কৃতনিশ্চয় হইল, এবং বিশ্বস্ত সখী দ্বারা গুহসেনকে সংকেত করিয়া রাখিল। রজনীযোগে পিতা মাতার অগোচরে গুহসেন এবং বসুদত্তের সহিত দ্বীপ হইতে পলায়ন করিল। কয়েক দিনের মধ্যে তাম্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হইয়া বসুদত্ত উভয়ের সম্মতিক্রমে পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিল। অনন্তর বরবধূ পরস্পর প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া নিরন্তর সুখসম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিল।

দৈবাৎ বসুদত্তের পরলোক হইলে বন্ধুবর্গ গুহসেনকে বাণিজ্যার্থ কটাহ-দ্বীপে পাঠাইবার বাসনা করিল। কিন্তু পতিপ্রাণা দেবস্মিতা ঈর্ষাকষায়িত-

চিত্তে অন্য স্ত্রী সংসর্গের আশঙ্কায়, পতিকে বিদেশে পাঠাইতে অস্বীকৃত হইল। গুহসেন বন্ধুগণের প্রেরণেচ্ছায় এবং দেবস্মিতার অনিচ্ছায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া "দেবী আমাকে এবিষয়ে সৎপরামর্শ দিউন" এই অভিপ্রায়ে উপবাস করিয়া দেবালয়ে হত্যা দিল। পতির সঙ্গে সঙ্গে দেবস্মিতাও উক্ত ব্রত ধারণ করিল। এইরূপে উভয়ে দেবতার দ্বারে হত্যা দিলে, দেবাদিদেব স্বপ্নে তাহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া পরস্পরকে এক একটী রক্তপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা উভয়েই এক একটী পদ্ম হস্তে ধারণ কর। ইহাতে এই হইবেক যে পরস্পর বিযুক্ত হইলে, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ দুঃশীল হও তবে অন্যের হস্তস্থ কমল ম্লান হইয়া যাইবে। সেই ম্লানিমা দর্শনে অন্যের দুঃশীলতা বুঝিয়া লইবে।" এই বলিয়া মহাদেব তিরোহিত হইলে, বণিক দম্পতী প্রবুদ্ধ হইয়া আপন আপন হস্তে এক একটী রক্তপদ্ম দেখিয়া বিস্মিত হইল। তদনন্তর অভীষ্ট সিদ্ধিজন্য আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উভয়ে গৃহে চলিয়া আসিল। পরে শুভদিন দেখিয়া গুহসেন বিদেশ যাত্রা করিল। দেবস্মিতা গৃহে থাকিয়া শিবদত্ত কমলের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টিপাত করত কালযাপন করিতে লাগিল। গুহসেন নির্ব্বিঘ্নে কটাহদ্বীপে পৌঁছিয়া ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিল। কটাহদ্বীপবাসী গুহসেনের মিত্র চতুষ্টয় তদীয় হস্তস্থ পদ্মটীকে সর্ব্বদাই অম্লান দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং তদীয় গূঢ় বৃত্তান্ত জানিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়া গুহসেনকে একদা সুরাপান করাইয়া দিল। যখন দেখিল বেশ মত্ত হইয়াছে, তখন পদ্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, গুহসেন মদের ঘোরে সমস্ত রহস্য বলিয়া ফেলিল। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুষ্টাশয় বণিক পুত্র চতুষ্টয় এই পরামর্শ করিল যে, "গুহসেন যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে সত্বর গৃহে যাইবে, এরূপ বোধ হয় না; অতএব চল আমরা অলক্ষিত ভাবে তাম্রলিপ্ত নগরে গমন করি, এবং গুহসেনপত্নীর চরিত্রে দোষোৎপাদনে সচেষ্ট হই।" এইরূপ পরামর্শের পর সকলে তাম্রলিপ্ত নগরে গমন করিয়া একটী বাসস্থান গ্রহণ করিল, এবং অভীষ্ট সিদ্ধির নানাবিধ উপায় চিন্তা করত পরিশেষে যোগ-

করণ্ডিকা নাম্নী এক পরিব্রাজিকার শরণাগত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিল, "পরিব্রাজিকে! আমাদের একটী মনোরথ আছে, যদি আপনি তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারেন, তবে আমরা বহু অর্থ পুরস্কার দিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করি।" শ্রবণ মাত্র, পরিব্রাজিকা কহিল, "বোধ হয় তোমরা এই নগরীয় কোন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিতেছ, তা আমি, সে কার্য্য সাধনে বিলক্ষণ পটু; আমার অর্থের লোভ নাই। সিদ্ধিকরী নামে আমার যে এক শিষ্যা আছে, সে অতিশয় বুদ্ধিমতী; আমি তাহার কল্যাণে অসংখ্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া বৈদেশিকগণ জিজ্ঞাসা করিল, "শিষ্যার প্রসাদে কিরূপে অর্থলাভ করিয়াছেন?" পরিব্রাজিকা কহিল, যদি তোমাদের শুনিতে ইচ্ছা থাকে তবে শুন," এই বলিয়া আরম্ভ করিল।———

কিছুদিন হইল, উত্তরাপথ হইতে এক বণিক এই দ্বীপে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। সিদ্ধিকরী তাহার দাসীত্ব স্বীকার করিয়া ক্রমে অতিশয় বিশ্বাস ভাজন হইয়া উঠিল। একদা সে রাত্রিযোগে বণিকের যাবতীয় সুবর্ণ সম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক নগর হইতে পলায়ন করিলে, একজন ডোম সিদ্ধিকরীর এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাহাঁকে বঞ্চনা দ্বারা অপহৃত অর্থজাত গ্রহণ করিবার মানসে তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল। সিদ্ধিকরী কতকদূর যাইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উক্ত ডোমকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া দৈন্যভাবে কহিল "মহাশয়! আমি স্বামীর সহিত কলহে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিবার মানস করিয়াছি। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া একগাছি ফাঁশি তৈয়ার করিয়া দেন, তবে বিশেষ উপকৃত হই।" নির্ব্বোধ ডোম সিদ্ধিকরীর এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভাবিল "যদি এই স্ত্রী উদ্বন্ধন দ্বারা মরে, তবে আমাকে আর স্ত্রীহত্যার পাতকী হইতে হয় না, অথচ অবাধে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।" এই স্থির করিয়া ডোম একটী ফাঁশি করিয়া সেই বৃক্ষে ঝুলাইয়া দিল। তদনন্তর সিদ্ধিকরী মুগ্ধভাবে কহিল "মহাশয়! যদি এতদূর দয়া প্রদর্শন করিলেন,

তবে কিরূপে উদ্বন্ধন করিতে হয়, অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হই।" মূর্খ ডোম তাহাতেও সম্মত হইল, এবং তাহার নিকট যে একটী মৃদঙ্গ ছিল, সেই মৃদঙ্গের উপর উঠিয়া, "এইরূপে উদ্বন্ধন করিতে হয়," বলিয়া যেমন আপন গলে ফাঁসি লাগাইয়া দিল, অমনি দুষ্টা সিদ্ধিকরী এক পদাঘাতে সেই মৃদঙ্গটী ভাঙ্গিয়া দিল, অমনি হতভাগ্য ডোম ঝুলিয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এই সময় বণিক্ আপন সর্ব্বনাশ টের পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইল, এবং দূর হইতে সর্ব্বনাশী সিদ্ধিকরীকে সেই বটবৃক্ষমূলে অবলোকন করিল। সিদ্ধিকরীও দূর হইতে বণিক্‌কে আসিতে দেখিয়া অলক্ষিতভাবে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল, এবং পত্রসমূহ দ্বারা সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া লুকাইয়া রহিল। বণিক ভৃত্যগণ সহ বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া কেবলমাত্র উদ্বন্ধন দ্বারা মৃত ডোমকে দেখিল, সিদ্ধিকরীকে দেখিতে পাইল না। "পাপীয়সী এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে," এই বলিয়া বণিকের একজন সাহসী ভৃত্য তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল। ধূর্ত্তা সিদ্ধিকরী ভৃত্যকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "সুন্দর! আপনার প্রতি বরাবর আমার অনুরাগ আছে, যখন এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন, তখন একবার আমার অভীষ্টসিদ্ধি করুন, আমি এই সমস্ত ধন আপনাকেই সমর্পণ করিব।" এই বলিয়া দুষ্টা সিদ্ধিকরী ভৃত্যকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদীয় মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন দন্তদ্বারা তদীয় জিহ্বা কাটিয়া লইল, অমনি ভৃত্য শোণিতমুখে "ললল্ল" এই শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গেল। এই ব্যাপার দর্শনে বণিক্ ভৃত্যকে ভূতগ্রস্ত মনে করিয়া ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইল, এবং সেই মুমূর্ষু ভৃত্যকে লইয়া সত্বর গৃহপ্রস্থান করিল। অনন্তর সিদ্ধিকরী আস্তে আস্তে বৃক্ষাগ্র হইতে অবরোহণপূর্ব্বক সমস্ত ধন সঙ্গে লইয়া অবাধে গৃহে আসিল। এইরূপে বহুধন প্রাপ্ত হইয়াছি। সিদ্ধিকরী যে কতদূর কাজের লোক, তোমরা ইহাদ্বারাই তাহা বুঝিয়া লও।"

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিনী বিরত হইলে ক্ষণকাল পরে সিদ্ধিকরী তথায়

উপস্থিত হইল। পরিব্রাজিকা বণিক্‌পুত্রদিগকে সিদ্ধিকরীর পরিচয় দিয়া কহিল "বৎস! তোমাদের অভিসন্ধি ব্যক্ত কর, কোন্ কুলকামিনীকে ইচ্ছা কর বল, সত্বর তাহাকে আনিয়া তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ করিতেছি।"

কটাহদ্বীপবাসী বণিককুমারগণ প্রব্রাজিকার এইরূপ প্রগল্‌ভ বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নগরবাসী গুহসেনের পত্নী দেবস্মিতাকে প্রার্থনা করিল। পরিব্রাজিকা "তথাস্তু" বলিয়া, বণিক্‌পুত্রদিগের বাসের জন্য আপন গৃহ ছাড়িয়া দিল। তদনন্তর নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রদানদ্বারা গুহসেনের বাটীস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিয়া সিদ্ধিকরীর সহিত তদীয় ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবস্মিতার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহদ্বারে শৃঙ্খল-বদ্ধ যে এক কুক্কুরী ছিল সে তাহাদিগকে রুদ্ধ করিল। দ্বারদেশে প্রব্রাজি-কাকে লক্ষ্য করিয়া দেবস্মিতা দাসী প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেল। পরিব্রাজিকা আশীর্ব্বাদ দ্বারা সাধ্বী দেবস্মিতার সম্বর্দ্ধনা করিয়া অশেষবিধ সমাদর পুরঃসর কহিল "বৎসে! সর্ব্বদাই তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে না। গত রাত্রিতে স্বপ্নে তোমাকে দেখিয়া চিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল; এজন্য আজ তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। বৎসে তোমাকে স্বামিবিরহিত দেখিয়া আমার অন্তরে বড়ই কষ্টবোধ হইতেছে। যে স্ত্রীর রূপযৌবন ভর্ত্তার উপভোগে বঞ্চিত হয়, তাহার রূপ-যৌবন সমস্তই বৃথা।" ইত্যাদি নানা বাক্যে সাধ্বী দেবস্মিতাকে সমুত্তেজিত ও আশ্বস্ত করিয়া গৃহে চলিয়া আসিল। দ্বিতীয় দিবস পুনর্ব্বার গুহসেনের গৃহে আসিয়া মরিচসম্বলিত মাংসখণ্ড সেই কুক্কুরীকে খাইতে দিয়া তদীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইল। কুক্কুরী অত্যন্ত ঝাল সেই মাংসখণ্ড খাইয়া নাসিকা এবং চক্ষুর্দ্বারা অনবরত বারিমোচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় শঠ পরিব্রাজিকা দেবস্মিতার নিকট যাইয়া সহসা রোদন করিতে আরম্ভ করিল। দেবস্মিতা রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলে ধূর্ত্তা অতিকষ্টে বলিল "বৎসে! ঐ যে কুক্কুরী তোমার দ্বারে বদ্ধ আছে, ও পূর্ব্বজন্মে আমার সতিনী ছিল, আজ আমাকে দেখিয়াই পূর্ব্বজন্ম স্মরণপূর্ব্বক রোদন করিতেছে। যদি প্রত্যয় না

হয়, বাহিরে যাইবা দেখিয়া আইস। আর দেখ, কুক্কুরীর ক্রন্দন দেখিয়া আমার নেত্রও অজস্র বারিবর্ষণ করিতেছে।" তাহা শুনিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক কুক্কুরীর নেত্রে অশ্রুধারা দেখিয়া সরলা দেবস্মিতা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। অনন্তর পবিব্রাজিকা কহিল, "পুত্রি! পূর্ব্বজন্মে এই শুনী এবং আমরা উভয়ে কোন ব্রাহ্মণের দুই ভার্য্যা ছিলাম। পতি রাজকার্য্যোপলক্ষে আমাদিগকে গৃহে রাখিয়া প্রায়ই দূরদেশে গমন করিতেন। সেই সময় আমি স্বেচ্ছানুসারে পুরুষান্তরে রত হইয়া প্রাণী এবং ইন্দ্রিয়গণকে বিবিধ উপভোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতাম। বৎসে। ধর্ম্ম আর কিছুই নহে। প্রাণী, এবং ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করাই পরম ধর্ম্ম। সেই হেতু আমি ইহজন্মে জাতি-স্মর হইয়াছি। আর এই শুনী পতির প্রবাসাবস্থায় অজ্ঞানতাবশতঃ প্রোষিত ভর্ত্তৃকার আচার কিছুমাত্র অতিক্রম করে নাই, এজন্য এ কুক্কুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং আজ আমাকে দেখিয়া আপন জাতি স্মরণ করিয়া রোদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" তৎশ্রবণে সুবুদ্ধি দেবস্মিতা পরিব্রাজিকার ধূর্ত্ততা অনুমান করিয়া কহিল, "ভগবতি। আমি এরূপ ধর্ম্ম অবগত ছিলাম না, আজ আপনার নিকট অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। অতএব আপনি কোন একটী সুপুরুষকে আনিয়া দিউন, আমি তাহাকে ভজনা করিব।"

পরিব্রাজিকা দেবস্মিতাকে সম্মত দেখিয়া পুলকিতচিত্তে কহিল, "দ্বীপান্তর হইতে চারিটী বণিক্‌পুত্র আসিয়া আমার বাটীতে আছে, আমি তাহাদিগকে তোমার নিকটে আনিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" এই বলিয়া পরিব্রাজিকা গৃহে চলিয়া গেল। অনন্তর দেবস্মিতা আপন দাসীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল সখি। এই ব্যাপারে বেশ অনুমান হইতেছে যে কটাহদ্বীপস্থ প্রাণনাথের হস্তে অম্লানপদ্ম দর্শনে বিস্মিত হইয়া কতিপয় বণিক্‌সুত কৌশলে পদ্মের অম্লানতার কারণ অবগত হইয়াছে, এবং তথা হইতে এখানে আসিয়া ধূর্ত্তেরা আমার ধ্বংসের জন্য এই কুট্টনীকে নিযুক্ত করিয়াছে। ধূর্ত্ততার উপর ধূর্ত্ততা ব্যতিরেকে প্রতীকারান্তর দেখিতেছি না। অতএব তুমি

সত্বর যাইবা ধুস্তূরসংযুক্ত সুরা আনিয়া রাখ, এবং একটী কুকুরী পাদমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া রাখ।” ভর্ত্তৃদারিকার এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র চেটীগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পরিব্রাজিকা সিদ্ধিকরীব পরিচ্ছদে এক বণিক্‌কুমারকে দেবস্মিতার গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে কোন চেটী দেবস্মিতাব বেশ ধারণপূর্ব্বক পরমসমাদরে সেই বণিক্‌পুত্রকে ধুস্তূরমিশ্রিত সুরাপান করাইল। বণিক্‌পুত্র সুরাপান করিয়া ক্রমশঃ জ্ঞানশূন্য হইলে, চেটীগণ তাহাকে বিবস্ত্র করিল, এবং তদীয় ললাটদেশে সেই কুকুরের পায়ের ছাপ দিয়া একটা পচা খানায় ফেলিয়া আসিল। বণিকপুত্র রাত্রি অবসানে চৈতন্য লাভ করিয়া আপনাকে খাতনিমগ্ন দর্শনে অনুতাপ করিতে করিতে তথা হইতে উত্থিত হইল; এবং স্নান করিয়া নগ্নশরীরে পরিব্রাজিকার গৃহে প্রবেশ করিল। “সকলেই আমার মত হউক” এই স্থির করিয়া এই মাত্র কহিল যে, পথে চোরেরা তাহার কাপড় কাড়িয়া লইয়াছে। অতিজাগরণ এবং অতিপান জন্য অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে এই ভাণ করিয়া অঙ্কিত মস্তকে বস্ত্রবেষ্টন করিয়া রাখিল। দ্বিতীয় দিবস সায়ংকালে দ্বিতীয় বণিকসুত দেবস্মিতাব গৃহে গমনপূর্ব্বক ঐরূপ নাকাল হইয়া প্রাতঃকালে উলঙ্গভাবে বন্ধুগণ সমীপে উপস্থিত হইল, এবং এক তস্করে তাহারও সর্ব্বস্বহরণ করিয়াছে, বলিয়া রহস্য গোপন করিল। আর শিরঃশূল ব্যপদেশে সেও ললাটদেশ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিল। ক্রমে দুইটী যুবাও পূর্ব্বরূপ নাকাল হইয়া আসিল। চারি জনের কেহই রহস্যভেদ না করিয়া সকলেই অর্থনাশ ও মনস্তাপ প্রাপ্ত হইল। পাপীয়সী কুট্টিনীও আমাদের মত জব্দ হউক, বণিকপুত্রেরা এই অভিপ্রায়ে তাহার নিকটেও কিছু প্রকাশ না করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

একদা পরিব্রাজিকা, অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছে, এই জ্ঞানে পরমাহ্লাদিতা হইয়া শিষ্যাসমভিব্যাহারে দেবস্মিতার গৃহে গমন করিল। দেবস্মিতা দুষ্টাশয়া পরিব্রাজিকাকে সমাগত দেখিয়া অন্তরে জ্বলিয়া গেল, কিন্তু বাহিরে

আদরপূর্ব্বক বসাইয়া পরমসমাদরে ধুস্তূরসংযুক্ত সেই মদ্য উভয়কেই পান করাইয়া নাসাকর্ণচ্ছেদনপূর্ব্বক অশুচি পঙ্কে ফেলাইয়া দিতে আদেশ করিল। অনন্তর বিদেশস্থ পতির অনিষ্টশঙ্কা করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইল, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত আপন শ্বশ্রূর নিকট প্রকাশ করিল। গুহসেনের মাতা তৎশ্রবণে কহিল "পুত্রি! বেশ করিয়াছ, কিন্তু বণিক্‌পুত্রগণ পাছে বিদেশস্থ গুহসেনের কিছু অনিষ্ট করে এই ভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি।"

দেবস্মিতা কহিল, 'মাতঃ। পূর্ব্বকালে পতিব্রতা শক্তিমতী আপন বুদ্ধিবলে যেমন নিজ ভর্ত্তাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও আমার পতিকে রক্ষা করিব, আপনি ব্যাকুল হইবেন না।" এই বলিয়া শ্বশ্রূকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিল "জননি। আমাদের দেশে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভাবসম্পন্ন মণিভদ্র নামে এক মহাযক্ষ আছেন। তত্রত্য যাবতীয় লোক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রায়ই সেই যক্ষ দেবালয়ে হত্যা দেয় এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া গৃহে গমন করে। আর যে পুরুষ পরস্ত্রীর সহিত রাত্রিতে ধৃত হয়, রাজার আদেশে তাহাদিগকে সে রাত্রি সেই যক্ষ দেবের মন্দিরে রুদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং পর দিবস প্রভাতে তাহাকে রাজ দরবারে আনয়নপূর্ব্বক বিচার হয়। এক দিবস নগররক্ষক, সমুদ্রদত্ত নামে এক বণিক্‌কে, কোন পরস্ত্রীতে আসক্ত দেখিয়া, উভয়কেই ধরিয়া আনিল, এবং সেই যক্ষদেবের অন্তর্গৃহে সে রাত্রি রুদ্ধ করিয়া রাখিল।

এই ব্যাপার তখনি সমুদ্রদত্তের পতিপরায়ণা পত্নী শক্তিমতীর কর্ণগোচর হইলে, সে পতির উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইল; এবং উদ্ধারের উপায়স্বরূপ দেবতার পূজাগ্রহণপূর্ব্বক দাসীসমভিব্যাহারে তদ্দণ্ডে যক্ষায়তনে গমন করিল। পূজক দক্ষিণার লোভে নগররক্ষককে বলিয়া শক্তিমতীকে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। শক্তিমতী গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া পতিকে পরস্ত্রীর সহিত সলজ্জ-ভাবে অবস্থিত দেখিল। অনন্তর বুদ্ধিকৌশলে ধৃতাস্ত্রীকে স্বকীয় পরিচ্ছদ পরাইয়া দাসীসহ বাহিরে যাইতে বলিলে, সে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল। এদিকে শক্তিমতী স্বামীর সহিত সেই দেবালয়ে রুদ্ধ রহিল। প্রভাত-

মাত্র রাজপুরুষেরা দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক সহধর্ম্মিণীর সহিত বণিক সমুদ্রদত্তকে দেখিয়া প্রমাদ গণনা করিল, এবং রাজসমক্ষে দণ্ডিত হইল। বণিক্ সস্ত্রীক মুক্তিলাভ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। মাতঃ! এইরূপে শক্তিমতী নিজ বুদ্ধিবলে পতিকে রক্ষা করিয়াছিল। আমিও কটাহদ্বীপে গমন করিয়া আপন বুদ্ধিবলে পতিকে রক্ষা করিব।"

শ্বশ্রূদেবীকে এই কথা বলিয়া দেবস্মিতা বণিকের বেশ ধারণ করিল, এবং দাসীগণসহ নৌকারোহণপূর্ব্বক বাণিজ্যচ্ছলে যাত্রা করিয়া কটাহদ্বীপে উপস্থিত হইল। ক্রমে অনুসন্ধান দ্বারা, গুহসেনের বাসায় উপস্থিত হইয়া বণিক্মণ্ডলীমধ্যে তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল। গুহসেনও পুরুষবেশধারিণী প্রিয়তমাকে দূর হইতে অবলোকন করিয়া ভাবিল, "এই যে বণিকটী দেখিতেছি, ইহার আকৃতি অবিকল প্রিয়ার ন্যায়। হইতেও পারে ঈশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে কিছুই অসম্ভব নহে।" ইত্যবসরে দেবস্মিতা রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল "আমার যে একটী নিবেদন আছে, মহারাজ পৌরবর্গকে একত্র করিলে, তাহা ব্যক্ত করিব।" এতৎশ্রবণে রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরবাসিদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, "তোমার কি বক্তব্য আছে বল।" দেবস্মিতা কহিল "মহারাজ! এই প্রজাবর্গের মধ্যে আমার চারিটী ভৃত্য আছে, আমি তাহাদিগকে প্রার্থনা করি।" রাজা কহিলেন, "সমস্ত পুরবাসী একত্র হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে যে চারিটী তোমার ভৃত্য তাহা আমরা জানিনা, তুমি বাছিয়া লও।" রাজার এই আদেশে দেবস্মিতা সেই চারিজন বণিক্পুত্রকে বাহির করিয়া কহিল, "মহারাজ। এই চারিটী আমার ভৃত্য। এক্ষণে মহারাজের আদেশ হইলে ইহাদিগকে লইয়া যাই।" ইহা শুনিয়া পুরবাসিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল "ইহারা যে তোমার ভৃত্য তাহার প্রমাণ কি?"

দেবস্মিতা কহিল, ইহারা আমার ছাপ মারা ভৃত্য, হয় না হয় উহাদের ললাটদেশ দেখুন; কুকুরের পায়ের থাবা উহাদের কপালে অঙ্কিত আছে।" ইহা শুনিয়া তাহাদের শীর্ষপট্ট উন্মোচনপূর্ব্বক ললাটদেশে সারমেয়পদচিহ্ন দর্শন

করিয়া যাবতীয় বণিক্ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। রাজাও বিস্মিত হইয়া ইহার তথ্য জানিতে উৎসুক হইলে দেবস্মিতা সেই রাজসভায়, সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিল। লোকের হাস্যধ্বনিতে সভামণ্ডল পরিপূর্ণ হইলে রাজা কহিলেন "হাঁ ইহারা সত্যই তোমার দাস।" তখন পুরবাসিগণ তাহাদের দাসত্বমোচনের মূল্যস্বরূপ ভূরি সম্পত্তি সাধ্বী দেবস্মিতাকে প্রদান করিল এবং তাহার পাতিব্রত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব ভবনে গমন করিল। অনন্তর দেবস্মিতা সেই প্রসাদলব্ধ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক আপন পতিকে লইয়া তাম্রলিপ্ত নগরী প্রস্থান করিল, এবং পতিবিয়োগশূন্য হইয়া চিরকাল পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

অতএব হে দেবি! পতিব্রতা স্ত্রীরা পতিকে পরমদেবতা জ্ঞান করিয়া নিয়ত তাহারই উপাসনায় নিরত থাকে। তাহাদের উদার এবং বিশুদ্ধ চরিত্রে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না।

বাসবদত্তা বসন্তকমুখে এই অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং লজ্জা ও পিতৃভবন-পরিত্যাগমূলক ক্লেশ পরিহারপূর্ব্বক ভাবী ভর্ত্তা বৎসরাজের সেবায় নিরত হইলেন।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

এইরূপে বৎসরাজ বিন্ধ্যাটবীমধ্যে সসৈন্যে অবস্থিতি করিলে, চণ্ডমহাসেনের প্রতীহার, তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ। রাজা চণ্ডমহাসেন আমাকে মহারাজের নিকট পাঠাইয়া এই কথা নিবেদন করিয়াছেন যথা—

"আপনি যে বাসবদত্তাকে হরণ করিয়াছেন, তাহা যুক্তই হইয়াছে, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট নহি। বাসবদত্তাকে সম্প্রদান করিবার জন্যই আপনাকে সংযত করিয়া আনিয়াছিলাম। তদ্বিষয়ে আমার যে কার্কশ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আপনি আমার প্রতি অপ্রীত আছেন। এই হেতু

আমি স্বয়ং মহারাজকে কন্যা সম্প্রদান করিব না। এক্ষণে নিবেদন এই যে বাসবদত্তার পরিণয়কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হয়, অতএব কিছুকাল প্রতীক্ষা করুন। আমার পুত্র গোপালক সত্বর যাইয়া যথাশাস্ত্র বাসবদত্তার উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিবে।”

প্রতীহার রাজাকে এই সকল কথা নিবেদন করিয়া, বাসবদত্তার প্রতি চণ্ডমহাসেনের যাহা বলিবার আদেশ ছিল, তাহা বাসবদত্তার নিকট যাইয়া নিবেদন করিল। তদনন্তর বৎসরাজ হৃষ্টচিত্তা বাসবদত্তার সহিত কৌশাম্বী-গমনের মানস করিলেন। এবং প্রতীহার ও পুলিন্দরাজকে গোপাল আসিলে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পশ্চাৎ থাকিতে আদেশ করিয়া, পর দিবস প্রাতে বাসবদত্তার সহিত সসৈন্যে কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। দুই তিন দিবস যাত্রার পর রুমণ্বানের ভবনে উপস্থিত হইয়া এক রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিলেন। পর দিবস নিজ রাজধানী কৌশাম্বী প্রাপ্ত হইলেন। বহুকালের পর বৎসরাজকে সমাগত দেখিয়া প্রজাবর্গ আনন্দে পুলকিত হইল, নগরবাসি-গণ অশেষবিধ মঙ্গলাচরণে ব্যাপৃত হইল। বৎসরাজ ক্রমে রাজপথ হইতে প্রিয়-তমার সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজদর্শনে আগত অধীন নরপতি-গণ প্রণাম করিতে লাগিল। বন্দীরা স্তুতিপাঠে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে রাজভবন সরগরম হইয়া পড়িল। তাহার পর অল্পকালের মধ্যেই বাসবদত্তার সহোদর গোপালক, প্রতীহার এবং পুলিন্দ রাজের সহিত কৌশাম্বী নগরে উপস্থিত হইলে বৎসরাজ অগ্রসর হইয়া গোপালককে বাটীতে আনিলেন। বাসবদত্তা সহোদরের আগমনে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া পিতৃভবনের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। গোপালক পিতার আদেশবাক্য ভগিনীকে বলিলে তিনি উৎসাহে পরিপূর্ণা হইলেন। তদনন্তর গোপালক শুভদিনে যথাশাস্ত্র ভগিনীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বর এবং বধূ পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া কুসুম-বাণের লক্ষ্য হইলেন। গোপালক বৎসরাজকে ভূরি ভূরি বস্ত্র দান করিলে রাজা প্রিয়তমার সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরিণয়কার্য্য সম্পাদনের পর বৎস-রাজ, রাজপুত্র গোপালক এবং পুলিন্দরাজকে সমুচিত সম্মান দ্বারা সন্তুষ্ট করি

লেন। সমবেত রাজসমূহের সম্মানার্থ যোগন্ধরায়ণ এবং রুমণ্বান্‌কে নিযুক্ত করিলে,যোগন্ধরায়ণ,সেনাপতি রুমণ্বান্‌কে কহিলেন, মহারাজ আমাদের প্রতি যেরূপ কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন, তাহা অতি দুরূহ কার্য্য। লোকের চিত্তরঞ্জন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ রাজপুত্র গোপালক বালক, তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে। যদি অণুমাত্র ত্রুটি হয়, তবে অখ্যাতির সীমা থাকিবে না। এ বিষয়ে আমি একটী উদাহরণ জানি বলিতেছি শ্রবণ করুন।"

পূর্ব্বকালে রুদ্রশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণের দুই ভার্য্যা ছিল। একটী, পুত্র প্রসব করিয়াই কালকবলে পতিত হইলে, রুদ্রশর্ম্মা সেই শিশুর লালন পালনের ভার বালকের বিমাতার প্রতি সমর্পণ করিল। বালক কিঞ্চিৎ বড় হইলে বিমাতা তাহাকে নিত্যই রুক্ষ দ্রব্য ভোজন করিতে দিত। সেই জন্য বালক ক্রমে ধূসরাঙ্গ এবং পৃথূদর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রুদ্রশর্ম্মা পত্নীকে ডাকিয়া কহিল, তুমি কি কারণে এই মাতৃহীন শিশুকে উপেক্ষা কর? তাহাতে ব্রাহ্মণী এই উত্তর করিল, "নাথ! আমি স্নেহপূর্ব্বক বালকের লালন পালন করিতে অণুমাত্রও ত্রুটি করি নাই, বালকের আকারই এইরূপ, আমি কি করিব?" ব্রাহ্মণ পত্নীর সেই অলীক এবং মোহন বাক্য যথার্থ জ্ঞান করিয়া নিরস্ত হইল, এবং বালকই নষ্ট এই বিবেচনা করিয়া তাহার নাম বাল বিনষ্টক রাখিল। বালকের বয়ঃক্রম এখন পাঁচ বৎসরমাত্র, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বিংশতিবর্ষীয়ের তুল্য। বালবিনষ্টক একদা এই চিন্তা করিল যে, "বিমাতা আমার প্রতি যেমন অসদ্ব্যবহার করেন, তদুপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া আমার কর্ত্তব্য হইতেছে।" অনন্তর রুদ্রশর্ম্মা রাজবাটী হইতে যেমন গৃহে আসিল, বালক অমনি আধ আধ স্বরে কহিল, "বাবা আমার দুটী বাপ আছে।" বিনষ্টক দুই চারি দিন এইরূপ বলাতে ব্রাহ্মণ, পত্নীর চরিত্রদোষ আশঙ্কা করিয়া তদীয় সংসর্গ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণী পতির ভাবান্তর দেখিয়া চিন্তা করিল, "পতি বিনা দোষে অকস্মাৎ কেন আমার প্রতি কুপিত হইলেন। অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে। বোধ হয় শিশু বিনষ্টক

এই অনর্থের মূল।” এই স্থির করিয়া বিনষ্টককে আদরপূর্ব্বক তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিল, এবং উৎসঙ্গে বসাইয়া উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইতে খাওয়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, “বৎস। তুমি কি জন্য তোমার পিতাকে আমার উপর এত চটাইয়া দিয়াছ?” বালক কহিল, “যেমন তুমি আপন পুত্রকে যত্ন কর, আর আমাকে সর্ব্বদা ক্লেশ দাও, তেমনি তোমার শাস্তি হইতেছে। অতঃপর যদি আমার প্রতি অন্যথাচরণ কর, তবে আরও চটাইয়া দিব।” ইহা শুনিয়া বিমাতা শপথপূর্ব্বক কহিল, “পুত্র আমি আর কখন এমন কর্ম্ম করিব না, তুমি কর্ত্তাকে শান্ত কর।” বালক কহিল “আচ্ছা যখন পিতা রাজ-ভবন হইতে গৃহে আসিবেন, সেই সময় তোমার একজন দাসীকে আমার মুখের কাছে এক খানি আর্শি ধরিতে বলিবে, তাহা হইলেই আমি তাঁহাকে শান্ত করিয়া দিব।” এই স্থির থাকিলে, যখন রুদ্রশর্ম্মা গৃহে আসিল, অমনি এক দাসী এক খানি দর্পণ লইয়া তাহাকে দেখাইল। পঞ্চমবর্ষীয় বাল বিনষ্টক দর্পণ মধ্যে পিতার প্রতিবিম্ব দেখিয়া কহিল, “বাবা! এই আমার আর একটা বাবা দেখ।” রুদ্রশর্ম্মা পুত্রের এই বাক্যে পত্নীর প্রতি নিঃসন্দেহ ও প্রসন্ন হইল। এবং তাহার প্রতি অকারণ দোষারোপ করিয়াছে বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল।

হে কমণ্বন্। বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হইলে বালকও দোষ উৎপাদন করিতে পারে, অতএব এই বালককে সর্ব্বপ্রযত্নে অনুরঞ্জিত করিতে হইবে। এই বলিয়া উভয়ে, বৎসরাজ উদয়নের বিবাহমহোৎসবে সমবেত সমস্ত লোককে সমুচিত সম্মান করিলেন। বিশেষতঃ চণ্ডমহাসেনসুত গোপালকের অনুচর লোকদিগকে এরূপ যত্ন ও সম্মান করিলেন যে, সকলেই এই মনে করিল, তাঁহারা আমার যত্নেই একান্ত ব্রতী হইয়াছেন।

অনন্তর বৎসরাজ মন্ত্রিবর, সেনাপতি এবং বসন্তকের সন্তোষজনক কার্য্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া, বিশিষ্টরূপ পারিতোষিক প্রদানদ্বারা তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বিবাহান্তে বৎসরাজ প্রিয়তমা বাসবদত্তার সহিত অবিচ্ছেদে অশেষ-বিধ রঙ্গরসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের গুণগ্রামের

পরিচয়, পরস্পরের নিকট, উত্তরোত্তর যত প্রকাশ পাইতে লাগিল, উভয়ের প্রেমানুরাগ যেন ততই নবীভাব ধারণ করিতে লাগিল।

অনন্তর উজ্জয়িনী হইতে গোপালকের বিবাহসংবাদ আসিল। গোপালক বৎসরাজের নিকট বিদায় লইয়া উজ্জয়িনী প্রস্থান করিলেন। বৎসরাজ কিছুকাল বাসবদত্তার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া বিরচিতা নাম্নী অন্তঃপুরচারিকার প্রতি গুপ্তভাবে পুনরাসক্ত হইলেন। একদা দৈবাৎ রাজার গোত্র স্খলন হেতু বাসবদত্তা, বিরচিতার প্রতি রাজার অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া, অত্যন্ত মানবতী হইলেন। রাজা, বাসবদত্তার পাদস্পর্শপূর্ব্বক অশেষবিধ অনুনয় দ্বারা তাঁহার মান ভঞ্জন করিয়া, অভিনব সৌভাগ্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বাসবদত্তার ভ্রাতা গোপালক, স্বীয় ভুজবলে বন্ধুমতী নামে একটী রাজকন্যাকে উপার্জ্জন করিয়া ভগিনীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। বাসবদত্তা সেই কন্যাকে, রাজা না দেখিতে পান এই আশয়ে, মঞ্জুলিকা নাম দিয়া গুপ্তভাবে রাখিয়াছিলেন। এই কন্যাটীর রূপের কথা কি বলিব, ইহাকে লাবণ্যজলধি হইতে উদ্গত অপরা কমলা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একদা রাজা উদ্যানস্থ লতাগৃহে সহসা সেই কন্যাকে অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং বসন্তকের দ্বারা কন্যাকে সম্মত করিয়া গান্ধর্ব্ববিধানে বাসবদত্তার অগোচরে তাহাকে বিবাহ করিলেন। বাসবদত্তা এই ব্যাপার পূর্ব্বেই অবগত হইবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সুতরাং সমস্ত অবলোকনে কুপিত হইয়া অগ্রে বসন্তককে বান্ধিয়া লইয়া গেলেন। রাজা অপ্রস্তুতের শেষ হইয়া অবশেষে বসন্তকের মোচনের জন্য বাসবদত্তার সহিত আগত সাংকৃত্যায়নী নাম্নী বিশ্বস্ত সখীর শরণাগত হইলেন। সুচতুরা সখী বাসবদত্তাকে এরূপ প্রসন্ন করিল, যে বাসবদত্তা স্বয়ং বন্ধুমতীকে বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর বসন্তককে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে, বসন্তক হাসিতে হাসিতে দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, "দেবি! বন্ধুমতী আপনার নিকট অপরাধিনী হইল, কিন্তু আপনি আমাকে দণ্ড দিয়া, ফণধরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঢোঁড়াকে শাস্তি দিলেন।' তখন দেবী বসন্তকের

প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বসন্তক! তুমি যে উদাহরণটীর কথা বলিলে, সেটী শুনিতে অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে, অতএব বল—

বসন্তক আরম্ভ করিল। "দেবি! কিছুকাল পূর্ব্বে রুরু নামক এক তপোধন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে কাননমধ্যে আশ্চর্য্যরূপা এক কন্যাকে দেখিয়াছিলেন, সেই কন্যা কোন বিদ্যাধরের ঔরসে মেনকার গর্ভে উৎপন্ন, এবং তাহার নাম পৃষদ্বরা। স্থূলকেশ নামে মুনি পৃষদ্বরাকে নিজ আশ্রমে আনিয়া সুতনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছিলেন। মুনিবর রুরু দৈবাৎ তাহাকে দেখিয়া তদীয় রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া স্থূলকেশের নিকটে গমনপূর্ব্বক পৃষদ্বরাকে প্রার্থনা করিলেন। স্থূলকেশও যাচিত হইয়া রুরুকে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া থাকিল। দৈবাৎ বিবাহের দিনে অকস্মাৎ এক সর্প আসিয়া কন্যাকে দংশন করিলে কন্যার মৃত্যু হইল। স্থূলকেশ কন্যার ঈদৃশ মরণে বিষণ্ণ হইলে, এই আকাশবাণী হইল, 'হে তপোধন! তোমার কন্যার পরমায়ু শেষ হওয়ায় ইহার মৃত্যু হইয়াছে; অতএব তুমি আপন পরমায়ুর অর্দ্ধেক দিলে ইহাকে জীবিত করিতে পার।' এই আকাশবাণী শ্রবণে স্থূলকেশ স্বীয় পরমায়ুর অর্দ্ধেক দিয়া কন্যাকে বাঁচাইলেন; এবং রুরুর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন।

অনন্তর রুরু সর্পজাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হেলে, ঢোঁড়া, বোড়া, কেউটে যাহাকে দেখেন তাহাকেই প্রিয়াঘাতক জ্ঞান করিয়া বিনষ্ট করেন। একদা এক ডুণ্ডুভকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, ডুণ্ডুভ মনুষ্যবাক্যে কহিল, 'ব্রহ্মন্, বিষধর সর্পদিগের প্রতিই আপনার কোপ করা সম্ভব; কারণ বিষধর সর্পই আপনার প্রিয়াকে দংশন করিয়াছিল। সর্পজাতির মধ্যে ডুণ্ডুভ জাতিই নির্ব্বিষ; অতএব অকারণ তাহাকে নষ্ট করেন কেন? সর্পের মুখে মনুষ্যবাক্য শ্রবণে রুরু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? ডুণ্ডুভ কহিল "তপোধন! আমি একজন শাপগ্রস্ত মুনি। আপনার সহিত সম্ভাষণই আমার শাপের পর্য্যন্ত সীমা।" এই বলিয়া ডুণ্ডুভ

অন্তর্হিত হইলে রুরুও সর্পসংহারে বিরত হইলেন। এই বলিয়া বসন্তক স্মিত-বদনে উপন্যাস শেষ করিলে বাসবদত্তা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে রাজা বসন্তকের অশেষবিধ কৌশলমনোহর এবং মৃদু মধুর অনুনয় দ্বারা দেবীর ক্রোধ শান্ত করিয়া বাসবদত্তার সহিত মধুপান, বীণা শ্রবণ, এবং প্রিয়ামুখাবলোকন দ্বারা সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইতি কথামুখ নামক দ্বিতীয় লম্বক সমাপ্ত।

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

বৎসরাজ বাসবদত্তার পাণিগ্রহণানন্তর তদীয় সম্ভোগে একান্ত নিরত হইয়া ক্রমে রাজকার্য্য দর্শনে বিরত হইলে, মহামন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ এবং সেনাপতি রুমণ্বান্, রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া দিবানিশ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। একদা রজনীযোগে মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণ সেনাপতিকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন "সেনাপতে। বৎসরাজ পাণ্ডুবংশসম্ভূত, সুতরাং হস্তিনানগরী এবং সসাগরা পৃথিবী, কুলক্রমাগত উত্তরাধিকারিতানুসারে আমাদের রাজারই সম্পত্তি; কিন্তু বৎসরাজ সে সমস্ত জয়ের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর ব্যসনাসক্ত হইয়াছেন, এবং কেবলমাত্র কৌশাম্বীমণ্ডলকেই আপন রাজ্যের সীমা করিয়া সন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু যখন আমাদের উপর রাজ্যচিন্তার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন, তখন ইহাঁকে সসাগরা পৃথিবীর রাজা করিবার জন্য আমাদেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত। নিজ বুদ্ধিবলে সমস্ত কার্য্য সমাধা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলেই যথার্থ প্রভুভক্তি ও সুমন্ত্রিতা প্রদর্শন করা হইবে। এতদ্বিষয়ে একটী রমণীর কথা আছে, শ্রবণ করুন।

"পূর্ব্বকালে মহাসেন নামে এক রাজা ছিলেন। একদা কোন বলবান্ রাজার সহিত বিগ্রহ ঘটনায় মহাসেনকে অগত্যা অর্থদণ্ডদ্বারা তাহার সহিত সন্ধি করিতে হইল। মহাসেন সেই অর্থদণ্ডে অত্যন্ত অবমান বোধ করিয়া,

নিরন্তর সেই ভাবনায় গুল্ম রোগাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা সন্নিহিত হইলে রাজবৈদ্য আসিয়াই রোগের কারণ অনুসন্ধান করিলেন। এবং রোগ ঔষধাসাধ্য স্থির করিয়া, "মহারাজ! দেবীর লোকান্তর হইয়াছে" এই মিথ্যা সংবাদ সহসা তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। রাজা হৃদয় বিদারণ এই হঠাৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, এবং বলবান্ শোকাবেগে তদীয় উদরস্থ গুল্ম ফাটিয়া গেল। তখন রাজা বৈদ্যরাজের কৌশলরূপ এই মহৌষধি দ্বারাই ক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়া দেবীর সহিত ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার শত্রু বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অতএব আমরাও সেই বৈদ্যরাজের ন্যায় নিজ বুদ্ধিবলে মেদিনী জয় করিয়া মহারাজের উপকার সাধন করিব। মগধেশ্বর প্রদ্যোতরাজ একমাত্র আমাদের পরিপন্থী আছেন। এই পৃষ্ঠশত্রু কালে আমাদের প্রতি কোপ করিলেও করিতে পারেন। ইহাঁর যে পদ্মাবতী নামে এক কন্যারত্ন আছেন, আমাদের মহারাজের জন্য সেই পদ্মাবতীকে প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে বাসবদত্তাকে লুকাইয়া রাখিয়া তদীয় গৃহে অগ্নিসংযোগ দ্বারা "দেবী দগ্ধ হইয়াছেন" এই ঘোষণা প্রচার করা যাউক; নচেৎ মগধপতি কোনক্রমেই কন্যা দিতে স্বীকার করিবেন না। ইতি পূর্ব্বেই আমি প্রদ্যোতরাজের নিকট মহারাজের জন্য পদ্মাবতীকে প্রার্থনা করায় মগধরাজ বাসবদত্তা সত্ত্বে বৎসরাজকে আত্মাধিকা কন্যা প্রদানে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৎসরাজও বাসবদত্তা সত্ত্বে অন্যের পাণিগ্রহণে কদাচ সম্মত হইবেন না। এই জন্য 'দেবী পুড়িয়া মরিয়াছেন,' এই ঘোষণা করিতে হইবে। তাহা হইলে কালে বৎসরাজের এই পরিণয়ে সম্মত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এইরূপে পদ্মাবতীর সহিত মহারাজের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে কুটুম্বিতানিবন্ধন প্রদ্যোতরাজের আর আমাদের প্রতি কোন কোপ থাকিবে না, বরং তিনি জামাতার সহায়তাই করিবেন।

অনন্তর আমরা নিষ্কণ্টকে পূর্ব্বদিগ্বিজয়ে গমন করিতে সমর্থ হইব এবং সমগ্র প্রাচী দিক্ জয় করিয়া মহারাজের রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিব

আমরা উদ্যোগী হইলেই যে মহারাজের জয় হইবে, ইতিপূর্ব্বে আকাশবাণীই তাহার প্রমাণ।”এই বলিয়া যোগন্ধরায়ণ থামিলেন। মহামতি রুমণ্বান্ অমাত্যবরের এই যুক্তিসিদ্ধ কল্পনা শ্রবণানন্তর কহিলেন, মন্ত্রিবর! আপনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন সে অকাট্য ও শ্রদ্ধেয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এই আশঙ্কা করি, যে পদ্মাবতীর জন্য উক্তরূপ কৌশল করিতে গিয়া পাছে আমাদিগকে পরিণামে দেবীর নিকট দোষী হইতে হয়? তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটী দৃষ্টান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে জাহ্নবীতটস্থ মাকন্দিকা নগরে মৌনব্রতী নামে এক পরিব্রাজক বাস করিত। সে অসংখ্য সন্ন্যাসিগণে পরিবৃত হইয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবন ধারণ পূর্ব্বক কোন এক দেবালয়ের মধ্যে বাস করিত। একদা ভিক্ষায় যাইয়া এক বণিকের গৃহে প্রবেশ করিল। এবং একটী রূপসী কন্যাকে ভিক্ষা হস্তে বাহিরে আসিতে দেখিয়া কন্যার অদ্ভুতরূপে মুগ্ধ ও কামাতুর হইয়া শঠতা পূর্ব্বক “হা কি কষ্ট।” এই বলিয়া এরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল যে, তাহা গৃহস্থিত বণিক্ শুনিতে পাইল। পরে পরিব্রাজক ভিক্ষা করিয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর বণিক্ সেই পরিব্রাজকের নিকট যাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, আজ আমি আপনার ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া জানিতে আসিলাম যে, আপনি আজ কি কারণে অকস্মাৎ ব্রতভঙ্গ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন? তখন ধূর্ত্ত পরিব্রাজক গম্ভীর ভাবে কহিল, “যে কন্যাটী আজ আমাকে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছিল, সেটীকে অত্যন্ত দুর্লক্ষণা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম দেখিলাম যৎকালে ইহার বিবাহ হইবে, তখন পুত্রকলত্রের সহিত তোমার বিনাশ হইবে। তুমি আমার অত্যন্ত ভক্ত, একারণ আমি আপন ব্রতভঙ্গ করিয়া সেইরূপ চীৎকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে যদি বাঁচিতে চাও তবে আমার পরামর্শ শুন, কন্যাকে একটা মঞ্জুষার মধ্যে ভরিয়া তাহার উপর একটা প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া রাত্রে গঙ্গায় ভাসাইয়া দাও।” এই বলিয়া বণিক্‌কে বিদায় দিল।

আত্মবিনাশ সংবাদ এমনি পদার্থ যে, বণিক্ পরিব্রাজকের আদেশে কোন বিচার না করিযা, গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উক্তরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কন্যাকে মঞ্জূষায় ভরিযা গঙ্গাস্রোতে ভাসাইয়া দিল। এদিকে ধূর্ত্ত পরিব্রাজক অনুদ্‌ঘাটিত ও গুপ্তভাবে সেই মঞ্জূষা তুলিয়া আনিবার জন্য ভৃত্যগণকে গঙ্গাতীরে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু তাঁহাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এক রাজপুত্র গঙ্গাস্রোতে ভাসমান সেই মঞ্জূষা দেখিযা ভৃত্যদ্বারা তোলাইযাছিল। অনন্তর উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক তাহার মধ্যে হৃদয়োন্মাদিনী সেই বণিকতনযাকে দেখিযা তাহাকে বহিষ্কৃত করিল ও গন্ধর্ব্ববিধানে কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক সেই মঞ্জূষার ভিতর একটা ক্ষিপ্ত বাঁদরকে ভরিয়া দিয়া পুনর্ব্বার গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল।

পরিব্রাজকের শিষ্যগণ গঙ্গাতীরে আসিযাই ঐ মঞ্জূষা অবলোকন পূর্ব্বক প্রভুর আদেশানুসারে তাহ উত্তোলন করিল, এবং তাহা না খুলিয়াই সত্বর মস্তকে করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিল। সন্ন্যাসী তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "শিষ্যগণ! আমি অদ্য এই মঞ্জূষা মঠিকার উপরিতলে লইযা গিয়া কোন মন্ত্র সাধন করিব। অতএব তোমরা তুষ্ণীম্ভাবে নীচের ঘরে রাত্রি যাপন কর।" এই বলিযা সেই মঞ্জূষা মঞ্চোপরি লইয়া গেল, এবং বণিক্তনয়ার সম্ভোগ বাসনায় যেমন মঞ্জূষা উদ্‌ঘাটিত করিল, অমনি তাহার অভ্যন্তর হইতে বাবাজির মূর্ত্তিমান অবিনয়স্বরূপ সেই ভীষণ কপি সক্রোধে বহির্গত হইযা বাবাজীর নাক্ কাণ ছিঁড়িয়া ক্ষতবিক্ষত করিল। বাবাজী গলদ্রুধির ধারায আপ্লুত হইয়া নীচে আসিয়া প'ড়িল। শিষ্যগণ বাবাজীর এই দশা দেখিয়া অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিল। আর প্রভাত হইবামাত্র ক্রমে বাবাজীর সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইযা পড়িল। লোকের উপহাসে বাবাজীর নগরে তিষ্ঠান ভার হইল। যাহা হউক বণিক্ সৌভাগ্যক্রমে কন্যার সৎপতিলাভের সংবাদ পাইযা আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল।

মন্ত্রিবর! গুপ্তভাবে এইরূপ কার্য্য করিয়া পরিণামে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে আমাদিগকেও লোকসমাজে যথেষ্ট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে; এতদ্ভিন্ন

বাসবদত্তার সহিত মহারাজের দীর্ঘকাল বিরহেও নানা দোষ উপস্থিত হই-বার সম্ভাবনা।”

এই বলিয়া রুমণ্বান্ বিরত হইলে, যোগন্ধরায়ণ অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিলেন, “আমাদের উদ্যোগসিদ্ধির কদাচ ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের রাজা তো সম্পূর্ণরূপ ব্যসনগ্রস্ত, তাহার উপর যদি আমরাও উদ্যোগশূন্য হইয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রভুর উপস্থিত রাজ্যও ক্রমে নাশ পাইবার সম্ভাবনা। এবং তাহার সহিত আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠমন্ত্রিতাখ্যাতিরও লোপ পাইবার বিল-ক্ষণ সম্ভাবনা। সচিবায়ত্তসিদ্ধি রাজাদিগের অর্থসিদ্ধি বিষয়ে মন্ত্রির বুদ্ধিই প্রধান উপকরণ; অতএব সেই মন্ত্রিরাই যদি নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া থাকেন, তবে সে রাজার রাজত্ব অবিলম্বেই জলাঞ্জলি প্রাপ্ত হয়। আর আপনি যে দেবীর পিতার ভয় করিতেছেন, তাহা অমূলক; তদ্বিষয়ে আমি দায়ী রহিলাম। চণ্ডমহাসেন, তদীয় পুত্র, এবং দেবী বাসবদত্তা, ইহাঁরা সকলেই আমার বচনায়ত্ত, আমি যাহা বলিব, কেহই তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিবেন না।” ধীরাগ্রগণ্য যোগন্ধরায়ণ এবম্বিধ নানা যুক্তি প্রদর্শন করিলেও রুমণ্বান্ প্রমাদ ঘটিবার আশঙ্কা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, “নিতান্ত প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগদুঃখে অতি বিবেচক ও স্বভাবস্থ ব্যক্তিও বিকার প্রাপ্ত হন। আমাদের রাজা তো নানাবিধ ব্যসনাসক্ত। আমি বলি দেবীর দাহজনরব ঘোষণায় মহারাজের ক্ষিপ্ত হইবার একান্ত সম্ভাবনা। তাহা হইলে পাছে হিতে বিপ-রীত হয়, এই ভয়ে আমার মন কোন প্রকারেই আপনার প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে সম্মত হইতেছে না। এবিষয়ে একটী কথা স্মরণ হইল অবধান করুন।—

পুরাকালে দেবসেন নামে এক রাজা ছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ শ্রাবস্তী তাঁহার রাজধানী ছিল। সেই নগরে মহা ধনশালী এক বণিক্ বাস করিত। তাহার একটী কন্যা ছিল। দর্শনমাত্র সত্যই লোকে উন্মত্ত হইত, এজন্য বণিক্ উহার নাম উন্মাদিনী রাখিয়াছিল। কন্যা ক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, বণিক্, রাজা দেবসেনের নিকট যাইয়া প্রণিপাতপুরঃসর সবিনয়ে এই নিবেদন করিল “মহারাজ। আমার একটী কন্যারত্ন আছে, যদি ইচ্ছা হয়, আপনি তাহার পাণি-

গ্রহণ করিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া রাজা বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণদিগকে কন্যার লক্ষণ পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বণিক্ ভবনে উপস্থিত হইয়া, উন্মাদিনীর রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া প্রস্থান করিল। পথে যাইতে যাইতে সকলে এই যুক্তি করিল, "যদি রাজা ইহাকে বিবাহ করেন, তবে রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহাকে লইয়াই মত্ত হইবেন, অতএব কন্যা সুলক্ষণা হইলেও কুলক্ষণা বলিয়া রাজসমীপে মিথ্যা পরিচয় দিবে।" এই পরামর্শ স্থির করিয়া দ্বিজগণ রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক "কন্যা কুলক্ষণা" বলিয়া রাজাকে ক্ষান্ত করিল।

অনন্তর বণিক্, রাজপরিত্যক্ত দুহিতাকে সেনাপতির সহিত বিবাহ দিল। উন্মাদিনী পতিগৃহে যাইয়া পতিসেবায় তৎপর হইল। এক দিবস উন্মাদিনী গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান আছে এমন সময় রাজা সেই পথে যাইতেছিলেন, উন্মাদিনী গবাক্ষদ্বারা রাজাকে আত্মশরীর প্রদর্শন করাইল। রাজা তদ্দর্শনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গৃহে গমন করিলেন; পরে অনুসন্ধানদ্বারা জানিলেন যে, সে সেই পূর্ব্বপরিত্যক্তা বণিক্ কন্যা। তখন অত্যন্ত অনুতাপ করিয়া, ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। প্রভুভক্ত সুচতুর সেনাপতি রাজার সাংঘাতিক পীড়ার কারণ অবগত হইয়া রাজাকে পত্নী দিতে সম্মত হইল, কিন্তু রাজা পরস্ত্রী গ্রহণপ্রস্তাবে লজ্জাহস্ত হইয়া স্বরজ্বরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

দেখুন উক্ত রাজা যথেষ্ট ধীর হইয়াও উন্মাদিনীর শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের রাজাতো অধীর ও ব্যসনাসক্ত; সুতরাং বাসবদত্তার বিরহে প্রাণত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। এই বাক্যে যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, কার্য্যদর্শী রাজাদের ক্লেশ সহ্যই আছে; দেবতাদিগের আদেশে রাবণবধের নিমিত্ত রামচন্দ্র কি দুঃসহ সীতাবিরহব্যথা সহ্য করেন নাই? রুমণ্বান্ কহিলেন, 'মন্ত্রিবর। রামাদি দেবতা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মানুষের তুলনা হইতে পারে না। দেবতাদিগের মন সর্ব্বংসহ, কিন্তু মনুষ্যের মন কখনই সেরূপ হইতে পারে না।

মথুরা নগরে ইল্লক নামে এক বণিক্পুত্রের পতিপরায়ণা এক ভার্য্যা

ছিল। দম্পতী নিয়তই একত্র বাস করিত। একদা কার্য্যবশতঃ বণিক্‌পুত্রের দ্বীপান্তর যাইবার আবশ্যক হইলে, তদীয় ভার্য্যা পতির সঙ্গে যাইতে বাসনা করিল। স্ত্রীজাতির মন স্বভাবতঃই বিরহবেদনা সহ্য করিতে নিতান্ত অক্ষম; একারণ তদীয় ভার্য্যা আপন বেশভূষা সমাপনপূর্ব্বক প্রস্তুত হইল। কিন্তু বণিকপুত্র কোন ক্রমেই প্রিয়তমাকে সঙ্গে না লইয়া একাকী প্রস্থান করিল। প্রস্থানকালে পত্নী প্রাঙ্গনস্থ কবাটের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া অনবরত অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। পতি ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, সেই মুগ্ধা দুর্ব্বহ বিরহবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই ভাবেই প্রাণত্যাগ করিল। বণিক্‌পুত্র যাইতে যাইতে প্রেয়সীর অসহ্য ক্লেশ অনুভব করিয়া বিদেশ গমনে বিরত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া প্রিয়তমার সেই জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে অবলোকন করিল, অনন্তর সে, প্রিয়ার জীবনশূন্য দেহ ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে শোকাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া সত্বর প্রাণ-ত্যাগ করিল। এইরূপে উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইল। অতএব যাহাতে রাজার এবং দেবীর পরস্পর বিরহ না হয়, তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধৈর্য্যজলধি যোগন্ধরায়ণ কহিলেন "যাহাই হউক, আমি যে সমস্ত স্থির করিয়াছি, তাহার আর অন্যথানাই। রাজাদিগের কার্য্য এইরূপই হইয়া থাকে।" এই বলিয়া একটী কথা আরম্ভ করিলেন।——

উজ্জয়িনী নগরের রাজা পুণ্যসেন কোন বলবান্ শত্রু কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলে, রাজমন্ত্রিগণ শত্রুকে দুর্জ্জয় দেখিয়া রাজার মরণ ঘোষণা করিয়া দিল, এবং রাজাকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া, অন্য একটা মৃত দেহকে রাজযোগ্য দাহবিধি অনুসারে দগ্ধ করিল। অনন্তর মন্ত্রিগণ দূতমুখে অরি রাজাকে এই বলিয়া পাঠাইল যে, "রাজার মরণে রাজ্য অরাজক হইয়াছে, অতএব আপনিই রাজা হউন।" রাজা তথাস্তু বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে, তাহারা উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইল। পরে মন্ত্রিগণ, সৈন্যসহ তদীয় কটকে প্রবেশ পূর্ব্বক সৈন্য ভেদ করিয়া বিপক্ষ রাজাকে নিহত করিয়া জয়লাভ করিল। অতএব এই প্রণালীতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ আমরাও ধৈর্য্য-

বলম্বনপূর্ব্বক 'দেবী দগ্ধ হইয়াছেন' এই প্রবাদ রটাইয়া অভীষ্ট কার্য্যসাধনে যত্নবান্ হইব। যোগন্ধরায়ণের মুখে এই কথা শুনিয়া রুমণ্বান্ কহিলেন, "যদি আপনার ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়া থাকে, তবে দেবীর সহোদর গোপালককে আনাইয়া একবার তাহার সহিত সম্যক্ মন্ত্রণা পূর্ব্বক কার্য্য-বিধান করুন। যোগন্ধরায়ণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে রুমণ্বান্ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পর দিবস উৎকণ্ঠার ব্যপদেশে গোপালককে আনিবার জন্য তৎসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন।

গোপালক ইতিপূর্ব্বে কোন কার্য্যের অনুরোধে গৃহে গিয়াছিলেন.সম্প্রতি দূত মুখে সমস্ত অবগত হইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং অবিলম্বেই কৌশাম্বী উপস্থিত হইলেন। গোপালক উপস্থিত হইলে, যোগন্ধরায়ণ মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া রুমণ্বান্ এবং গোপালককে এক নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেলেন, এবং ইতিপূর্ব্বে সেনাপতি রুমণ্বানের সহিত যাহা মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় গোপালককে বলিলেন। রাজহিতৈষী গোপালক, ভগিনীর ক্লেশজনক হইলেও,তৎসমস্ত অব্যাজে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর রুমণ্বান্ পুনর্ব্বার বলিলেন "সমস্তই সুবিহিত হইয়াছে, কেবল দেবী দগ্ধ হইয়াছেন, শুনিয়া বৎসরাজ প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইলে, যে উপায়ে তাঁহাকে শান্ত করিতে হইবে, সাবধানপূর্ব্বক সেই সদুপায় স্থির করা উচিত হইতেছে।" সেনাপতি রুমণ্বান্ এই উক্তি করিলে যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, "আমি সমস্তই অগ্রে সুন্দররূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছি, আপনারা তজ্জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমাদের দেবী বাসবদত্তা গোপালকের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। যৎকালে দেবীর দাহ সংবাদ ঘোষিত হইবে, তখন রাজা গোপালকের অল্প শোকদর্শনে কপটশোক বিবেচনা করিয়া দেবীর জীবনে এককালে নিরাশ্বাস না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। বৎসরাজ উত্তমপ্রকৃতি, তিনি শীঘ্রই পদ্মাবতীকে বিবাহ করিবেন। তাহার পরেই অবিলম্বে দেবীকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।"

অতঃপর তিনজনে এই দ্বিতীয় মন্ত্রণা করিলেন ;—মগধ রাজ্যের পর্য্যন্তভাগে

লাবণক নামে রমণীয় প্রদেশে মৃগয়াযোগ্য উত্তম উত্তম ভূমি আছে। একারণ রাজাকে মৃগয়াভূমির লোভ দেখাইয়া দেবীর সহিত সেই স্থানে লইয়া গেলে তিনি ব্যসনাসক্তি নিবন্ধন প্রায়ই অন্তঃপুরে থাকিবেন না। এই অবকাশে অন্তঃপুরে অগ্নি দিয়া দেবীকে প্রচ্ছন্নভাবে পদ্মাবতীর গৃহে রাখিয়া আসিবেন। ইহাতে উত্তরকালে পদ্মাবতীই দেবীর সতীত্বের সাক্ষিস্বরূপ হইবেন। এই মন্ত্রণা করিয়া সকলে বিশ্রামার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

প্রভাত মাত্র তিন জনে একত্র মিলিত হইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে, রুমণ্বান্ কহিলেন "মহারাজ! মগধ দেশের পর্য্যন্ত সীমায় লাবণক নামে যে প্রদেশ আছে, বহুকাল হইতে আমাদের তথায় যাইবার কল্পনা আছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। স্থানটী অতীব রমণীয়। তথায় মৃগয়াযোগ্য রমণীয় রমণীয় কানন আছে, সময়ে সময়ে মগধেশ্বর উক্ত স্থান আক্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব দেব! সেই স্থানে যাইলে উক্ত স্থান রক্ষা করাও হইবে, এবং মহারাজের যথেষ্ট আত্মবিনোদনও হইবে" এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। রাজা শ্রবণমাত্র লাবণক প্রদেশে যাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইলে যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। যাত্রার পূর্ব্বদিবস দেবর্ষি নারদ নভোমণ্ডল হইতে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইয়া বৎসরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদীয় অবতরণে দর্শকবৃন্দের দর্শনেন্দ্রিয় অপার আনন্দ ও পবিত্রতাহ্রদে আপ্লুত হইল। বৎসরাজ দেবর্ষির আগমনে অনুগৃহীত হইয়া যথোচিত আতিথ্যবিধান পূর্ব্বক যুগলবেশে প্রণত হইলেন। তপোধন রাজাকে এক গাছি দিব্য মালা প্রদান করিলেন এবং এই বলিয়া বাসবদত্তাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "দেবি! তুমি অচিরাৎ কামদেবের অংশে একটী পুত্র প্রাপ্ত হইবে এবং সেই পুত্র বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী হইবে।" যোগন্ধরায়ণসমক্ষে বৎসরাজকে আরো কহিলেন রাজন্! বাসবদত্তাকে দেখিয়া স্মরণ হইল, পূর্ব্বকালে রাজা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ সহোদর আপনার পূর্ব্বপুরুষ এবং দ্রৌপদী তাঁহাদের একমাত্র পত্নী ছিলেন। দ্রৌপদী রূপে বাসবদত্তার অপেক্ষা হীন ছিলেন না। একদা আমি দ্রৌপদীর দোষ

আশঙ্কা করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবকে বলিলাম "স্ত্রীবৈর বিষয়ে আপনারা সাবধান থাকিবেন। এই সংসারে স্ত্রীবৈরই সকল আপদের মূল।" ইহা বলিয়া এই কথাটী বর্ণন করিলেন। অসুরবংশসম্ভূত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই সহোদর ত্রিভুবনদুর্জ্জয় হইলে প্রজাপতি তাহাদের বিনাশ বাসনায় বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বর্গনারী তিলোত্তমাকে নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তদীয় রূপনির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলে, দেবাদিদেব, তদীয় চতুষ্পার্শ্বে বিসারিণী রূপমাধুরী এককালে দেখিবার মানসে চতুর্মুখ হইয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমাকে পদ্মযোনির নিকট উপস্থিত করিল। পদ্মযোনি, কৈলাসোদ্যানস্থিত সুন্দোপসুন্দকে লোভ দেখাইবার জন্য তিলোত্তমাকে প্রেরণ করিলেন। তিলোত্তমা তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শন দিলে দুই সহোদরেই কামমোহিত হইল এবং উপভোগার্থ উভয়েই উভয় বাহু ধারণ করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। ঘোরতর সংগ্রামের পর উভয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই বলিয়া দেবর্ষি পুনরায় বলিলেন রাজন্! স্ত্রীসম্পত্তি কাহার না বিবাদ ঘটায়? একা দ্রৌপদী আপনাদের পাঁচ সহোদরের বল্লভা। অতএব ইহাঁর নিমিত্ত আপনাদের বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া এই নিয়ম করিয়া দিতেছি, প্রতিপালন করিবেন। দ্রৌপদী যখন জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট থাকিবেন, কনিষ্ঠেরা তখন ইহাঁকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবেন, আর যখন কনিষ্ঠের সহিত রত হইবেন তখন জ্যেষ্ঠেরা স্নুষার ন্যায় দেখিবেন।"

বৎসরাজ! আমার এই আদেশ আপনার পিতামহেরা, অবিচারে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুতা নিবন্ধন আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আমি আপনার শুভানুধ্যায়ী, অতএব আমি যাহা বলিব তাহা শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করিবেন। আপনি মন্ত্রিবর্গের বাক্যানুসারে চলিবেন, তাহা হইলে সসাগরা ধরা অল্পকালের মধ্যেই যে, আপনার হস্তগত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এবিষয়ে আপনাকে কিছু কালের

জন্য দুঃখ পাইতে হইবে। আপনি তাহাতে মুগ্ধ হইবেন না। সেই দুঃখভোগ পরিণামে অশেষ সুখের কারণ হইবে।”

দেবর্ষি নারদ বৎসরাজকে উদয়ানুকূল এবম্বিধ নানা উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। যোগন্ধরায়ণাদি মন্ত্রিগণ মুনিপুঙ্গবের বাক্যে চিকীর্ষিতার্থ সিদ্ধিবিষয়ে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা জ্ঞান করিয়া অভীপ্সিতার্থ সম্পাদনে পরম যত্নবান্ হইলেন।

ষোড়শ তরঙ্গ।

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে যোগন্ধরায়ণাদি মন্ত্রিগণ বাসবদত্তার সহিত বৎসরাজকে শুভদিনে লাবণকের অভিমুখে যাত্রা করাইলেন। রাজা দিগন্ত-ব্যাপী সৈন্যঘোষে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে লাবণক প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। পথে মন্ত্রিবর্গের অভীষ্ট সিদ্ধির অনেক সুলক্ষণ দৃষ্ট হইল। মগধেশ্বর বৎসরাজকে সসৈন্যে উপস্থিত শুনিয়া আক্রমণ ভয়ে যোগন্ধরায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কার্য্যজ্ঞ যোগন্ধরায়ণ দূতকে উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। বৎসরাজ লাবণক প্রদেশে অবস্থিতি পূর্ব্বক মৃগয়ার্থ দূরস্থ অটবীতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিবস রাজা মৃগয়ায় গমন করিলে, মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণ, গোপালক, রুমণ্বান্ এবং বসন্তকের সহিত দেবীর নিকট গমন পূর্ব্বক রাজার উন্নতি বিষয়ে দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গোপাল ইতিপূর্ব্বেই দেবীকে সাহায্যার্থ সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেবী পতিহিতৈষিণী প্রার্থনামাত্র আপনার বিরহ, ক্লেশদায়ী হইলেও তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পতিভক্তা কুলকামি-নীরা পতির অভ্যুদয়ের জন্য কি না সহ্য করিতে সম্মত হন?

তদনন্তর যোগন্ধরায়ণ রূপপরিবর্ত্তনকর স্বীয় যোগপ্রভাবে বাসবদত্তাকে ব্রাহ্মণীর এবং বসন্তককে কাণ ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করাইলেন। আপনিও যোগবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিলেন। এইরূপ রূপপরিবর্ত্ত বিধান

করিয়া দেবী ও বসন্তকসমভিব্যাহারে মগধরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। সতী বাসবদত্তা ও মন্ত্রিবরের পশ্চাৎ শরীরমাত্র গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মন বৎসরাজের প্রতি ধাবমান হইল।

অনন্তর সেনাপতি রাজান্তঃপুরে অগ্নিসংযোগ করায় অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া ভীষণ রূপ ধারণ করিলে, অন্তঃপুরে মহান্ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। অনন্তর সেনাপতি, হায় কি হইল। "দেবী বসন্তকের সহিত দগ্ধ হইলেন' এই ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত করিলেন। ক্রমে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। এদিকে যোগন্ধ-রায়ণ মগধপতির রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন রাজতনয়া পদ্মাবতী উদ্যানমধ্যে আছেন। দেবী একাকিনী উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া পদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতী ছদ্মবেশা বাসবদত্তাকে দেখিবামাত্র প্রীত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর দেবীর অনুরোধে দাসী পাঠাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী যোগন্ধরায়ণকেও নিকটে আনাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, রাজপুত্রি। কি বলিব, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এটী আমার কন্যা, ইহার নাম সাবন্তিকা। ইহাঁর ভর্ত্তা ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া যে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন নাই; এজন্য আমি এই কন্যাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া জামাতার অন্বেষণে যাইবার মানস করিয়াছি। যত দিন না ফিরিয়া আসিব, ততদিন যদি ইহাঁকে এবং ইহাঁর অন্ধ সহোদরকে আপনার নিকট রাখিয়া, ইহাঁর একাকিনী থাকিবার জন্য যে কষ্ট তাহা নিবারণ করেন, তবে এই শরণাগত ও বিপন্ন ব্যক্তি বিশেষ উপকৃত হয়। পদ্মাবতী তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলে, যোগন্ধরায়ণ, দেবী ও বসন্তককে তদীয় হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে লাবণকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পদ্মাবতী, বাসবদত্তা এবং কাণব্রাহ্মণরূপ বসন্তকের যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত উদ্যান হইতে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। বাসবদত্তা সাবন্তিকা নাম ধারণ করিয়া তত্রত্য চিত্রময় ভিত্তিপটে অঙ্কিত সীতা রাম চরিত অবলোকন পূর্ব্বক বিরহ ব্যথা কষ্টে সহ্য করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী বিদেশিনীর আকৃতি, সৌকুমার্য্য, শয়ন ভোজনাদিবিষয়ে সৌষ্ঠব,

এবং নীলোৎপলবৎ শরীর সৌরভ্য অনুভব করিয়া উত্তমাস্ত্রী জ্ঞানে এই চিন্তা করিলেন ; ইনি কি ছদ্মবেশা দ্রৌপদী, না অন্য কোন পুণ্যশ্লোকা, ছলিবার জন্য আমার নিকট আসিয়া ছদ্মবেশে বাস করিতেছেন ? ইত্যাদি নানা তর্ক করিয়া আত্মনির্ব্বিশেষে তাঁহার সেবার আদেশ করিলেন। কিছু দিন পরে আবন্তিকা অম্লান পুষ্পমালা এবং তিলক রচনা দ্বারা পদ্মাবতীরে ভূষিত করিয়া দিলে, পদ্মাবতীর জননী তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! কাহার রচনা নৈপুণ্য ?' পদ্মাবতী কহিলেন "আমার নিকট আবন্তিকা নামে যে এক ব্রাহ্মণতনয়া আছেন, তিনি ইহা রচনা করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া জননী কহিলেন, "পুত্রি ! তবে তিনি মানুষী নহেন, নিশ্চয়ই কোন দেবতা হইবেন। দেবতা ব্যতিরেকে এরূপ রচনাকৌশল কেহই জানিতে পারে না। অনেক সময়ে দেবতা ও মুনিগণ যে সাধুভবনে ছদ্মবেশে অবস্থিতি করেন, তদ্বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কুন্তিভোজ নামে এক রাজা ছিলেন। একদা ঋষিসত্তম দুর্ব্বাসা রাজাকে ছলনাপূর্ব্বক ছদ্মবেশে আসিয়া তদীয় ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রাজা স্বীয় তনয়া কুন্তীকে ঋষির সেবায় নিযুক্ত করিলে, কন্যা ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবায় যত্নবতী হইলেন। একদা মুনি পরীক্ষা করিবার জন্য কুন্তীকে পরমান্ন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া সত্বর স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক ভোজন করিতে গেলেন। কুন্তী অতিতপ্ত পরমান্নপূর্ণ পাত্র মুনির সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। ঋষি সেই অতিতপ্ত পরমান্নে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া কুন্তীর পৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সুচতুর কুন্তী মুনির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই তপ্তান্নপূর্ণ পাত্র পৃষ্ঠে ধারণ করিলে কুন্তীর পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া গেল, তথাপি কুন্তী বিকারশূন্য চিত্তে সেই ক্লেশ সহ্য করিলেন। তদ্দর্শনে ঋষিবর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, আহারান্তে কুন্তীকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। এইরূপে দুর্ব্বাসা মুনি কুন্তীভোজরাজের ভবনে ছদ্মবেশে ছিলেন। সেইরূপ এই আবন্তিকাও কোন অসামান্য ব্যক্তি হইবেন। অতএব তুমি ইহাঁর সমুচিত সেবা কর।"

পদ্মাবতী এই মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তিভাবে আবন্তিকার সেবা করিতে লাগিলেন। আবন্তিকাও নাথবিরহে নিশীথপদ্মিনীর ন্যায় ম্লান-ভাবে দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্তকের সেই সেই বালকোচিত হাস্যজনক বিকারসকল বারংবার মনে পড়ায় বিয়োগিনীর বদনকমলে সময়ে সময়ে স্মিতভাবের আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। ইত্যবসরে বৎসরাজ দূর কাননে মৃগয়া করিয়া, সায়ংকালে লাবণকে উপস্থিত হইলেন, এবং অন্তঃপুরকে ভস্মসাৎ দেখিয়া, বসন্তকের সহিত দেবীর দাহসংবাদ শ্রবণমাত্র নষ্টচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকালের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া শোকে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। দেবীর দাহরূপ অগ্নিময় সায়ক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নিরন্তর অপরিমিত অসহ্য যাতনা ভোগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছাবস্থাকেই এক মাত্র শরণ ও শান্তিকর জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এবং দেবীর জন্য বহুবিধ বিলাপ করিয়া পরিশেষে দেহত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই পূর্ব্ব বৃত্তান্তসকল রাজার স্মরণ হওয়াতে তর্কদোলায় আরূঢ় হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন। "দেবী বিদ্যাধরাধিপতি এক পুত্র প্রসব করিবেন, এবং আমাকে কিছুকাল বিরহ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এই নারদ বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। এতদ্ভিন্ন ভগিনীর শোকে গোপালকের যেরূপ কাতর হওয়া উচিত, তাহাও হন নাই। যোগন্ধরায়ণ প্রভৃতিকেও যখন তাদৃশ দুঃখিত দেখিতেছি না তখন বোধ হইতেছে যে দেবীর দাহ-ঘোষণা অমূলক। মন্ত্রীরা কোন প্রকার অভীষ্টসিদ্ধির বাসনায় দেবীর দাহ-ঘোষণারূপ নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। কখন না কখন দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ইহার পরিণাম দেখা যাউক।" এই বলিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, মন্ত্রীরাও অনেক বুঝাইয়া, রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর গোপালক যথাঘটিত বৃত্তান্ত উপদেশ দিয়া চর পাঠা-ইলে দূত মগধরাজের নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিল। ইতিপূর্ব্বে যোগন্ধরায়ণ বৎসরাজের জন্য পদ্মাবতীকে প্রার্থনা করিলে, সপত্নীসত্বে কন্যা দেওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনায়, মগধরাজ তাঁহার সে প্রার্থনা পূরণ করিতে অস্বী-

কার করিযাছিলেন, কিন্তু আজ দূতমুখে বাসবদত্তার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র বৎসরাজকে পদ্মাবতী সম্প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দূতকে যোগন্ধরায়ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। দূত যাইয়া সমস্ত বলিলে, যোগন্ধরায়ণ হৃষ্টচিত্তে মগধরাজের প্রার্থনা প্রভুর নিকট ব্যক্ত করিয়া যখন স্বয়ং সম্মতি প্রদান করিলেন, তখন রাজা ভাবিলেন, "বোধ হয় এই জন্যই মন্ত্রিবর দেবীর অগ্নিদাহ ঘোষণা করিয়া, তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।" এই ভাবিয়া মগধরাজের প্রার্থনা পূরণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তদনন্তর অমাত্য যোগন্ধরায়ণ বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া তৎপরে প্রতি দূত দ্বারা মগধপতির নিকট এই পত্র পাঠাইলেন, "আমরা আপনার ইচ্ছায় সম্মত হইলাম। আজ হইতে সপ্তম দিবসে বৎসরাজ পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণার্থ তথায় যাইবেন। এবং এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে রাজা সত্বর বাসবদত্তাকে ভুলিয়া যাইবেন।"

দূত সত্বর যাইয়া মগধপতির নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে, রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর দুহিতৃস্নেহের অনুরূপ, এবং নিজ বিভবোচিত, বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। পদ্মাবতী অনুরূপ বর প্রাপ্তি শ্রবণে যেমন পরমাহ্লাদিত হইলেন সেই সংবাদে বাসবদত্তাও তদনুরূপ শোকাভিভূত হইলেন, এবং সেই সময় দেবীর মুখকমলে মলিনতার আধিক্য দৃষ্ট হইল; ফলতঃ পদ্মাবতীর বিবাহের দিন, দেবী অম্লানপুষ্পমালা এবং তিলক রচনা করিয়া পদ্মাবতীকে সাজাইয়া দিলেন।

সপ্তম দিবসে বৎসরাজ মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক মগধরাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মগধরাজ অগ্রসর হইয়া, পরম সমাদরে বৎসরাজকে, রাজভবনে লইয়া গেলেন। বিবাহকালে পদ্মাবতীর অঙ্গে মালা ও তিলক দেখিয়া, দেবী বাসবদত্তাকে স্মরণ হইল। যাহা হউক বৎসরাজ বেদীতে আরোহণ করিয়া পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তদনন্তর অগ্নি প্রদক্ষিণাদি সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইল। কিন্তু একমাত্র বাসবদত্তা রাজার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিলেন এজন্য বিবাহের যাবতীয় আমোদ রাজার পক্ষে স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইল। মগধরাজ সমগ্র রত্নই জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করি-

লেন্। এই সময মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণ, অগ্নি সাক্ষী করিয়া মগধরাজকে এই শপথ করাইলেন যে, তিনি কদাচ বৎসরাজের প্রতি বিদ্রোহিতাচরণ করিবেন না। বাসবদত্তার সমক্ষে এই সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইলেও তিনি কেবল পতির উদয়াপেক্ষায় এত ক্লেশ সহ্য করিয়া অলক্ষিতভাবে ছিলেন। তাঁহার কান্তি দিবাভাগের চন্দ্রকলার ন্যায় মলিন হইয়াছিল। বৎসরাজ অন্তঃপুরে গমন করিলে, যোগন্ধরায়ণ ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইলেন, এবং পাছে দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া মন্ত্রভঙ্গ হয়, এই ভয়ে শীঘ্র প্রস্থান করিবার মানস করিয়া মগধরাজকে কহিলেন, "মহারাজ স্বগৃহে যাত্রা করিবেন; অতএব সত্বর বিদায় দিউন।" মগধরাজ মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বৎসরাজকে বিদায় দিলে, তিনি পদ্মাবতীকে লইয়া সসৈন্যে প্রস্থান করিলেন।

দেবী বাসবদত্তাও পদ্মাবতীপ্রদত্ত অশ্বারোহণে বসন্তককে অগ্রে করিয়া গুপ্তবেশে সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাত্রা করিলেন। ক্রমে লাবণকে উপস্থিত হইয়া রাজা বধূর সহিত নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। নিশীথ সময়ে বাসবদত্তা, ভ্রাতা গোপালের গৃহে প্রবেশ করিলে, গোপালক পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। দেবী ভ্রাতৃদর্শনে শোকে অধীর হইয়া ভ্রাতার কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক গলদশ্রুলোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় সকলেরই গোপালকের গৃহে আসিবার সঙ্কেত ছিল, এজন্য যোগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বান্ গোপালকের ভবনে উপস্থিত হইলে, দেবী অশ্রুসম্বরণ করিয়া সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বসিতে আসন দিলেন। যোগন্ধরায়ণ নানাবিধ প্রশংসা বাক্যে দেবীর বিরহ দুঃখ শান্ত করিলেন, এবং পদ্মাবতীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আবন্তিকা আসিয়া কোন কারণে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, গোপালকের গৃহে আছেন। পদ্মাবতী এই কথা শুনিবামাত্র বৎসরাজের সমক্ষে ভীতবচনে কহিলেন, "আপনারা যাইয়া আবন্তিকাকে বলুন যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আমার নিকট ন্যাসরূপ রাখিয়া গিয়াছেন; অতএব তাঁহার, আমাকে ছাড়িয়া, অন্যত্র যাওয়া কদাচ বিধেয় নহে। অতএব তৎপর আমার নিকট আসুন।"

ইহা শুনিয়া সকলে প্রস্থান করিলে, রাজা নির্জ্জনে পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মালা এবং তিলক তোমাকে কে রচনা করিয়া দিয়াছেন? সত্য বল। পদ্মাবতী কহিলেন, আর্য্যপুত্র! একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আবন্তিকা নামে স্বীয় কন্যাকে, আমার নিকট ন্যাসরূপ রাখিয়া, জামাতার অন্বেষণে গিয়াছেন। সেই কন্যাই আমাকে এই মালা এবং তিলক রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া বৎসরাজ, আবন্তিকাকেই দেবী বাসবদত্তা বলিয়া স্থির করিলেন, এবং সত্বর রাজকুমার গোপালকের গৃহে আসিয়া দেখিলেন তথায় গোপালক, মন্ত্রিদ্বয়, এবং বসন্তক, দেবীর নিকট বসিয়া আছেন। তিনি বিরহক্ষীণা দীনা দেবীকে বহুকালের পর অত্যন্ত মলিনা দর্শনে শোকবিষে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে বাসবদত্তার হৃৎকম্প উপস্থিত হইলে, ক্রমে তিনিও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া আত্মচরিতের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দাবাদ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়েই রোদন আরম্ভ করিলে, যোগন্ধরায়ণের নেত্র ও অশ্রুপূর্ণ হইল।

এই কোলাহল সহসা পদ্মাবতীর কর্ণগোচর হইলে, তিনিও ব্যাকুল হইয়া, একাকিনী গোপালকের গৃহে উপস্থিত হইলেন; এবং রাজা ও বাসবদত্তার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহাদের তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর বাসবদত্তা অশ্রুমার্জ্জন করিয়া বাষ্পগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, যে স্ত্রীর জীবন স্বামীর দুঃখের কারণ হয়, তাহার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। এতৎশ্রবণে ধীর যোগন্ধরায়ণ কহিলেন দেব! এবিষয়ে দেবীর কোন দোষ নাই, আমিই সকল দোষের মূল। আমি মহারাজের সাম্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিবার মানসে মগধেশ্বরদুহিতা পদ্মাবতীর সহিত আপনার বিবাহ দিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছি। দেবী যৎকালে প্রবাসে ছিলেন, তৎকালীন দেবীর চরিত্র বিষয়ক সাক্ষী পদ্মাবতীই হইবেন। তাহাতে পদ্মাবতী কহিলেন, দেবীর শুদ্ধি প্রকাশের জন্য, আমি অগ্নিপ্রবেশ করিতে সম্মত আছি। রাজা কহিলেন "আমিই এবিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধী, কারণ আমার জন্যই দেবীকে এত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে।" বাসবদত্তা কহিলেন মহারাজের চিত্তশুদ্ধির জন্য

যদি আমার অগ্নি প্রবেশ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহাও করিতে সম্মত আছি। তদনন্তর ধীর যোগন্ধরায়ণ, পূর্ব্বাস্যে আচমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে লোকপাল-গণ! আমি বৎসরাজের হিতকারী কি না, আর দেবী সাধ্বী কি না, বলুন? যদি তাহা না হয় তবে এইদণ্ডে দেহত্যাগ করিব।

যোগন্ধরায়ণ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, এই দিব্যবাণী উত্থিত হইল "বৎসরাজ! যোগন্ধরায়ণ যাহার মন্ত্রী, এবং জন্মান্তর দেবতা বাসবদত্তা যাহার ভার্য্যা, সেই ধন্য ও পুণ্যবান্। এই দেবীর কোন দোষ নাই।" ইহা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। বৎসরাজ এবং গোপালক, যোগন্ধরায়ণের চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং পৃথিবীকে হস্তগত বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর বৎসরাজ সাক্ষাৎ রতি এবং নির্বৃতি-স্বরূপ দুই সহধর্ম্মিণীর সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

অনন্তর বৎসরাজ একদা গোপালক, যোগন্ধরায়ণ, রুমণ্বান্ এবং বসন্তককে আহ্বান করিয়া বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথায় কথায় নিজ বিরহপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, রাজা সর্ব্বসমক্ষে এই মনোহর কথাটী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বকালে পুরূরবা নামে পরম বৈষ্ণব এক রাজা ছিলেন। ভূতলের ন্যায় দেবলোকেও তাঁহার গতি অপ্রতিহত ছিল। একদা পুরূরবা নন্দন কাননে বেড়াইতেছেন, এমন সময় কন্দর্পের মোহনাস্ত্রস্বরূপ উর্ব্বশীনাম্নী এক অপ্সরা, রাজাকে দেখিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইল। নরপতিও লাবণ্য-রসের নির্ঝরিণীস্বরূপ সেই উর্ব্বশীকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সহসা এই ঘটনায় উর্ব্বশীর সখীগণ ভয়ে কম্পিত কলেবর হইল।

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ হরি, নন্দনবনে পুরূরবার এই বিপদ জানিতে পারিয়া দর্শনাগত দেবর্ষি নারদকে এই আদেশ করিলেন "দেবর্ষে! নন্দনবনে

নরপতি পুরূরবা, উর্ব্বশীদর্শনে হৃতচিত্ত হইয়া, অবিসহ্য বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; অতএব তুমি সত্বর ইন্দ্রসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আমার কথায় ইন্দ্রকে বুঝাইয়া, সত্বর পুরূরবাকে উর্ব্বশী সম্প্রদান করাও।" দেবর্ষি নারদ, ভগবানের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, নন্দনবনে পুরূরবার নিকট অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন। এবং বিষ্ণুর আদেশ বর্ণনদ্বারা রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া, তৎসমভিব্যাহারে দেবরাজ সমীপে গমন করিলেন। দেবরাজ প্রণাম পূর্ব্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে, দেবর্ষি তদীয় কুশল জিজ্ঞাসার পর ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশ জানাইলেন। ইন্দ্র, শ্রবণমাত্র পরম সন্তোষের সহিত, পুরূরবাকে উর্ব্বশী প্রদান করিলেন। উর্ব্বশী মূর্চ্ছিত ছিল, সম্প্রদানমাত্র চৈতন্য লাভ করিল। অনন্তর রাজা, প্রিয়তমা উর্ব্বশীর সহিত ভূলোকে অবতীর্ণ হইলে, মর্ত্ত্যগণ সাশ্চর্য্যে স্বর্গবধূ দর্শন করিয়া নয়নসার্থক করিল। উভয়ে পরস্পর দৃষ্টিপাশে এরূপ বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, পলমাত্র বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না। সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া সুখে কালযাপন করিতেন।

একদা দানববর্গের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল, দেবরাজ পুরূরবাকে তদীয় সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে, পুরূরবা গমন করিলেন। সেই সংগ্রামে মায়াধর নামে কোন অসুর নিহত হইলে, ইন্দ্র এক মহোৎসব প্রদান করেন। এই মহোৎসবে, সমস্ত সুরবধূগণ ও সঙ্গীতবিশারদ আচার্য্য তুম্বুরু ও আহূত হইয়াছিলেন। অনন্তর রম্ভা অশেষবিধ অভিনয়ের সহিত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, দৈবাৎ তদীয় নৃত্যাভিনয়ের কিঞ্চিৎ স্খলন হইল। তদ্দর্শনে পুরূরবা হাস্য করাতে রম্ভা অসূয়াপরবশ হইয়া রাজাকে বলিল, তুমি মনুষ্য, দিব্য নৃত্যাভিনয়ের কি জান? রাজা কহিলেন 'আমি মর্ত্ত্য হইয়াও উর্ব্বশী সাহায্য হেতু সে সমস্তই অবগত আছি। আমি যাহা জানি যুষ্মৎ গুরু তুম্বুরুও তাহা জানেন কি না সন্দেহ।' রাজার এইরূপ গর্ব্বিতবচনে তুম্বুরু ক্রুদ্ধ হইয়া এই শাপ দিলেন :—"এই অপরাধে উর্ব্বশীর সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে, এবং হরির আরাধনা করিলে পুনর্মিলন হইবে।" পুরূরবা অকস্মাৎ এইরূপ

হৃদয়বিদারণ শাপে নিতান্ত বিষন্ন হইয়া, গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক প্রেয়সী উর্ব্বশীর নিকট শাপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

তদনন্তর একদা কতিপয় গন্ধর্ব্ব অদৃষ্ট ভাবে সহসা উপস্থিত হইয়া, রাজার অগোচরে উর্ব্বশীকে অপহরণ করিয়া যে কোথায় গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। রাজা এই ঘটনাকে, শাপদোষ নিবন্ধন ঘটনা বিবেচনা করিয়া, ইহার প্রতিবিধানার্থ রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে উর্ব্বশী পতিবিয়োগদুঃখে নিতান্ত কাতর ও অচেন হইয়া মৃতবৎ, সুপ্তবৎ এবং চিত্রলিখিতবৎ গন্ধর্ব্ব-লোকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চক্রবাকমিথুন যেমন পুনর্মিলনের আশায় রাত্রিযাপন করে, আমাদের উর্ব্বশীও সেইরূপ শাপান্তে পুনর্মিলনের প্রত্যাশায় কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন। আশার কি আশ্চর্য্য মহিমা!

পুরূরবা, সুকঠোর তপোবলে ভগবান্ অচ্যুতকে সন্তুষ্ট করিলে, তাঁহার শাপান্ত হইল, তন্নিবন্ধন গন্ধর্ব্বেরাও উর্ব্বশীকে ছাড়িয়া দিল। এইরূপে উভয়ে পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও, দিব্য ভোগসুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

বৎসরাজ এই বলিয়া বিরত হইলে, বাসবদত্তা লজ্জিত হইলেন। যোগন্ধ-রায়ণ দেবীকে যুক্তিদ্বারা উপালব্ধ ও তন্নিবন্ধন লজ্জিত দেখিয়া, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার মানসে, রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তিমিরা নগরে, বিহিতসেন নরপতির তেজোবতী নামে এক মহিষী ছিলেন। রাজা তদীয় প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, নিরন্তর তদীয় স্পর্শসুখ অনুভবপূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেন। একদা রাজা জীর্ণ জ্বরে আক্রান্ত হইলে, বৈদ্যগণ তাঁহার দেবীসংসর্গ রহিত করিল। এইরূপে রাজমহিষীর সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া, কিছুদিন থাকিতে থাকিতেই রাজার হৃদয়াভ্যন্তরে, এক উৎকট স্ফোটকের সঞ্চার হইল। বৈদ্যগণ সেই রোগকে ঔষধাসাধ্য বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত এই যুক্তি করিল, কোন প্রকার

ভয়, বা দুর্জ্জয় শোকাভিঘাত দ্বারা যদি দৈবাৎ স্ফোটক ফাটিয়া যায়, তবেই সাধ্য, নচেৎ অসাধ্য। কিন্তু ইতিপুর্ব্বে যিনি মহাসর্প পৃষ্ঠে পতিত হওয়াতেও ভয় পান নাই, শত্রুসৈন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেও যাঁহার চিত্ত অণুমাত্র ক্ষুব্ধ হয় নাই, এরূপ মহাবল ও মহোৎসাহসম্পন্ন রাজার বিভীষিকা, কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি এই উপায়দ্বয় ইঁহার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে এবিষয়ে অন্য উপায় বুদ্ধি কল্পনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই বলিয়া বৈদ্যগণ নিবৃত্ত হইলে, অমাত্যবর্গ রাজমহিষীর নিকট গমনপূর্ব্বক বৈদ্যনির্দ্দিষ্ট রোগ শান্তির উপায় নিবেদন করিলেন। অনন্তর দেবীর কাল্পনিক মরণরূপ উপায় স্থির করিলেন, এবং দেবীকে এই কার্য্য সম্পাদনে সম্মত করাইয়া রাজ-সমীপে গমনপূর্ব্বক সহসা দেবীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন। হঠাৎ এই হৃদয়বিদারণ সংবাদে, রাজার হৃদয় মথ্যমান হইলে, হৃদয়স্থ স্ফোটক ফাটিয়া গেল। এইরূপে ক্রমে রাজা রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইলে, তদীয় মন্ত্রিবর্গ রাজমহিষীকে আনিয়া, রাজহস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রাজা প্রাণদায়িনী রাজমহিষীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং তাঁহাকে বহুমান করিলেন। পতির হিতচিন্তাই রাজপত্নী-দিগের দেবী পদলাভের প্রধান কারণ, প্রিয়কার্য্য সম্পাদনমাত্র নহে। নিয়ত রাজকার্য্য সমূহের চিন্তাকেই মন্ত্রিতা কহে। আর নিয়ত প্রভুর চিত্তানুবর্ত্তনই উপজীবীর প্রধান লক্ষণ।

অতএব মহারাজ! শত্রুভূত মগধরাজের সহিত সন্ধি করিবার বাসনায়, এবং সমস্ত পৃথিবী মধ্যে, মহারাজের অদ্বিতীয় জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিবার অভি-প্রায়েই আমরা এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। দেবীও মহারাজের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি নিবন্ধন অসহ্য বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আপনার নিকট অপরাধিনী না হইয়া বরং মহারাজের সম্পূর্ণ উপকারই করিয়াছেন।

বৎসরাজ, মন্ত্রিশিরোমণি যোগন্ধরায়ণের এই গুর্ব্বর্থভূয়িষ্ঠ তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া, পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনাকেই এবিষয়ে যথার্থ অপরাধী স্বীকার করিয়া বলিলেন "আমি বেশ জানিয়াছি যে যুষ্মৎপ্রবর্ত্তিতা মহামান্যা দেবীই মূর্ত্তিমতী নীতির ন্যায় আমাকে সসাগরা মেদিনী প্রদান করিয়াছেন।

আমি অতি প্রণয়বশতঃ যে সকল অসঙ্গত কথা বলিয়াছি, তাহা অবশ্য-মার্জ্জনীয়। কারণ, অনুরাগান্ধব্যক্তির বিচারক্ষমতা একেবারেই লুপ্ত হয়।” ইত্যাদি নানাবিধ আলাপদ্বারা সে দিবসের সহিত দেবীর লজ্জা অপনীত করিলেন।

একদা মগধরাজের প্রেরিত কোন দূত বৎসরাজের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, ‘মহারাজ! আপনার মন্ত্রিবর্গ আমাদিগের মহারাজকে যে বঞ্চনা করিয়াছেন, সে জন্য তিনি দুঃখিত নহেন। কিন্তু মহারাজ! এখন এই করিবেন, যেন তাঁহাদের জীবদ্দশায় পদ্মাবতী কোনরূপ ক্লেশ না পান।” বৎসরাজ এতৎশ্রবণে স্বয়ং উত্তর না দিয়া দূতের যথোচিত সম্মানপুরঃসর পদ্মাবতীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দেবীবা বিনীতভাবে দূতসমক্ষে দর্শন দিলে, দূত কহিল “দেবি! আমাদের মহারাজ মগধরাজ, যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন” “পুত্রি! তোমার পতি তোমাকে ছলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া যে অন্যাসক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমি কন্যাজনকতার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইযাছি।” দূত এই বলিয়া বিরত হইলে পদ্মাবতী কহিলেন ভদ্র! আপনি আমাদের কথায় পিতাকে বলিবেন যে, তিনি যেন শোক না করেন। আর্য্যপুত্র আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় আছেন, এবং দেবী বাসবদত্তাও আমাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করেন; অতএব নিজ সত্যের ন্যায়, আমার জীবন যদি পিতার অত্যাজ্য হয়, তবে পিতৃদেব যেন আর্য্যপুত্রের বিষয়ে কোন প্রকার ভিন্নভাব গ্রহণ না করেন। পদ্মাবতী এইরূপ যথোচিত প্রত্যুত্তর দিয়া বিরত হইলেন। অনন্তর বাসবদত্তা দূতের সমুচিত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। দূত চলিয়া গেলে পদ্মাবতী পিতৃভবনের কথা স্মরণ করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও বিমনা হইলেন। সুচতুর বাসবদত্তা পদ্মাবতীর চিত্তোৎকণ্ঠা বুঝিতে পারিয়া তদীয় বিনোদনার্থ বসন্তককে একটী কথা বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন। বসন্তক কহিলেন, দেবি! শ্রবণ করুন।

পাটলিপুত্র নগরে ধর্ম্মগুপ্ত নামা এক বণিকের চন্দ্রপ্রভা নামে এক স্ত্রী ছিল। কালে চন্দ্রপ্রভা গর্ভবতী হইয়া এক পরম সুন্দরী কন্যা প্রসব করিল।

কন্যা-ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নিজ কিরণে সূতিকাভবন আলোকিত করিল, এবং সহসা উঠিয়া বসিয়া স্পষ্ট আলাপে প্রবৃত্ত হইল। এতদ্দর্শনে জাতভয়নম্র স্ত্রীলোক মাত্রেই বিস্মিত ও ভীত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। ধর্ম্মগুপ্ত তৎশ্রবণে সভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "ভগবতি! আপনি কে? আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন?" সদ্যোজাত-তনয়া কহিল, "তুমি আমাকে কাহারও হস্তে সমর্পণ করিও না, আমি তোমার গৃহের সর্ব্বমঙ্গলা, অধিক কথার প্রয়োজন নাই।" ধর্ম্মগুপ্ত এতৎ শ্রবণে ভীত হইয়া, সেই কন্যাকে গুপ্তভাবে রক্ষা করিল এবং পরম যত্নে তাহার ভরণপোষণ করিতে লাগিল ও কন্যার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বাহিরে প্রচার করিল। অনন্তর ধর্ম্মগুপ্ত, তনয়ার নাম সোমপ্রভা রাখিল। সোমপ্রভা শশি-কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একদা বসন্তকালে বসন্তোৎসব উপস্থিত হইলে, সোমপ্রভা তদ্দর্শনার্থ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিল, গুহচন্দ্রনামক এক বণিক্‌পুত্র দৈবাৎ তাহাকে দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া, অতিকষ্টে নিজগৃহে গমনপূর্ব্বক মদনযন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইল। তদীয় পিতামাতা, পুত্রের অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গুহচন্দ্র লজ্জায় স্বয়ং না বলিয়া, কোন বন্ধুদ্বারা বলিল। পিতা গুহসেন, পুত্রের অসুস্থতার কারণ শুনিয়া, অবিলম্বে ধর্ম্মগুপ্তের ভবনে গমন পূর্ব্বক পুত্রের জন্য সোমপ্রভাকে প্রার্থনা করিল। ধর্ম্মগুপ্ত গুহসেনের প্রার্থনার এই উত্তর করিল, তিনি যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, সে বাস্তবিক কন্যা নহে। ইহাতে ধর্ম্মগুপ্ত, কন্যাকে গোপন করিল ভাবিয়া, গুহসেন গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া রাজসমীপে গমন করিল, এবং রাজাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। রাজাও অর্থলাভে প্রসন্নচিত্ত হইয়া, গুহসেনের সাহায্যার্থ নগরাধ্যক্ষকে নিয়োজিত করিলেন। গুহসেন নগরাধ্যক্ষের সহিত ধর্ম্মগুপ্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া, বলপূর্ব্বক তদীয় গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলে, ধর্ম্মগুপ্ত সর্ব্বনাশের আশঙ্কায় রোদন করিতে লাগিল। তদনন্তর সোমপ্রভা ধর্ম্মগুপ্তকে কহিল "পিতঃ! আপনি আমাকে উহাদের

হস্তে সমর্পণ করিয়া, এইরূপ সত্য করিয়া লউন যে, ভর্ত্তা আমাকে কখন এক শয্যায় গ্রহণ করিবে না। তাহা হইলেই আমার নিমিত্ত আপনাকে আর এ উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে না।” অনন্তর কন্যার এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মগুপ্ত পতিসহবাসভিন্ন কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইল। গুহসেন তৎশ্রবণে অন্তরে হাঁসিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে পর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। অনন্তর গুহসেন সুত গুহচন্দ্র, সোমপ্রভাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, গুহসেন, পুত্রকে বধূর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে আদেশ করিয়া বলিল; কোন্‌কালে কাহার ভার্য্যা পতির সহিত এক শয্যায় শয়ন না করিয়া, ভিন্নশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে? শ্বশুরের এই কথা শুনিয়া, সোমপ্রভা সক্রোধনয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ যমের আজ্ঞা স্বরূপ, আপন তর্জ্জনী ঘূর্ণিত করিল। গুহসেন পুত্রবধূর সেই অঙ্গুলিঘূর্ণন দর্শনমাত্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে লোকে ভয়ে কম্পবান্ হইল। গুহচন্দ্র পিতার এইরূপ মৃত্যু দর্শনে, ভার্য্যাকে সাক্ষাৎ মায়ী স্থির করিয়া তদীয় উপভোগ প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নীর সেবাব্রতে নিযুক্ত হইল এবং প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজন করাইতে আরম্ভ করিল। সোমপ্রভাও ভোজনের পর ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য দক্ষিণা দিতে লাগিল।

একদা এক নিমন্ত্রিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সোমপ্রভার জগন্মোহনী রূপসম্পত্তি দর্শনে বিস্মিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া গোপনে গুহচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! এই বালা তোমার কে হয়? আমাকে বলিতে হইবে।” গুহচন্দ্র ব্রাহ্মণের অনুরোধে সমস্ত নিবেদন করিল; সেই দ্বিজোত্তম গুহচন্দ্রের প্রতি সদয় হইয়া তদীয় ইষ্টসিদ্ধির জন্য তাহাকে অগ্নির আরাধনার্থ মন্ত্রপ্রদান করিলেন। গুহচন্দ্রও নির্জ্জনে সেই মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার সমক্ষে বহ্নি-মধ্য হইতে দ্বিজরূপী অগ্নি আবির্ভূত হইলেন। অগ্নি গুহচন্দ্রকে চরণপতিত দেখিয়া কহিলেন “আজ আমি তোমার গৃহে ভোজন করিয়া রাত্রিতে অবস্থিতি করিব এবং তোমাকে সোমপ্রভার তত্ত্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক তোমার বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধ করিব।”

এই বলিয়া গুহচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সহিত তদীয় ভবনে ভোজনানন্তর গুহচন্দ্রের সহিত একশয্যায় শয়ন করিয়া ব্যাজনিদ্রায় রহিলেন। ক্রমে গভীর রজনী উপস্থিত হইলে, সোমপ্রভা উঠিয়া তদীয় ভবন হইতে প্রস্থান করিল। অগ্নিদেব গুহচন্দ্রকে সত্বর জাগাইয়া কহিলেন "এস এবং তোমার পত্নীর বৃত্তান্ত দেখ।" এই বলিয়া যোগবলে উভয়েই ভৃঙ্গরূপ ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। কিছু দূর যাইয়া সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অবলোকন করিলেন। তাহার মূলদেশে বীণা এবং বংশীরবসংবলিত অতি মধুর দিব্য সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ক্রমে পাদপের নিকটবর্ত্তী হইয়া তদীয় স্কন্ধদেশে মহাসনে উপবিষ্ট এক দিব্য কন্যাকে দর্শন করিলেন। তাহার শরীরলাবণ্যে তত্রত্য চান্দ্রমসী জ্যোৎস্নাও মলিন হইতেছে। দাসীদ্বয় দুই পার্শ্বে শুক্ল চামর লইয়া বীজন করিতেছে। বোধ হইল যেন লাবণ্যসর্ব্বস্বের আধারভূত নিশানাথের সাক্ষাৎ অধিদেবতা, মূর্ত্তিমতী হইয়া বসিয়া আছেন। সোমপ্রভা সেই বটপাদপে আরোহণপূর্ব্বক সেই দিব্যকামিনীর অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিয়া তুল্যকান্তি ধারণ করিলে, গুহচন্দ্রের মনে সেই রজনী ত্রিচন্দ্রা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তদনন্তর গুহচন্দ্র কৌতুকাবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল এই চিন্তা করিল "ইহা কি স্বপ্ন বা ভ্রান্তি! কিম্বা সাধু-সম্পর্ক জনিত এই মার্গস্থ পাদপের মঞ্জরী! অথবা আমার নিমিত্ত সেই মঞ্জরীর ফলোন্মুখ পুষ্পোদ্গম! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" গুহচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কন্যাদ্বয় বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া দিব্য আসব পান করিল। অনন্তর সোমপ্রভা, প্রথমা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ভগিনি! আজ আমাদের গৃহে এক মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়াছে; তজ্জন্য আমার মন কিছু শঙ্কিত আছে। অতএব এখন যাই।" এই বলিয়া সোমপ্রভা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আগমন করিতে উদ্যত হইলে, ভৃঙ্গরূপী গুহচন্দ্র ও অগ্নিদেব অগ্রেই গৃহে প্রত্যাগত হইলেন; পশ্চাৎ গুহচন্দ্রের গৃহিণী আসিয়া অলক্ষিতভাবে পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিল। তদনন্তর ব্রাহ্মণরূপী অনলদেব, গুহচন্দ্রকে গোপনে কহিলেন, "তোমার এই

ভার্য্যা যে স্বর্গীয়া তাহা দেখিলে ? আর যে দ্বিতীয়া কন্যাকে ঘটস্বন্ধে দেখিয়াছ, সে ইহার ভগিনী। দিব্য কন্যারা, কদাচ মনুষ্যের সহিত সঙ্গমে সম্মত হয় না। এই জন্য সোমপ্রভা তোমার সহিত শয্যায় শয়ন করে না। কিন্তু এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য আমি তোমাকে একটী মন্ত্র প্রদান করিতেছি। তুমি এই মন্ত্রটী তোমার পত্নীর দ্বারদেশে লিখিয়া দিবে, এবং এই মন্ত্রের প্রতিপোষকস্বরূপ একটী বাহ্য যুক্তিও উপদেশ দিতেছি, ধারণ কর। এই বলিয়া অনলদেব গুহচন্দ্রকে মন্ত্র সম্প্রদানপূর্ব্বক প্রাতঃকালে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর গুহচন্দ্র ভার্য্যার গৃহদ্বারে সেই মন্ত্র লিখিয়া দিল। সায়ংকালে মন্ত্রের পোষণার্থে বেশভূষা সম্পাদনপূর্ব্বক পত্নীর সাক্ষাতে কোন উত্তমা বেশ্যার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে সোমপ্রভা গুহচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া ঈর্ষাকষায়িতবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি যে স্ত্রীলোকটীর সহিত কথা কহিতে ছিলেন সেটী কে ?" এপর্য্যন্ত সোমপ্রভার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় নাই, আজ মন্ত্র বলে কথা ফুটিল। গুহচন্দ্র কহিল, 'উহার সহিত বহুকালাবধি আমার আলাপ আছে ; আজ আমি উহার গৃহে যাইব।' পতির এইরূপ মিথ্যা আরোপবাক্যে সোমপ্রভা স্ত্রীজাতিসুলভ অশেষবিধ বিলাসবিভ্রমের সহিত এককালে ফিরিয়া দাঁড়াইল,এবং বক্রীকৃতনয়নে গুহচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 'বুঝিয়াছি এইজন্যই আপনার বেশবিন্যাস ; তা আর আপনার যাইবার আবশ্যকতা নাই, আজ অবধি আমি আপনার গৃহিণী হইলাম।' এই বলিয়া বাম হস্তদ্বারা তদীয় অঙ্গ স্পর্শ করিল। অনন্তর উভয়ে একচিত্ত হইয়া শয়নগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক বিবিধ রসরঙ্গে রাত্রি যাপন করিল। মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়া মানুষে যাহার আশাও করিতে পারে না, আজ গুহচন্দ্র মন্ত্রবলে সেই দিব্য সম্ভোগে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। সোমপ্রভাও গুহচন্দ্রের প্রতি অতিশয় প্রেমবতী হইয়া স্বর্গবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূলোকে বাস করিতে লাগিল।

দেবি। এইরূপে শাপভ্রষ্ট দিব্য মহিলারা পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে

সময়ে সময়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বসন্তক এই প্রকারে পদ্মাবতীর উদ্বেগ শান্ত করিয়া পুনর্ব্বার অহল্যা বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বকালে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি গৌতমের অহল্যা নাম্নী সহধর্ম্মিণী রূপে অপ্সরাজাতিকেও অধঃকৃত করিয়াছিলেন। একদা বাসব অহল্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া নির্জনে তদীয় সম্ভোগ প্রার্থনা করিলেন। দেবি! প্রভু হইলেই বিষয়ান্ধ হয়, এবং তাহাদের বুদ্ধি অবিষয়ে ধাবিত হয়। অহল্যা কামপরবশ হইয়া, শচীপতির প্রার্থনায় সম্মত হইলে, মহর্ষি তপঃপ্রভাবে পত্নীর এই গর্হিতাচার অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র সহসা গৌতমকে উপস্থিত দেখিয়া, ভয়ে বিড়ালরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর গৌতম পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গৃহে কে ছিল?" অহল্যা থত মত খাইয়া, এস-ঠ্ঠিআেকৃখু মাজ্জাবো"(একটা বিড়াল ছিল) সত্যের অনুরোধে এইরূপ অপভ্রষ্ট এবং বক্র ভাষায় উত্তর দিলেন। মুনি স্মিতমুখে কহিলেন, "যে ব্যক্তি তোমার গৃহে ছিল সে সত্যই তোমার উপপতি; অতএব এই অপরাধে তুমি কিছু কাল পাষাণ হইয়া থাক। যখন রাঘব বনে আসিবেন, তখন তাঁহার দর্শনে তোমার শাপমোচন হইবে। রে বরাঙ্গলুব্ধ ইন্দ্র! তোর শরীর কিছু কালের জন্য সহস্র বরাঙ্গে পরিপূর্ণ হইবে; অনন্তর বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত তিলোত্তমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তোর সেই বরাঙ্গসকল সহস্রনয়নে পরিণত হইবে।' গৌতম উভয়কেই এইরূপ শাপ দিয়া পুনর্ব্বার তপস্যায় গমন করিলেন। অহল্যা শিলাময়ী এবং ইন্দ্রও যোনিসমাবৃতগাত্র হইলেন। অতএব দেবি! কোন্ ব্যক্তির দুঃশীলতা কষ্ট ভিন্ন সুখে পরিণত হয়?

এইরূপে সকলকেই সর্ব্বদা কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যে যেরূপ বীজ বপন করে সে সেইরূপ ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। এই হেতু অন্যের অনিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়াই সুবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রের বিধিসিদ্ধ সাধুব্রত। পূর্ব্বজন্মে আপনারা দুই সহোদরা ছিলেন; এজন্য শাপভ্রষ্ট হইয়া, ইহ জন্মেও মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রাজমহিষী হইয়াছেন, সুতরাং আপনাদের হৃদয় নির্ব্বন্ধ ও পরস্পরের হিতকর হইয়াছে। বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী বসন্তকের মুখে এইকথা

শুনিয়া পরস্পর ঈর্ষ্যাভাব এককালে পরিত্যাগ করিলেন। দেবী বাসবদত্তা পদ্মাবতীর হিতকামনায় বৎসরাজকে সাধারণ পতি করিয়া পদ্মাবতীর প্রিয়সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মগধেশ্বর পদ্মাবতীপ্রেরিত দূতমুখে বাসবদত্তার তাদৃশ মহানুভাবতা শ্রবণ করিয়া সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

পর দিবস অমাত্য যোগন্ধরায়ণ বৎসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া, দেবী এবং অন্যান্য লোকসমক্ষে বলিলেন, "দেব। মগধেশ্বর আমাদের নিকট প্রতারিত হইলেও তাঁহা হইতে আর আমাদের ভয়ের আশঙ্কা নাই। কন্যা-সম্বন্ধ নামক সাম দ্বারা যখন একবার বদ্ধ হইয়াছেন, তখন আর বিগ্রহ করিয়া প্রাণাধিকা কন্যাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এতদ্ভিন্ন তিনি যে সত্য করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। আর মহারাজ কিছু স্বয়ং মগধরাজকে প্রতারণা করেন নাই। সে কার্য্য আমিই করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি তাহাও তাঁহার পক্ষে অসুখের কারণ নহে। আমি দূতমুখে শুনিয়াছি যে তিনি আমাদের প্রতি তুষ্ট বৈ রুষ্ট হন নাই। তিনি বিকৃতচিত্ত না হন, এই অভিপ্রায়েই আমরা এতদিন এখানে থাকি-লাম। এখন উদ্যোগের নিমিত্ত, কেন কৌশাম্বী গমন করিতেছেন না?" কৃতী যোগন্ধরায়ণ রাজাকে এইরূপ বুঝাইতেছেন, এমন সময় মগধরাজ্য হইতে দূত আসিয়া দ্বারবানের সহিত রাজসমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং প্রণাম পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া বৎসরাজকে বলিল "দেব! আমাদের মহারাজ দেবী পদ্মাবতীর প্রেরিত সংবাদে পরম পরিতুষ্ট হইয়া এই নিবেদন করিয়াছেন "বৎস। অধিক বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। আমি সমস্ত বুঝিয়াছি, এবং তোমার প্রতি যারপর নাই প্রীত হইয়াছি। অতএব যে জন্য এই সমস্ত করিয়াছ, তৎসম্পা-দনে যত্নবান্ হও, আমরা প্রণত হইয়াছি।" বৎসরাজ দূতমুখে যোগন্ধরায়ণ প্রণীত নীতিবৃক্ষের পুষ্পস্বরূপ, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর পদ্মাবতী সমক্ষে দূতকে সবিশেষ পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক সম্মানসহকারে বিদায় করিলেন।

অনন্তর উজ্জয়িনী হইতে চণ্ডমহাসেনের দূত উপস্থিত হইল, এবং রাজ

সমক্ষে গমন করিযা অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিল "দেব! কার্য্যজ্ঞ উজ্জয়িনীপতি আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পরম সন্তোষের সহিত এই আদেশ করিযাছেন, 'মহামতি যোগন্ধরায়ণ যাঁহার মন্ত্রিত্ব পদ অলঙ্কৃত করিযাছেন, তাঁহার বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রযোজন নাই। উহাতেই আপনার সর্ব্বগুণশালিতা ও প্রশস্তচিত্ততা বর্ণন করা হইযাছে। বৎসা বাসবদত্তাও ধন্য, যিনি সেই সেই কার্য্য করিয়া আপনার প্রতি পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কার্য্যদ্বারা আমাদের মস্তকও চিরকালের জন্য সাধু-সমাজে উন্নত হইল। পদ্মাবতী, আমার বাসবদত্তা হইতে ভিন্ন নহেন, তাঁহাদের একই হৃদয়। অতএব শীঘ্র উদ্যোগে যত্নবান হউন।"

দূতমুখে শ্বশুরের এই কথা শুনিযা, বৎসরাজের হৃদযে আনন্দলহরী উচ্ছলিত হইতে লাগিল। দেবীর প্রতি অনির্ব্বচনীয প্রণয়োৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং মন্ত্রিসিংহের প্রতি অতিমাত্র বহুমানের উদয় হইল। তদনন্তর রাজা দেবীদ্বয়ের সহিত, সমুচিত সৎকারপুরঃসর দূতের আতিথ্য করিলে, দূত প্রমোদপুলকিত হইযা বিদায় গ্রহণ করিল। অনন্তর বৎসরাজ, উদ্যোগ-বিধানার্থ মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর কৌশাম্বীগমনের মানস করিলেন।

অষ্টাদশ তরঙ্গ।

পর দিবস বৎসরাজ মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া, মহিষীদ্বয সমভিব্যাহারে লাবণক পরিত্যাগপূর্ব্বক সসৈন্যে কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। রাজা গজেন্দ্র পৃষ্ঠে, দেবীরা তৎপশ্চাৎ করেণুকাপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর চতুরঙ্গবল উদ্বেল সাগরসলিলের ন্যায় কোলাহলের সহিত ধরাতল ব্যাপ্ত করিয়া গমন করিতে লাগিল।

কিছু দিনের মধ্যে বৎসরাজ কৌশাম্বীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। পৌরবর্গ বহুকালের পর তদীয় আগমনে উৎসবে পরিপূর্ণ হইল। কোথাও

নৃত্য, কোথাও গীত, কোথাও বা বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। শত শত পতাকা উড্ডীন হইল। বহির্দ্বারে হেমময় পূর্ণকলস স্থাপিত হইল। বন্দিগণ স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। লোকের আনন্দধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। বোধ হইল যেন কৌশাম্বী নগরী, পতিকে প্রবাসাগত দেখিয়া, পূর্ণকলসরূপ কুচযুগল প্রদর্শনপূর্ব্বক সুধাধবল হাস্যের সহিত আনন্দালাপ করিতেছে। মহারাজ ক্রমে প্রেয়সীদ্বয়সহ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে পুরবাসিনী কামিনী-গণ তদ্দর্শনে ধাবমান হইয়া, কতক সৌধতলে কতক বা গবাক্ষবিবরে উপস্থিত হইল এবং অনিমিষলোচনে মহারাজকে দর্শন করিতে লাগিল।

কোন স্ত্রী বাসবদত্তার দাহপ্রবাদ স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে কহিল, "যদি অগ্নিদেব লাবণকপ্রদেশে বাসবদত্তাকে দগ্ধ করিতেন, তাহা হইলে জগন্মধ্যে তিনি প্রকাশক হইয়াও অপ্রকাশ হইতেন। কোন কামিনী পদ্মাবতীকে দেখিয়া আপন স্বামীকে বলিল "দেখ ভাই দেবী বাসবদত্তা ভাগ্যক্রমে সখীতুল্য সপত্নী লাভ করিয়া লজ্জিত হন নাই। হর এবং হরি যদি এ রূপ কখন দেখিতেন, তবে আর তাঁহাদের উমা এবং লক্ষ্মীতে আদর থাকিত না।" পুরবাসিনীরা ইত্যাদি বিবিধ আলাপ করিতে করিতে তাঁহাদি-গকে দর্শন করিতে লাগিল।

এইরূপে বৎসেশ্বর লোকদিগের নেত্রোৎসব বর্দ্ধন পূর্ব্বক দেবীদ্বয়সহ রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন। এই কালে বায়ুসঞ্চারে পদ্মসরোবরের এবং চন্দ্রোদয়ে সাগরের ন্যায় রাজভবনের এক অপূর্ব্ব শোভা হইল। ক্ষণকাল মধ্যে সামন্ত-গণের উপঢৌকনে রাজভবন পরিপূর্ণ হইল। বৎসরাজ সমস্ত রাজলোকের যথোচিত সম্মান করিয়া মহোৎসব সমাপনান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রতি এবং প্রীতিস্বরূপ দেবীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পানাদি লীলায় সে দিবস অতিবাহিত করিলেন।

পর দিবস বৎসরাজ মন্ত্রিগণসহ সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইলে, কোন ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে আসিয়া এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, "মহারাজ! ব্রহ্মহত্যা হইল, রক্ষা করুন, অটবীমধ্যে পাপিষ্ঠ গোপালকগণ, বিনা কারণে আমার

পুত্রের চরণচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে।” ইহা শুনিয়া রাজা কতিপয় গোপালককে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, মহারাজ! আমরা রাখাল, বনে ক্রীড়া করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে দেবসেন নামে যে রাখাল আছে; সে অটবীর একদেশে শিলাতলে বসিয়া “আমি তোমাদের রাজা” এই বলিয়া আমাদিগকে শাসন করিয়া থাকে। আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে না। আজ এই ব্রাহ্মণকুমার, গোপরাজকে প্রণাম না করিয়া, সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এই জন্য আমাদের রাজা কুপিত হইয়া এই অবিনীতের পাদচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলে, আমরা রাজাজ্ঞানুসারে এই কার্য্য করিয়াছি। মহারাজ! আমাদের মধ্যে কাহার সাধ্য যে, প্রভুর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে সাহস করে?

গোপালকগণ এইরূপ বর্ণন করিয়া বিরত হইলে, চতুর যোগন্ধরায়ণ কর্ণান্তিকে রাজাকে বলিলেন, “প্রভো! সেই স্থানে অবশ্যই ধন আছে; সেই ধনবলে এক জন রাখালও এইরূপ প্রভুত্ব করিতেছে, অতএব তথায় গমন করুন।” বৎসরাজ অমাত্যের এই কথায় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া রাখালগণকে অগ্রে করিয়া যোগন্ধরায়ণের সহিত সসৈন্যে সেই অটবীপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক খনক-দ্বারা সেই স্থান খনন করাইলেন। অনন্তর তথা হইতে পাষাণকায় এক যক্ষ উত্থিত হইয়া কহিল, “রাজন্! আমি বহুকাল হইতে এই ধন রক্ষা করিতেছি, ইহা আপনার পিতামহদেব এই স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব আপনি স্বচ্ছন্দে ইহা গ্রহণ করুন।” যক্ষ এই কথা বলিয়া বৎসরাজকৃত পূজাগ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল। সেই খাতমধ্যে অপরিমিত অর্থ এবং মহামূল্য এক রত্ন সিংহাসন নিহিত ছিল। পাঠকগণ! উদয়কালে কল্যাণ পরম্পরার স্রোত নির-বচ্ছিন্নই বহিতে থাকে। তদনন্তর বৎসরাজ সেই রাখালদিগকে শাসন করিয়া যাবতীয় অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পৌরবর্গ রাজানীত সেই হৈম সিংহাসন দেখিয়া আনন্দে দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিল। মন্ত্রিবর্গও সেই সিংহাসনকে ভাবি কার্য্যসিদ্ধির শুভলক্ষণ স্থির করিয়া উৎসবে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর নভোমণ্ডল পতাকাবিদ্যুতে

ব্যাপ্ত হইল। বৎসরাজজলদ অনুজীবীদিগকে স্বর্ণবৃষ্টি করিলেন। এইরূপে সে দিবসও উৎসবেই অতিবাহিত হইল।

পর দিবস যোগন্ধরায়ণ বৎসরাজের চিত্তপরীক্ষার জন্য তাঁহাকে আপনাদের কুলক্রমাগত অরণ্যলব্ধ সেই পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পরক্ষণেই বলিলেন, মহারাজের প্রপিতামহ পৃথিবী জয় করিয়াই ইহাতে আরোহণ করিয়াছিলেন; অতএব দিগ্বিজয় করিয়া এই সিংহাসনে আরোহণ করাই আপনাদের কৌলিক প্রথা। রাজা কহিলেন, "তবে আমিও সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া রত্নসিংহাসন অলঙ্কৃত করিব।" এই বলিয়া রাজা তৎকালে সেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না। পাঠক! মহাকুলপ্রসূত ব্যক্তিদিগের অকৃত্রিম অভিমান হওয়াই সন্তোষ ও শ্লাঘার বিষয়।

রাজহিতৈষী যোগন্ধরায়ণ রাজবচনে প্রীত হইয়া গোপনে রাজাকে কহিলেন, "দেব! তবে সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ব দিগ্বিজয়ের উদ্যোগ করা যাউক।" মন্ত্রিগণের প্রস্তাবে রাজা প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন করিলেন, "মন্ত্রিবর! রাজারা সর্ব্বাগ্রে কেন পূর্ব্বদিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন?", যোগন্ধরায়ণ রাজার প্রস্তাবে তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, "রাজন্! উত্তরদিক্ পরমসমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত হইলেও ম্লেচ্ছ সংসর্গনিবন্ধন প্রথম যাত্রার পক্ষে প্রশস্ত নহে। সেইরূপ পশ্চিমদিকে সূর্য্যাদির অস্ত হয় বলিয়া তাহাও প্রথম যাত্রার পক্ষে অপ্রশস্ত। আর দক্ষিণদিকও রাক্ষসাকীর্ণ এবং যমরাজের অধিকৃত; এজন্য দক্ষিণদিকও প্রথম যাত্রার পক্ষে প্রশস্ত নহে। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় হয়, চন্দ্রমা অধিষ্ঠান করেন, এবং জাহ্নবী পূর্ব্বাভিমুখে গমন করেন বলিয়া, পূর্ব্বদিকই প্রথম যাত্রার পক্ষে সুপ্রশস্ত। বিন্ধ্য এবং হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশসমূহের মধ্যে জাহ্নবীজলপবিত্র দেশসমূহই পরম পবিত্র ও প্রশস্ত। মহারাজ! এই কারণেই রাজারা, সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বদিগ্বিজয়ে গমন করেন, এবং সুরগঙ্গাশ্রিত দেশে বাসও করিয়া থাকেন। আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়াই দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীরস্থ হস্তিনাপুরে বসতিও করিতেন। অনন্তর রাজা

শতানীক, রম্য ভাবদর্শনে, হস্তিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশাম্বীনগরে বাস করিয়াছিলেন। আমার মতে পৌরুষাধীন সাম্রাজ্যে দেশ বিচার কবা অকারণ মাত্র। এই বলিয়া যোগন্ধরায়ণ বিরত হইলে, বৎসরাজ পৌরুষের প্রতি বহুমান প্রদর্শন করিয়া কহিলেন। "দেশনিয়ম (বিচার) যে সাম্রাজ্যের কারণ নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সম্পত্তি বিষয়ে বীরদিগের আত্মপুরুষকারই একমাত্র সহায়ভূত। বলবান্ ব্যক্তি একাকী ও আশ্রয়হীন হইলেও লক্ষ্মীবান্ হইতে পারেন।" এই বলিয়া বৎসরাজ যোগন্ধরায়ণের অনুরোধে দেবীদ্বয়ের নিকটে সেই বিচিত্র কথাটি বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বকালে সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরে আদিত্যসেন নামে এক রাজা ছিলেন। একদা তিনি কোন কার্য্যবশতঃ সসৈন্যে জাহ্নবী তটে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই প্রদেশে গুণবর্ম্মা নামক কোন আঢ্য ব্যক্তির তেজস্বতী নাম্নী একটী কন্যারত্ন ছিল। গুণবর্ম্মা, আদিত্যসেন তেজস্বতীর অনুরূপ বর বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকেই কন্যারত্ন প্রদান করিবার বাসনা করিল। অনন্তর তেজস্বতীকে লইয়া রাজ সমক্ষে গমনপূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। রাজা তেজস্বতীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, তদ্দণ্ডে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। এবং গুণবর্ম্মার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বসম পদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর যথাশাস্ত্র তেজস্বতীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া প্রিয়তমার সহিত উজ্জয়িনী প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা এককালে পরিত্যাগ করিলেন। নিরন্তর কেবল তেজস্বতীমুখারবিন্দ অবলোকন ও আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় তেজস্বতীর গীতাদি শ্রবণে এত নিমগ্ন হইয়াছিল যে, অবসন্ন প্রজাদিগের উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ, তাঁহার কর্ণে তিলমাত্র স্থান পাইত না। একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে আর শীঘ্র বাহিরে আসিতেন না। তন্নিবন্ধন তদীয় শত্রুবর্গ নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে কালযাপন করিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে তেজস্বতী সর্ব্বজনপ্রিয়া একটী রূপসী কন্যা প্রসব করিয়া রাজার আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। একদা কোন উদ্দৃপ্ত সামন্ত নরপতির দমনার্থ আদিত্যসেন, অশ্ববাহনে উজ্জয়িনী হইতে যাত্রা করিলেন, এবং মহিষী তেজস্বতীকেও করেণুকাযানে সঙ্গে লইলেন। গতিবিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক সুঠামে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমনের পর, এক সমতলক্ষেত্রে উপস্থিত হইযা, রাজা প্রেয়সীকে দেখাইবার জন্য, অতিবেগে অশ্বচালনা করিলেন। অশ্বও দেখিতে দেখিতে নেত্রমার্গ অতিক্রম করিয়া যে কোথায় গেল, সৈনিকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বারোহী পাঠাইয়াও তাহার নিদর্শন করিতে পারিল না। তখন রাজমহিষী রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, মন্ত্রিগণ, বিপদ আশঙ্কা করিয়া, তাঁহাকে লইয়া সেই স্থান হইতেই উজ্জয়িনীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রাচীরাদি পরিবেষ্টিত নগরীর দ্বাররোধ ও তন্মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক রাজবার্ত্তালাভের উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এদিগে সেই অশ্ব রাজাকে লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ভীষণ হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ বিন্ধ্যাটবী মধ্যভাগে উপস্থিত হইল। সহসা কানন মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে রাজার ভয়ঙ্কর দিগ্‌ভ্রম হইল। তিনি কি করিবেন কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন গত্যন্তরাভাব দেখিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা অশ্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং অনেক লক্ষ্য করিয়া আপন অশ্বকে, অশ্বজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থির করিলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন। "অশ্বরাজ! ভবাদৃশ অশ্বজাতি দেবতাস্বরূপ। প্রভুর অনিষ্ট করা ভবাদৃশের কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি শুভপথে গমনপূর্ব্বক আমাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন।" অশ্বরাজ এতদ্বাক্য শ্রবণে অনুতাপযুক্ত হইয়া আপন জাতি স্মরণ পূর্ব্বক তথাস্তুবোধক ভঙ্গিদ্বারা রাজার প্রার্থনা স্বীকার করিল। পাঠক! উৎকৃষ্ট অশ্বজাতিরা যে দেবতাস্বরূপ তাহা এইখানেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াআপনাদের কুসংস্কার দূর করুন। রাজা এইরূপ স্তব করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তুরঙ্গমরাজ স্বচ্ছ শীতলবারিযুক্ত পথে প্রস্থান করিল, এবং সায়ংকালে দশ সহস্র ক্রোশ

দূরবর্ত্তী উজ্জয়িনী সমীপে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ অংশুমালী আপন সপ্ত অশ্বকে আদিত্যসেনের বাজিরাজের নিকট পরাজিত দেখিয়া লজ্জায় অস্তাচলের গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাসমাগমে অন্ধকার ভূতলে ব্যাপ্ত হইলে, উজ্জয়িনীর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইল। অশ্ব উজ্জয়িনীর দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া নগরীর বহির্ভাগস্থ এক শ্মশানমধ্যে উপস্থিত হইল। শ্মশানের প্রান্তভাগে কোন বিপ্রের একটী অতিগুপ্ত মঠ ছিল। রাজা, সেই মঠ রাত্রিবাসের যোগ্য দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ছান্দস ব্রাহ্মণজাতি স্বভাবতই ভয় কর্কশতা এবং ক্রোধের আলয়স্বরূপ। সেই মঠবাসী বিপ্রগণ তাঁহাকে শ্মশানরক্ষক বা চৌর মনে করিয়া তাঁহার প্রবেশ নিষেধ করিবার মানসে মহাকলরব করিতে করিতে বাহিরে আসিল। বিপ্রগণের এইরূপ কলহ শ্রবণে বিদূষকনামা এক বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ মঠের অভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিল। এই ভুজবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণযুবা পূর্ব্বে ভগবান্ হুতাশনকে তপস্যাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে এক খড়্গোত্তম সাধন করিয়াছিলেন। ধ্যানমাত্র সেই খড়্গ বিদূষকের নিকট উপস্থিত হইত। বিদূষক ভব্যাকৃতি এই রাজাকে রাত্রিকালে উপস্থিত দেখিয়া, মনুষ্যরূপী কোন দেবতা বলিয়া স্থির করিল। অনন্তর কলরবকারী বিপ্রদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজাকে বিনীতভাবে মঠের ভিতর লইয়া গেল। পরে দাসদাসী দ্বারা তদীয় পথশ্রম অপনীত করিয়া যথোচিত আহারের আয়োজন করিল; এবং সেই অশ্বকে আর্দ্রপৃষ্ঠ করিয়া তাহার ভোজনার্থ যবাদি প্রদান করিল। রাজার আহারাদি সমাপ্ত হইলে বিদূষক কহিল "আজ আমি আপনার শরীর রক্ষা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন।" এই বলিয়া রাজার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। রাজা শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলে, বিদূষক অগ্নিপ্রদত্ত সেই খড়্গের স্মরণ করিল। খড়্গও স্মরণ মাত্র উপস্থিত হইল। বিদূষক সেই খড়্গহস্তে সমস্ত রাত্রি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিল।

প্রভাতমাত্র রাজা শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। বিদূষক রাজার অনুমতি

ব্যতিরেকেই স্বয়ং ঘোটককে সজ্জীকৃত করিল। রাজা বিদূষককে আমন্ত্রণ করিয়া সজ্জীকৃত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক, উজ্জয়িনী নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতিবর্গ রাজা আসিতেছেন শুনিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল, এবং হর্ষধ্বনি করিতে করিতে সত্বর যাইয়া রাজাকে পরিবেষ্টন করিল। তদনন্তর রাজা অমাত্যবর্গের সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। তেজস্বতী পতির আগমনবার্ত্তা-শ্রবণে চিত্তের উদ্বেগ শান্ত করিলেন। নগরবাসীদিগের শোকমালিন্য উৎসারিত হইল। দেবী তেজস্বতী উদযান্ত উৎসব প্রদান করিলেন। নগর মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল।

পরদিবস রাজা আদিত্যসেন সেই মঠস্থ বিদূষক নামা ব্রাহ্মণকে তত্রত্য যাবতীয় ব্রাহ্মণের সহিত আহ্বান করিলেন। বিদূষক ব্রাহ্মণবর্গে পরিবৃত হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলে, কৃতজ্ঞ নরপতি বিদূষকের রাত্রি বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং মহোপকারী বিদূষককে সহস্র গ্রামের আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক ছত্রবাহনসহ রাজপৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া লোকে বিস্মিত হইল। এইরূপে সেই বিদূষক ক্ষণকাল মধ্যে সামন্তসদৃশ হইল। পাঠক! মহৎব্যক্তির উপকার কখনই নিষ্ফল হয় না। বিদূষক রাজপ্রসাদলব্ধ সেই গ্রামসহস্র মঠস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিলে, সকলে মিলিয়া সেই গ্রাম সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল।

কিছু দিনের পর সকলে ধনমদে মত্ত হইয়া, পরস্পর প্রাধান্য লাভের বাসনায়, ক্রমে বিদূষককে অগ্রাহ্য করিল এবং পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। ধীর বিদূষক সেই নির্ব্বোধদিগকে উচ্ছৃঙ্খল দেখিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক ঔদাসীন্য অবলম্বন করিল। এক দিন তাহারা অত্যন্ত কলহাসক্ত হইলে, স্বভাবনিষ্ঠুর চক্রধর নামে এক ব্রাহ্মণ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে ক্ষণকাল তাহাদের কলহ শুনিয়া কহিল। দেখিয়া শুনিয়া তোমাদিগকে শঠপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হইল। তোমরা ভিক্ষাদ্বারা এই সম্পত্তি লাভ করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ পূর্ব্বক সেই সম্পত্তি নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ। দেখি-তেছি বিদূষকের দোষেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। তিনি যদি তোমাদিগকে উপেক্ষা

না করিতেন তাহা হইলে এ অনর্থ ঘটিত না। যাহা হউক যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে শীঘ্রই তোমাদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। ভিন্ন মতাবলম্বী বন্ধু, নায়ক স্থান অপেক্ষা নায়কশূন্য স্থান, অনেকাংশে শ্রেয়স্কর জানিবে। অতএব যদি তোমাদের শ্রীযুক্ত হইয়া বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার কথানুসারে সুধীর একটী নায়ক স্থির কর এবং তাঁহার হস্তে সমস্ত ভার অর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হও। তিনিই সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। এতৎ শ্রবণে সকলেই স্বয়ং নায়ক হইতে ইচ্ছা করিলে, চক্রধর পুনর্ব্বার কহিল এজন্য তোমাদের বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, আমি ইহার বিচার করিয়া দিতেছি শ্মশানে ঐ যে শূল নিখাত রহিয়াছে উহাতে তিন জন তস্কর বিনাশিত হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সাহসপূর্ব্বক রাত্রিযোগে উহাদের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে সেই প্রধান হইয়া প্রভুত্ব করিবে। বিদূষক সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। সে চক্রধরের কথায় এই উত্তর করিল, "কি হানি চক্রধর যাহা বলিতেছেন তাহাই কর।" তাহাতে ব্রাহ্মণগণ কহিল, যে পারে সে করিয়া স্বামিত্ব গ্রহণ করুক, আমরা এই কার্য্যে অসমর্থ। বিদূষক কহিল "আমি রাত্রিতে যাইয়া উহাদের নাসিকাচ্ছেদন করিয়া আনিব।" মূর্খ ব্রাহ্মণেরা এই কার্য্য নিতান্ত দুষ্কর জ্ঞান করিয়া কহিল, "বিদূষক! যদি তুমি ঐ কার্য্য সাধন করিতে পার তবে আমরা তোমাকে কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিব, এই স্থির রহিল।" অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে বিদূষক একটী শ্মশানে উপস্থিত হইল এবং শবনাসিকাচ্ছেদনরূপ ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সেই অগ্নিদত্ত খড়্গের স্মরণ করিল। স্মরণমাত্র অসি উপস্থিত হইল। বিদূষক সেই খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক শবত্রয়ের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমে শূলসমীপে উপস্থিত হইল। দেখিল কোথাও ভীষণ ডাকিনী কোথাও গৃধ্র ও কোথাওবা বায়সগণ দলে দলে চীৎকার করিতেছে। উল্কামুখগণ স্বীয়মুখাগ্নিদ্বারা চিতাগ্নি বিস্তার করিতেছে। তাহার মধ্যে শূলবিদ্ধ ঊর্দ্ধমুখ সেই শবত্রয় দেখিতে পাইয়া যেমন তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, অমনি সেই শবত্রয় বেতালাবিষ্ট হইয়া বিদূষকের শরীরে মুষ্টিপ্রহার আরম্ভ করিল। বিদূষকও নিষ্কম্পভাবে প্রহার সহ্য করিয়া, তাহাদের

শরীরে যে খড়্গাঘাত করিল সেই খড়্গাঘাতে তাহাদের শরীর হইতে বেতালাবেশ দূরীভূত হইলে, বিদূষক স্বচ্ছন্দে শবত্রয়ের নাসিকা ছেদনপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করিল।

প্রত্যাগমনকালে সেই শ্মশানের একদেশে, এক পরিব্রাজককে এক শবের উপর বসিয়া জপ করিতে দেখিল, এবং তাহার চেষ্টা দর্শনে উৎসুক হইয়া, প্রচ্ছন্নভাবে তদীয় পৃষ্ঠদেশে দণ্ডায়মান রহিল। ক্ষণকাল পরে আসনভূত শব, ফুৎকার দিতে আরম্ভ করিল। তন্নিবন্ধন তদীয় মুখ হইতে অগ্নিজ্বালা ও নাভিদেশ হইতে সর্ষপ নির্গত হইতে লাগিল। পরিব্রাজক সেই সকল সর্ষপ লইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শবকে এক চপেটাঘাত করিলে, শব উত্তালনামক বেতালাবিষ্ট হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরিব্রাজক তদীয় স্কন্ধে আরোহণ করিলে, শব সহসা চলিতে আরম্ভ করিল। আমাদের বিদূষকও অলক্ষিতভাবে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কিছুদূর যাইয়াই একটী শূন্য দেবালয় ও তন্মধ্যে কাত্যায়নীমূর্ত্তি দর্শন করিল। পরিব্রাজক শবস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সেই দেবায়তনের গর্ভভবনে প্রবেশ করিলে, শব ভূতলে পতিত হইল।

এই স্থানে সন্ন্যাসী কি করে, তাহা দেখিবার জন্য বিদূষকও অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পরিব্রাজক, দেবীর পূজা সম্পন্ন করিয়া, এই নিবেদন করিল "দেবি! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে অভিলষিত বরপ্রদান করুন; নচেৎ আমি আত্মোপহারদ্বারা আপনাকে প্রীত করিব।" পরিব্রাজক কঠোর মন্ত্রসাধনে গর্ব্বিত হইয়া এইরূপ বলিলে, গর্ভগৃহের অভ্যন্তর হইতে এই অশরীরা বাণী সমুত্থিত হইল, "যদি তোমার বাঞ্ছিত ফললাভের প্রত্যাশা থাকে, তবে আদিত্যসেন-রাজের কন্যাকে আনিয়া উপহার দাও।" ইহা শুনিয়া পরিব্রাজক, শবশরীরস্থিত বেতালকে পূর্ব্ববৎ উঠাইয়া, তদীয় স্কন্ধদেশে আরোহণপূর্ব্বক আদিত্যসেনের তনয়ার উদ্দেশে নভোমার্গে যাত্রা করিল। বিদূষক এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভাবিল, "যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি, তাহাতে রাজকন্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আমার জীবন থাকিতে,

আমি তাহা হইতে দিব না। অতএব ততক্ষণ এই স্থানেই থাকি।” এই স্থির করিযা বিদূষক প্রচ্ছন্নভাবে সেই স্থানে রহিল।

এদিকে পরিব্রাজক, রাজভবনে উপস্থিত হইয়া তদীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, ও যে গৃহে রাজকন্যা আছেন, গবাক্ষমার্গে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতা রাজকন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক বহির্গত হইল এবং অতি সাবধানে স্বীয় বাহনস্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক আকাশপথে দেবতালয়ের অভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজকন্যা, নিদ্রাভঙ্গের পর রাহুগ্রস্ত শশিকলার ন্যায় নিষ্প্রভ হইযা “হা তাত! হা অম্ব!” বলিয়া, রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরিব্রাজক অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, রাজকন্যার সহিত সেই কাত্যায়নীর মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং বেতালকে বাহিরে রাখিয়া কন্যার সহিত কাত্যায়নীর গর্ভগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক যেমন কন্যাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল, অমনি প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত বিদূষক দ্রুতবেগে কাত্যায়নীর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অসি উত্তোলনপূর্ব্বক কহিলরে পাপিষ্ঠ! এই কামিনীর দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইযা, তুই মালতীপুষ্পকে পাষাণদ্বারা দলিত করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্? এই বলিযা পরিব্রাজকের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিল। এই ব্যাপার দর্শনে রাজকন্যা ভযব্যাকুলা হইলে, বিদূষক তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া, রাত্রি-যোগেই রাজকন্যাকে তদীয় অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

পাঠক! এতাদৃশ সৎকর্ম্মচারীর প্রতি প্রায়ই দেবতার অনুগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষণকাল পরেই বিদূষকের প্রতি দেবতার এই আদেশ হইল, “বিদূষক! তুমি যে পরিব্রাজককে এইমাত্র বিনষ্ট করিলে, সে মহাবেতাল এবং সর্ষপ সিদ্ধ ছিল; কিন্তু ইহার পৃথিবী ও রাজকন্যা সম্ভোগের একান্ত বাসনা জন্মিয়াছিল, তজ্জন্য সেই মূর্খ আজ বঞ্চিত হইল। অতএব হে বীর! তুমি এই সর্ষপগুলি গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবেই তুমি অদ্য রাত্রিতে আকাশ মার্গে অভীষ্টপ্রদেশে গমন করিতে পারিবে।”

বিদূষক, দেবতার এই আদেশ শ্রবণে আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া, পরিব্রাজ-

কের সর্ষপগুলি বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করিল। তদনন্তর রাজকন্যাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যেমন কাত্যায়নীর গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিল, অমনি আর একটী দৈববাণী, বিদূষককে একমাস পরে পুনর্ব্বার কাত্যায়নী চত্বরে আসিতে আদেশ করিয়া, তিরোহিত হইল। বিদূষক তথাস্তু বলিয়া, রাজকন্যাকে লইয়া নভোমার্গে উৎপতিত হইল, এবং ক্ষণকালমধ্যে রাজার অন্তঃপুরে রাজকন্যাকে প্রবেশ করাইয়া কহিল "রাজকন্যে! প্রভাত হইলে, আর আমার আকাশপথে যাইবার ক্ষমতা থাকিবে না, অতএব আমি এই দণ্ডেই প্রস্থান করি।" বিদূষকের কথা শুনিয়া, রাজসুতা ভীত হইয়া কহিল, "যদি আপনি এখন গমন করেন, তবে ভয়েই আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব মহাশয়! অদ্য রাত্রি থাকিয়া আমার প্রাণদান করুন। আরব্ধকার্য্য সিদ্ধ করাই মহৎ ব্যক্তির ব্রত।" বিদূষক, রাজকন্যার এই অনুরোধ শুনিয়া, চিন্তা করিল, যদি আমি এখন ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাই, আর ভয়ে ইহার প্রাণবিয়োগ হয়, তবে আমার এত পরিশ্রম সমস্তই ব্যর্থ হইবে, এবং প্রভুভক্তি কিছুমাত্র প্রদর্শন করা হইবে না।" এই বিবেচনা করিয়া বিদূষক, সে রাত্রি রাজার অন্তঃপুরেই থাকিল এবং শ্রম ও জাগরণ নিবন্ধন ক্ষণকাল মধ্যেই নিদ্রিত হইল। কিন্তু রাজপুত্রী ভয়নিবন্ধন জাগিয়াই রাত্রি যাপন করিল। প্রভাত হইল, তথাপি বিদূষককে জাগাইল না।

প্রভাত হইলে, রাজান্তঃপুরচারিণী স্ত্রী অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাজকন্যাকে পুরুষের সহিত একশয্যায় শয়ান দেখিয়া, রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিল। রাজা ইহার তত্ত্ব জানিবার জন্য দ্বারপালকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। প্রতীহারও অন্তঃপুরে যাইয়া তথায় বিদূষককে দেখিয়া, বিস্মিতমানসে রাজকন্যাকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। রাজবালা সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিলে, দ্বারপাল রাজসমীপে যাইয়া তৎসমস্ত বর্ণন করিল। রাজা দ্বারপালমুখে বিদূষকের অবদানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উৎক্ষিপ্তবৎ হইলেন। এবং তনয়ার বাসভবন হইতে বিদূষককে ডাকাইলেন। বিদূষক রাজসমক্ষে গমন করিলে, রাজবালার অন্তঃকরণও তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

রাজা বিদূষককে আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সে সমস্ত বর্ণন করিল, এবং বস্ত্রাঞ্চল নিবদ্ধ মৃত চৌরদিগের ছিন্ন নাসিকা এবং সেই পরিব্রাজকের সর্ষপ-গুলি রাজাকে দেখাইল। তখন রাজা সমস্ত ঘটনা সত্য জ্ঞান করিয়া মঠস্থ ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া, তাহাদের প্রমুখাৎ এই ঘটনার মূলকারণ শ্রবণ করিলেন। অনন্তর স্বয়ং শ্মশানে যাইয়া যথাশ্রুত বৃত্তান্ত চাক্ষুষ অবলোকনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ বিশ্বাসপ্রাপ্ত হইলেন এবং প্রাণদাতা বিদূষকের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পাঠক! উদারচিত্ত ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইলে, তাঁহার অদেয় কিছুই থাকে না। বিদূষক রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া যে রাজলক্ষ্মী লাভ করিলেন, তন্নিবন্ধন কমলা অনুরাগবতী হইয়া তদীয় করকমলে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বিদূষক প্রিয়তমার সহিত রাজভোগে সেনাপতির গৃহে বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন গত হইলে, রাজপুত্রী একদা রাত্রিকালে স্বামী বিদূষককে বলিল "নাথ! আজ স্বপ্নাদেশে আমার স্মরণ হইল, দেবতার আদেশ কি আপনার স্মরণ হয় না? দেবী কাত্যায়নীর গৃহে দৈববাণী আপনাকে মাসান্তে তথায় যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। আজ এক মাস অতীত হইল, আপনি সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।" রাজকন্যার এই বাক্যে বিদূষকের সমস্ত মনে পড়িল, এবং হৃষ্ট হইয়া পারিতোষিকস্বরূপ প্রিয়াকে আলিঙ্গন প্রদান করিল।

তদনন্তর রাজকন্যা নিদ্রাগত হইলে, বিদূষক আপন খড়্গহস্তে রাজান্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া, কাত্যায়নীর মন্দিরে উপস্থিত হইল। "আমি বিদূষক আসিয়াছি" বহির্দেশ হইতে এই কথা বলিলে "প্রবেশ কর" এই বাক্য বিদূষকের কর্ণগোচর হইলে বিদূষক দেবতালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যে এক স্বর্গীয় বাস্তবন অবলোকন করিল, এবং সেই দিব্য ভবনের অভ্যন্তরে দিব্যপরিচ্ছদে বিভূষিতা একটী দিব্যকন্যা অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইল।

অনন্তর সেই কন্যা হৃষ্টচিত্তে আদর ও বহুমানের সহিত বিদূষককে আহ্বান করিয়া আসন সম্প্রদানপূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল। বিদূষক উপবিষ্ট

হইয়া নানা কথাবার্ত্তায় প্রীতি ও বিশ্বাসবশতঃ কন্যাব পবিচয় জিজ্ঞাসা কবিলে কন্যা কহিল, আমি বিদ্যাধবী কন্যা ভদ্রা। আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ কবিয়াছি। একমাস পূর্ব্বে স্বেচ্ছানুসাবে ভ্রমণ করিতে কবিতে আপনাকে এই স্থানে দেখিয়াছিলাম এবং আপনাব রূপ ও গুণে বিমোহিত হইয়া আমিই আপনাকে অশরীরবচনে পুনর্ব্বাব এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে সমস্ত আপনার কিছুই মনে ছিল না; এজন্য আজ আমি বিদ্যাপ্রভাবে সেই বাজকুমারীকে মোহিত কবিয়া আপনার এখানে আসিবাব কথা তাঁহাব মনে কবিয়া দিয়াছি। সেইহেতু তিনি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আমি আজ আপনার জন্য এখানে আসিয়াছি; সুতরাং আমাব এই শরীর আপনাকে সমর্পণ করিলাম, আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন।" বিদূষক গন্ধর্ব্বতনয়া ভদ্রার এই কথায় সম্মত হইযা গান্ধর্ব্ববিধানে তাহাব পাণিগ্রহণ করিল। অনন্তব স্বীয় পৌরুষের ফলস্বরূপ স্বর্গীয় ভোগসুখে আসক্ত হইয়া ভদ্রাব সহিত সেই স্থানেই রহিয়া গেল।

এদিকে নিশাবসানে আদিত্যসেনতনয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, রাজকন্যা সহসা পতিকে না দেখিয়া বিষাদসাগবে নিমগ্ন হইলেন এবং ব্যাকুল হইয়া স্খলিতপদে জননীব নিকট গমনপূর্ব্বক বাষ্পগদগদস্বরে পতিব পলায়ন সংবাদ প্রদান করিলেন। রাজমহিষী এই অশুভ সংবাদ শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাজার নিকট এই কথা জানাইলেন। রাজাও শুনিবামাত্র সেই স্থানে আসিয়া সমস্ত অবলোকনপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া জামাতাব অন্বেষণেব জন্য কন্যাব সহিত শ্মশানস্থ সেই দেবতাগৃহে গমন কবিলেন, কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইবেন কি, তখন সে বিদ্যাপ্রভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। রাজা হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাজকন্যাও নিশীথ সময়ে একাকিনী শয্যায় শয়নপূর্ব্বক স্বামিবিরহে নিতান্ত কাতব হইয়া দেহত্যাগে উদ্যত হইলেন। সেই সময় কোথা হইতে এক জ্ঞানী পুরুষ আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন "রাজপুত্রি! তুমি যে আশঙ্কায় দেহত্যাগে উদ্যুক্ত হইয়াছ তাহা নহে। তুমি অমঙ্গলের আশঙ্কা করিওনা,

তোমাব পতি দিব্য উপভোগে আসক্ত হইয়া কালযাপন করিতেছেন, সত্বর তোমার নিকট আসিবেন।” রাজকন্যা এতৎশ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া, পতির আগমন প্রত্যাশায় জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিদূষক ভগবতী কাত্যায়নীব ভবনে ভদ্রাব নিকট অবস্থিতি করিতেছে, এমন সময় যোগেশ্বরীনামে ভদ্রার এক সখী আসিয়া, ভদ্রাকে নির্জ্জনে ডাকিযা কহিল “সখি! নরলোকেব সংসর্গে বত হওয়ায় বিদ্যাধরগণ তোমাব উপব ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে বিনষ্ট কবিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব আর এখানে থাকা উচিত নহে। সখি! পূর্ব্বসাগরের অপর পারে কর্কোটক নামে এক নগব আছে, সেই নগর অতিক্রম করিয়া পাবনী শীতোদা নদী। সেই নদী পার হইয়াই সিদ্ধাশ্রম উদয়াখ্য মহাগিবি। তথায় বিদ্যাধরদিগেব যাইবাব অধিকার নাই। তুমি সম্প্রতি সেই স্থানে চল, আব তোমাব প্রিয়তম এই স্থানেই থাকুন, তাঁহাব জন্য চিন্তা করিওনা। গমনকালে এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিয়া চল, তাহা হইলেই তিনি সত্বর তোমার পশ্চাৎ গমন করিবেন।”

ভদ্রা, সখীর বাক্যে অত্যন্ত ভীত হইয়া অগত্যা বিদূষককে ছাড়িয়া, উপদিষ্ট স্থানে যাইতে সম্মত হইল, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত প্রণয়ী বিদূষককে বলিয়া একটী অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় প্রদানপূর্ব্বক নিশাবসানে তিরোহিত হইল। বিদূষক পবক্ষণেই দেখিল, ভদ্রা নাই এবং সে মন্দিরও নাই, কেবল আপনি শূন্য দেবালয়ে বসিয়া আছে। যাহা হউক বিদূষক বিদ্যার প্রভাব স্মরণ এবং সেই অঙ্গুবীয অবলোকনপূর্ব্বক যুগপৎ বিষাদ ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। অনন্তর ভদ্রার কথাগুলি স্মরণ করিয়া ভাবিল, প্রিয়তমা তো উদয়পর্ব্বতে যাইবেন, বলিয়া গিয়াছেন; অতএব আমিও শীঘ্র সেই স্থানে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবাব চেষ্টা করি। এখন যদি লোকে আমার বৃত্তান্ত রাজাকে বলিয়া দেয় তাহা হইলে, বাজা আর কোনরূপেই আমাকে ছাড়িয়া দিবেন না। অতএব এইক্ষণেই কার্য্যসিদ্ধিব উপায় চিন্তা করি।” ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা কবিযা বেশপবিবর্ত্তন করিল। একখানি জীর্ণ বস্ত্র ধারণ কবিয়া

সর্ব্বাঙ্গে ধূলি লেপনপূর্ব্বক "হা ভদ্রে! হা ভদ্রে।" এই বলিতে বলিতে দেবীর গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

এখন তদ্দেশবাসী লোকেরা বিদূষককে চিনিয়া কোলাহল করিল। সেই কোলাহল ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইলে, রাজা অবিলম্বে আসিয়া উন্মত্তবৎ বিদূষককে বান্ধিয়া, স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় বন্ধুবান্ধবগণ স্নেহভরে বিদূষককে যে যাহা জিজ্ঞাসা করে সকলেরই উত্তর "হা ভদ্রে!" হইল। বৈদ্যেরা বিষ্ণুতৈল ব্যবস্থা করিলে, বিদূষক শরীরে ভস্মলেপন করিতে আরম্ভ করিল। রাজকন্যা পরম সমাদরে স্বহস্তে অশেষবিধ আহার আনিয়া সম্মুখে ধরিল, সে তাহা পদাঘাতে ছড়াইয়া দিল। সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিতে দেওয়া হইল, কিন্তু বিদূষক তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এইরূপ উন্মত্তভাবে কিছুদিন গেল। অশেষবিধ প্রতিকারে যখন সে উন্মত্তভাবের কিছুমাত্র উপশম হইল না, তখন আদিত্যসেন ভাবিলেন, "ইহাকে আর পীড়ন করা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না; এরূপ করিতে করিতে যদি পরিশেষে প্রাণত্যাগ করে, তখন ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হইবে। অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। তাহা হইলে স্বেচ্ছানুসারে আহার বিহারাদি করিতে করিতে ভালও হইতে পারে।" এই বিবেচনায় বিদূষককে ছাড়িয়া দিলেন।

বিদূষক স্বেচ্ছাচারিতা প্রাপ্ত হইয়া পরদিবস সেই অঙ্গুরীয় হস্তে ভদ্রার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। দিবারাত্র পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে চলিতে কিছুকালের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইল এবং এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর আলয়ে প্রবেশপূর্ব্বক এক রাত্রির জন্য, আতিথ্য প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধা সম্মত হইয়া বিদূষকের যথোচিত সেবা করিল; এবং ক্ষণকাল পরে বিদূষকের নিকট আসিয়া দুঃখিতভাবে কহিল "পুত্র! আমি তোমাকেই আমার গৃহাদি সর্ব্বস্ব দিলাম, গ্রহণ কর, সম্প্রতি আমার জীবন নাই।" বিদূষক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মাতঃ! আপনি কেন এমন কথা কহিলেন?" বৃদ্ধা কহিল তবে শুন।

এই নগরে দেবসেন নামে এক রাজা আছেন। ধরাতলের ভূষণস্বরূপ

তাঁহার একটী কন্যা জন্মে। রাজা অনেক দুঃখে সেই কন্যাটীকে পাইয়াছেন বলিয়া, তাহার নাম দুঃখলব্ধিকা রাখিলেন। কিছুকাল পরে রাজকন্যা যৌবন-পদবীতে পদার্পণ করিল। সুতরাং রাজা, কচ্ছপেশ্বরকে পাত্র স্থির করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সম্প্রদানের পর কচ্ছপনাথ বধূর সহিত বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়া সেই রাত্রিতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই দুর্ঘটনায় রাজা অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া, পুনর্ব্বার পাত্রান্তরে কন্যা সম্প্রদান করিলেন; কিন্তু সেও ঐরূপ লোকযাত্রা সম্বরণ করিল। এই-রূপ দুর্ঘটনা পুনর্ব্বার ঘটাতে, পিতার বিবাহ দিবার ইচ্ছা থাকিলেও, কোন রাজাই প্রাণভয়ে রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। এজন্য রাজা নিজ সেনাপতিকে এই আদেশ করিলেন যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে, প্রতি দিন এক এক জন পুরুষ আনিয়া, আমার কন্যার গৃহে বাস করিতে দিবে। দেখি এইরূপে কতদিনে কত লোকের প্রাণহানি হয়। ইহাতে যে উত্তীর্ণ হইবে, সেইই ইহার স্বামী হইবে। হায়! বিধাতার অদ্ভুত নিয়মের ইয়ত্তা করে, কাহার সাধ্য!

রাজার এইরূপ আদেশে সেনাপতি প্রতিদিন এক একটী পুরুষ পালাক্রমে প্রতি গৃহ হইতে রাজকন্যার গৃহে লইয়া যায়। যে যায়, সে অমনি কালগ্রাসে পতিত হয়। ক্রমে একশত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইয়াছে। আমার এক-মাত্র পুত্র, আজ তাহারই যাইবার পালা; যাইলে নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। পুত্রের অভাবে কল্য প্রাতঃকালে আমাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে হইবে। সেই নিমিত্ত জীবদ্দশায় তোমাকে স্বহস্তে সর্ব্বস্ব দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদি তুমি গ্রহণ কর, তাহা হইলে অতঃপর আমাকে দুঃখভাগিনী হইতে হয় না।

ইহা শুনিয়া বিদূষক একপুত্রার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাহার পুত্রের পরিবর্ত্তে স্বয়ং রাজকন্যার গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, আপনার একটী পুত্র, তাহার জীবন রক্ষা হউক। আপনি আমার বিনাশের জন্য অন্তঃকরণে দ্বিধা করিবেন না। আমার এমনি যোগবল আছে যে, সেখানে যাইলেও

আমার বিনাশ হইবে না। ব্রাহ্মণী কহিল "বৎস! যদি এরূপ হয়, তবে আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, আমার পুণ্যবলে আজ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। অতএব পুত্র! অধিক কি বলিব আপনার প্রসাদে আমাদের প্রাণ রক্ষা হউক, এবং জগদীশ্বর আপনারও মঙ্গল করুন।"

অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, সেনাপতির প্রেরিত রাজভৃত্য আসিল। বিদূষক তাহার সঙ্গে রাজকন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া, যৌবনমদে উদ্ধত রাজকুমারীকে দেখিল, যেন নূতন পুষ্পভরে অবনত অস্পৃষ্ট লতা বিরাজ করিতেছে। নিদ্রার নিয়মিত সময়ে রাজতনয়া শয্যায় শয়ন করিলে, বিদূষক সেই আগ্নেয় খড়্গের ধ্যান করিল। ধ্যানমাত্র খড়্গ উপস্থিত হইলে, বিদূষক সেই অসি ধারণপূর্ব্বক কে প্রতিদিন নরহত্যা করে, ইহা দেখিবার জন্য অতি সতর্কে জাগিয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইলে, প্রাণিমাত্রের সংজ্ঞা নাই, সহসা গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল, দ্বারদেশে এক ভীষণ রাক্ষস বিদূষকের নয়নগোচর হইল। রাক্ষস দ্বারদেশে থাকিয়া গৃহের অভ্যন্তরে যমদণ্ডস্বরূপ আপন হস্ত যেমন প্রসারিত করিল, অমনি বিদূষক সক্রোধে অগ্রসর হইয়া সেই রাক্ষসের হস্ত ছেদন করিলে, রাক্ষস ছিন্নহস্তে পলায়ন করিল।

ক্রমে নিশাবসান হইলে রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্র মেলিয়াই রাক্ষসের ছিন্ন হস্ত গৃহমধ্যে পতিত দেখিয়া বিস্মিত ও আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। রাজা দেবসেন, কন্যার গৃহদ্বারে রাক্ষসের ছিন্নভুজ অবলোকন করিয়া বিদূষকের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দিব্য প্রভাবসম্পন্ন বিদূষককে, বহু সম্পত্তির সহিত কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

তদনন্তর বিদূষক, প্রিয়তমার সহিত কিছুকাল পরমসুখে অতিবাহিত করিয়া, এক দিবস রজনীযোগে প্রসুপ্ত রাজকন্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞাতভাবে ভদ্রার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। রাজতনয়া প্রাতঃকালে পতিশূন্য শয্যা নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, এবং পিতামাতার আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া, পতির পুনরাগমন প্রত্যাশায় কালযাপন করিতে লাগিল।

বিদূষক দিবারাত্র ক্রমাগত চলিয়া, পরিশেষে পূর্ব্বসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী

তাম্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হইল। তথায় কিছুদিন থাকিয়া শুনিল স্কন্দদাস নামক বণিক্ বাণিজ্যার্থ সাগর পারে যাইবে। এই সন্ধান পাইয়া বিদূষক, কোন কৌশলে, স্কন্দদাসের সহিত আলাপ করিল এবং তাহার সহিত আপনার যাওয়া স্থির করিল। যাত্রার দিন বিদূষক তদীয় বহুমূল্য অর্ণবযানে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। বহুদূর যাইয়া অর্ণবযানের গতি অকস্মাৎ রুদ্ধ হইলে, স্কন্দদাস অনেক চেষ্টা ও জলধির পূজা করিয়াও যখন উহাকে নড়াইতে পারিল না, এখন সম্পূর্ণবিপদ আশঙ্কা করিয়া কাতরবাক্যে কহিল "এমন কে আছে, যে ব্যক্তি আমার এই অবরুদ্ধ যান চালাইয়া দিয়া, আমাকে এই উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত করিবে," এই বলিয়া নিজধনের অর্দ্ধেক এবং কন্যা পারিতোষিক প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল।

ইহা শুনিয়া ধীরচিত্ত বিদূষক কহিল, আমি সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করিয়া, কিসে ঠেকিয়াছে দেখিয়া, ক্ষণকালের মধ্যে আপনার যান চালাইয়া দিতেছি, আপনারা চিন্তিত হইবেন না। আপনারা আমাকে দৃঢ়রজ্জু দ্বারা বান্ধিয়া নামাইয়া দিউন। আমি নামিয়া যান সরাইয়া দিলেই, আপনারা রজ্জু আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাকে তুলিয়া লইবেন। বণিক্ বিদূষকের এইরূপ সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিল এবং সকলে মিলিয়া বিদূষকের কোমরে রজ্জুবন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে সমুদ্রে নামাইয়া দিল। বিদূষক সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধ্যান করিলে, সেই অগ্নিদত্ত অসি তাহার হস্তে উপস্থিত হইল। বিদূষক সেই সম্বলে যানের অধোভাগস্থ জলমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল তথায় এক দীর্ঘাকার পুরুষ নিদ্রা যাইতেছেন, এবং তাঁহারই উরুদেশে ঐ যান ঠেকিয়াছে। বিদূষক অসি দ্বারা সেই পুরুষের জঙ্ঘাচ্ছেদন করিয়া দিলে, প্রবহণও রোধমুক্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এখন সেই পাপিষ্ঠ বণিক্ আপন অভীষ্টসিদ্ধি দেখিয়া, স্বীকৃত অর্থ না দিবার মানসে, যাহাতে বিদূষক বদ্ধ ছিল, সেই রজ্জু কাটিয়া দিল, এবং যান ছাড়িয়া জলধির অপরপারে উপস্থিত হইল। এখন বিদূষক সেই ছিন্ন রজ্জু অবলম্বনপূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চিন্তা করিল, "হায়! বণিক্ কি বলিয়া, শেষে কি করিল।" অথবা

ধনলোভান্ধ ব্যক্তিরা কৃতঘ্ন হইয়া থাকে, এবং পরের কৃত উপকার দেখিতে সক্ষম হয় না। যাহা হউক এক্ষণে ওসকল চিন্তা করিয়া কালহরণ করা কাপুরুষের কার্য্য। কারণ বলের অবসাদ হইলে, সামান্য বিপদ হইতেও মুক্তিলাভ করা কঠিন হইয়া উঠে।

এই চিন্তা কবিয়া বিদূষক ভাসমান সেই ছিন্ন জঙ্ঘা অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া, তীবে উত্তীর্ণ হইল। দৈব, প্রায়ই বলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সহায়তা করিযা থাকেন। বিদূষক এইরূপে অপার জলধি উত্তীর্ণ হইলে, আকাশ হইতে এই দৈববাণী উত্থিত হইল, "ধন্য বিদূষক তুমিই ধন্য! তোমাব মত উদার স্বভাব ব্যক্তি ভূমণ্ডলে অতি বিবল দেখা যায়। তোমার এই ধীবতায় আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। অতএব শ্রবণ কর। তুমি সম্প্রতি নগ্নবাজ্যে উপস্থিত হইয়াছ, এই স্থান হইতে আর সাত দিন যাইলে কর্কোটনগবে পৌছিবে। এক্ষণে ধৈর্য্যশালী হইয়া গমন কর, তোমাব ইষ্টসিদ্ধি হইবে। আমি হব্যকব্যভোগী হুতাশন। পূর্ব্বে তুমি আমারই আরাধনা করিয়াছিলে। আজ হইতে আমাব প্রসাদে তোমার শরীরে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকিবেনা। অতএব মনোরথ সিদ্ধি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া গমন কর।"

বিদূষক এতৎশ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, ভগবান্ হুতাশনকে প্রণামপূর্ব্বক যাত্রা করিল এবং সপ্তম দিবসে কর্কোটক নগরে পৌছিল। তত্রত্য এক মঠে নানা-দেশীয় অতিথিপ্রিয় কতকগুলি আর্য্যব্রাহ্মণ বাস কবিত। এই মঠ তত্রত্য নর-পতি আর্য্যবর্ম্মার প্রতিষ্ঠিত। তথায় নিববচ্ছিন্ন সুবর্ণনির্ম্মিত কতিপয় রমণীয় দেবালয় আছে। বিদূষক সেই মঠে পৌছিবামাত্র, সকলেই সম্মানপুরঃসর যথোচিত আতিথ্য করিল। বিদূষক ভোজনাদিব পর সায়ংকালে মঠে বসিয়া আছে, এমন সময় এই ঘোষণা তাহার কর্ণগোচর হইল যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যদি কেহ, কল্য প্রভাতে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাসনা করেন, তবে তাঁহাকে অদ্য রাত্রিতে তদীয় গৃহে বাস করিতে হইবে। প্রিয়সাহস বিদূষক এই ঘোষণা শুনিয়াই সুলক্ষণ বোধে রাজসুতার গৃহে যাইবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিলে, মঠস্থ বিপ্রগণ বার বার নিষেধ করিল। বিদূষক মঠস্থদিগের সেই নিষেধবাক্য না শুনিয়া রাজভৃত্যের সহিত রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলে, নরপতি আর্য্যবর্ম্মা যথেষ্ট সমাদর পুরঃসর বিদূষককে রজনীযোগে রাজকন্যার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বিদূষক রাজকন্যার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। রাজকন্যা নৈরাশ্যদুঃখনিবন্ধন কাতরভাবে তাহার প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপ্রদান করিতে করিতে ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইল। কিন্তু বিদূষক ধ্যানমাত্র সমাগত সেই আগ্নেয় অসি ধারণপূর্ব্বক জাগিয়া রহিল, এবং অকস্মাৎ দ্বারদেশে দক্ষিণবাহুশূন্য এক ভীষণ নিশাচর বামহস্ত প্রসারিত করিতেছে, দেখিতে পাইল। ভাবিল "কি আশ্চর্য্য! আমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে যাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়াছিলাম, এ সেই রাক্ষস। এবার ইহাকে পলাইতে দেওয়া হইবে না। এজন্য ইহার বাহুচ্ছেদন না করিয়া এককালে ইহাকে যমসদনে প্রেরণ করিব।" এই স্থির করিয়া বেগে ধাবমান হইয়া তদীয় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যেমন তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি রাক্ষস ভয়ে জড়ীভূত হইয়া কহিল, "হে মহাবল পরাক্রান্ত বীর! আপনি আমাকে বিনাশ করিবেন না। আপনি উদারচিত্ত, কৃপা করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিউন।" বিদূষক তাহার বিনয়ে দয়ার্দ্র হইয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "তুমি কে? তোমার নাম কি? কি নিমিত্তই বা তোমার এইরূপ চেষ্টা?" রাক্ষস কহিল, আমার নাম যমদংষ্ট্র নিশাচর, আমার দুই কন্যা, তাহার মধ্যে এই একটি, আর অন্যটি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের রাজতনয়া। আমার প্রতি শশিশেখরের এই আজ্ঞা ছিল যে, "কন্যাদ্বয়কে অবীরপুরুষের সংসর্গ হইতে রক্ষা করিবে।" সেই জন্য আমার এই চেষ্টা। আপনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আমার এক বাহু ছেদন করিয়াছিলেন, এবং আজও আমাকে পরাস্ত করিয়া আমার উদ্যম সাঙ্গ করিলেন।" তখন বিদূষক স্মিতমুখে কহিল, "হাঁ আমিই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে তোমার হস্তচ্ছেদন করিয়াছিলাম।" রাক্ষস কহিল "তবে আপনি মানুষ নহেন, কোন দেবতার অংশ হইবেন। বোধ হয় আপনার জন্যই আমার প্রতি মহাদেবের এইরূপ আদেশ হইয়াছিল। যাহা হউক এক্ষণে আপনি আমার বন্ধু হইলেন। আপনি

যে দণ্ডে আমাকে স্মরণ করিবেন, আমি সেই দণ্ডে আপনার সাহায্যার্থ নিকটে উপস্থিত হইব।" বিদূষক তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইয়া আনন্দিত হইলে, নিশাচর মিত্রতা বিধানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল।

বিদূষকও আপন পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়া সানন্দচিত্তে রাজকন্যার সহিত রাত্রিযাপন করিল। প্রভাতমাত্র কন্যার পিতা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বিদূষকের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সুরোপভোগ্যা সেই কন্যাকে প্রচুর সম্পত্তির সহিত বিদূষককে সম্প্রদান করিলেন। বিদূষক কয়েক রাত্রি রাজকন্যার সহিত আমোদ আহ্লাদে রাজভবনে রহিল। রাজকন্যা ভর্ত্তার গুণে আবদ্ধ হইয়া, কমলা বিষ্ণুর ন্যায়, এক পাও ভর্ত্তাকে সরিতে দেয় না। কিন্তু বিদূষক ভদ্রার সহিত সেই দিব্যরসাস্বাদ ভুলিতে না পারিয়া, এক দিবস রজনীযোগে প্রিয়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিল, এবং নগর হইতে বহির্গত হইয়াই সেই যমদংষ্ট্র নিশাচরকে স্মরণ করিল। রাক্ষস স্মরণমাত্র উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বিদূষকের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলে, বিদূষক কহিল, "সখে! উদয়পর্ব্বতের সিদ্ধক্ষেত্রে ভদ্রানাম্নী বিদ্যাধরী আছেন, আমি তাঁহার নিকট যাইব। অতএব তুমি আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল।" রাক্ষস অব্যাজে সম্মত হইলে, বিদূষক তদীয় স্কন্ধে আরোহণ করিল। রাক্ষস ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ অলংঘ্য শীতোদা নদী সেই রাত্রিতেই উত্তীর্ণ হইয়া প্রাতঃকালে অক্লেশে উদয়গিরির প্রান্তভাগে পৌঁছিল, এবং কহিল, "মিত্র! এই সেই শ্রীমান্ উদয়গিরি, আপনার সম্মুখে শোভা পাইতেছে। ইহার উপরিভাগে সিদ্ধক্ষেত্র, তথায় পিশাচ জাতির যাইবার অধিকার নাই। অতএব আপনি অবতীর্ণ হউন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি।" এতৎশ্রবণে বিদূষক অবতীর্ণ হইলে, রাক্ষস বন্ধুর অনুজ্ঞায় তিরোভূত হইল। এখন একাকী বিদূষক সম্মুখে প্রফুল্লকমলশোভিত একটি রমণীয় পদ্মাকর অবলোকন করিয়া গমনপূর্ব্বক তীরে উপবিষ্ট হইলে, পদ্মাকর ভ্রমরগণের গুণ গুণ রব দ্বারা যেন বিদূষককে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল। বিদূষক তথায় স্ত্রীজাতির যে অসংখ্য পদপংক্তি দেখিতে পাইল, তাহা ভদ্রার নিকট যাইবার পথদর্শক

স্বরূপ হইলেও মানবজাতির অলংঘ্য সেই উদয়াচলের প্রতি সহসা অগ্রসর না হইয়া, সেই স্থানেই ক্ষণকাল অবস্থিতি করিল। ক্ষণকাল পরেই সুবর্ণ ঘটকক্ষে কতকগুলি মহিলা তথায় জল লইতে আসিল, এবং কুম্ভে জল পূরণ করিয়া তটে উঠিলে, বিদূষক বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কাহার জন্য জল লইয়া যাইতেছেন?" তাহারা কহিল, "ভদ্র। এই পর্ব্বতে ভদ্রানাম্নী এক বিদ্যাধরী আছেন, আমরা তাঁহার স্নানের জন্য জল লইতে আসিয়াছি।" অমাত্য! বিধাতার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে যে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না এবং উদারস্বভাব উদ্যোগি পুরুষদিগের কার্য্যসিদ্ধির উপকরণ সামগ্রী, বিধাতাই যে পরিতুষ্ট হইয়া ঘটাইয়া দেন, উপস্থিত ঘটনাই তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। যাহা হউক সেই স্ত্রীদিগের মধ্যে কোন স্ত্রী সহসা বিদূষককে কহিল, "মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই কলসটি আমার কক্ষে তুলিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হই।" বুদ্ধিমান্ বিদূষক তথাস্তু বলিয়া তাহার কক্ষে জলপূর্ণ ঘট তুলিয়া দিল, এবং সকলের অগোচরে সেই সুযোগে ভদ্রার পূর্ব্বদত্ত অঙ্গুরীয়টি সেই ঘটমধ্যে ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার তটে উপবিষ্ট হইল। স্ত্রীগণও জল লইয়া ভদ্রার নিকট চলিয়া গেল।

অনন্তর স্নানকালে কুম্ভস্থ সেই অঙ্গুরীয়টী ভদ্রার উৎসঙ্গে পতিত হইলে, ভদ্রা অঙ্গুরীয় দর্শনে বিস্মিত হইয়া আপন দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সখীগণ! তোমরা কি জল আনিতে গিয়া কোন রূপবান্ পুরুষকে দেখিয়াছ?' তাহারা কহিল "হাঁ একজন যুবা পুরুষ দীর্ঘিকার তটে বসিয়া আছেন, এবং তিনিই এই ঘট কক্ষে তুলিয়া দিয়াছেন।" ভদ্রা কহিল "তোমরা শীঘ্র যাইয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়া আমার নিকট লইয়া আইস, তিনি আমার ভর্ত্তা।' সখীগণ ভদ্রার আদেশমাত্র সেই বাপীতটে সত্বর যাইয়া তদীয় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক স্নানান্তে বিদূষককে ভদ্রার নিকট লইয়া গেল। বিদূষক তথায় উপস্থিত হইয়া আপনার পৌরুষতরুর পরিণতফলস্বরূপ দর্শনোৎসুকা প্রিয়তমাকে বহুকালের পর অবলোকন করিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল। ভদ্রা দর্শনমাত্র বাষ্পাকুল ও উত্থিত হইয়া অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক তদীয় কণ্ঠে বাহুমালা সমর্পণ

করিল। পবস্পর গাঢ আলিঙ্গনে চিরসঞ্চিত স্নেহভার অতিপীড়ননিবন্ধন গলিত হইয়াই যেন, স্বেদচ্ছলে ক্ষরিতে লাগিল।

তদনন্তর উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া অবিতৃপ্ত লোচনে পবস্পরকে দেখিতে লাগিল। পরস্পবেব উৎকণ্ঠা যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। ভদ্রা জিজ্ঞাসিল "নাথ! আপনি কিরূপে এই দুর্গম স্থানে আসিলেন? শুনিতে ইচ্ছা করি।" বিদূষক কহিল "প্রিয়ে। আব কি কবিয়া আসিয়াছি, তোমার স্নেহকে আশ্রয় করিয়া অনেকানেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি। সুন্দরি। এবিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।" ভদ্রা এই কথা শুনিয়া ভাবিল; আমাব প্রণযেব জন্য আপন জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ কবিতে সম্মত হইয়া, প্রিয়তম আমাব প্রতি স্নেহেব পবাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবিযাছেন। এই ভাবিয়া কহিল আর্য্যপুত্র। আমি সখীদেব চাহিনা সিদ্ধিও চাহিনা, আপনি আমাব জীবন সর্ব্বস্ব। আমি আজ হইতে আপনাব গুণে ক্রীতদাস হইলাম। আজ হইতে আপনিই আমাব নিগ্রহ এবং অনুগ্রহেব বিধাতা হইলেন।

বিদূষক কহিল, "প্রিযে। যদি তাহাই যথার্থ হয তবে, এই দিব্য ভোগ-সুখ পরিত্যাগ কবিযা আমাব সহিত উজ্জযিনীনগবে চল।" ভদ্রা স্বামীর এই প্রস্তাবে অকপটহৃদয়ে সম্মত হইযা, নিজ শিক্ষিত বিদ্যাসকল তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিল। বিদূষক সেবাত্রি সেই সিদ্ধিক্ষেত্রে বিশ্রাম কবিযা, পবদিবস প্রাতঃকালে প্রিয়তমা ভদ্রাব সহিত উদযগিবি হইতে নামিযা যমদংষ্ট্রকে স্মবণ কবিল। স্মরণ-মাত্র যমদংষ্ট্র উপস্থিত হইলে, বিদূষক তাহাকে যাইবাব পথ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক ভদ্রার সহিত তদীয় স্কন্ধে আবোহণ কবিল। মন্ত্রিবব! স্ত্রীজাতি অনুবাগেব বশীভূত হইয়া কি না কবিতে পাবে। ভদ্রা তাদৃশ সুখসেবিনী হইযাও ক্লেশকর নিশাচরেব অতি কঠিন স্কন্ধে আবোহণ কবিল। যমদংষ্ট্র উভয়কে স্কন্ধে কবিয়া প্রথমে কর্কোটকনগবে উপস্থিত হইল। বিদূষক আর্য্যবর্ম্ম নর-পতিব নিকট যাইয়া স্বীয় ভার্য্যাকে প্রার্থনা করিল। প্রার্থনামাত্র রাজা স্বীয় কন্যাকে জামাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিদূষক স্বীয পত্নীদ্বযের সহিত রাক্ষসেব স্কন্ধে আবোহণ কবিযা কর্কোটকনগব হইতেপ্রস্থান কবিল।

তদনন্তর সমুদ্র তটে উপস্থিত হইলে, সেই পূর্ব্বপরিচিত বণিক্ স্কন্দদাসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাঠকের স্মরণ হইবে, এই বণিক্ সমুদ্রমধ্যে বিপদে পড়িয়া, কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিদূষককে, আপন সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ও কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিল। পরে কার্য্যসিদ্ধি হইলে, প্রতিশ্রুত অর্থ ও কন্যাদানের ভয়ে, তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া পলায়ন করে। এখন বিদূষক, বণিকের কন্যা এবং যাবতীয় অর্থ, বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন পাপিষ্ঠ বণিকের সেই অর্থনাশ, প্রাণনাশের স্থানীয় হইল। কারণ, হতভাগ্যদিগের পক্ষে ধন, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম হয়।

অতঃপর বিদূষক, ভার্য্যাত্রয়সহ রাক্ষসরথে আরোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া, পত্নীদিগের নিকট, সমুদ্রমধ্যে আপন পৌরুষবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে অপার জলধি উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পুরী প্রাপ্ত হইয়া, শ্বশুর ভবনে গমন করিলে, বিদূষকের রাক্ষসবাহন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, বিদূষক পূর্ব্বে রাক্ষস জয় করিয়া দেবসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। এক্ষণে সে বহুকাল তদীয় দর্শনে উৎসুক পত্নীকে সন্তুষ্ট করিয়া, রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভার্য্যাত্রয়ের সহিত তাহাকেও সঙ্গে লইয়া, উজ্জয়িনীর অভিমুখে প্রস্থান করিল, এবং রাক্ষসের প্রবলবেগে সত্বর উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইল। নগরস্থ যাবতীয় লোক, অন্তরীক্ষ মধ্যে এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, সভয়ে রাজসমীপে নিবেদন করিল। রাজা আদিত্যসেন তদ্দর্শনার্থ বহির্গত হইলে, বিদূষক দূর হইতে শ্বশুরকে দেখিয়া নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইল। এবং রাক্ষসপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করিল। রাজা বিদূষককে চিনিতে পারিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। বিদূষক পত্নীদিগকে রাক্ষসের স্কন্ধদেশ হইতে লইয়া রাক্ষসকে বিদায় দিলে, সে অদৃশ্য হইল।

তদনন্তর বিদূষক ভার্য্যাগণসহ শ্বশুর আদিত্যসেনের সহিত রাজমন্দিরে প্রবেশ করিল, এবং প্রথমাপত্নী রাজকন্যার নিকট গমন করিয়া তাহাকে শান্ত ও উৎকণ্ঠাশূন্য করিল। পরে রাজার নিকট আসিলে, রাজা সেই সকল

ভার্য্যা এবং রাক্ষস সমাগমের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদূষক আমূল বর্ণন করিয়া রাজার কুতূহল শান্ত করিল। আদিত্যসেন, জামাতা বিদূষকের এই সমস্ত অবদান শ্রবণে তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া, নিজরাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাহাকে প্রদান করিলেন। বিদূষক একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। এখন ছত্রচামর বিভূষিত একজন রাজা হইল; মঙ্গল বাদ্যধ্বনি, এবং আনন্দকোহাহলে উজ্জয়িনী নগর পরিপূর্ণ হইল।

বিদূষক এইরূপে রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া, আপন অসাধারণ বাহুবলে, ক্রমে অখিল মেদিনীর আধিপত্য লাভ করিল, এবং পৃথিবীস্থ সমগ্র রাজগণের পূজিত হইয়া, প্রেয়সীগণের সহিত অবিরোধে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। মন্ত্রিবর! যদি দৈব ধীর ব্যক্তির প্রতি অনুকূল হন, তাহা হইলে নিজ পৌরুষই লক্ষ্মীকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিবার সিদ্ধ ও মোহনমন্ত্রস্বরূপ হয়। বৎসরাজ এই বলিয়া বিরত হইলে, পার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রিগণ এবং দেবীদ্বয়, বৎসরাজের মুখে এবংবিধ অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন।

ঊনবিংশ তরঙ্গ।

অনন্তর যোগন্ধরায়ণ কহিলেন মহারাজ! আপনার দৈবানুকূল্য ও পুরুষকার দুইই সহায় আছে, এবং আমরাও নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় কিছু কিছু পরিশ্রম করিয়াছি। অতএব অভীপ্সিত দিগ্বিজয়ব্যাপারে শীঘ্র ব্যাপৃত হউন। বৎসরাজ, সম্মত হইয়া প্রারিপ্সিত বিষয়ের বিঘ্নশান্তির জন্য, মহাদেবের আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিলে, অমাত্যবর্গও তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর বৎসরাজ, দেবীদ্বয় এবং মন্ত্রিবর্গের সহিত শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তিন রাত্রি উপবাসের পর, মহাদেব স্বপ্নে এই আদেশ করিলেন, "রাজন্! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহে যাও, এবং নির্বিঘ্নে জয়লাভ কর। এতদ্ভিন্ন তুমি অতি শীঘ্র ভাবী বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী এক পুত্রও পাইবে।"

স্বপ্নাদেশের পর, বৎসরাজ মহাদেবের অনুগ্রহে বিগতক্লম হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং দেবীদ্বয় ও সচিববৃন্দকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। অনন্তর কুসুমকোমলাঙ্গী দেবীরা, ব্রতোপবাসজনিত ক্লান্তি দূরীকৃত করিলেন, এবং বৎসরাজও তপোবলে পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় প্রভাবশালী হইলেন। দেবী বাসবদত্তা এবং পদ্মাবতী পতিপরায়ণাদিগের পবিত্রকীর্ত্তি লাভ করিলেন।

রাজার ব্রতপারণা সমাপ্ত হইলে, পর দিবস যোগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে কহিলেন মহারাজ! আপনি ধন্য, যেহেতু ভূতভাবন ভগবান্ দেবাদিদেব আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে নিজবাহুবলে শত্রু জয় করিয়া স্বভুজোপার্জ্জিত স্থির লক্ষ্মী সম্ভোগে যত্নবান্ হউন। স্বীয় বাহুবলে উপার্জ্জিত ধনই যে চিরস্থায়ী হয়, মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ সঞ্চিত ধনই, পুনর্ব্বার মহারাজের হস্তগত হইয়া, তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। এতদ্বিষয়ে আর একটী দৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পাটলিপুত্র নগরে ধনিকবংশসম্ভূত দেবদাস নামে এক বণিক্‌পুত্র, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীয় কোন সমৃদ্ধ বণিকের কন্যাকে, বিবাহ করিয়াছিল। পিতার পরলোক হইলে, দেবদাস পাশক্রীড়াদি নানা ব্যসনে আসক্ত হইয়া, সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিলে, তাহার ভার্য্যা অন্নবস্ত্রের কষ্টে অতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিল। বধূর পিতা, কন্যার এইরূপ কষ্ট শুনিয়া, স্বয়ং আগমনপূর্ব্বক কন্যাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেল। কিছুদিন পরে দেবদাস, স্বীয় ব্যবসায় করিবার বাসনায়, কিঞ্চিৎ মূলধনের নিমিত্ত শ্বশুরের নিকট যাত্রা করিয়া, সন্ধ্যার সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হইল, এবং আপনাকে ধূলিধূসরিত ও বিবস্ত্র দেখিয়া ভাবিল 'হায়। এই জঘন্যবেশে কি করিয়া শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিব। মানীব্যক্তির, স্বজনের নিকট যাচ্ঞা অপেক্ষা, মৃত্যু সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর।' এই অবধারণ করিয়া রাত্রিযোগে কোন বিপণীতে গমনপূর্ব্বক বহির্ভাগে সংকুচিতভাবে অবস্থিতি করিল। ক্ষণকাল পরেই, দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক কোন যুবা বণিক্‌কে সেই পণ্যবীথিকার এক গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিল। আবার পরক্ষণেই, একটী

স্ত্রীলোক, নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া, দ্রুতবেগে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল; দেবদাস বাহির হইতে ফাঁক দিয়া দেখিল, তাহারই স্ত্রী গৃহের মধ্যে রহিয়াছে। দেবদাস, আপন ভার্য্যাকে পরগামিনী দর্শনে, হৃদয়মধ্যে নিতান্ত বেদনা পাইয়া, এই চিন্তা করিল যে, "ধনহীন ব্যক্তিকে আপন দেহপর্য্যন্ত হারাইতে হয়। ক্ষণপ্রভার ন্যায় স্বভাবতঃ চঞ্চলা স্ত্রীর তো কথাই নাই। দুঃখসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে, স্ত্রীও বিপদস্বরূপ, তাহাদের স্ত্রী, পিতৃগৃহে থাকিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হয়, এবং ভ্রষ্টাচারিণী হইয়া আপন সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া বসে।"

দেবদাস বাহিরে থাকিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পত্নীর বিশ্রম্ভালাপ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, সে দ্বারদেশে আসিয়া কাণ পাতিয়া রহিল। পাপীয়সী, উপপতি বণিক্‌কে মৃদুস্বরে কহিল "দেখ আমি তোমাকে বড়ই ভাল বাসি বলিয়া, একটি রহস্য তোমার কাছে প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। বীরবর্ম্মা নামে আমার স্বামীর প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি আপন গৃহপ্রাঙ্গণের চারিকোণে চারি কলসী মোহর পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা বৈ আর কেহ তাহা জানিতেন না। তিনি মৃত্যুকালে আপন পুত্রবধূকে গোপনে বলিয়া যান। তিনি আবার মরণকালে আমার শ্বশ্রূকে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী, মরণকালে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি, পতির এত দারিদ্র অবস্থাতেও, তাঁহাকে বলি নাই। আমার পতি নিরন্তর দ্যূতক্রীড়ায় রত, এজন্য আমি তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। তুমিই আমার যথার্থ প্রিয়বস্তু, তোমাকে দেখিলে আমার নেত্রযুগল শীতল হয়। অতএব তুমি, আমার স্বামীর নিকট গমনপূর্ব্বক সেই গৃহ ক্রয় করিয়া, সেই সমস্ত নিহিত ধন এখানে আনিয়া, আমার সহিত সুখে কালযাপন কর।" বণিক্‌, কুটিলার নিকট এই ব্যাপার শুনিয়া, পরম সন্তোষলাভ করিল, এবং সেই ধন অনায়াসেই লাভ হইবে, মনে মনে এইরূপ ধারণা করিল। দেবদাস, কুলটা পত্নীর বাক্যশল্যে হৃদয়ে অতিমাত্র আহত হইয়াও, ধনের আশা ছাড়িতে পারিল না। সুতরাং সেই দণ্ডেই তথা হইতে

যাত্রা করিয়া, সত্বর পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইল, এবং প্রাঙ্গণস্থ যাবতীয় ধন তুলিয়া আত্মসাৎ করিল।

অনন্তর ভার্য্যার উপপতি, সেই নিধিলাভের বাসনায় বাণিজ্যচ্ছলে পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইল, এবং দেবদাসের নিকট তাহার বাটী খরিদ করিতে ইচ্ছা কবিলে, দেবদাসও বহুমূল্যে তাহাকে বাটী বিক্রয় করিল। অনন্তর সংসাবের সুবন্দোবস্ত কবিয়া, পত্নীকে শ্বশুবভবন হইতে গৃহে লইয়া আসিল। এদিকে তদীয় ভার্য্যার উপপতি ধূর্ত্ত বণিক্, সেই নিহিত ধন না পাইয়া দেবদাসেব নিকট আসিয়া বলিল "আপনার বাটী অত্যন্ত জীর্ণ, এজন্য আমি এ বাটী লইতে ইচ্ছা কবি না। অতএব আমার টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া আপন বাটী গ্রহণ করুন।" বণিকেব এই প্রস্তাবে দেবদাস অস্বীকার কবিল। সুতবাং উভয়ে, ঘোবতব বিবাদে প্রবৃত্ত হইযা, পরিশেষে মীমাংসার জন্য রাজদরবারে উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ দেবদাস, বক্ষঃস্থিত বিষবৎ অসহ্য, আপন ভার্য্যাবৃত্তান্ত সমস্ত বাজার কর্ণগোচর করিল। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা, দেবদাসের পত্নীকে আপনসমক্ষে আনয়নপূর্ব্বক তদীয় মুখে সমস্ত যাথার্থ্য অবগত হইয়া, পারদারিক বণিকের সর্ব্বস্ব দণ্ড করিলেন। দেবদাসও, সেই দুশ্চারিণী পত্নীব নাসাচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ কবিয়া পত্ন্যন্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষাগত ধনে, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

মহারাজ! এইরূপে ধর্ম্মানুসারে উপার্জ্জিত সম্পত্তি, সন্ততিক্রমে অনপায়িনী হয়, আর অধর্ম্মোপার্জ্জিত হইলে, সেই লক্ষ্মী, জলপতিত তুষারকণার ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব ধর্ম্মানুসাবে অর্থোপার্জ্জন করা পুরুষমাত্রের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ রাজার পক্ষে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, ধনই রাজ্য তরুর মূলস্বরূপ। অতএব দেব! আপনি কার্য্যসিদ্ধির জন্য মন্ত্রিমণ্ডলকে সম্মানিত কবিয়া, ধর্ম্মানুসারে অর্থলাভের জন্য দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করুন। মহারাজের শ্বশুরদ্বয়ের সহিত বন্ধুতাপরম্পরানিবন্ধন অনেক রাজাই, বিপক্ষ না হইয়া বরং আপনার পক্ষ হইবেন। বারাণসীপতি ব্রহ্মদত্ত আপনার নিত্যশত্রু; অতএব সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই জয় করুন। তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে,

ক্রমশঃ সমস্ত পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়া পাণ্ডুব ন্যায়, কমলোজ্জ্বল ধবল যশ, ধরাধামে বিস্তৃত কবিতে পাবিবেন। বৎসবাজ, মন্ত্রিবরের এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, দিগ্বিজয়ে উদ্যত হইলেন। এবং প্রকৃতিবর্গকে তাহার উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। সুনীতিজ্ঞ বৎসরাজ, সম্বন্ধী গোপালককে, সৎকারস্বরূপ বিদেহ দেশের রাজত্ব প্রদান কবিলেন। আর পদ্মাবতীর সহোদর সিংহবর্ম্মাকে সম্মানার্থ, সৈন্যসমেত চেদিরাজ্য প্রদান করিলেন। পুলিন্দকনামা মিত্র ভিল্লবাজকে, সাহায্যার্থ আসিতে আদেশ কবিলে, তদীয় সৈন্যে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। এইরূপে বৎসবাজেব দিগ্বিজয় যাত্রাব মহাধূম পড়িয়া গেলে, শত্রুদিগের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল।

যৌগন্ধরায়ণ, ব্রহ্মদত্তেব অন্তর্বৃত্তান্ত জানিবার জন্য, অগ্রেই বারাণসীতে চব পাঠাইলেন। তদনন্তর বৎসবাজ, জয়সূচক শুভনিমিত্ত দর্শনে প্রীত হইয়া, ব্রহ্মদত্তের জয়েব জন্য পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা অত্যুচ্চ জয়কুঞ্জর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, ছত্রধারক তদীয় মস্তকে ছত্র ধারণ করিল। অভীষ্টসিদ্ধির দূতীস্বরূপ শরৎসময় আবির্ভূত হইলে, পথ কর্দ্দমশূন্য হইয়া সুগম হইল। নদীর জল অল্প হওয়াতে, নদীবৃন্দ সুপ্রতর হইল। আকাশ মেঘশূন্য হইয়া নির্ম্মল হইল। মেঘবৃন্দ শুক্লমূর্ত্তি ধারণ করিল। অগণ্য সৈন্যসঞ্চারে ভূতল পরিপূর্ণ হইল। সৈন্যগণেব কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন, পরস্পর বৎসবাজের আগমন ভয় আলাপ করিতে লাগিল। সুবর্ণ বর্ম্ম সুভূষিত অশ্বগণ ও তৎপশ্চাৎ শ্বেতচামর এবং সিন্দূব শৃঙ্গারাদিদ্বাবা পরিশোভিত গজসৈন্য গমন করিতে লাগিল। সৈন্যোত্থিত ধূলিদ্বাবা সূর্য্যরশ্মি আচ্ছন্ন হইল। সৈন্যদিগের পতাকা সকল, নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া যেন শত্রুদিগকে 'নত হও, পলায়ন কর, এই সঙ্কেত কবিতে লাগিল। বৎসরাজ, শরৎকালজনিত দিগ্বিভাগের এইরূপ অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিতে করিতে মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তি এবং জয়শ্রীর ন্যায়, দেবীদ্বয়ের সহিত যাইতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল চর বারাণসীতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাবা সন্ন্যাসীব বেশে বাবাণসীপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, এক জন, বিশিষ্টরূপ কুহকজ্ঞ গুরু,

এবং অপরেরা তাঁহার শিষ্যের বেশধারণ করিল। নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শিষ্যগণ ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও সেই কপট গুরুর ত্রিকালজ্ঞতার ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। লোকে বিশ্বাসপর হইয়া, গুরুকে ভাবি ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে কপট গণনা দ্বারা অগ্নিদাহ প্রভৃতি ভাবি ঘটনা সকল বর্ণন করিল। এদিকে তদীয় শিষ্যগণ গোপনে অগ্নিসংযোগ দ্বারা নগর দগ্ধ করিলে, গুরুর গুণ ভয়ানক জাহির হইয়া গেল। তদনন্তর রাজার প্রিয়পাত্র কোন এক রাজপুত্রকে, একটি সামান্য বুজরুকিদ্বারা বশীভূত করিলে, রাজপুত্র তাহার উপাসক হইল। এখন চর, তাহার দ্বারাই বৎসরাজের সহিত উপস্থিত বিগ্রহে, ব্রহ্মদত্তের তাবৎ রহস্য জানিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রিবর যোগকরণ্ডক, বৎসরাজের আগমন পথে অশেষ বিধ কপট রচনা করিয়া রাখিলেন। এতভিন্ন সকল পথেই বৃক্ষ, লতা, জল এবং তৃণ প্রভৃতিতে বিষ মাখাইয়া রাখিলেন। বৎসরাজের সৈন্যমধ্যে বিষকন্যকা প্রেরণ করিলেন। এবং রাত্রিযোগে ছদ্মঘাতী পুরুষ সকল, স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দিলেন।

মুনিবেশধারী সেই চার, শিষ্য রাজপুত্রের মুখে এই সমস্ত কপট রচনা, তত্তৎকালেই অবগত হইয়া, মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের গোচর করিল, যৌগন্ধরায়ণ সেই সকলের যথোচিত প্রতিবিধান করিলেন। কটকমধ্যে অপরিচিত স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিলেন, এবং সেনাপতি রুমণ্বানের সহিত সেই সমস্ত বধকারকদিগের প্রাণহরণ করিলেন।

বৎসরাজ এইরূপে যোগকরণ্ডকের সমস্ত নীতি ব্যর্থ করত অপার সৈন্য-সাগরে পরিবৃত্ত হইয়া, ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে, ব্রহ্মদত্ত বৎসরাজকে দুর্জ্জয় জ্ঞান করিলেন, এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইবার বাসনা করিয়া, অগ্রে দূত দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন, পরে স্বয়ং যাইয়া প্রণামপূর্ব্বক অশেষবিধ উপঢৌকন দ্বারা বিজিগীষুকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি সম্মান পুরঃসর ব্রহ্মদত্তকে বিদায় করিলেন।

তদনন্তর দুষ্টের নিগ্রহ এবং শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহদ্বারা ক্রমশঃ পূর্ব্বদিক্ জয়

করিলেন। ক্রমে পূর্ব্বসমুদ্রের তটে উপস্থিত হইয়া এক জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিলেন। তদনন্তর কলিঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিঙ্গরাজ তদীয় আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র অগ্রসর হইয়া অবনতমস্তকে বৎসরাজকে করপ্রদান করিলে, বৎসরাজ মহেন্দ্রপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। মহেন্দ্রনাথকে পরাজয়পূর্ব্বক বিপুল গজসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, দক্ষিণদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দাক্ষিণাত্য পর্ব্বতবাসী অসার শত্রুদিগকে, অনায়াসে পরাজয় করিয়া কাবেরী নদী উল্লংঘনপূর্ব্বক চোল রাজার কীর্ত্তিকে কলুষিত করিলেন। তদনন্তর গোদাবরী উত্তীর্ণ হইলেন। অবশেষে রেবা নদী উত্তীর্ণ হইয়া গমন করিতে করিতে উজ্জয়িনী প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেন, জামাতার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করাইলেন। বৎসরাজ উজ্জয়িনীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তত্রত্য মানব ও মহিলাগণের সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষশরের পথিক হইলেন, এবং কিছুকাল শ্বশুরভবনে পরম সমাদরে সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিয়া, স্বীয় রাজ্যের ইচ্ছামত ভোগসুখ বিস্মৃত হইলেন। দেবী বাসবদত্তা পিতা মিতার নিকট থাকিয়াও, বাল্যকালের সুখ স্মরণ হওয়াতে, সময়ে সময়ে বিমনা হইতেন। পিতা চণ্ডমহাসেন, বাসবদত্তার আগমনে যেরূপ, দেবী পদ্মাবতীর আগমনে তদপেক্ষা অধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

বৎসরাজ এইরূপে কতিপয় নিশা উজ্জয়িনীতে বিশ্রাম করিলেন। পরিশেষে শ্বশুর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, অপরান্ত জয়ে যাত্রা করিলেন। বৎসরাজের অসিলতা, যদি তদীয় প্রতাপরূপ অগ্নির ধূমস্বরূপ না হইবে, তবে লাটদেশীয় স্ত্রীদিগের নেত্রবারি কেন কলুষিত হইল? বৎসরাজের করিসৈন্য যখন মন্দরগিরির কাননসমূহ কম্পিত করিল তখন মন্দরগিরি এই ভাবিয়া ভীত হইল যে, বৎসরাজ বুঝি সমুদ্রমন্থনের জন্য আমাকে পুনরুন্মূলিত করিবেন। বৎসরাজ যখন পশ্চিমদিগে সম্পূর্ণ উদয় প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে সূর্য্যাদি বিলক্ষণ এক অপূর্ব্ব তেজঃ বলিতেই হইবে। পশ্চিমদিক্ বিজয়ের পর উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন। এই দিকেই কুবের, এই দিকেই অলকা এবং

এই দিকেই কৈলাস গিরি বিরাজমান আছেন। যেমন রঘুনাথ কপিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাক্ষস জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ বৎসেশ্বরও অশ্বসৈন্য লইয়া, অগ্রে সিন্ধুরাজ ও তদনন্তর ম্লেচ্ছদিগকে বশীভূত করিলেন। যেমন ক্ষুব্ধ অর্ণবের তরঙ্গমালা সমুদ্রতটে প্রবেশ করে, সেইরূপ তুরস্ক দেশীয় ঘোটকগণ দলে দলে বৎসরাজের করিসৈন্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অবশেষে পারস্যরাজের নিকট করগ্রহণ করিয়া, তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

তদনন্তর হূণদিগকে জয় করিয়া, হিমাচলে আপনার যশোগঙ্গা অবতারিত করিলেন। শত্রুগণ অগ্রেই নিস্তব্ধ হইয়াছে, সুতরাং তদীয় সৈন্যনির্ঘোষ, গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া দ্বিগুণীভূত হইতে লাগিল। তদনন্তর কামরূপেশ্বর সহজেই ছত্রের সহিত অবনত হইয়া তাঁহার বশীভূত হইলেন।

এইরূপে সমস্ত দিক্ জয় করিয়া, সবলে পদ্মাবতীর পিতৃভবনে গমন করিলেন। মগধেশ্বর, দেবীদ্বয়ের সহিত রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া, আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন। অগ্রে বাসবদত্তাকে চিনিতেন না, এক্ষণে বাসবদত্তার পরিচয় পাইয়া, মগধরাজ তাঁহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে মগধরাজ সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলে, বৎসরাজ, নগরবাসীদিগকে গুণে বশীভূত করিয়া, লাবণকে প্রস্থান করিলেন।

বিংশ তরঙ্গ।

বৎসরাজ, সৈন্যদিগের বিশ্রামের জন্য, কিছুদিন লাবণকে অবস্থান করিলেন। এক দিন যোগন্ধরায়ণকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিবর! আপনার পরামর্শে আমি পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে জয় করিয়াছি। দুরাশয় কাশীপতি ভিন্ন সকল রাজাই, সহজে আমার নিকট অবনতি স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং সেই কুটিলমতি কাশীরাজের প্রতি কোন প্রকারেই বিশ্বাস করা যায় না। যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, "মহারাজ! ব্রহ্মদত্ত

আর আপনার সহিত কুটিল ব্যবহার করিতে পারিবেন না। কারণ, তিনি আপনার আক্রমণে ভীত হইয়া যখন আপনার শরণাগত হন, তখন মহারাজ তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন। কোন্ সচেতন ব্যক্তি সদাচারের প্রতি অসদাচারণ করিতে বাসনা করে? যদি কেহ তাহা করে, তবে সে আপনার অমঙ্গল আপনিই করিবে। তদ্বিষয়ে একটি কথা আছে শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে পদ্মদেশে, অগ্নিদত্ত নামে সুপ্রসিদ্ধ এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে রাজার নিকট যে অগ্রহার * পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। অগ্নিদত্তের দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম সোমদত্ত এবং কনিষ্ঠের নাম বৈশ্বানরদত্ত ছিল। সোমদত্ত মূর্খ, কিন্তু বৈশ্বানরদত্ত সুপণ্ডিত। পিতা উভয়ের বিবাহ দিয়া লোকান্তর গমন করিলে, দুই সহোদরে রাজদত্ত অগ্রহার অর্দ্ধাংশ করিয়া লইল। কনিষ্ঠ গুণবান্ বলিয়া রাজার পূজ্য হইল। জ্যেষ্ঠ মূর্খ ও চঞ্চল, একারণ কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল।

একদা সোমদত্ত শূদ্রের সভায় বসিয়া আমোদ করিতে ছিল। তদীয় পিতৃসুহৃৎ কোন ব্যক্তি, তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া, তাহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক উপদেশ দিলে, সোমদত্ত পিতৃমিত্রের এই উপদেশবাক্যে কুপিত ও ধাবমান হইয়া, তাঁহাকে পদাঘাত করিল। ব্রাহ্মণ, মূর্খের এই আচরণে চমৎকৃত হইয়া, কতকগুলি লোককে সাক্ষী করিয়া, রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজা সোমদত্তকে বান্ধিয়া আনিবার আজ্ঞা দিলেন। রাজপুরুষেরা তাহাকে বান্ধিতে গেলে, সোমদত্তের বন্ধুগণ অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে হতাহত করিল। রাজা পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক সোমদত্তকে বান্ধিয়া আনিলেন, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে শূলে দিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর সোমদত্তকে শূলে চড়ান হইল, কিন্তু দৈবাৎ সে শূল হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেলে, বোধ হইল যেন কে তাহাকে ফেলাইয়া দিল। মনুষ্যের ভাগ্যই ভাবিকল্যাণকে রক্ষা করিয়া থাকে। ঘাতকেরা, সোমদত্তকে পুনর্ব্বার শূলে

---

* ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় রাজপ্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

চড়াইতে গিয়া, অন্ধ হইয়া গেল। এই বৃত্তান্ত সোমদত্তের সহোদর শ্রবণ করিয়া, রাজাকে জানাইলে, রাজা তুষ্ট হইয়া তাহাকে বধদণ্ড হইতে মুক্ত করিলেন।

তদনন্তর সোমদত্ত, এই অপমাননিবন্ধন, সপরিবারে দেশান্তরগমনে উদ্যত হইল। কিন্তু তদীয় বন্ধুগণ দেশান্তরগমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সোমদত্ত ক্ষান্ত হইল, কিন্তু রাজদত্ত অগ্রহার পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে অবস্থিতি করিল। জীবনোপায়ের উপায়ান্তর না দেখিয়া, কৃষিবৃত্তি অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইল। অনন্তর শুভ দিনে বনমধ্যে ক্ষেত্রান্বেষণে গমনপূর্ব্বক কৃষিকার্য্যের অনুকূল একটী ক্ষেত্র মনোনীত করিল। ক্ষেত্রমধ্যে, মহাবিস্তৃত মেঘখণ্ডবৎ গগণ-তলব্যাপী যে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল, তাহার মঙ্গলকর সুশীতল ছায়ায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ভক্তিভাবে কহিল, "যিনি এই বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আমি তাঁহার পরম ভক্ত।" এই বলিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বৃক্ষকে প্রণাম করিল। তদনন্তর বাহনাদি সমস্ত সংযোগ করিয়া, সেই বৃক্ষের পূজা বিধান-পূর্ব্বক সেই স্থানে কৃষি আরম্ভ করিল। সোমদত্ত সর্ব্বদা সেই বৃক্ষমূলে থাকিত। আহারের সময় তদীয় গৃহিণী তাহাকে আহার দিয়া যাইত। কালে শস্য পক্ক হইলে, দৈবাৎ পররাজ্য হইতে দস্যুদল আসিয়া, প্রায় সমস্তই লুঠ করিয়া লইল। এই ক্ষতিতে সোমদত্তের ভার্য্যা রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ধীর সোমদত্ত, পত্নীকে আশ্বস্ত করিয়া, হৃতাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, তাহা পত্নীকে দিল, এবং বলি প্রদান করিয়া সেই তরুমূলে অবস্থিতিপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল। ধীর ব্যক্তির স্বভাবই এই যে, তাহারা বিপদ্কা-লেও অধীর হয় না। একদা সোমদত্ত, একাকীমাত্র সেই তরুমূলে শয়ন করিয়া, অতিশয় চিন্তানিবন্ধন নিদ্রা না হওয়ায় জাগিয়া আছে, এমন সময় সেই বৃক্ষ হইতে এই দৈববাণী হইল। "হে সোমদত্ত! আমি এই বৃক্ষবাসী যক্ষ, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আদিত্যপ্রভ রাজার শ্রীকণ্ঠ নামক দেশে গমন কর, এবং রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া, মন্দত্ত সন্ধ্যা এবং অগ্নিহোত্রমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বারংবার এই কথা উচ্চারণ কর, আমি ফলভূতি

নামক ব্রাহ্মণ, আমি যাহা বলি সকলে শ্রবণ কর। "মঙ্গলকারী ব্যক্তি মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, এবং অমঙ্গলকারী ব্যক্তি অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বলিলে তুমি অপর্য্যাপ্ত সম্পত্তি পাইবে।" এই বলিয়া সোমদত্তকে সন্ধ্যামন্ত্র এবং অগ্নিহোত্র মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক যক্ষ তিরোভূত হইল।

প্রভাতমাত্র সোমদত্ত, যক্ষদত্ত ফলভূতি নাম গ্রহণপূর্ব্বক পত্নীর সহিত প্রস্থান করিল। নিজ অবস্থাসদৃশ অটবীর সেই কুটিল এবং বিষম পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীকণ্ঠদেশে উপস্থিত হইল, এবং রাজদ্বারে সমাগত হইয়া, সন্ধ্যা এবং অগ্নিহোত্র মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কহিল "আমার নাম ফলভূতি। যে ভাল করে, সে ভাল পায়, যে মন্দ করে সে অমঙ্গল লাভ করে।" এই কৌতুকাবহ বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিলে, ক্রমে এই ব্যাপার রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা, তাহাকে দেখিবার জন্য, নিকটে আনয়ন করিলেন। ফলভূতি রাজ-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, ঐ কথাই বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজা এবং পার্শ্ববর্ত্তী সকল লোকেই, তাহা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। ফলতঃ রাজা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে বস্ত্র অলঙ্কার এবং গ্রাম সমূহ সম্প্রদান করিলেন। মহতের সন্তোষ কদাচ ব্যর্থ হয় না। ফলভূতি, গুহ্যকের অনুগ্রহে ক্ষণকাল মধ্যে, রাজার নিকট বহু সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল। অতঃপরও ঐ কথা বারংবার বলিয়া, রাজার অধিকতর প্রীতিভাজন হইয়া উঠিল। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্র সম্মানভাজনও হইল।

একদা নরপতি আদিত্যপ্রভ মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়ানন্তর অটবী হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজমহিষী কুবলয়াবলী, কপালে স্থূল সিন্দূরবিন্দু ধারণপূর্ব্বক নগ্নবেশে ঊর্দ্ধকেশে, অর্দ্ধনি-মীলিতনয়নে, নানাবিধবর্ণে বিরচিত মহামণ্ডলমধ্যে বসিয়া, দেবারাধনায় নিমগ্ন আছেন, কেবল ওষ্ঠ দুইটী নড়িতেছে। শোণিত, সুরা এবং মহামাংস, পূজার উপহারমাত্র সম্মুখে আছে। রাজাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, রাজমহিষী সভয়ে বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজ্ঞী অভয়প্রার্থনাপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি, আপনারই উদয়লাভের জন্য, এই দেবারাধনা

করিতেছি। ইহার সিদ্ধিবিষয়ে একটী আগমবৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন।"

পূর্ব্বে আমি যখন অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃভবনে ছিলাম, তখন একদা মধুমহোৎসব উপস্থিত হইলে, আমি কতিপয় সহচরী সঙ্গে প্রমোদ কাননে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে আমার কোন সখী আমাকে কহিল, "দেখ এই প্রমোদকাননে তরুমণ্ডপের মধ্যে যে বিনায়কদেব আছেন, তাঁহার আরাধনা করিলে অভীষ্ট পতিলাভ হয়।" আমি মুগ্ধতাপ্রযুক্ত সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পতিলাভের জন্য বিনায়কের পূজার আবশ্যক কি? তাহারা কহিল 'সখি! আপনি কি বলিতেছেন? বিনায়কদেবের পূজা ব্যতিরেকে, এই জগতে কখন কোন বিষয়ে, কাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। তদ্বিষয়ে একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে দেবরাজ, দুর্দ্দান্ত তারকাসুরের উপদ্রবে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া, তাহার বধের জন্য, মহাদেবের পুত্রকে সেনাপতি করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। গৌরী, তপোনিরত মহাদেবকে পতি পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়া, পরিশেষে মহাদেবের ভার্য্যা হইলেন, এবং একটী পুত্র ও হরকোপানলদগ্ধ কন্দর্পের পুনর্জ্জীবনের বাসনা করিলেন। কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, বিনায়কদেবের স্মরণ বা পূজা কিছুই করিলেন না। শিব অভীষ্ট প্রার্থিনী কান্তাকে কহিলেন "প্রিয়ে! পূর্ব্বে কন্দর্প প্রজাপতির মানস হইতে উৎপন্ন হন। জাতমাত্র "কাহাকে দর্পিত করিব" মত্ততাপ্রযুক্ত এই কথা উচ্চারণ করাতে ভগবান্ চতুর্মুখ, তাহার নাম কন্দর্প রাখিয়া কহিলেন 'পুত্র! তুমি যেমন অতিদৃপ্ত হইলে তেমনি একটীকাজ করিও। কদাচ ত্রিনেত্রের ধর্ষণ করিওনা, তাহা হইলেই তোমার আর মরণের ভয় থাকিবে না।" বিধাতার এইরূপ আদেশেও কন্দর্প, অতিদর্প বশতঃ, দেবরাজের অনুরোধে আমার তপোভঙ্গে উদ্যত হইলে, আমি সেই অপরাধ জন্য, ক্রোধভরে তাহাকে দগ্ধ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আর কন্দর্পের স্বদেহ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমি লোকের ন্যায় কন্দর্পের আবেশে আবিষ্ট না হইয়া, স্বশক্তি প্রভাবে তোমার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিব।

মহাদেব এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা, ইন্দ্রের সহিত তৎসমক্ষে আবির্ভূত হইলেন, এবং অশেষবিধ স্তব করিয়া, আপন প্রার্থনা জানাইলেন। শিব তারকাসুরের বিনাশের জন্য, একটি পুত্রোৎপাদনের অঙ্গীকার করিলেন। এবং সৃষ্টিলোপ ভয়ে, প্রাণিমাত্রের চিত্তে কন্দর্পের আবির্ভাব আদেশ করিয়া, নিজ চিত্তেও তদীয় অবকাশ অনুমতি করিলেন। ইহাতে বিধাতা, অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, পার্ব্বতীও আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। কিছুদিন গত হইলে, একদা হর নির্জ্জনে গৌরীর সহিত সুরতকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, বর্ষশত অতীত হইল; তথাপি তাঁহার রতিক্রীড়ার অবসান হইল না। পরন্তু সেই উদ্যমে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল, এবং দেবগণের চিত্তে সৃষ্টিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

তদনন্তর দেবগণ, পিতামহের আদেশে মহাদেবের রতিবিঘাতের জন্য, অগ্নিকে স্মরণ করিলেন। অগ্নিও স্মৃতমাত্র, অধৃষ্য মদনান্তকের ভয়ে পলায়ন করিয়া, জলমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। দেবগণও অগ্নির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। জলাশয়স্থ ভেকগণ, অগ্নির তাপে দগ্ধহইয়া, অগ্নি যে জলে লুকাইয়া আছেন, এই কথা দেবতাদিগকে বলিয়া দিল। অগ্নিদেব ভেকগণের এই অপরাধে, তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং "তোরা মূক হইবি" এই শাপ দিয়া, তৎক্ষণাৎ নিজ ভবনে গমন করিলেন। তথায় শম্বূকরূপ ধারণপূর্ব্বক এক তরুকোটরাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিলেন। গজ ও শুক, দেবতাদিগকে এইকথা বলিয়া দিলে, দেবগণ তথায় গমন করিলেন। তখন অনলদেব তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। পরন্তু হস্তী এবং শুক জাতিকে শাপ দ্বারা জিহ্বা শূন্য করিয়া ক্রোধ শান্তি করিলেন। পরে দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, দেব কার্য্য সাধনে কৃতসংকল্প শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক দেবকার্য্য নিবেদন করিলেন। শিব, বীর্য্যস্খলনের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া, সেই বীর্য্য অগ্নির উপর পাতিত করিলে, পার্ব্বতী খেদ ও ক্রোধভরে কহিলেন, 'দেব! আপনা হইতে আমার পুত্রলাভ হইল না। তাহাতে শিব কহিলেন "প্রিয়ে! তুমি বিঘ্নেশ্বরের পূজা কর নাই, এই জন্য তোমার পুত্রোৎপত্তির বিঘ্ন জন্মি-

য়াছে। অতএব বিঘ্নরাজের আরাধনা কর। তিনি সন্তুষ্ট হইলে, অগ্নিতেই তোমার সন্তান জন্মিবে।'

শম্ভুর এই কথা শিরোধার্য্য করিয়া, গৌরী কায়মনে বিঘ্নরাজের আরাধনা করিলে, অগ্নিদেব মহাদেবের সেই বীর্য্যে গর্ভধারণ করিলেন। কিছুদিন গত হইলে অগ্নিদেব; সেই দুর্ভর গর্ভধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা গঙ্গায় নিঃক্ষিপ্ত করিলেন। গঙ্গা আবার, হরের আদেশে, সেই গর্ভ সুমেরুস্থ অগ্নিকুণ্ডে নিহিত করিলেন। এখন গর্ভ সেই অগ্নিকুণ্ড মধ্যে, শম্ভুর ভূতগণের তত্ত্বাবধারণে, সহস্র বৎসর থাকিল এবং তাহা হইতে ষড়ানন কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিলেন।

কুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গৌরী তাঁহাকে স্তনপান করাইবার জন্য কৃত্তিকাত্রয়কে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কুমার ছয় মুখে ছয় স্তন পান করিয়া ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন।

এই সময় দেবরাজ, তারক নামক অসুর কর্তৃক পরাজিত হইয়া, সংগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক সুমেরুর দুর্গম শৃঙ্গ আশ্রয় করিলেন, এবং দেবগণ ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ষড়াননের শরণাগত হইলেন। ষড়াননও তাঁহাদের অভয় প্রদান করিলেন। ইন্দ্র এইরূপে পরাজিত হইয়া "নিজ রাজ্য অপহৃত হইল" এই ভাবিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং মৎসরগ্রস্ত হইয়া কুমারের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় বজ্রাঘাতে কার্ত্তিকেয়ের অঙ্গে যে ক্ষত হইল, সেই ক্ষতের অভ্যন্তর হইতে ভীম পরাক্রম শাখ এবং বিশাখ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। এখন কার্ত্তিকেয়, পুত্রদ্বয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রকে পরাস্তকরিবার উপক্রম করিলেন। এতদ্দর্শনে শিব স্বয়ং আসিয়া পুত্রকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিলেন এবং কহিলেন, "পুত্র! তুমি তারকনামক অসুরকে হত করিয়া, ইন্দ্রের রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তারক বধই তোমার কার্য্য। সম্প্রতি বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, তারকবধরূপ নিজ কার্য্যসাধন কর।"

ইহা শুনিয়া বৃত্রশত্রু অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কুমারকে সেনাপতিত্বে অভি-

ষিক্ত করিবার মানসে, যেমন স্বহস্তে কলস উত্তোলন করিবেন, অমনি তাঁহার হস্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। এই অনিমিত্ত দর্শনে, দেবরাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইলে, মহাদেব কহিলেন "শক্র! তুমি কুমারকে সেনাপতিত্বে বরণ করিবার পূর্ব্বে, বিঘ্নবিনাশনের পূজা কর নাই, সেই নিমিত্ত তোমার এই বিঘ্ন ঘটিয়াছে; অতএব ভক্তিভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হও।"

এতৎশ্রবণে শচীপতি, গজাননের আরাধনা করিবামাত্র, বাহুস্তম্ভ হইতে মুক্তি পাইলেন, এবং ষড়াননকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কার্ত্তিকেয়, দেবসেনার অধীশ্বর হইয়া, দুরন্ত তারকাসুরের বধসাধন দ্বারা দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলে, গৌরীও আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। সখি! দেবগণের কার্য্যসিদ্ধিও যখন বিঘ্ননাশনের আরাধনাসাপেক্ষ, তখন তুমিও ইহাঁর আরাধনা করিয়া অভীষ্ট বরলাভ কর।"

নাথ! তখন আমি সখীগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, সেই উদ্যানের একদেশস্থ বিঘ্নরাজের পূজা করিলাম, এবং পূজাবসানে দেখিলাম, সখীরা নিজ সিদ্ধিবলে অকস্মাৎ আকাশে বিহার করিতেছে। তদনন্তর আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, সখীবৃন্দকে ভূতলে নামিতে সঙ্কেত করিলাম। সঙ্কেতমাত্র সখীরা, গগনমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া, আমার নিকট আসিল। আমি মন্ত্রসাধনের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সখীরা কহিল, এ ডাকিনী মন্ত্রসিদ্ধি, এই মন্ত্রসাধনে নরমাংসভোজন প্রধানতঃ আবশ্যক। কালরাত্রি নামে এক ব্রাহ্মণী, এবিষয়ে আমাদের মন্ত্রগুরু আছেন।

সখীদিগের এই বাক্যে আমি, খেচরীসিদ্ধি বিষয়ে অত্যন্ত লোলুপ হইলাম, কিন্তু নরমাংস ভোজন করিতে হইবে, এই জন্য ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া, পরিশেষে ঔৎসুক্যসহকারে, সখীদিগকে খেচরীসিদ্ধি বিদ্যা শিখাইতে অনুরোধ করিলাম। আমার এই প্রার্থনায় সখীগণ তৎক্ষণাৎ বিকটাকৃতি কালরাত্রিকে ডাকিয়া আনিল। আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলে, তিনি আমাকে স্নান করাইয়া, অগ্রে বিঘ্নরাজের আরাধনা করাইলেন। তদনন্তর বিবস্ত্র করিয়া, মণ্ডল মধ্যে বসাইলেন এবং ভৈরবের অর্চ্চনা করাইলেন। পরে

অভিষিক্ত করিয়া আমাকে সেই সেই মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক নরমাংস ভক্ষণ করিতে দিলেন। আমি, সেই মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র নরমাংস ভক্ষণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বিবস্ত্র হইয়া, সখীগণ সঙ্গে আকাশে উঠিলাম। তথায় ক্রীড়াদি করিয়া, গুরুর অনুমতিক্রমে নভোমণ্ডল হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। এইরূপে আমিও বাল্যকালে ডাকিনীচক্রবর্ত্তিনী ছিলাম, এবং অনেকানেক মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি। মহারাজ! অতঃপর আর একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

সেই কালরাত্রির বিষ্ণুস্বামী নামে বেদবিশারদ পতি ছিল। সে নানা-দেশাগত শিষ্যদিগকে বেদাধ্যয়ন করাইত। তাহার সুন্দরক নামে অতি জিতেন্দ্রিয় এক যুবা শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় স্থানান্তরে গমন করিলে, তাহার পত্নী কামার্ত্ত হইয়া সুন্দরকের নিকট উপযাচিকা হইল। স্ত্রী যতই চেষ্টা করুক, সাধুর মন কিছুতেই ভুলাইতে পারে না। জিতেন্দ্রিয় সুন্দরক যখন কিছুতেই তাহার অভিলাষ পূরণে সম্মত না হইয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল, তখন দুষ্টা ক্রোধে অধীর হইয়া দন্ত ও নখরাঘাতে আপন অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিল, এবং স্বামীর গৃহে আসিবার পূর্ব্বক্ষণে বিবস্ত্র হইয়া, আলুলায়িতকেশে, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। বিষ্ণুস্বামী গৃহে প্রবেশ করিয়া পত্নীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দুষ্টা কহিল 'নাথ। স্বামীই পতিব্রতার একমাত্র আশ্রয়, অতএব লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার জিতেন্দ্রিয় শিষ্য সুন্দরক, আজ বলপূর্ব্বক আমার সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি না হওয়ায় আমার এই দুর্গতি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এখন যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।" উপাধ্যায়, পত্নীর বাক্য যথার্থ জ্ঞান করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে সুন্দরক যেমন গৃহে আসিল, অমনি ক্রোধভরে প্রহারপূর্ব্বক তাহার হাড়চূর্ণ করিয়া, রজনীযোগে রাজপথে ফেলাইয়া দিল।

সুন্দরক নৈশ শীতল বায়ুতে বহুক্ষণ পড়িয়া থাকিল। পরে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে ভাবিল, ধন্য রে স্ত্রীজাতি। তোমার অপার প্রভুত্ব, তোমার

খাদ্য, রিপুপরতন্ত্র পুরুষের নিকট, বেদবাক্য তুল্য। কি আশ্চর্য্য! উপাধ্যায় বৃদ্ধ, বিদ্বান্ এবং বিচক্ষণ হইয়াও নষ্টা স্ত্রীর কথায় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, আমার প্রতি এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন? অথবা তাহা বিস্ময়কর নহে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কাম এবং ক্রোধ, মোক্ষদ্বারের দুইটি অর্গলস্বরূপ হইয়া আছে, তাহার দৃষ্টান্ত—পূর্ব্বে ঋষিরাও দেবদারু বনে শিবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক কামাদি রিপুবর্গের বশীভূত হইয়া, যখন মুনিরাও মুগ্ধ হইয়াছেন, তখন উপাধ্যায় তো সামান্য শ্রোত্রিয়। এই চিন্তা করিয়া সুন্দরক দস্যুভয়ে সমীপস্থ এক শূন্য গোবাট হর্ম্ম্যে (গোহাল বাটী) আরোহণ করিল, এবং তাহার একদেশে লুকাইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই শন্ শন্ শব্দে সেই কালরাত্রি এই স্থানে উপস্থিত হইল। সুন্দরক তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া, ভয়ে যে রক্ষোঘ্ন মন্ত্র স্মরণ করিল, তৎপ্রভাবেই পাপীয়সী সুন্দরককে দেখিতে পাইল না। তদনন্তর কালরাত্রি উড্ডয়নমন্ত্রপ্রভাবে সেই গোহর্ম্ম্যসহিত আকাশে উঠিয়া, ক্ষণকাল মধ্যে নভোমার্গে উজ্জয়িনী গমন করিল। সেই হর্ম্ম্যসহ তথায় এক শাকক্ষেত্রের নিকটস্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইল, এবং একটা শ্মশানে গমনপূর্ব্বক ডাকিনীপরিবেষ্টিত হইয়া ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইল।

সুন্দরক অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছিল। একারণ, এই অবকাশে সেই শাকক্ষেত্রে নামিয়া কন্দমূল আহরণপূর্ব্বক ক্ষুধা নিবারণ করিল, এবং পুনর্ব্বার সেই গোবাটকের একদেশে লুকাইয়া রহিল। কালরাত্রি নিশীথ সময়ে শ্মশান হইতে আসিয়া সেই গোহর্ম্ম্যে আরোহণপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি প্রভাবে শিষ্যবর্গের সহিত পুনর্ব্বার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেই গোবাটকবাহন যথাস্থানে রাখিয়া অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল।

সুন্দরক রাত্রির অবশিষ্ট ভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত করিয়া, প্রভাতকালে নিকটস্থ কোন বন্ধুভবনে গমন করিল। বন্ধুগণের নিকট যথাঘটিত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বিদেশ গমনে উদ্যত হইল, কিন্তু বন্ধুগণ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া নিকটে রাখিল। সুন্দরক অতিথিশালায় ভোজন করিয়া বন্ধুগণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার ও সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

একদা বিপণীতে কালরাত্রির সহিত দৈবাৎ সুন্দরকের সাক্ষাৎ হইলে, কালরাত্রি সুন্দরকের নিকট গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার উপভোগ প্রার্থনা করিল। সাধু সুন্দরক, গুরুপত্নী মাতৃতুল্য বলিয়া, কর্ণে হস্ত প্রদান করিলে, কালরাত্রি পুনর্ব্বার কহিল "যদি তোমার এতই ধর্ম্ম ভয় তবে আমাকে প্রাণ দান দাও, প্রাণদান দেওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে ?" সুন্দরক কহিল "বাছা ! ওকথা মনেও স্থান দিওনা, গুরুতল্প গমনে অধর্ম্ম বৈ ধর্ম্ম হয় না, অতএব বাটী গমন কর।"

কালরাত্রি এইরূপে পুনর্ব্বার হতাশ্বাস হইয়া, ক্রোধে স্বীয় বসন ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং সুন্দরককে তর্জ্জন করিয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক স্বামীর নিকট সুন্দরকের নামে পূর্ব্বরূপ অভিযোগ করিল। উপাধ্যায়, তৎশ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া, বেটাকে বধ করিব, বলিয়া তৎক্ষণাৎ অতিথিশালায় গমনপূর্ব্বক তাহার আহার বন্ধ করিয়া দিল।

অনন্তর সুন্দরক এই খেদে দেশত্যাগে একান্ত কৃতসঙ্কল্প হইল। সে, শূন্য-মার্গে এবং ভূতলে নামিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র ইতিপূর্ব্বেই শিখিয়াছিল, কিন্তু পর-ক্ষণেই অবতরণ মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছিল, এজন্য সে পুনর্ব্বার সেই গোবাটে যাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকিল। কালরাত্রি আসিয়া পূর্ব্ববৎ তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক নভোমার্গে উজ্জয়িনী গমন করিল, এবং মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সেই শাকবাটে অব-তীর্ণ ও সেই শ্মশানে গমনপূর্ব্বক বিহারে নিমগ্ন হইল। সুন্দরক সেই অবতরণ মন্ত্র পুনর্ব্বার যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিয়াও পরক্ষণে বিস্মৃত হইল। গুরূ-পদেশ ব্যতিরেকে কদাচ সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধিলাভ হয় না। এই অবকাশে সুন্দরক তৎস্থানস্থ মূলকাদি কিছু ভক্ষণ করিল, এবং কিছু গোবাটে তুলিয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ লুকাইয়া রহিল। কিছুকাল পরে কালরাত্রি শ্মশান হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া স্বস্থানে পৌঁছিল, এবং বাহনকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া স্বগৃহে প্রবিষ্ট হইল। সুন্দরকও প্রভাত হইলে গোবাট হইতে নির্গত হইয়া সেই মূলক আপণে বিক্রয় করিতে গেল। মালবীয় রাজসেবকগণ, বিক্রেতার সেই মূলক স্বদেশজাত বলিয়া, বিনা-

মূল্যে তাহা অপহরণ করিলে, সুন্দরকের সহিত ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইল। রাজভৃত্যেরা সুন্দরককে চোর বলিয়া বান্ধিল, এবং রাজসমক্ষে উপস্থিত করিয়া কহিল, "মহারাজ। এই চোর মালবদেশীয় মূলক এই বাজারে বিক্রয় করিতেছিল, কিরূপে আনিল জিজ্ঞাসা করিলে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত হইল; সেইজন্য বান্ধিয়া আনিয়াছি। এই বলিয়া রাজপুরুষগণ বিরত হইলে, রাজাও সেই সেই অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু সে উত্তর করিল না। যৎকালে সুন্দরককে বান্ধিয়া আনা হয় তখন যে সকল তদীয় বন্ধু পশ্চাৎ আসিয়াছিল, তাহারা কহিল, মহারাজ। যদি ইহাকে আমাদের সহিত একটা প্রাসাদে উঠাইয়া দিতে পারেন, তবে এ সমস্ত রহস্য বলিবে, নচেৎ কোনক্রমেই বলিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা কৌতুক দেখিবার আশয়ে সুন্দরককে বন্ধুগণের সহিত যেমন একটা প্রাসাদে উঠাইয়া দিলেন, অমনি সে মন্ত্রবলে প্রাসাদশুদ্ধ আকাশে উঠিয়া ক্রমশঃ প্রয়াগাভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তত্রত্য গঙ্গার উপর উপস্থিত হইলে, সুন্দরক অন্তরীক্ষ হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, এক রাজা গঙ্গায় স্নান করিতেছেন। তদ্দর্শনে সুন্দরক প্রাসাদ নামাইয়া নভোভাগ হইতে গঙ্গার জলে পতিত হইল। অকস্মাৎ মনুষ্য পতনে লোকে বিস্মিত হইল। সুন্দরক সন্তরণ দ্বারা রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসিলেন আপনি কে? সহসা আকাশ হইতে কেন পতিত হইলেন? সুন্দরক বলিল, "আমি মুরজক নামে ধূর্জ্জটির ভৃত্য। সম্প্রতি প্রভু কৃপা করিয়া আমাকে মর্ত্ত্যসুখভোগের আদেশ করিলে, আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি: অতএব আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করুন।" রাজা, সুন্দরকের কথা সত্যজ্ঞান করিয়া, সুন্দরককে একটী স্ত্রীর সহিত নানা বিধ রত্নাদি পরিপূর্ণ একটী নগর প্রদান করিলেন। সুন্দরক রাজপ্রদত্ত নগরে প্রবেশ করিয়া, অশেষবিধ রাজভোগে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। একদা নভোবিহারী এক সিদ্ধ পুরুষ, সহসা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে আকাশ হইতে অবতরণ করিবার মন্ত্র প্রদান করিল।

সুন্দরক, এই মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র, আকাশমার্গে কান্যকুব্জাভিমুখে প্রস্থান করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইল। কান্যকুব্জের রাজা, সুন্দরকের আগমন শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অবসরজ্ঞ সুন্দরক রাজার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কালরাত্রিকৃত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, রাজা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তদনন্তর কালরাত্রিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে অম্লানবদনে আপনার অবিনয় স্বীকার করিল। অনন্তর রাজা, কালরাত্রির প্রতি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, তাহার কর্ণচ্ছেদনে উদ্যত হইলে, সে সর্ব্বসমক্ষে তিরোহিত হইল। রাজা সেই দিন হইতে কালরাত্রির স্বরাজ্যে বাস উঠাইয়া দিলেন। সুন্দরক রাজার নিকট অশেষবিধ সম্মান লাভপূর্ব্বক নভোমার্গে আরোহণ করিয়া যথেষ্ট দেশে গমন করিল।

কুবলয়াবলী এই কথা সমাপণ করিয়া ভর্ত্তা আদিত্যপ্রভূকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "আর্য্যপুত্র! এইরূপে ডাকিনী মন্ত্র সিদ্ধি হয়, এবং ইহা আমার পিতার দেশে সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আমি যে কালরাত্রির শিষ্যা, তাহা অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি। আমি পতিব্রতা বলিয়া, ডাকিনী মন্ত্র সিদ্ধি আমার নিকট সমধিক ফলবতী হইয়াছে। আজ আমি মহারাজের মঙ্গকামনায় গুরুর আরাধনা করিয়া, তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য, একটী মনুষ্যকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা, তুমিও আমাদের এই মন্ত্রের উপাসক হও। তাহা হইলে যোগসিদ্ধি বলে সমস্ত রাজার মস্তকে পদার্পণ করিতে পারিবে। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, "প্রিয়ে! ডাকিনীনীতি এবং রাজনীতি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত, প্রথম নিয়মে মহামাংস ভোজন, দ্বিতীয় নিয়মে লোকপালন, অতএব ডাকিনীনীতিমার্গে প্রবেশ করা, রাজার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।" এই বলিয়া প্রেয়সীকেও নিষেধ করিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী রাজার নিষেধ বাক্য শ্রবণে যখন প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন, তখন অগত্যা রাজাকে তন্মতানুবর্ত্তনে সম্মত হইতে হইল। পাঠক! বিষয়রসে আকৃষ্ট হইয়া কোন্ ব্যক্তি সুপথের পথিক হয়? তদনন্তর রাজ্ঞী কুবলয়াবলী রাজাকে

পূর্ব্বপূজিত মণ্ডলমধ্যে প্রবেশ করাইয়া বলিলেন, "নাথ! তোমার নিকট ফলভূতি নামে যে ব্রাহ্মণ আছে, আমি তাহাকে বলি দিবার কল্পনা করিয়াছি। আকর্ষণ কার্য্য অত্যন্ত কঠোর ব্যাপার এজন্য ঐ কার্য্যে এমন একজনকে পাচক নিযুক্ত করিতে হইবে, যে ব্যক্তি স্বয়ং বিনাশ করিয়া পাক করিতে পারে। আর তুমি কোন প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া, পূজাসমাপনান্তে ভক্তিভাবে উক্ত নরমাংস ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলেই সম্পূর্ণরূপ অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে।"

রাজা নিতান্ত পাপভীত হইয়াও রাজ্ঞীর অনুরোধে অগত্যা স্বীকার করিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে কার্য্য করা কি ধিক্কারজনক ব্যাপার! তদনন্তর রাজা সাহসিকনামা একজন সূপকারকে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ তুমি নিতান্ত বিশ্বাসভাজন বলিয়া তোমার প্রতি একটী গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিতেছি শ্রবণ কর। "আজ রাজা দেবীর সহিত একত্র ভোজন করিবেন, অতএব তুমি সত্বর আহার প্রস্তুত কর।" যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে এই কথা তোমার নিকট বলিতে যাইবে, তুমি তাহাকে তদ্দণ্ডে বিনাশ করিয়া, তদীয় মাংসে আমাদের জন্য সুস্বাদু ভোজন প্রস্তুত করিবে।" সূপকার নরপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়া গেল।

প্রাতঃকালে ফলভূতি রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে বক্তব্য বিষয় উপদেশ দিয়া রন্ধনশালায় সূপকারের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। সরল হৃদয় ফলভূতি, তথাস্তু বলিয়া বহির্গত হইলে দৈবাৎ রাজপুত্র চন্দ্রপ্রভের সহিত সাক্ষাৎ হইল। চন্দ্রপ্রভ কহিল "ফলভূতে! আমি তোমারই অন্বেষণে যাইতেছিলাম, তুমি ইতিপূর্ব্বে আর্য্যতাতের জন্য যেরূপ দুইটী সুবর্ণ কুণ্ডল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিয়াছ, শীঘ্র যাইয়া সেইরূপ দুইটী সুবর্ণ কুণ্ডল আমার জন্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দাও; দণ্ডপল বিলম্ব করিওনা।"

ফলভূতি রাজকুমারের এই অনুরোধে তখনই যাইতে প্রস্তুত হইল এবং গমনকালে, রাজদত্ত কার্য্যের ভার চন্দ্রপ্রভের উপর সমর্পণ করিয়া স্বর্ণকার ভবনে প্রস্থান করিল। চন্দ্রপ্রভও রাজার আদেশ সাহসিককে বলিবার

জন্য একাকী পাকশালায় প্রবেশ কবিলেন। সাহসিক প্রস্তুত ছিল, অমনি চন্দ্রপ্রভকে অস্ত্র প্রহারদ্বারা বিনষ্ট করিল। তদনন্তব তদীয় মাংসে উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করিয়া, যথাসময়ে বাজাব ভোজনগৃহে উপস্থিত কবিল। রাজা এবং বাজমহিষী পূজাসমাপিনান্তে উত্তম কবিয়া সেই পুত্রমাংস ভোজন কবিলেন। কিন্তু রাজা সে দিবস অত্যন্ত অনুতাপের সহিত অতিবাহিত কবিলেন।

পব দিবস প্রভাতমাত্র ফলভূতি রাজকুমাবেব কর্ণকুণ্ডলদ্বয় হস্তে বাজসমক্ষে উপস্থিত হইলে, ফলভূতিকে দেখিয়াই বাজাব চক্ষুস্থিব হইল, এবং উদ্ভ্রান্তবৎ হইয়া তাহাকে কুণ্ডলের কথা জিজ্ঞাসা কবিলে, সে সমস্ত বর্ণন কবিল। তখন রাজা 'হা পুত্র!' বলিয়া চীৎকাব কবিয়া আপনার এবং ভার্য্যাব নিন্দা কবিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। সচিবগণ অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা দর্শনে বিস্মিত হইয়া রাজাকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কবিলেন। বাজাশোকে অভিভূত হইয়াও আমূল সমস্ত বর্ণন কবিলেন, এবং (ভদ্রকৃৎ আপ্নুয়াৎ ভদ্রং, অভদ্রং চাপ্য-ভদ্রকৃৎ) মঙ্গলকারী মঙ্গল ভাজন হয়, এবং অমঙ্গলকাবী অমঙ্গলেব আস্পদ হয়, ফলভূতির এই কথাও বলিলেন। আরও কহিলেন, একটা ডেলা দেওয়ালে মারিলে সে যেমন ফিরিয়া আসিয়া নিঃক্ষেপ্তাকে আঘাত কবে, তেমনি অন্যের অনিষ্ট কবিতে গেলে, সেই অনিষ্ট, চিকীর্ষু ব্যক্তিকেই প্রায় ভজনা করিয়া থাকে। দুরাচাব আমরা ব্রহ্মহত্যাদ্বারা আপনাদের ভাল কবিতে গিয়া পরিশেষে আপনার পুত্রকেই নষ্ট করিয়া তাহাব মাংস ভক্ষণ করিলাম।" বিষণ্ণ মন্ত্রি-বর্গকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়া, পাপেব প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সমস্ত রাজ্য ফল-ভূতিকে প্রদান করিলেন, এবং নিবন্তর অনুতাপানলে দহ্যমান হইয়া পত্নীর সহিত অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ কবিলেন। অনন্তব ফলভূতি রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিল। অতএব মহারাজ! লোকে ভাল বা মন্দ যাহা করে, তাহা তাহার আপনার জন্যই সঞ্চিত হয়।

যোগন্ধরায়ণ বৎসরাজের সমক্ষে এই কথা বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "মহাবাজ! আপনি ব্রহ্মদত্তকে পরাস্ত করিয়া তাহার শুভানুধ্যান করিতেছেন,

ইহাতেও যদি সে মহারাজের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তবে সেইই হত হইবে।” রাজা অমাত্যবরের এই বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

পর দিবস লাবণক হইতে প্রস্থান করিয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজার আগমনে নগর মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল, সিদ্ধচারণগণ ও বন্দীগণ মধুর স্বরে স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। রাজা ক্রমে স্বভবনে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বপুরুষাধিগত সেই সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলে ভূমণ্ডলস্থ বিজিত নৃপগণ, তদীয় চরণে প্রণাম করিল। যাহারা নতি স্বীকার করিল, তাহাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং দীন দুঃখীকে ভূরি অর্থ প্রদান করিলেন।

তৃতীয় লম্বক।

সমাপ্ত।

এক বিংশ তরঙ্গ।

নরবাহনদত্তের জন্মবৃত্তান্ত।

তদনন্তর বৎসরাজ, একচ্ছত্রা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া, যৌগন্ধরায়ণ এবং রুমণ্বানের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বসন্তকের সহিত নিয়ত বিহারে আসক্ত হইলেন। সময়ে সময়ে পলাশশ্যাম কঞ্চুক ধারণপূর্ব্বক মৃগয়াবিহার বরাহ মহিষ মৃগ কৃষ্ণসারাদির অনুসরণদ্বারা কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা নরপতি উদয়ন সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ আকাশমণ্ডল আলোকিত করিয়া ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া দেবর্ষির যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে, নারদ উপবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রামের পর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “রাজন্! আপনার ন্যায় আপনার পিতামহ পাণ্ডুর দুই ভার্য্যা ছিলেন। একের নাম কুন্তী এবং অন্যের নাম মাদ্রী। পাণ্ডু নরপতি ক্রমে সসাগরা মেদিনীর অধীশ্বর হইয়া একদা বনে মৃগয়ার্থ যাত্রা করিলেন। বনমধ্যে কিন্দম নামে এক ঋষি মৃগরূপ ধারণ করিয়া আপন

পত্নীর সহিত সুরতক্রীড়া করিতেছিলেন; পাণ্ডু মৃগবোধে বাণদ্বারা তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। অরিন্দম মৃগরূপ পরিত্যাগ করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পাণ্ডুকে এই শাপ দিলেন, "যেমন তুমি বিবেচনা না করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ সময়ে আমাকে হত করিলে, তেমনি তুমিও স্ত্রীসম্ভোগকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে।" পাণ্ডু মুনির এই অভিসম্পাতে ভীত হইলেন ও সেই অবধি ভোগসুখে নিস্পৃহ হইয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত তপোবনে বাস করিলেন, কিন্তু একদা বনমধ্যে মাদ্রীর সম্ভোগে রত হইয়া শাপনিবন্ধন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতএব বৎসরাজ! মৃগয়া রাজাদের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রমাদজনক। মৃগয়ায় আসক্ত হইয়া অনেকানেক রাজা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। মৃগয়া রাক্ষসীর ন্যায় অমঙ্গলকারী, তাহার অনুসরণে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হইবার কথনই সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি মৃগয়ানুরাগ পরিত্যাগ করুন। হে কল্যাণপাত্র! আপনার পূর্ব্ব-পুরুষের ন্যায় আপনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়বস্তু জানিবেন। অতঃপর যেরূপে আপনার পুত্র কন্দর্পের অংশে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে কন্দর্প হরকোপানলে ভস্মীভূত হইলে, কামপ্রিয়া বহুবিলাপের পর, পুনর্ব্বার পতির শরীরসম্ভূতির জন্য কায়মনোবাক্যে শিবের আরাধনা করিয়াছিল। একারণ গৌরীপতি রতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সংক্ষেপে এই কথা বলেন যে, "গৌরী, স্বীয় অংশে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন এবং পুত্রের জন্য আমার আরাধনা করিয়া, কন্দর্পকে প্রসব করিবেন।" সেইবরে গৌরী দেবী বাসবদত্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই হরের আরাধনা করিয়া কন্দর্পের অংশভূত একপুত্র প্রসব করিবেন, এবং সেই পুত্র সমস্ত-বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী হইবেন।" এই বলিয়া দেবর্ষি বিরত হইলে, বৎসরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পৃথিবী দান করিলেন। দেবর্ষিও রাজপ্রদত্ত সেই পৃথিবী স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার বৎসরাজকেই প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

দেবর্ষির অন্তর্ধানের পর বৎসরাজ বাসবদত্তার সহিত দিন যামিনী পুত্র-লাভ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন। পরদিন রাজা সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় অতিকৃশা, পাণ্ডুবর্ণা এবং জীর্ণ ও মলিন বসনা এক ব্রাহ্মণ কন্যা

শিশুদ্বয়কক্ষে রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক মৃদুবচনে এই নিবেদন করিল, "মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি। বিধির নির্ব্বন্ধে এই যমক পুত্রদ্বয় আমার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ভোজনের অভাবে আমার স্তনে কিছুমাত্র স্তন্য না থাকায় বালকদ্বয় স্তন্য অভাবে দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে। এজন্য দেব! আপনাকে শরণাগত বৎসল জানিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমি দীনা অনাথা, প্রভুর যাহা অভিরুচি করুন।"

বৎসরাজ, অনাথা ব্রাহ্মণকন্যার এই নিবেদন শ্রবণে সদয় হইয়া দ্বারবান্‌কে, সেই ব্রাহ্মণকন্যাকে দেবী বাসবদত্তার হস্তে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর প্রতীহার রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণীকে দেবীর নিকট লইয়া গেল। দেবী প্রতীহার মুখে দ্বিজকন্যাকে রাজার প্রেরিত জানিয়া, তাহার প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী হইলেন, এবং ব্রাহ্মণীকে দীনা ও পুত্রদ্বয়বতী দেখিয়া চিন্তা করিলেন, "হায়! বিধির কি বামতা, সদ্বস্তুর প্রতি মৎসরতা, এবং অবস্তুর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শকতা! আমার একটীও পুত্র হইল না, আর এই ব্রাহ্মণীর যমজ পুত্র! এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণীকে স্নান করাইবার জন্য দাসী নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং স্নান করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণীর স্নান সমাপন হইলে তাহাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দিল, এবং অশেষবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করাইল। ভোজনের পর ব্রাহ্মণী অম্বুসিক্তা ভূমির ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া সচ্ছন্দতা লাভ করিল। ক্ষণকাল পরে দেবী, ব্রাহ্মণীকে পরীক্ষা করিবার জন্য, কথাপ্রসঙ্গে একটী গল্প করিতে কহিলেন। দেবীর আদেশে ব্রাহ্মণী এই কথা আরম্ভ করিল।

দেবি! পুরাকালে, জয়দত্তনামক এক সামান্য রাজার দেবদত্ত নামে একটী পুত্র ছিল। পুত্র যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে পিতা, পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া ভাবিল, "রাজলক্ষ্মী বেশ্যার ন্যায় স্বভাবতঃ চঞ্চলা ও বলবানের ভোগ্যা, কিন্তু বণিক্‌দিগের লক্ষ্মী কুলবধূর ন্যায় স্থিরা ও অনন্যগামিনী। অতএব কোন বণিক্‌কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেই পুত্রের

রাজ্যে আর কোন বিপদ্ থাকিবে না।” এই স্থির করিয়া জয়দত্ত পাটলিপুত্র-বাসী বসুদত্ত বণিকের কন্যার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ প্রস্তাব করিল। বসুদত্তও এই সম্বন্ধ অতিশয় শ্লাঘ্য বিবেচনা করিয়া দূরদেশ হইলেও দেবদত্তকে কন্যা সম্প্রদান করিল, এবং কন্যা সম্প্রদান কালে জামাতাকে এতাদৃশ অর্থ প্রদান করিল যে, পিতৃবৈভবের প্রতি দেবদত্তের আর বহুমানবুদ্ধি থাকিল না। জয়দত্ত পুত্র ও স্নুষার সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

একদা বসুদত্ত কন্যার বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া জামাতৃভবনে আগমন-পূর্ব্বক কন্যাকে গৃহে লইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরেই জয়দত্ত অকস্মাৎ কালকবলে পতিত হইলে তদীয় জ্ঞাতিবর্গ বলপূর্ব্বক দেবদত্তের রাজ্যসম্পত্তি অধিকার করিয়া লইল। একদা দেবদত্তের জননী প্রাণনাশের আশঙ্কায় নিশাযোগে পুত্রকে লইয়া দেশান্তর প্রস্থান করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেবদত্তের মাতা, নিতান্ত দুঃখিত মানসে পুত্রকে কহিল “বৎস। এই স্থানে পূর্ব্ব-রাজ্যের অধীশ্বর যে চক্রবর্ত্তী রাজা আছেন, তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনি তোমাকে তোমার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।” দেবদত্ত কহিল “মাতঃ। রিক্তহস্তে তথায় যাইলে কে আমাকে আদর করিবে?” মাতা কহিল “বৎস! যদি তাহাই হয়, তবে অগ্রে একবার শ্বশুরভবনে যাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়া আইস, পরিশেষে চক্রবর্ত্তীর নিকট যাইবে।”

দেবদত্ত মাতার এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিল, এবং সায়ং-কালে শ্বশুরভবনের প্রান্তভাগে পৌঁছিল। কিন্তু সহসা তথায় প্রবেশ করিতে লজ্জিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক অতিথিশালার পার্শ্বদেশে ক্ষণকালের জন্য উপবিষ্ট হইল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি উপস্থিত হইলে দেবদত্ত দেখিল একটী স্ত্রী রজ্জু ধরিয়া নামিতেছে। ক্ষণকাল পরেই তাহাকে আপন ভার্য্যা বলিয়া চিনিতে পারিল ও অতিশয় পরিতপ্ত হইল। স্ত্রী দেবদত্তকে দেখিয়াও চিনিতে না পারিয়া ‘কে তুমি,’ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, দেবদত্ত কহিল “আমি পথিক।”

তদনন্তর বণিক্‌কন্যা সেই অতিথিশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

দেবদত্ত দেখিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুপ্তভাবে চলিল। বণিক্‌ কন্যা তত্রস্থ একটী পুরুষের নিকট পৌঁছিলে, পুরুষ এত 'দেরি ?' বলিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল। সেই পদাঘাতে পাপীয়সীর অনুরাগ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইল; সে অশেষবিধ হাব ভাবদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিল, এবং রিপুপরতন্ত্র হইয়া গ্রাম্য ধর্ম্মের বশবর্ত্তিনী হইল।

পরমপ্রাজ্ঞ রাজপুত্র, বৈরনির্যাতন কর্ত্তব্য হইলেও, স্বকার্য্য সাধনের অনুরোধে উপস্থিত ক্রোধবেগ সম্বরণ করিয়া, ব্যভিচারিণী পত্নীকে তৎকালে উপেক্ষা করিল। পাঠক। যাহার চিত্তে গুরুতর জিগীষাবৃত্তি জাগরূক আছে, তাহার পক্ষে স্ত্রী অতিতুচ্ছ পদার্থ। যাহাহউক অভিসরণকালে বণিক্ তনয়ার কর্ণ হইতে দৈবাৎ যে এক কর্ণভূষণ পড়িয়া গিয়াছিল, সে তাহা উপলব্ধি করে নাই। পরে সম্ভোগান্তে উভয়েই সত্বর গৃহে প্রস্থান করিল। দেবদত্ত সেই বহুমূল্য কর্ণভূষণ দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিল ও তাহাতেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে, এই বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ কান্যকুব্জাভিমুখে প্রস্থান করিল।

তথায় পৌঁছিয়া সেই কর্ণভূষণ লক্ষমুদ্রায় বন্ধক দিল, এবং তদ্দ্বারা হস্তী এবং অশ্ব ক্রয় করিল, পরে চক্রবর্ত্তী রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক উপহার দিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। চক্রবর্ত্তী দেবদত্তের প্রতি সদয় হইয়া, তাহার সাহায্যার্থ বহু সৈন্য প্রদান করিলেন। দেবদত্ত সেই সৈন্য দ্বারা জ্ঞাতিবর্গকে পরাস্ত করিয়া, পৈতৃকরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতা পুত্রকে কৃতকার্য্য দেখিয়া, পুত্রের যথেষ্ট অভিনন্দন করিলেন। তদনন্তর সেই আভরণ উদ্ধারপূর্ব্বক অশঙ্কুচিতচিত্তে পত্নীর রহস্য লিপিবদ্ধ, করিয়া পত্র ও আভরণ শ্বশুরের নিকট পাঠাইয়া দিল। শ্বশুর বসুদত্ত সেই আভরণ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহা কন্যাকে দেখাইল। বণিক্‌সুতাও স্বীয় চরিত্রবন্যায় পূর্ব্বপরিভ্রষ্ট সেই আভরণ দর্শনে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল," যে দিন প্রাণনাথের নিকট গমনকালে, অতিথিশালায় এক পথিককে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন এই আভরণ আমার কর্ণ হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। সেই দিবস আমার পতি আমার চরিত্র পরীক্ষার জন্য সেই স্থানে আসিয়াছিলেন। আমি

কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। বোধ হয় তিনি এই অলঙ্কার পাইয়া পিতার নিকট পাঠাইয়াছেন।” এই ভাবিতে ভাবিতে তৎক্ষণাৎ বণিক্‌কন্যার প্রাণবিয়োগ হইল। তদনন্তর বণিক্, কৌশলে কন্যার দুর্নয় তদীয় চেটীর মুখে অবগত হইয়া, কন্যার শোক পরিত্যাগ করিল। রাজপুত্রও, নিজগুণে চক্রবর্ত্তীরাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিল।

দেবি। স্ত্রীদিগের হৃদয় সাহসকার্য্যে বজ্র সদৃশ কর্কশ, কিন্তু সেই হৃদয় আবার ভয়াবেগ উপস্থিত হইলে পুষ্প অপেক্ষাও কোমল হয়। মুক্তাবৎস্বচ্ছ-হৃদয় সদ্বংশজাত স্ত্রী পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ। দেবি। যে রাজলক্ষ্মী হরিণী অপেক্ষাও নিত্যচঞ্চলা, পণ্ডিত ব্যক্তি সেই নিত্যচঞ্চলাকে নিয়তই ধৈর্য্য-পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখেন। অতএব সম্পত্তিঅভিলাষী ব্যক্তির বিপদ কালেও, যে ধৈর্য্য ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, উল্লিখিত বৃত্তান্তই তাহার উপযুক্ত উদাহরণ স্থল। এতদ্ভিন্ন আমার বৃত্তান্তও একটি নিদর্শন। আমি এত বিপদে পড়িয়াও যে চরিত্র রক্ষা করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যেই আজ আপনাদিগের দর্শন লাভ করিয়াছি।”

বাসবদত্তা ব্রাহ্মণীর মুখে এই বাক্যশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মণীকে কুলস্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই জন্যই এ রাজসভায় প্রবেশ করিতে সাহসবতী হইয়াছে, এই চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। “তুমি কাহার স্ত্রী, আর তোমার বৃত্তান্তই বা কি? বলিয়া আমার কৌতুক নিবারণ কর।”

ব্রাহ্মণী কহিল, দেবি। মালব দেশে অগ্নিদত্ত নামে লক্ষ্মীবান্ ও বিদ্যাবান্ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্ব্বদা দানধ্যান ফলে, কালে তাঁহার দুইটী পুত্র হইল। একের নাম শঙ্করদত্ত অন্যের নাম শান্তিকর। শান্তিকর বাল্যাবস্থাতেই বিদ্যা-লাভার্থ গৃহত্যাগী হইয়া নিরুদ্দেশ হইল। জ্যেষ্ঠ শঙ্করদত্ত আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। আমার পিতার নাম যজ্ঞদত্ত। কালে আমার শ্বশুর শ্বশ্রূদেবীর সহিত পরলোক যাত্রা করিলে, আমার স্বামীও আমাকে ধৃতগর্ভা রাখিয়া তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন, এবং পবিত্র সরস্বতীতীর্থে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া পিতৃশোকে

সেই অগ্নিতে দেহত্যাগ করিলেন। পরে পতির সহগামী লোকেরা আসিয়া সেই বৃত্তান্ত বলিলে, আমি গর্ভের অনুরোধে সহগমন করিতে পারিলাম না। পতিশোকে নিতান্ত কাতর আছি, এমন সময় অকস্মাৎ এক দল দস্যু আসিয়া আমাদেব সর্ব্বস্ব হরণ কবিল। এই ঘটনাব পরক্ষণেই আমি চবিত্র-ভ্রংশভয়ে বস্ত্রমাত্র সম্বলে, তিনটি ব্রাহ্মণ কন্যাব সহিত, অতিদূবদেশে পলায়ন করিয়া,তথায় এক মাসমাত্র কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিলাম। তাহাব পর লোক-মুখে শুনিলাম বৎসরাজ অনাথশবণ। তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণীত্রয়েব সহিত বিনাসম্বলে আমি এই বৎসবাজধানীতে আসিলাম। এখানে আসিয়াই এই দুইটি পুত্র প্রসব কবিলাম। শোক, বিদেশ, দারিদ্র, এবং এককালে দুই পুত্র প্রসব, কি ভয়ঙ্কবব্যাপার। বিধাতা এককালে বিপদেব দ্বাব উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন শিশুদ্বয়েব লালনপালনেব উপায়ান্তর না দেখিয়া, স্ত্রীজাতিব ভূষণ লজ্জা শবম পরিত্যাগপূর্ব্বক শিশুদ্বয়সহ বাজসভায় উপস্থিত হইয়া আপন প্রার্থনা জানাইলাম। মহাবাজ আমার আবেদনে দয়ার্দ্র হইয়া আমাকে দেবীর পাদমূলে প্রেবণ কবিলেন। সেই অবধি আমাব বিপদ দূরীভূত হইল। এই মাত্র আমাব বৃত্তান্ত। আমার নাম পিঙ্গলিকা। বাল্যাবধি রন্ধন কবিয়া আমার নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। দেবি। শান্তিকর আমার দেবর বিদেশে যাইয়া যে কোথায় আছেন, অদ্যাপি তাহার সংবাদ পাই নাই।

বাসবদত্তা দুঃখিনী ব্রাহ্মণীকে কুলীনা ও সাধ্বী স্থির কবিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক কহিলেন "বাছা শান্তিকর নামে একটি বৈদেশিক ব্রাহ্মণ আমাদের পুরোহিত আছেন। বোধ হয় তিনিই তোমার দেবর হইবেন।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী দেববকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলে, দেবী পরদিবস প্রাতঃকালে পুরোহিতকে আনাইয়া তাহাব কুলপবিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, শান্তিকর ব্রাহ্মণীরই দেবর স্থির হইল। তখন বাসবদত্তা, 'এই তোমার ভ্রাতৃ-জায়া,' বলিয়া ব্রাহ্মণীকে দেখাইয়া দিলে, উভয়েব পরিচয় হইল।' শান্তিকর পিত্রাদির বিনাশ শুনিয়া শোকে অভিভূত হইল, এবং ভ্রাতৃবধূকে লইয়া গৃহে গমন করিল।

বাসবদত্তা ব্রাহ্মণীর সেই পুত্রদ্বয়কে আপন পুত্রের ভাবী পুরোহিত স্থির করিয়া একের নাম শান্তিসোম, অন্যের নাম বৈশ্বানর রাখিলেন, এবং তাহাদিগকে বহু সম্পত্তি প্রদান করিলেন। তদনন্তর শান্তিকর ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় এবং ভ্রাতৃজায়ার সহিত একত্র পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে এক কুম্ভকারপত্নী পাঁচ পুত্রের সহিত শরাববিক্রয় করিতে আসিলে, দেবী পার্শ্ববর্ত্তিনী পিঙ্গলিকাকে কহিলেন, "দেখ এই কুম্ভকার ভার্য্যা পঞ্চপুত্রবতী, আর আমি অপুত্রা, অতএব মাদৃশ ব্যক্তি অপেক্ষা ঈদৃশ সামান্য ব্যক্তিকেই অধিক পুণ্যবান্ বলিতে হইবে।" পিঙ্গলিকা কহিল "দেবি! দরিদ্রের গৃহেই দুঃখভোগের জন্য পুঞ্জ পুঞ্জ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর ভবাদৃশ রাজমহিষীর গর্ভে সর্ব্বোত্তম সন্তানই উৎপন্ন হয়। অতএব ত্বরায় প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরাৎ আপনার অনুরূপ পুত্রলাভ করিবেন।" পিঙ্গলিকার এই বাক্যে আশ্বাসিত হইয়াও দেবী পুত্র লাভের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন, নিরন্তর ঐ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। এই সময় বৎসরাজ, দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন "দেবি! দেবর্ষি নারদ স্বয়ং আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, মহাদেবের আরাধনা করিলেই তোমার পুত্র হইবে। অতএব এক্ষণে অন্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বরদগৌরীনাথের আরাধনা করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য।" এই বলিয়া বুঝাইয়া শীঘ্র ব্রত নির্দ্ধারণ করিলে, দেবী ব্রতধারণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে রাজা, মন্ত্রিগণ এবং প্রজাগণও, মহাদেবের আরাধনায় নিরত হইল। তিনরাত্রি উপবাসের পর মহাদেব, সস্ত্রীকরাজাকে স্বপ্নে এই আদেশ করিলেন, তোমরা উঠ, "আমার প্রসাদে কন্দর্পের অংশে তোমাদের এক পুত্র হইবে, এবং সে সমস্ত বিদ্যাধরগণের চক্রবর্ত্তী হইবে। এই বরপ্রদান করিয়া চন্দ্রমৌলি তিরোভূত হইলে রাজা দেবীর সহিত প্রবুদ্ধ হইয়া, কৃতার্থতালাভনিবন্ধন আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। প্রভাতমাত্র সমস্ত প্রকৃতিবর্গকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া বন্ধু এবং ভৃত্যগণের সহিত মহোৎসব প্রদানপূর্ব্বক ব্রতপারায়ণ সম্পন্ন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই এক জটাধারী

পুরুষ, বাসবদত্তার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া, একটী ফল প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল। দেবী রাজার নিকট ফলদানবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, রাজা মন্ত্রিবর্গের নিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন। মন্ত্রিবর্গ তৎশ্রবণে রাজাকে সাধুবাদ প্রদান করিলে রাজা মহান্ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন "ভগবান্ ভূতনাথ ফলদানচ্ছলে আমাদিগকে পুত্র প্রদান করিয়াছেন। অতএব বোধ হয় আমাদের মনোরথ শীঘ্রই পরিপূর্ণ হইবে" এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ।

কিছু দিন পরে বাসবদত্তা গর্ভবতী হইলে, রাজার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। কন্দর্পের অংশজাত গর্ভ দিন দিন উজ্জ্বলতার সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চূচকের কৃষ্ণতা ও পযোধরযুগলের গুরুতাপ্রভৃতি গর্ভ লক্ষণসকল দিন দিন প্রকাশ পাওয়াতে দেবী অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিলেন। দেবীর সখীগণ অশেষবিধ দোহদ সংযোজন দ্বারা তাঁহার সেবায় নিরত হইল। গর্ভাবস্থায় দেবী যখন যাহা অভিলাষ করিলেন যোগন্ধরায়ণ যত্নসহকারে সেই সমস্তই সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদা দেবী বিদ্যাধর কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে যোগন্ধরায়ণ সকলের সমক্ষে এই কথা আরম্ভ করিলেন।

"দেবি। গোরীগুরু গিরীন্দ্রচক্রবর্ত্তী হিমালয়পর্ব্বত অসংখ্য বিদ্যাধরের বাসস্থান। তথায় জীমূতকেতু নামে এক বিদ্যাধর রাজ বাস করিত। জীমূতকেতুর গৃহে পিতৃক্রমাগত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ এক কল্পতরু ছিল। একদা বিদ্যাধর জীমূত রাজ, উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই তরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া এই প্রার্থনা করিল " আমরা আপনার নিকট যখন যাহা প্রার্থনা করি তাহাই প্রাপ্ত হই। আজ আমার এই প্রার্থনা যে আমি অপুত্র, আমাকে একটী গুণবান্ পুত্র প্রদান করেন।" তাহা শুনিয়া কল্পবৃক্ষ কহিলেন "রাজন্! আপনার দানবীর এবং সর্ব্বভূত হিতৈষী জাতিস্মর এক পুত্র জন্মিবে।"

জীমূতকেতু কল্পতরুর এই বরপ্রদানে হৃষ্টচিত্তে প্রণাম করিয়া স্বীয় দেবীর

নিকট গমনপূর্ব্বক বরপ্রদানবার্ত্তা বর্ণনদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। কিছু দিন পরেই তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। জীমূতকেতু পুত্রের নাম জীমূতবাহন রাখিলেন। জীমূতবাহন আপনার স্বাভাবিক দয়াগুণের সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়া যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক নির্জ্জনে পিতাকে নিবেদন করিলেন, "পিতঃ! এই সংসারে যাবতীয় পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর, আর নির্ম্মল যশই কল্পান্তস্থায়ী, অতএব পরোপকার জনিত সেই যশোভিন্ন আর কোন্ ধন প্রাণাধিক প্রিয় হইতে পারে? সম্পত্তি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল ও নশ্বর, লোকের নেত্রক্লেশজনক, এবং পরের সম্পূর্ণ অপকারী। আমাদের উদ্যানে যে কল্পবৃক্ষ আছেন, তাঁহাকে যদি পরের উপকারার্থে নিযুক্ত করা যায়, তবে পরোপকারের ফল সম্পূর্ণই পাওয়া যাইতে পারে। অতএব আমি এই কল্পবৃক্ষলব্ধ সম্পত্তিদ্বারা পৃথিবীস্থ যাবতীয় যাচকবর্গকে দারিদ্র শূন্য করিতে ইচ্ছা করি।"

পিতা জীমূতকেতু পুত্র জীমূতবাহনের এই আবেদনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে অনুমতি করিলেন। জীমূতবাহন পিতার আজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কল্পতরুর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেব! আপনি নিরন্তর আমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, আজ আমার একটি প্রার্থনা পূরণ করিতে হইবে। আপনি এই সসাগরাধরণীকে দারিদ্র শূন্য করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

জীমূতবাহনের এই উদার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কল্পতরু ভূতলে ভূরি ভূরি সুবর্ণ বর্ষণ করিলে, ভূতলস্থ সমস্ত প্রজাবর্গ দারিদ্রশূন্য হইল, এবং জীমূতবাহনের এই অসীম দয়া গুণে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ও একবাক্য হইয়া কহিতে লাগিল, দয়ালু এবং বোধিসত্ত্বের অংশে উৎপন্ন জীমূতবাহন ভিন্ন ভূতলে কোন্ ব্যক্তি কল্পবৃক্ষকে অর্থিসাৎ করিতে সাহসী হয়।" এই বলিয়া সকলেই তাঁহার দানশক্তির পরাকাষ্ঠা ঘোষণা করিলে, জীমূতবাহনের সুধাধবল যশ দিক্ দিগন্তে প্রথিত হইল।

তদনন্তর জীমূতকেতুর দায়াদগণ এইরূপে তদীয় রাজ্যকে বদ্ধমূল দেখিয়া

তদীয় রাজ্যাপহরণে কৃতসংকল্প হইল। যাচকবর্গের অর্থে কল্পপাদপকে নিযুক্ত করায়, তাঁহাকে হীনকোষ জ্ঞান করিল, এবং তাঁহার রাজ্যকে অনায়াস লভ্য মনে করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হইল। তদ্দর্শনে সুবোধ জীমূতবাহন পিতাকে কহিলেন, "পিত! যখন এই শরীর জলবিম্ব প্রায় নশ্বর, তখন বায়ুমুখে প্রতিষ্ঠাপিত দীপের ন্যায় এই রাজ্যশ্রীর জন্য দায়াদগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিব। দায়াদগণ আমাদের রাজ্যে থাকিলে, আমাদের বংশ চিরস্থায়ী হইবে।"

পিতা জীমূতকেতু পুত্রের এই বাক্যে সম্মতিপ্রদান করিয়া কহিলেন, "পুত্র। যখন তুমি যুবা হইয়া এই রাজ্যকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলে, তখন আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার আর বিষয়স্পৃহা কি?" অনন্তর জীমূতবাহন পিতা মাতার সহিত রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মলয়পর্ব্বতে গমন করিয়া চন্দনতরু সমবেত নির্ঝরসনাথ সিদ্ধাশ্রমে পিতার পরিচর্য্যা করত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে উক্ত মলয়পর্ব্বতস্থ সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র মিত্রাবসুর সহিত জীমূতবাহনের মৈত্রী হইল। একদা জ্ঞানী জীমূতবাহন জন্মান্তর প্রেয়সী মিত্রাবসুর ভগিনীকে নির্জনে দর্শন করিলে, পরস্পরের দর্শন মৃগবন্ধনের বাগুরার স্বরূপ হইল।

অনন্তর একদা মিত্র মিত্রাবসু ত্রিভুবনপূজ্য জীমূতবাহনের নিকট যাইয়া কহিলেন, "মিত্র। মলয়বতী নামে আমার যে এক কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, আমি তাহাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে বাসনা করিয়াছি। অতএব আপনি আমার ইচ্ছা পূরণ করুন।" ইহা শুনিয়া জীমূতবাহন কহিলেন, "মিত্র। আপনার ভগিনী পূর্ব্বজন্মেও আমার ভার্য্যা এবং আপনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমি জাতিস্মর, এজন্য পূর্ব্বজন্মের তাবৎ বৃত্তান্ত স্মরণ করিতেছি।"

তৎশ্রবণে মিত্রাবসু তদীয় পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলে, জীমূতবাহন পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। "মিত্র! পূর্ব্ব জন্মে আমি ব্যোমচারী বিদ্যাধর ছিলাম। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের

শৃঙ্গে উপস্থিত হইলে, ক্রীড়াশীল হরগৌরী আমাকে মস্তকোপরি বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে এই অভিসম্পাত করিলেন, "তুমি অতিগর্ব্বিত হইয়াছ, এই অপরাধে তুমি মানুষ যোনিতে জন্মগ্রহণ এবং বিদ্যাধরী পত্নীতে পুত্রোৎপাদন করিবে, এবং সেই পুত্রকে আপন পদে নিযুক্ত করত পুনর্ব্বার বিদ্যাধর হইয়া জাতিস্মর হইবে।' এই বলিয়া গৌরীনাথ তিরোহিত হইলে, আমি বল্লভী নগরবাসী পরমসমৃদ্ধিশালী এক বণিকের পুত্র হইয়া বসুদত্ত নামে বিখ্যাত হইলাম। ক্রমে যৌবনাবস্থায় অধিরূঢ় হইয়া পিতার আজ্ঞায় কোন দ্বীপান্তরে বাণিজ্যার্থ গমন করিলাম। দ্বীপান্তর হইতে গৃহ প্রত্যাগমনকালে এক অটবীমধ্যে দস্যুদল গিয়া আমার সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক আমাকে বন্দী করিল এবং স্বপল্লীস্থ চণ্ডিকার গৃহে লইয়া গেল। দেখিলাম পুলিন্দরাজ স্বয়ং দেবীর পূজায় বসিয়াছে। আমাকে বলি দিবার জন্য পুলিন্দগণ সেই পূজাক্ষেত্রে লইয়া গেল। পুলিন্দরাজ আমাকে দেখিয়াই দয়ার্দ্র হৃদয় হইয়া আমাকে বন্ধনমুক্ত করিল, এবং স্বীয় শরীর দেবীকে উপহার দিতে উদ্যত হইল। জন্মান্তরীণ প্রীতি না থাকিলে মন কখনই অকারণ স্নেহার্দ্র হয় না।

এই সময় এই দৈববাণী হইল, "তুমি ক্ষান্ত হও আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।" শবররাজ কহিল, "দেবী যে প্রসন্ন হইয়াছেন, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট, বরগ্রহণ অতি সামান্য বস্তু, তথাপি আমার এই প্রার্থনা যে, জন্মান্তরেও যেন এই বণিক্‌পুত্রের সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়।" কালী দেবী তথাস্তু বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, শবররাজ আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক গৃহে পাঠাইয়া দিল। আমি মৃত্যু মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গৃহে পৌঁছিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত পিতার নিকট বর্ণন করিলে, পিতা আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

কিছু কাল পরে সেই শবররাজ দস্যুবৃত্তি করায়, রাজপুরুষেরা তাহাকে বন্দী করিয়া রাজার সমীপে আনয়ন করিলে, রাজা তাহার বধের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তদনন্তর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাহার

পূর্ব্বোপকার রাজার নিকট বর্ণন করিয়া তাহাকে বধমুক্ত করিয়া দিলাম এবং তাহাকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক বহুকাল রাখিয়া সম্মানপুরঃসর বিদায় দিলাম। শবররাজ গমনকালে আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আমাকে স্বীয় পত্নী দান করিয়া গেল। গৃহে যাইয়া মদীয় প্রত্যুপকার চিন্তা করত সময়ে সময়ে স্বাধিকারলব্ধ মুক্তা ও মৃগনাভি প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিল। এবং যাহা কিছু পাঠাইত তাহা সেই মৎকৃত প্রত্যুপকারের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিনয় প্রদর্শন করিত। একদা সে আমার জন্য গজমুক্তা আহরণার্থ ধনুর্ব্বাণ হস্তে হিমালয়ে গমন করিল। অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবালয় সহ এক পদ্মাকরে উপস্থিত হইয়া ভাবিল, এই সরোবরে যে সকল বনহস্তী জলপান করিতে আসিবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিব। এই স্থির করিয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক লুকাইয়া রহিল।

ইত্যবসরে অদ্ভুতরূপ এক কামিনী সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সরস্তীরস্থ দেবালয়ে হরের পূজা করিতে আসিল। শবররাজ তাহাকে দেখিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে নেত্রদ্বয়ের সাফল্য বোধ করিল, এবং তাদৃশ রূপসী কন্যার যোগ্যপাত্র আমাকেই স্থির করিয়া পরস্পর সংঘটনদ্বারা আমার প্রত্যুপকার করিতে বাসনা করিল। ক্রমে কন্যার নিকটবর্ত্তী হইলে, কন্যা বাহন পরিত্যাগপূর্ব্বক সরোবরে নামিয়া পদ্মচয়নে প্রবৃত্ত হইল, সিংহ বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিল। শবররাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিল। কন্যা সহসা অপূর্ব্ব অতিথি দর্শনে প্রীত হইয়া স্বাগত জিজ্ঞাসাদ্বারা অতিথির মনোহস্তুরঞ্জন করিল। পরে "তুমি কে? কি নিমিত্তই বা এই দুর্গমস্থানে আসিয়াছ?" কন্যা এই প্রশ্ন করিয়া বিরত হইলে, শবররাজ কহিল, "আমি ভবানীর শরণাগত শবররাজ, গজমুক্তা আহরণের জন্য এই বনে আসিয়াছি। সম্প্রতি আপনাকে দেখিয়া আমার প্রিয়বন্ধু বসুদত্তকে মনে পড়িল। সুন্দরি! তিনি কিরূপে কি যৌবনে আপনার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন; তিনি জগতের অদ্বিতীয় নয়নপ্রীতিকর। যে স্ত্রী তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবে, সেইই ধন্য। অতএব অধিক কি বলিব যদি আপনার সহিত তাঁহার পরিণয়

না হয়, তাহা হইলে রতিপতির পুষ্পবাণই বৃথা।” শবররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমারী একেকালে মোহিত হইল, এবং আমাকে দেখাইতে অনুরোধ করিল। শবররাজ কুমারীর অনুরোধ শিরোধার্য্য করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গৃহে গমন করিল, এবং বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীর সহিত আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়া সেই সমস্ত দ্রব্য পিতাকে প্রদান করিল। সমস্ত দিন উৎসবে অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে নির্জ্জনে বসিয়া মিত্র সেই কন্যাদর্শন বৃত্তান্ত আমার নিকট আমূল বর্ণন করিল। আমি সেই কথা শুনিবামাত্র রাত্রিযোগেই প্রচ্ছন্নভাবে শবররাজের সহিত প্রস্থান করিলাম।

প্রভাত হইলে পিতা আমাকে না দেখিয়া, আমি শবররাজের সহিত যাইয়াছি, এই স্থির করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত রহিলেন। আমরা ক্রমে অতিবেগে হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সায়ংকালে সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলাম এবং স্নানান্তে সুস্বাদু ফলমূল আহার করিয়া সে রাত্রি সেই বনে বাস করিলাম। পর দিবস প্রতিক্ষণে সেই কুমারীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এই অবকাশে আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহাতেই শীঘ্র তদাগমন নিশ্চয় করিয়া আগমন বিলম্ব সহ্য করিয়া রহিলাম। তাহার পর দেখিতে দেখিতে কুমারী সিংহ-বাহনে আসিয়া পৌঁছিল, এবং মৃগেন্দ্রের পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুষ্প-চয়নপূর্ব্বক স্নান করিল। স্নানানন্তর তীরস্থ মহাদেবের পূজা সমাপন করিলে, আমার সখা কন্যার নিকটে গমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, “দেবি! আপনার আদেশে মিত্রকে আনিয়াছি, যদি অনুমতি করেন, আপনার সমক্ষে আনয়ন করি।” কন্যা আনিতে অনুমতি করিলে মিত্র আমাকে তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিল। কন্যা প্রণয়বর্ষী নেত্র দ্বারা আমাকে তির্য্যক্‌ভাবে অবলোকনপূর্ব্বক রিপুপরতন্ত্র হইয়া মিত্রকে কহিল “তোমার সখা মনুষ্য নহেন, কোন দেবতা, আমাকে বঞ্চনা করিতে আসিয়াছেন। এরূপ আকৃতি কদাচ মর্ত্ত্যলোকে সম্ভব হয় না।” ইহা শুনিয়া কন্যার

বিশ্বাসের জন্য আমি কহিলাম, "সুন্দরি। সরলচিত্ত ব্যক্তিকে প্রতারণা করিবার আবশ্যক কি? আমি সত্যই মনুষ্য, বল্লভীনগরস্থ পরম সমৃদ্ধি-শালী এক বণিকের পুত্র, পিতা পুত্রলাভার্থ মহাদেবের আরাধনা করিয়া ছিলেন। দেবদেব সন্তুষ্ট হইয়া পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে, আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম। পিতা আমার নাম বসুদত্ত রাখিলেন। এই শবররাজ আমার স্বয়ম্বর সুহৃৎ। দেশান্তরে যাইয়া বহুকষ্টে ইহাঁর সহিত মিত্রতা-লাভ করিয়াছি। এই আমার বৃত্তান্ত। এই বলিয়া আমি বিরত হইলে, কন্যা সলজ্জভাবে অধোমুখ হইয়া কহিল, "সমস্তই সত্য, গতরাত্রে আমার প্রতি ভগবান্ ভবানীপতির এই স্বপ্নাদেশ হইয়াছে, যে আমি অদ্য আপন অভীষ্ট বরলাভ করিব। অতএব আজ হইতে তুমিই আমার ভর্ত্তা হইলে। আর তোমার এই সুহৃৎ আমার ভ্রাতা হইলেন।" কন্যা এইরূপ বাক্য-সুধা বর্ষণ করিয়া বিরত হইলে, আমি শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলাম। কন্যা তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলে, সকলের গৃহে যাওয়া স্থির হইল। তখন কন্যা অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা সিংহকে আহ্বান করিয়া আমাকে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে বলিলে, আমি কন্যার আদেশমত বন্ধুর সহিত তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দয়িতাকে উৎসঙ্গে লইলাম, এবং ক্রমে বল্লভীনগরীতে পৌঁছিলাম। নগরীস্থ লোক আমাকে সিংহপৃষ্ঠে আগত দর্শনে চমৎকৃত হইয়া পিতাকে আমার আগমন সংবাদ দিলে, পিতা আমাকে আগ বাড়াইয়া লইতে আসিলেন। আমি পিতার আগমনে সিংহপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া কন্যার সহিত পিতাকে প্রণাম করিলাম। পিতা আমার ভাবীভার্য্যাকে দেখিয়া আমার অনুরূপ বিবেচনা করত আমাদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন, এবং আমাদের মুখে আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর শবররাজ প্রদর্শিত সৌহার্দ্দের যথোচিত প্রশংসা করিয়া মহোৎসব প্রদান করিলেন।

তদনন্তর সমস্ত বন্ধুবান্ধব একত্র মিলিত হইলে শুভদিনে আমাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। তদনন্তর মদীয় ভার্য্যার বাহন মৃগরাজ সর্ব্ব সমক্ষে সিংহাকার পরিত্যাগপূর্ব্বক সুন্দর মনুষ্যাকার ধারণ করিল। তদ্দর্শনে

বিবাহক্ষেত্রে সমবেত যাবতীয় লোক বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলে সেই মনুষ্য দিব্যবস্ত্র এবং দিব্যাভরণ পরিধান করিয়া আমাকে কহিল, "আমি চিত্রাঙ্গদ নামে বিদ্যাধর, তোমার এই ভার্য্যা আমার প্রাণাধিক তনয়া। ইহার নাম মনোবতী। আমি মনোবতীকে ক্রোড়ে করিয়া বন মধ্যে নিত্য ভ্রমণ করিতাম। একদা তপোবনসমূশোভিত ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া, তপস্বিগণের তপোভঙ্গ ভয়ে তপোবন মধ্যে প্রবেশ না করিয়া গমন করিতে করিতে আমার মস্তকস্থ মালা দৈবাৎ গঙ্গার জলে পড়িয়া গেল। যে স্থানে মালা পড়িল, তত্রস্থ বারি মধ্যে দেবর্ষি নারদ ছিলেন। তিনি অকস্মাৎ গঙ্গাসলিল হইতে উঠিয়া সক্রোধবচনে কহিলেন 'তুই, যেমন ঔদ্ধত্যবশতঃ আমার পৃষ্ঠে মালা নিক্ষেপ করিলি, তেমনি তুই সিংহত্ব প্রাপ্ত হইবি, এবং এই কন্যাকে পৃষ্ঠে করিয়া হিমালয়ে নিরন্তর ভ্রমণ করিবি। তদনন্তর যখন কোন মনুষ্য তোর এই কন্যাকে বিবাহ করিবে, তখন তুই বিদ্যাধর হইবি।" আমি নারদের এই শাপের বশবর্ত্তী হইয়া সিংহবেশধারণপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করিলে, কন্যা হরপূজায় নিরত হইল। আমি কন্যাকে লইয়া প্রত্যহ দেবালয়ে গতায়াত করিতাম। তদনন্তর শবরাধিপতির যত্নে যেরূপে তোমাদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল, তাহা তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি, তোমরা কুশলে থাক। আমি শাপমুক্ত হইয়াছি।" এই বলিয়া বিদ্যাধর নভোমার্গে আরোহণ করিল।

তদনন্তর আমাদের গৃহে মহোৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। লোকে সহস্রমুখে আমাদের উভয়ের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। শবররাজের সেই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। পরিশেষে রাজা শবররাজের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া শবররাজকে সমস্ত অটবীরাজ্য প্রদান করিলেন।

অনন্তর আমি প্রিয়তমা মনোবতী ও মিত্রের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম। শবররাজ স্বদেশের প্রতি মন্দোৎকণ্ঠ হইয়া প্রায়ই আমাদের গৃহে বাস করিতে লাগিল এবং সর্ব্বদা পরস্পর উপকার এবং প্রত্যুপকার দ্বারা কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল।

তদনন্তর মনোবতী গর্ব্ভবতী হইলে, এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, পুত্রের নাম হিরণ্যদত্ত হইল। হিরণ্যদত্ত দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া বিদ্যাধ্যয়নকালে অধ্যয়ন আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইলে, অনুরূপ কন্যা দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়া হইল। পৌত্রের মুখকমল দর্শন করিয়া পিতা সুখ-ভোগে নিস্পৃহ হইলেন, এবং যোগমার্গদ্বারা দেহত্যাগার্থ ভাগীরথী তীর আশ্রয় করিলেন। কিন্তু পিতৃবিরহ আমার পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য হইল। আমি বান্ধবগণের আশ্বাসবাক্যে কথঞ্চিত ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সংসারভারবহনে সমর্থ হইলাম। সেই সময় মনোবতীর মুগ্ধ মুখকমল, এবং মিত্র সঙ্গমক আমাকে অতিশয় আনন্দিত করিয়াছিল। এইরূপে পরমসুখে বহুকাল কাটিয়া গেল, ক্রমে বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইল। সর্ব্বাঙ্গে বলীপলিতের আবির্ভাব হইল। বিষয় ভোগেচ্ছার তিরোভাব, এবং বৈরাগ্যের আবির্ভাব অন্তরে অনুভূত হইতে লাগিল। একারণ সমস্ত ভার পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া স্ত্রীর সহিত কালি-ঞ্জর পর্ব্বতে গমন করিলাম। মিত্র শবররাজও সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গী হইল।

তথায় উপস্থিত হইয়া সহসা আপন বৈদ্যাধর জাতি এবং হরপ্রদত্ত শাপ আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। যৎকালে মানুষ দেহ পরিত্যাগ করি, সেই সময় উক্ত শাপ বৃত্তান্ত পত্নী মনোবতী এবং মিত্রকে বলিলাম, এবং জন্মা-ন্তরে ইহাঁরাই যেন আমার ভার্য্যা এবং মিত্র হন, এই বলিয়া মহাদেবের স্মরণপূর্ব্বক মিত্র এবং ভার্য্যার সহিত ভৃগুপাতদ্বারা দেহ ত্যাগ করি-লাম।

তদনন্তর বিদ্যাধর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিখ্যাত ও জীমূতবাহন নামে জাতিস্মর হইয়াছি। আর আপনি সেই সঙ্গমক নামা মিত্র শবরেন্দ্র, মহাদেবের প্রসাদে সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র মিত্রাবসুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর আমার পূর্ব্বভার্য্যা মনোবতী, ইহজন্মে আপনার ভগিনী মলয়বতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনার ভগিনী আমার পূর্ব্ব পত্নী; এবং আপনি আমার পূর্ব্ব মিত্র; সুতরাং মলয়বতীকে বিবাহ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে।

কিন্তু পিতা মাতার অনুমতি ব্যতিবেকে কদাচ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। তাঁহাদেব অনুমতি হইলেই আপনাদেব মনোবাঞ্ছা পবিপূর্ণ হইবে।

জীমূতবাহনেব এই অভিপ্রায় শুনিয়া মিত্রাবসু তদীয় পিতা মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক উপস্থিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, জীমূতকেতু পত্নীর সহিত সন্তুষ্ট হইয়া বিবাহ দিতে অনুমতি প্রদান কবিলেন। তৎশ্রবণে মিত্রাবসু গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক জীমূতবাহনকে জীমূতকেতুব অনুমতি জানাইয়া বিবাহেব আয়োজন কবিল। তদনন্তব জীমূতবাহন যথাবিধি মলয়বতীব পাণিগ্রহণ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ কবত মলয়পর্ব্বতে পবমসুখে বাস কবিতে লাগিলেন।

একদা জীমূতবাহন মিত্রাবসুব সহিত সমুদ্রতীবস্থ বনবাজিদর্শনে গমন কবিয়া ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় কোন ব্যক্তি এক যুবাকে অত্যুচ্চ শিলাতলে বাখিয়া চলিযা গেল,এবং যুবক ভয়োদ্বিগ্নমানসে,"হা পুত্র।" বলিযা শোককাবিণী জননীকে গৃহে যাইতে অনুবোধ কবত সম্মুখে উপস্থিত হইলে, জীমূতবাহন তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি কে। কি অভিলাষ কর? কেনই বা তোমাব মাতা তোমার জন্য এইরূপ শোকাকুলা হইয়াছেন।"

যুবা কহিল, মহাশয়! "পূর্ব্বকালে কশ্যপ মুনির কদ্রু এবং বিনতা নামে দুই ভার্য্যা ছিল। একদা কথা প্রসঙ্গে,বিনতা সূর্য্যের অশ্বগণকে শ্বেতবর্ণ বলিলে কদ্রু কৃষ্ণবর্ণ কহিল, এবং স্বমত সমর্থনেব জন্য সর্পগণকে বিষফুৎকার দ্বারা সূর্য্যাশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দিতে আদেশ কবিল। সুতবাং এইরূপ প্রতারণা দ্বারা বিনতা কদ্রুব নিকট পরাস্ত হইয়া তাহাব দাসীত্ব স্বীকাব করিল। কাবণ এই প্রশ্নে যে পবাস্ত হইবে সেই অন্যের দাসী হইবে, এইরূপ পণ ছিল। বিনতানন্দন জননীব দাসীত্বমোচনেব জন্য বিমাতাব নিকট গমন করিলে, নাগগণ সুধা আনিয়া মাতাব দাসীত্ব মোচনের আদেশ কবিল। গরুড় তথাস্তু বলিয়া ক্ষীবসাগবে গমনপূর্ব্বক প্রচুব পৌরুষ প্রদর্শন করিল। ভগবান্ বিষ্ণু তদীয় পরাক্রমে পবম সন্তুষ্ট হইয়া ববদানে স্বীকৃত হইলে,গরুড় সর্পগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া এই বর প্রার্থনা করিল যে, সর্পগণ তাহার ভক্ষ্য হইবে। ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার কবিলেন।

অনন্তর বৈনতেয় সুধা আহরণপূর্ব্বক গৃহে আসিল, এবং সর্পগণকে অমৃত প্রদর্শনপূর্ব্বক সুধা কলস এক দর্ভাস্তরণে রাখিল। সর্পগণ সুধাভোজনের লোভে বিনতাকে ছাড়িয়া দিলে, গরুড় যেমন মাতাকে লইয়া প্রস্থান করিল, অমনি দেবরাজ ইন্দ্র সহসা উপস্থিত হইয়া সেই সুধাভাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন সর্পগণ বিষণ্ণ হইল, এবং দর্ভাস্তরণে সুধা পড়িয়াছে, এই মনে করিয়া দর্ভ চাটিতে লাগিল। তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা চিরিয়া গেল, এবং দ্বিজিহ্বত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর বৈনতেয় সর্প ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল, এবং ভূতলকে প্রায় নিঃসর্প করিয়া পাতাল গমনে উদ্যত হইল। সর্পরাজ বাসুকি এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন, এবং বহু বিবেচনার পর, বহু বিনয়ে গরুড়ের সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, প্রতি দিন এক একটি সর্প তাহার ভক্ষণের জন্য সমুদ্রতটবর্ত্তী মলয় পর্ব্বতে গমন করিবে। এইরূপ করিয়া এককালে বহু সর্প সংক্ষয় নিবারণ করিলেন।

অনন্তর প্রতিদিন এক একটি সর্প যথা সময়ে গরুড়ের ভোজনের জন্য মলয়-পর্ব্বতে আসিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ক্রমে বহু সর্পের বিনাশ হইলে, আজ আমার বার উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমি বৈনতেয়ের ভোজনের জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। আমার নাম শঙ্খচূড়। আমি আমার জননীর একমাত্র পুত্র বলিয়া মাতা শোকে অধীর হইয়া আমার সহিত আসিয়াছিলেন। শঙ্খচূড়ের মুখে এই সর্পসংক্ষয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জীমূতবাহনের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, এবং ভাবিলেন, "বাসুকি নাগরাজ হইয়া কিপ্রকারে আপন প্রজাদিগকে গরুড়ের হস্তে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আত্মশরীর দান তাঁহার পক্ষে সহস্রাংশে শ্রেয়ঃকর ছিল। গরুড় ভগবান্ কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কেন এত পাপ করিতেছেন? । হায়। কেনই বা সামান্য দেহের জন্য এত মোহ উপস্থিত হয় বলিতে পারি না। ভ্রাতঃ। শঙ্খচূড় আমি আত্ম-শরীর প্রদান করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি বিষণ্ণ হইও না।"

শঙ্খচূড় কহিল, "মহাশয়। এ আপনার সান্ত্বনাবাক্যমাত্র। কাচমণির

জন্য মুক্তামণির ক্ষয় করা ভবাদৃশ ব্যক্তির উচিত নহে। তাহা হইলে আমারও চিরকলঙ্ক থাকিবে; অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন।” এই বলিয়া অন্তকালে একবার মহাকাল নিকেতনস্থ চন্দ্রমৌলিকে দর্শন করিতে গমন করিল। কারুণ্য-ময় জীমূতবাহন শঙ্খচূড়ের জন্য আত্মশরীর প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মিত্রাবসুকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় আসন্নবর্ত্তী গরুড়ের পক্ষপবনে মেদিনী ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। বিচক্ষণ জীমূতবাহন উক্ত লক্ষণ দর্শনে গরুড়ের আগমন নিশ্চয় করিয়া সত্বর গমনপূর্ব্বক সেই বধ্য শিলায় আরোহণ করিলেন।

ক্ষণকাল মধ্যে গরুড় নভোমণ্ডল হইতে বেগে অবতীর্ণ হইল, এবং জীমূত-বাহনকে হরণপূর্ব্বক গিরিশিখরে আরোহণ করিয়া চঞ্চুপুট দ্বারা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় সহসা পুষ্পবৃষ্টি হইলে, তার্ক্ষ্য বিস্মিত হইল। অনন্তর শঙ্খচূড় সেই বধ্য শিলায় উপস্থিত হইল, এবং শিলাতলকে রুধিরময় দেখিয়া বুঝিল যে, জীমূতবাহন তাহার জন্য আত্মশরীর প্রদান করিয়াছেন। তখন সে ব্যাকুল হইয়া সেই রুধির ধারার অনুসরণ ক্রমে তদীয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে পক্ষিরাজ জীমূতবাহনকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং ভক্ষণে বিরত হইয়া ভাবিল “কি আশ্চর্য্য! এ কখনই সর্পজাতি নহে, কোন মহাত্মা হইবে, কারণ আত্মশরীর প্রদান করিয়াও জীবিত আছে, এবং হর্ষ প্রকাশ করিতেছে।” গরুড় এইরূপ তর্ক করিতেছে, এমন সময় জীমূতবাহন কহিলেন, “পক্ষিরাজ! আমার শরীরে এখন যথেষ্ট মাংস এবং শোণিত আছে, তথাপি তুমি তৃপ্ত না হইয়া কেন ভক্ষণে বিরত হইলে?” জীমূতবাহনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। জীমূতবাহন কহি-লেন, আমি নাগজাতি, আপনি ভক্ষণ করুন।” এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় দূর হইতে শঙ্খচূড় উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “পক্ষিরাজ! আমি বাসুকি প্রেরিত নাগ, উহাঁকে ভক্ষণ করিবেন না, ছাড়িয়া দিউন।” এতৎশ্রবণে গরুড় বিস্মিত ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইল, এবং জীমূতবাহনও অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

অনন্তর গরুড় বিশেষ পরিচয় দ্বারা তাঁহাকে সিদ্ধরাজ জীমূতবাহন বলিয়া বুঝিতে পারিল, এবং আপনাকে নৃশংস ও পাপিষ্ঠ জ্ঞানে অত্যন্ত অনুতাপ করিতে করিতে পাপক্ষালনার্থ অগ্নি প্রবেশে উদ্যত হইল।

তদ্দর্শনে পরম কারুণিক জীমূতবাহন কহিলেন, "পক্ষিরাজ! এজন্য বিষণ্ণ হইও না, যদি তোমার সত্যই পাপের ভয় হইয়া থাকে, তবে সর্প ভক্ষণে বিরত হও, এবং পূর্ব্ব ভক্ষিতসর্পদিগের জন্য অনুতাপ কর।" গরুড় জীমূতবাহনের এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভক্ষণে বিরত হইল, এবং জীমূতবাহনের ক্ষত নিবারণ ও পূর্ব্ব ভক্ষিত সর্পদিগের পুনর্জীবনার্থ অমৃত আনিবার জন্য স্বর্গে গমন করিল। ইত্যবসরে হরজায়া স্বয়ং আসিয়া জীমূতবাহনের শরীরে অমৃত সেচন করিলে, রাজা অক্ষতকায় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও কান্তিপুষ্ট শরীর ধারণ করিলেন। অনন্তর গরুড় অমৃত আনিয়া পূর্ব্বমৃত যাবতীয় সর্পগণকে পুনর্জীবিত করিল। তত্রত্য মেদিনী ভূরি ভূরি সর্পে পরিপূর্ণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন সমস্ত পাতাল লোক জীমূতবাহনকে দেখিবার জন্য ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে।

অনন্তর জীমূতবাহনের পিতামাতা এবং বন্ধুবর্গ তদীয় অবদান শ্রবণে প্রীত হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দয়াবীরের এই যশঃসৌরভে ত্রিভুবন আমোদিত হইল। শঙ্খচূড় বিদায় গ্রহণ করিয়া জননীর নিকট গমনপূর্ব্বক জননীকে পুনর্জীবিত করিল। সর্পগণ শঙ্খচূড়ের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, জীমূতবাহন এবং গরুড়ের নিকট গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিল, এবং তাঁহাদের নিকট চিরবাধ্য হইয়া রহিল। অনন্তর জীমূতবাহন মলয়পর্ব্বত হইতে হিমালয়স্থ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন, এবং বিদ্যাধর রাজ্য শাসন করত সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

গুর্ব্বিণী বাসবদত্তা অমাত্য যোগন্ধরায়ণের মুখে এই অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ।

একদা দেবী বাসবদত্তা অমাত্যপরিবৃত পার্শ্বস্থ রাজাকে কহিলেন, "আর্য্য-পুত্র! গর্ভধারণ করিয়া অবধি আমার হৃদয়বেদনা অতিশয় প্রবল হওয়ায় মনে সর্ব্বদাই অনিষ্ট শঙ্কা উপস্থিত হয়। গত রাত্রে নিদ্রাবেশে এই স্বপ্ন দেখিয়াছি, এক জটাধারী পুরুষ শূলহস্তে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "পুত্রি! তুমি চিন্তা করিও না, আমিই তোমাকে এই গর্ভ প্রদান করিয়াছি, এবং আমিই উহা রক্ষা করিব।" এই বলিয়া আমার বিশ্বাসের জন্য পুনর্ব্বার এই কয়েকটি কথা বলিলেন, "কল্য প্রভাতে কোন দুশ্চারিণী স্ত্রী আপন পতিকে বিনাশ করিবার আশায় পাঁচ পুত্র এবং বন্ধুগণসহ পতিকে আকর্ষণ করত রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া পতির নামে মিথ্যা অভিযোগ করিবে। অতএব তুমি অগ্রে রাজাকে এই বিষয় জানাইয়া রাখিবে, যেন সেই সাধু পুরুষ দুশ্চারিণীর ষড়যন্ত্র হইতে পরিত্রাণ পায়।" এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং রজনী প্রভাত হইল।

দেবীর এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং তাহা মহাদেবের স্বপ্নাদেশ বলিয়া স্থির করিলেন। ক্ষণকাল পরেই দ্বারবান্ আসিয়া স্বপ্ন কথিত স্ত্রীর আগমন সংবাদ প্রদান করিল। তৎশ্রবণে সকলে বিস্মিত হইলে, রাজা অবিলম্বে সেই স্ত্রীকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। উক্ত স্ত্রীর আগমনে বাসবদত্তার সৎপুত্রপ্রাপ্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল এবং তজ্জন্য আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর সেই স্ত্রী পতির সহিত রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক এই অভিযোগ করিল দেব। "এই আমার স্বামী বিনা অপরাধে আমার অন্নাচ্ছাদন রহিত করিয়াছেন।" তাহার স্বামী কহিল 'মহারাজ! আমার পত্নী ষড়যন্ত্র দ্বারা আমাকে নষ্ট করিবার জন্য আমার নামে এইরূপ মিথ্যাভিযোগ করিতেছে। মহারাজ! আমি সংবৎসরে যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, সমস্তই পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকি। এবিষয়ে আমার কতকগুলি সাক্ষীও আছে।"

সাধ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাজা কহিলেন "মনুষ্য সাক্ষীর প্রয়োজন নাই, শূলপাণিই এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যোগন্ধরায়ণ কহিলেন, "তথাপি সাক্ষি দ্বারা বিচার করা আবশ্যক, নচেৎ লোকে প্রত্যয় করিবে না।" তদনুসারে সাক্ষী আনাইবার আদেশ হইল। সাক্ষীগণ হাজির হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিলে, দুশ্চারিণীর মিথ্যাভিযোগ সপ্রমাণ হইল। তদনন্তর রাজা তাহাকে সপুত্রে নির্ব্বাসিত করিলেন, এবং সাধুকে বিবাহ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

অনন্তর পার্শ্বস্থ বসন্তক কহিলেন, "পরস্পর স্নেহ বা বিরোধ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনাদির ফল মাত্র। তদ্বিষয়ে একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কাশী-ধামে বিক্রমচণ্ড নরপতির সিংহবিক্রান্ত এবং দ্যূতাসক্ত বল্লভ নামে এক ভৃত্য ছিল। বল্লভের কলহকারিণী নামে অত্যন্ত কলহকারিণী একপত্নী ও তিন পুত্র ছিল। বল্লভ দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিত, উত্তম উত্তম আহারসামগ্রী আনিয়া দিত, তথাপি তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। কিছুদিনের মধ্যে বল্লভ পত্নীর কলহে জ্বালাতন হইয়া সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে গমন করিল, এবং নিরাহারে দেবীর উপাসনা আরম্ভ করিল। দেবী তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া এই স্বপ্ন দিলেন 'পুত্র। বারাণসীস্থ মহান বটবৃক্ষমূলে যে নিধি নিখাত আছে, তথায় গমনপূর্ব্বক তাহা তুলিয়া লও। উক্ত নিধি মধ্যে গরুড়মণিময় যে একটী সুনির্ম্মল পাত্র প্রাপ্ত হইবে, তাহার এইগুণ যে, তাহার মধ্যে নেত্র প্রযোগ করিলে সকল জন্তুর পূর্ব্ব জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি ঐ উক্ত পাত্র মধ্যে নেত্র প্রযোগ করিয়া তোমার এবং তোমার ভার্য্যার পূর্ব্বজাতি অবগত হইবে, এবং প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিবে।"

বল্লভ স্বপ্নান্তে জাগরিত হইয়া পারণাদি সমাপনপূর্ব্বক কাশীধামে প্রস্থান করিল, এবং নির্দ্দিষ্ট বটবৃক্ষমূলস্থ নিধি উত্তোলন পূর্ব্বক, সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর পাত্র মধ্যে দৃষ্টি প্রদান করিয়া দেখিল, ভার্য্যা রাক্ষসী এবং আপনি মৃগেন্দ্র। তখন উভয়ের বিদ্বেষভাব পূর্ব্বজাতীয় বৈরনিবন্ধন স্থির,

করিয়া শোকের সহিত কলহকারিণীকে ও পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহশ্রী নাম্নী এক সিংহীর পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। দেব। এইরূপে মনুষ্য জাতিও পূর্ব্বসংস্কার নিবন্ধন শত্রু ও স্নেহাস্পদ হয়। বৎসরাজ বসন্তক মুখে এই কথা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন।

কিছুকাল পরে অমাত্যগণের পুত্র সন্তান হইল। প্রথমে যোগন্ধরায়ণের মরুভূতি, তৎপরে সেনাপতি রুমণ্বানের হরিশিখ, তদনন্তর বসন্তকের তপন্তক, এবং পরিশেষে প্রতীহার নিত্যোদিতের গোমুখ নামে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, "ইহারা সকলে ভাবী চক্রবর্ত্তী বৎসরাজ তনয়ের মন্ত্রী হইবেন," এই আকাশবাণী হইল।

অনন্তর আসন্নপ্রসবা দেবী বাসবদত্তা যথাকালে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া চক্রবর্ত্তি লক্ষণযুক্ত রাজকুমার প্রসব করিলেন। রাজপুত্রের প্রসবে রাজভবনের সহিত দেবীর হৃদয় আলোকময় হইল। অনন্তর যে অন্তঃপুরচর সুতজন্ম বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিল, রাজা তাহাকে বিশেষ পারিতোষিক দিয়া পুত্র দর্শনার্থ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অনিমিষ নয়নে পুত্রের মুখকমল নিরীক্ষণ করত অমাত্যগণের সহিত সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর বৎসরাজ তৎকালজাত দৈববাণীর আদেশানুসারে কুমারের নাম নরবাহনদত্ত রাখিলেন, এবং রাজকুমার যে বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী হইবেন দৈবাণীর প্রসাদে তাহাও অবগত হইলেন। দৈববাণীর পর পুষ্পবৃষ্টি হইল। রাজভবন মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইলে, তূর্য্যধ্বনিতে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রক্তপতাকায় নগর আচ্ছন্ন হইল। বারযোষিদ্‌গণের নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। পুরবাসীমাত্রেই বলয়াদিভূষণ এবং নববস্ত্র প্রাপ্ত হইলে, সকলকেই তুল্যবিভবশালী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাজপ্রদত্ত অর্থলাভে সকলেই সম্পন্ন হইল, কিন্তু রাজধনাগার রিক্ত হইল।

চতুর্ব্বিংশ তরঙ্গ।

অনন্তর রাজকুমার পিতা মাতার বিশেষ যত্নে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া প্রথমে বসিতে এবং তাহার পর চলিতে শিখিলে, অমাত্যপুত্রগণ আসিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৎসরাজ নরবাহনদত্তের রক্ষার জন্য কুমারভৃত্যাকুশল চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন, এবং কিসে পুত্র ভাল থাকিবেন এই চিন্তায় সর্ব্বদাই নিমগ্ন হইলেন।

একদা অমাত্য যোগন্ধরায়ণ রাজাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন 'দেব! দেবাদিদেব রাজকুমারকে বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী করিবার জন্য স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া আপনার ভবনে রাখিয়াছেন। বিদ্যাধরবৃন্দ এই ব্যাপার দিব্যজ্ঞান বলে অবগত হইয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছে, এবং বিধিমতে ইহাঁর অমঙ্গল কামনা করিতেছে। কিন্তু গৌরীনাথ বিদ্যাধরগণের পাপাশয়তা অবগত হইয়া ইহাঁর রক্ষার জন্য বিঘ্নরাজকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিঘ্নরাজ অলক্ষিতভাবে নিয়ত ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। অতএব মহারাজ। আপনি পুত্রের জন্য অণুমাত্র চিন্তা করিবেন না। এই কথা দেবর্ষি নারদ স্বয়ং আসিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর কুণ্ডলধারী এক দিব্য পুরুষ অসিহস্তে রাজ সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন," আমি ভূতলবাসী শক্তিবেগনামা বিদ্যাধররাজ, আমার অনেক শত্রু। আমি জ্ঞানবলে আপনার পুত্রকে ভাবী চক্রবর্ত্তী জানিয়া দেখিতে আসিয়াছি।" তদনন্তর শক্তিবেগ বৎসরাজের অনুরোধে স্বীয় খড়্গমাল্যাদি প্রাপ্তি বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"দেব! পূর্ব্বকালে বর্দ্ধমাননগরে পরোপকারনিরত পরন্তপনামে এক রাজা ছিলেন। তদীয় মহিষীর নাম কনকপ্রভা। কালক্রমে কনকপ্রভা পরম সুন্দরী এক কন্যা প্রসব করিলে, রাজা কন্যার নাম কনকরেখা রাখিলেন। ক্রমে কন্যা যুবতী হইলে, একদা রাজা রাজমহিষীকে কহিলেন, 'কনকরেখার বিবাহের জন্য আমি অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি। যদি ভ্রমবশতঃ কন্যাকে

অপাত্রে দেওয়া হয়, তাহা হইলে, অযশ, অধর্ম্ম, এবং অনুতাপের সহিত চিরকাল কষ্ট পাইতে হইবে।”

তৎশ্রবণে রাজমহিষী হাসিয়া কহিলেন ‘আপনি কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু কন্যার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, আমি অদ্য পরিহাস-চ্ছলে বিবাহের কথা ইঙ্গিত করিলে, কনকরেখা অসম্মত হইয়া কহিল,“যদি বলপূর্ব্বক আমার বিবাহ দেন, তবে আমার মৃত্যু হইবে। আমার একথা বলিবার বিশিষ্ট কারণ আছে।” ইহাতে বোধ হয়,কনকরেখার বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। অতএব পাত্রচিন্তার প্রয়োজন নাই।”

এই কথা শুনিয়া রাজা কনকরেখার নিকট গমন করিয়া বিবাহ বিষয়ে অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কনকরেখা অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া ‘বিবাহে বিশেষ আপত্তি আছে’ বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলে, রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন বৎসে! কন্যাদান ব্যতিরেকে পিতার পাপশান্তি কিছুতেই হয় না। কন্যার স্বাতন্ত্র্য অতিশয় দোষাবহ। কন্যা জন্মিলে পিতা লালন-পালন করেন, এবং যথাকালে পাত্রস্থ করিয়া পতিগৃহে পাঠাইয়া দেন। বাল্যকাল ব্যতিরেকে পিতৃগৃহে থাকা কন্যার পক্ষে নিতান্ত গ্লানিজনক। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ঋতুমতী হইলে, তদীয়বন্ধুগণের অধোগতি হয় এবং সে কন্যাকে বৃষলী এবং তাহার পতিকে বৃষলীপতি কহে।”

রাজপুত্রী পিতার এইরূপ উপদেশে অগত্যা স্বীয় মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়া কহিল ‘পিত! যদি এমন হয়,তবে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে কনকপুরী দর্শন করিয়াছে, তাহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিবেন,নচেৎ অনর্থ ঘটিবে।’ রাজা কনকরেখার বিবাহেচ্ছায় তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন,বালিকার ‘এতদূর জ্ঞান অসম্ভব, অতএব বোধ হয়, ইনি কোন দেবতা, কার্য্যবশতঃ আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।” এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নানাদি করিতে গেলেন।

পরদিবস সভাস্থ হইয়া পারিষদ্‌বর্গকে, কনকপুরী দর্শন করিয়াছে, এমন একটী ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যুবার অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। পারি-ষদ্‌গণ কনকপুরীর কথা শুনিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন, “মহা-

বাজ! আমরা কখন উক্ত পুরীর নামও শুনি নাই।” অনন্তর রাজা দৌবারিককে ডাকিয়া এই বিষয় ঘোষণা করিতে আদেশ করিলেন। প্রতীহার রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র নির্গত হইয়া নগর মধ্যে এই ঘোষণা করিল যে, “ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যিনি কনকপুরী দর্শন করিয়াছেন, রাজা তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদানপূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

নগরবাসীগণ এই ডিণ্ডিম প্রচারের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া কেহই অগ্রসর হইল না, কেবল বলদেব ব্রাহ্মণের পুত্র শক্তিদেব নামে যে এক ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ ছিল, সে অশেষবিধ ব্যসনদ্বারা নির্ধন হইয়া কি গৃহে কি বেশ্যাগৃহে কোথাওই প্রবেশ করিতে পাইত না। সে এক্ষণে প্রতারণা দ্বারা রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া রাজা হইবার বাসনা করিল, এবং রাজপুরুষদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক কনকপুরী দর্শন স্বীকার করিল। ইহা শুনিয়া রাজপুরুষেরা দ্বারবানের নিকট, এবং দ্বারবান্ রাজার নিকট লইয়া গেলে, রাজা আদরান্বিত হইয়া শক্তিদেবকে কনকরেখার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজকন্যা দ্বারবানের মুখে সমস্ত শুনিয়া শক্তিদেবকে বসাইলেন। পরে কনকপুরী যাইবার পথ, এবং পুরীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, শক্তিদেব বলিল, “আমি বিদ্যাধ্যয়নার্থ কনকপুরী গিয়াছিলাম। গমন কালে প্রথমে হরপুর, হরপুর হইতে বারাণসী, বারাণসী হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর, এবং তথা হইতে কনকপুরী প্রাপ্ত হইলাম। কনকপুরী অতীব রমণীয় নগরী, এবং সুকৃতিশালীদিগের ভোগ্য ভূমি। অনিমিষ নয়নে পুরীর শোভা দর্শন করিলে সাক্ষাৎ অলকা বলিয়া ভ্রম জন্মে। আমি তথায় বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া দেশে আসিয়াছি।”

শক্তিদেব এইরূপ মিথ্যা বর্ণন করিলে, রাজকুমারী পুনর্ব্বার বলিলেন “উঃ আপনি মহাব্রাহ্মণ! আপনি যে সত্যই কনকপুরী দেখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, বলুন আবার বলুন কোন পথে গিয়াছিলেন।” ইহা শুনিয়া শক্তিদেব আবার যখন ঐরূপ বলিল, তখন রাজপুত্রী তাঁহাকে দাসী দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দিল। তদনন্তর পিতার নিকট যাইয়া শক্তিদেবের ধূর্ত্ততা বর্ণন করিয়া কহিল, “পিতঃ! ধূর্ত্তেরা প্রায়ই সকল ব্যক্তিকে বঞ্চনা

করিতে চেষ্টা করে। এই বলিয়া শিবমাধবের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল।

রত্নপুর নগরে শিব ও মাধব নামে দুই ধূর্ত্ত বাস করিত। নগরবাসী অনেক ধূর্ত্ত তাহাদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত। সর্ব্বদা ধূর্ত্ততাদ্বারা নাগরিক আঢ্য ব্যক্তিদিগকে ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ করাই তাহাদের কর্ম্ম ছিল। তাহারা বহুকাল প্রতারণা দ্বারা উক্ত নগর লুণ্ঠন করিয়া পরিশেষে উজ্জয়িনী যাত্রার বাসনা করিল, এবং প্রবঞ্চনাদ্বারা তত্রত্য রাজপুরোহিত শঙ্কর স্বামীর সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক তদীয় সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিবার পরামর্শ করিয়া উজ্জয়িনী যাত্রা করিল। মাধব পুরবহির্ভাগস্থ এক গ্রামে রাজপুত্রের বেশে থাকিল, শিব ব্রহ্মচারীর বেশে একাকী উজ্জয়িনী মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শিপ্রা নদীর তীরস্থ এক মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই ভণ্ড তপস্বী সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকালেপনপূর্ব্বক অধোমুখে প্রাতঃস্নান, তৎপরে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বহুক্ষণ সূর্য্যদর্শন, এবং পরিশেষে দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক পদ্মাসনে দেবারাধনা আরম্ভ করিত। আরাধনান্তে বৃথা জপে তৎপর হইত। অপরাহ্ণে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিত, এবং প্রবঞ্চনাপর মায়াকটাক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক ভ্রমণ করত মৌনভাবে ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষাত্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিত। এক ভাগ কাককে, এক ভাগ অভ্যাগতকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভাগ দ্বারা উদরপূরণ করিত। ভোজনান্তে পুনর্ব্বার জপমালা ঘুরাইতে বসিত। এবং রাত্রিযোগে একাকী মঠাভ্যন্তরে থাকিয়া লোকের সর্ব্বনাশের চিন্তা করিত।

ভণ্ড তপস্বীর এইরূপ ব্যাজতপস্যা দ্বারা নগরবাসী সমস্ত লোকের মনকে অত্যন্ত আবর্জিত করিলে, সকলেই ভাবে গদ্গদ হইয়া তাহার ভক্ত হইল, এবং ক্রমে শান্ত মহাতপস্বী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিল। মাধব চরমুখে শিবের এইরূপ প্রতিপত্তি শুনিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং দেবালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে আবাস গ্রহণ করিল। স্নানকালে রাজপুত্রের বেশে শিপ্রা-সলিলে স্নান করিয়া দেবালয় দর্শনে গমন করিল, এবং তথায় ধ্যানোপবিষ্ট

শিবকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে তপস্বীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। ধূর্ত্ত শিব মাধবকে দেখিয়াও একভাবে রহিল। পরে মাধব স্বীয় বাসস্থানে গমন করিল। রাত্রিযোগে উভয়ে একত্র হইয়া পানভোজন সমাপনান্তে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে নিমগ্ন হইল। শেষ রাত্রে শিব স্বীয় মঠিকায় প্রবেশ করিল।

প্রভাত হইলে মাধব এক জন অনুচরকে শঙ্কর স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিল। অনুচর শঙ্কর স্বামীর নিকট যাইয়া কহিল "দেব। মাধব নামা কোন রাজকুমার দায়াদগণকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া কতিপয় রাজপুত্রের সহিত দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়াছেন। তিনি এই বস্ত্র যুগল আপনাকে উপহার দিয়া ভবদীয় মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায় নিবেদন করিয়াছেন। প্রলোভনরূপ অয়স্কান্ত মণি লুব্ধ ব্যক্তির কি চমৎকার আকর্ষণ। শঙ্করস্বামী উপঢৌকনের লোভে তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিল।

একদা মাধব স্বয়ং পুরোহিতের গৃহে আসিয়া অশেষ বিধ আলাপ করিয়া চলিয়া গেল। দ্বিতীয় বার বস্ত্রযুগল পাঠাইয়া পুনর্ব্বার তদীয় গৃহে গমনপূর্ব্বক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং পরিবার ভরণপোষণের অনুরোধে রাজভবনে দাসত্বে নিয়োজিত হইবার জন্য তাহার শরণাগত হইল। এবং আপনার সমস্ত সম্পত্তিও তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিতে ইচ্ছাকরিল। লুব্ধ শঙ্করস্বামী লাভের প্রত্যাশায় তদীয় অভিলাষপূরণে অঙ্গীকার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে যাইয়া মাধবের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলে, রাজা পুরোহিতের অনুরোধে মাধবকে রাজসেবায় নিযুক্ত করিলেম।

মাধব রাজপরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন রাত্রে শিবের নিকট যাইয়া মন্ত্রণা করিত। কিছুদিন পরেই শঙ্করস্বামী মাধবকে আপন গৃহে আসিতে অনুরোধ করিল। মাধব তাহাই চায়, সে তদণ্ডে সম্মত হইয়া অনুচরবর্গের সহিত তদীয় গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে আপন বেতনে পিত্তল ও কৃত্রিম মণিময় কতক গুলি আভরণ প্রস্তুত করাইয়া আনিল, এবং কৌশলে তাহা পুরোহিতকে দেখাইল। এতদ্দর্শনে পুরোহিত মাধবের প্রতি সম্পূর্ণ

বিশ্বাস প্রাপ্ত হইল দেখিয়া ধূর্ত্ত মাধব অগ্নিমান্দ্যের ভাণ করিয়া অল্লাহার করত দিন দিন কৃষ হইতে লাগিল, এবং ক্রমে শয্যাগত হইয়া ধূর্ত্তরাজ অতিমৃদুবচনে পুরোহিতকে বলিল "মহাশয়! আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এযাত্রা নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে একটি সৎব্রাহ্মণ আনিয়া দিউন, আমি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া ইহলোক এবং পরলোকের সদ্গতি করি। এই অস্থির জীবনে বলের আশা অকিঞ্চিৎকর। এই বলিয়া শঙ্করের চরণে পতিত হইল।

অনন্তর পুরোহিত তথাস্তু বলিয়া যে কয়েকটি ব্রাহ্মণ আনিল, তাহাদের মধ্যে কাহার প্রতি মাধবের শ্রদ্ধা হইল না। তখন মাধবের অনুচর এক ধূর্ত্ত কহিল "মহাশয়! সামান্য ব্রাহ্মণে ইহঁার শ্রদ্ধা হইবে না, অতএব শিপ্রানদীর তীরস্থ মঠে শিব নামে মহা তপস্বী যে এক ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি যথার্থ ভক্তির যোগ্যপাত্র; বোধ হয় তাঁহার প্রতি ইহঁার শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। এতৎ-শ্রবণে মাধব আর্ত্তস্বরে শিবকে আনিতে অনুরোধ করেন।

অনন্তর পুরোহিত শিবের নিকট যাইয়া ধ্যানমগ্ন শিবকে প্রদক্ষিণ করিয়া উপবিষ্ট হইলে, শিব নেত্র উন্মীলন করিল। পুরোহিত প্রণাম করিয়া বিনয়বচনে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ভণ্ডতপস্বী শিব মৃদুবাক্যে অর্থগ্রহণে অস্বীকার করিল। তাহা শুনিয়া পুরোহিত গৃহস্থাশ্রমের উপাদেয়তা বর্ণনপূর্ব্বক অর্থের ত্রিবর্গসাধকতাপ্রদর্শন করিল।" এতৎশ্রবণে শিব কহিল, আমার দারপরিগ্রহ অসম্ভব, কারণ আমি যে সে বংশের কন্যা বিবাহ করিতে পারিব না। লুব্ধ শঙ্করস্বামী তদীয় ধন সম্ভোগের বাসনায় নিজ দুহিতা বিনয়স্বামিনীকে দিবার প্রস্তাব করিল, এবং মাধবের নিকট যে ধন পাইবে, তাহাও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অঙ্গীকার করিয়া সর্ব্বসুখের নিদান গৃহস্থাশ্রম ভজনা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিল।

পুরোহিতের এই নির্ব্বন্ধে শিব নিজাভীষ্ট সিদ্ধি দেখিয়া তাহারই উপর সমস্তভার সমর্পণ করিল। শঙ্করস্বামী শিবের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তৎসমভি-ব্যাহারে গৃহে গমনপূর্ব্বক শিবকে কন্যা সম্প্রদান করিল। তৃতীয় দিবসে

শিবকে মিথ্যা পীড়িত মাধবের নিকট লইয়া গিয়া শিবের যথেষ্ট প্রশংসা করিলে মাধব গাত্রোত্থান করিয়া শিবের পদানত হইল এবং আপন কৃত্রিম আভরণ গুলি বাহির করিয়া বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শিবকে প্রদান করিল। শিব সেই সকল আভরণ গ্রহণ করিয়া শ্বশুর শঙ্করস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলে সে তাহা লইয়া গৃহযাত করিল। তদনন্তর শিব মাধবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পর দিবস মাধব ইষ্টসিদ্ধিজনিত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া কৃত্রিম অগ্নিমান্দ্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল (মহাদানের প্রত্যক্ষফলে আমার রোগশান্তি হইল, আমি আপনার অনুগ্রহেই এই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। এই বলিয়া পুরোহিতের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিল। তৎপরে প্রকাশ্যে শিবের সহিত মিত্রতা করিয়া কহিল, "আমি আপনার অনুগ্রহে ও যত্নে এ যাত্রা জীবন পাইলাম।" এইরূপে কিছু দিন গত হইলে মাধব পুরোহিতের সর্ব্বনাশ করিবার মানসে তাহার অন্নধ্বংস না করিয়া স্বতন্ত্র হইবার প্রস্তাব করিল, এবং গচ্ছিত অলঙ্কারগুলির ন্যায্যমূল্য প্রদানপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। মূর্খ পুরোহিত ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিল না সুতরাং মাধবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যাবতীয় আভরণের মূল্যস্বরূপ সর্ব্বস্ব শিবকে প্রদানপূর্ব্বক একখানি লেখাপড়া করিয়া দিল। এইরূপে ধূর্ত্তেরা শঙ্করস্বামীকে পথের ভিখারী করিয়া তদীয় সম্পত্তিভোগ করত পরমসুখে একত্র বাস করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে শঙ্করস্বামী সেই ক্রীত আভরণের মধ্যে এক যোড়া বলয় বিক্রয় করিতে গেলে, স্বর্ণকার ও মণিকারগণ পরীক্ষা করিয়া বলিল "মহাশয়। যাহা বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন, তাহা সুবর্ণ ও হীরক নহে।" পুরোহিত তাহাদের এই কথায় বিস্মিত হইয়া সত্বর গৃহে গমনপূর্ব্বক যাবতীয় আভরণ আনিয়া পরীক্ষা করাইল, এবং সমস্তই কৃত্রিম হইল। তখন শঙ্কর বজ্রাহতবৎ ব্যথিত হইয়া শিবের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিল, 'তোমার আভরণ তুমি লও, এবং আমার টাকা ফিরিয়া দেও।' শিব কহিল, মহাশয়! এত দিন ধরিয়া খাইতেছি, সুতরাং সমস্ত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। ক্রমে কথায় কথায়

উভয়ে ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইলে, রাজদরবারে গমন করিল। মাধব পার্শ্বে থাকিয়া বিবাদ দেখিতেছিল, সেও সঙ্গে গমন করিল। প্রথমে পুরোহিত এই আর্জি করিল "মহারাজ। শিব ও মাধব আমার সর্ব্বস্বগ্রহণ করিয়া আমাকে কতকগুলি কৃত্রিম আভরণ দিয়াছে" ইহাতে শিব এই উত্তর করিল 'আমি শিশুকাল হইতে তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, অর্থের প্রতি আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। পুরোহিত মহাশয়ই বলপূর্ব্বক আমাকে উক্ত আভরণগুলি গ্রহণ করাইয়াছেন, আমি তৎসমস্ত পুরোহিতমহোদয়ের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছিলাম। পরে উক্ত মহোদয় আভরণগুলি পরীক্ষা করিয়া আপন ইচ্ছামত যাহা মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলাম। তদ্বিষয়ে যে এক খানি দলিল আছে, তাহা দেখিলেই ধর্ম্মাবতার সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

মাধব কহিল মহারাজ। পুরোহিত মহাশয় অকারণ আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। আমি উহাঁদের কাহারই কোন বস্তু গ্রহণ করি নাই, আমার যাহা কিছু নিজ সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল, তাহাই আনিয়া শিবকে দান করিয়াছি। দত্ত বস্তুগুলি যদি স্বর্ণ ও হীরক না হয়, তবে আমি পিত্তল ও কাচ দানের ফলে দুস্তর রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছি।"

মাধবের এই বাক্য শুনিয়া রাজা এবং মন্ত্রী হাস্য করিয়া মাধবের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। সভ্যগণ ও অন্তরে হাসিয়া শিব ও মাধবকে নির্দ্দোষ বলিলে নির্ব্বোধ পুরোহিত অর্থ দণ্ডের সহিত লজ্জিত হইয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

অতএব পিতঃ! অতি লোভ করিলে সকলেই বিপদে পড়ে। জালোপজীবীরা যেমন সূত্রশত দ্বারা জাল নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ বঞ্চনোপজীবীরাও মিথ্যাশত গ্রথিত বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া থাকে। শক্তিদেব বঞ্চনা দ্বারা আমাকে হস্তগত করিতে ইচ্ছা করিয়া উক্তরূপ মিথ্যা বলিয়াছে। অতএব আপনি আমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। তৎশ্রবণে রাজা কহিলেন "পুত্রি! যৌবনাবস্থায় কুমারীভাব নিতান্ত অযৌক্তিক। গুণমৎসরী দুর্জনেরা অকারণ দোষারোপ করিতে বিলক্ষণ পটু। বিশেষতঃ তাহারা অগ্রেই সাধুব্যক্তির কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া বসে। তদ্বিষয়ে এই কথাটি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

পুত্রি। গঙ্গাতীরস্থ পুষ্পপুর নগরে হরস্বামী নামে এক তপস্বী এক কুটীরে বাস করত ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। লোকে তপস্বী বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। একদা কয়েক জন খল হরস্বামীর গুণে দোষারোপ করিয়া তাহার অনিষ্ট করিবার মন্ত্রণা করিল। এক দিন হরস্বামীকে দূর হইতে ভিক্ষা করিয়া আসিতে দেখিয়া, এক জন খল তাহাকে ভণ্ড তপস্বী এবং শিশু ভক্ষক বলিয়া লোক সমাজে নিন্দা করিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খল হাঁ শুনিয়াছি, বলিয়া তদীয় বাক্যের সমর্থন করিল। সেই কথা কর্ণ পরম্পরায় ক্রমে বহুলীভূত হইয়া নগরময় প্রচারিত হইলে, নগরবাসীরা বালকদিগের বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল, এবং হরস্বামীকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিবার পরামর্শ করিল। কিন্তু সম্মুখে বলিলে তাহাদিগকেও ধরিয়া খায় এজন্য দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইল। দূতও দূর হইতে নগরবাসীদিগের অভিপ্রায় হরস্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলে, হরস্বামী কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দূত কহিল "তুমি নগরের বালক ধরিয়া খাও সেই জন্য।" হরস্বামী এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল, এবং ব্রাহ্মণদিগের বিশ্বাসের জন্য স্বয়ং তাহাদের নিকট গমন করিল। জনরবে মূর্চ্ছিত হইয়া লোকে এককালেই বিচারশূন্য হয়। ব্রাহ্মণেরা হরস্বামীকে আসিতে দেখিয়াই ভয়ে মঠের উপরিভাগে পলায়ন করিল।

এই ব্যাপার দর্শনে হরস্বামী সাশ্চর্য্য হইয়া নীচে দাঁড়াইয়া সকলের মূর্খতা বুঝাইয়া দিলে সকলের চৈতন্য হইল, এবং দেখিল এপর্য্যন্ত কাহারও পুত্র নষ্ট হয় নাই। তখন হরস্বামী নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তর গমনে উদ্যত হইল। লোকে, খলজন প্রচারিত মিথ্যা রটনায় শ্রদ্ধা ও তাহার পোষকতা করিয়া অনর্থক সাধুর মনে কষ্ট দিয়াছে বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। এবং হরস্বামীর পদানত হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিল। যে দেশের লোক শঠের কথায় বিশ্বাস করে, এবং বিচারশূন্য হয়, সে অতি দুর্দ্দেশ, সে দেশের প্রতি মনস্বী ব্যক্তির কদাচ অনুরাগ থাকে না। বৎসে! দুর্জ্জনের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। অতএব এই যৌবনাবস্থায় অবিবাহিত থাকা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না।"

পিতার এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কনকরেখা কহিল "পিত! যদি আমার বিবাহ দেওয়া আপনার নিতান্ত অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে কনকপুরী দর্শন করিয়াছে, এমন পাত্রে আমাকে সম্প্রদান করিবেন।

অনন্তর রাজা নগর মধ্যে বার বার উক্তরূপ ঘোষণা করিয়াও ঘোষণানুরূপ পাত্র কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলেন না।

পঞ্চবিংশতম তরঙ্গ।

শক্তিদেব এইরূপে রাজকন্যালাভে নিরাশ হইয়া ভাবিল 'মিথ্যা কহিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলাম। যাহা হউক এক্ষণে প্রাণপণে পৃথিবী ভ্রমণপূর্ব্বক কনকপুরী দর্শনানন্তর রাজকন্যাকে হস্তগত করিব।' এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বর্দ্ধমান হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে করিতে ক্রমে ভীষণ বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ করিল। অটবীর মধ্যভাগে নির্জ্জন প্রদেশে শীতলস্বচ্ছসলিল সরোজশোভিত এক অপূর্ব্ব সরোবরদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাতে স্নানাদি সমাপন করিল। সরোবরের উত্তর প্রান্তে ফলভরাবনত ছায়াতরুশোভিত এক সুরম্য আশ্রম। আশ্রমস্থ কোন অশ্বত্থবৃক্ষমূলে তপস্বিগণ পরিবৃত অতি প্রাচীন সূর্য্যতপসনামা এক তপস্বী অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার কর্ণে অক্ষমালা। শক্তিদেব ক্রমে অগ্রসর হইয়া তপস্বীকে প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তপস্বী শক্তিদেবের যথোচিত আতিথ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায় যাইবেন?" শক্তিদেব কহিলেন 'আমি বর্দ্ধমান হইতে কনকপুরী দর্শনের অভিপ্রায়ে বহির্গত হইয়াছি, কিন্তু সে পুরী কোথায়, কিছুই জানি না, যদি মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দেন বিশেষ উপকৃত হই। এই কথা শুনিয়া মুনিবর কহিলেন "বৎস এই আশ্রমে আমার অষ্টোত্তর শত বৎসর অতীত হইল, কিন্তু আমি কস্মিন্‌কালেও কনকপুরীনাম কর্ণে শুনি নাই।"

শক্তিদেব ঋষির কথায় বিষণ্ণ হইয়া কহিল 'তবে এই পৃথিবী ভ্রমণ করি-

য়াই জীবন শেষ করিব।” মুনি কহিলেন ‘বৎস! যদি সেই প্রতিজ্ঞাই করিয়া থাক তবে আমার কথা শুন, এই স্থান হইতে তিন শত যোজন অন্তরে কম্পিল্লদেশে উত্তর নামে এক পর্ব্বত আছে। মদীয় জ্যেষ্ঠসহোদর সেই পর্ব্বতে সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিতেছেন। তিনি অতি প্রাচীন, সুতরাং ঐ পুরী জানিলেও জানিতে পারেন অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

অধ্যবসায়শালী শক্তিদেব ঋষির এই কথা শুনিয়া প্রত্যূষে যাত্রা করিল এবং বহুকষ্টে নানা দেশ, বন ও প্রান্তর অতিক্রমপূর্ব্বক কম্পিল্ল নগরে উপস্থিত হইল। অনন্তর তত্রত্য উত্তর নগে আরোহণপূর্ব্বক আশ্রমবৃদ্ধ তপস্বীকে দর্শন ও প্রণাম করিল। মুনি আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহার সমুচিত আতিথ্য করিলেন। অনন্তর শক্তিদেব বিনীতবচনে কহিল তপোধন। আমি কনকপুরী দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছি। কিন্তু সে পুরী যে কোথায় তাহার কিছুই জানি না। এবিষয়ের জন্য আমি আপনার কনিষ্ঠ সূর্য্যতপার শরণাগত হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই বলিতে না পারিয়া আমাকে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। প্রাচীন ঋষি কহিলেন ‘বৎস। আমার এত বয়ঃক্রম হইয়াছে কিন্তু কনকপুরীর নাম কখন শুনি নাই, আজ তোমার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয় ঐ পুরী কোন দূরবর্ত্তী দ্বীপে থাকিবে; অতএব সেই দ্বীপে যাইবার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। সমুদ্র মধ্যে উৎস্থল নামে একটী দ্বীপ আছে। তথায় সত্যব্রত নামে পরমসমৃদ্ধ এক নিষাদরাজ বাস করে। সাগরবর্ত্তী সমস্ত দ্বীপেই তাহার গতায়াত আছে। ঐ নগরী যদি কোন দ্বীপমধ্যে থাকে, তবে সে অবশ্যই দেখিয়া বা শুনিয়া থাকিবে। অতএব তুমি এক্ষণে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিটঙ্কপুর নামক নগরে গমন কর। অনন্তর কোন বণিকের সহিত নিষাদরাজের দ্বীপে উপস্থিত হইবে।

শক্তিদেব ঋষির এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইল এবং বহুদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক শেষে সেই বিটঙ্কপুরে উপস্থিত হইল। অনন্তর অবগত হইল সমুদ্রদত্ত নামা কোন বণিক্ সত্বর উৎস্থলদ্বীপে যাত্রা করিবে। শক্তিদেব সমুদ্রদত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার সহিত উৎস্থল দ্বীপ যাত্রা করিল

কিছুদূর গমন করিলে পর সহসা ভীষণ বাত্যা উপস্থিত হইয়া সমুদ্রদত্তের যান চূর্ণিত করিল। সমুদ্রদত্ত এক কাষ্ঠফলক অবলম্বনে বহুকষ্টে অন্য এক যানে আরোহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু শক্তিদেব সমুদ্রে পড়িবামাত্র এক বৃহৎ মৎস্য তাহাকে গ্রাস করিল। দৈবযোগে ঐ মৎস্য যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে উৎস্থলদ্বীপের উপকণ্ঠে তত্রত্য ধীবররাজ সত্যব্রতের ভৃত্যগণকর্তৃক জালবদ্ধ ও ধৃত হইল।

অনন্তর ভৃত্যগণ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সেই মহাকায় মৎস্যকে আপনাদের প্রভুর নিকট লইয়া গেল। নিষাদরাজ তথাবিধ মৎস্য দর্শনে বিস্মিত হইল এবং কুতূহলাক্রান্ত হইয়া ভৃত্যগণকে মৎস্যের পেট চিরিতে আদেশ করিল। ভৃত্যগণ চিরিবামাত্র তাহা হইতে সজীব শক্তিদেব নির্গত হইল। ইহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তখন সত্যব্রত শক্তিদেবকে আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'বাপু! তুমি কে? নিবাস কোথায়? কিরূপেই বা এই মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছ?

শক্তিদেব কহিল 'মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণ আমার নাম শক্তিদেব। প্রাণপণে কনকপুরী দর্শন করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বর্দ্ধমান হইতে যাত্রা করিয়াছি, কিন্তু সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াও ঐ পুরীর কিছু নিদর্শন পাই নাই। পরিশেষে একদীর্ঘতপা ঋষি উহার দ্বীপান্তর স্থায়িতা সম্ভাবনা করিয়া আমাকে উৎস্থলদ্বীপস্থ নিষাদরাজ সত্যব্রতের নিকট গমন করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমি কোন বণিকের সহিত উৎস্থলদ্বীপে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে প্রবল বাতায় আমাদের যান চূর্ণ করিয়া দিলে সকলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। আমি ঝাঁপ দিবামাত্র এই মৎস্য আমাকে গ্রাস করিল। ইহা শুনিয়া সত্যব্রত কহিল এই সেই উৎস্থলদ্বীপ এবং আমারই নাম সত্যব্রত। আমি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দ্বীপই পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আপনার অভিপ্রেত নগরী দেখা দূরে থাকুক কর্ণেও শুনি নাই। যাহা হউক আপনি বিষণ্ণ হইবেন না অদ্য রাত্রিতে এই স্থানে অবস্থিতি করুন। প্রভাতে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন উপায় উদ্ভাবন করিব। ইহা বলিয়া

ব্রাহ্মণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক ভোজনার্থ এক ব্রাহ্মণগৃহে প্রেরণ করিল। শক্তিদেব সেই ব্রাহ্মণ গৃহে তত্রত্য মঠধারী বিষ্ণুদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত একত্র আহার করিল। আহারান্তে শক্তিদেব প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ দেশ কুল ও বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিল। বিষ্ণুদত্ত পরিচয় শুনিয়া শক্তিদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বাষ্পগদগদস্বরে কহিল আপনি আমার মাতুল পুত্র, আমি বাল্যকালেই এই দেশে আসিয়াছি। এই স্থানে নানা দেশীয় বণিকের সমাগম হয় অতএব এখানে অবস্থিতি করিলে অচিরাৎ আপনার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে। এই বলিয়া বিষ্ণুদত্ত আপন বংশের পরিচয় দিয়া, শক্তিদেবের যথোচিত সেবা করিতে লাগিল। শক্তিদেবও এই ঘটনায় পরম হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং আপন ইষ্টসিদ্ধি নিকটবর্ত্তিনী বোধ করিল। বিদেশে বন্ধুলাভ মরুপ্রদেশে অমৃত নির্ঝরলাভ সদৃশ। অনন্তর উভয়ে একত্র শয়ন করিল, কিন্তু উৎকণ্ঠাপ্রযুক্ত শক্তিদেবের নিদ্রা হইল না। তখন বিষ্ণুদত্ত শক্তিদেবের ইষ্টসিদ্ধি সমর্থক এই কথাটী আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বকালে যমুনাতীরে গোবিন্দস্বামী নামে এক পরম গুণবান বিপ্র বাস করিতেন, তাঁহার দুই পুত্র, একের নাম অশোকদত্ত ও অন্যের নাম বিজয়দত্ত। একদা তথায় দুর্ভিক্ষ হইয়া দেশ উৎসন্ন প্রায় হইলে গোবিন্দস্বামী নিজ-পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি আর বন্ধুবান্ধবগণের দুঃখ দেখিতে পারি না অতএব আপন সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাদিগকে দান করিয়া কাশীবাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ব্রাহ্মণী স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে গোবিন্দস্বামী সর্ব্বস্ব দান করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে অর্দ্ধচন্দ্র ধারী, সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় মহাব্রতধারী এক সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। সন্ন্যাসীর শরীর ভস্মাচ্ছাদিত, মস্তকে জটাভার, হস্তে নরকপাল। গোবিন্দ-স্বামী সন্ন্যাসীকে প্রণামপূর্ব্বক আপন পুত্রদ্বয়ের শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন "আপনার পুত্রদ্বয় সুলক্ষণ সম্পন্ন বটে, কিন্তু কনিষ্ঠ বিজয় দত্তের সহিত আপনার আশু বিচ্ছেদ হইবে। অনন্তর জ্যেষ্ঠের প্রভাবে তাহার সহিত পুনর্ব্বার মিলনও হইবে।" ইহা শুনিয়া গোবিন্দস্বামী তথা

হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে বারাণসী প্রাপ্ত হইয়া তত্রহিঃস্থ চণ্ডিকাদেবীর পূজাদি করিতে সে দিবস অতিক্রান্ত হইল। সন্ধ্যা হইলে সপরিবারে একবৃক্ষমূলে, কতকগুলি বৈদেশিক তীর্থযাত্রির সহিত, রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। পথশ্রমনিবন্ধন ক্রমে সকলেই নিদ্রাভিভূত হইল, কেবল গোবিন্দস্বামী নিদ্রা না হওয়ায় বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তদীয় কনিষ্ঠপুত্রের শীতপূর্ব্বক জ্বর হইয়া গাত্রে রোমাঞ্চ ও কম্প উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয়দত্ত অতিশয় শীতনিবন্ধন আপন পিতাকে কহিল 'পিতঃ আমার অতিশয় শীতজ্বর হইয়াছে অতএব যদি পারেন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন করুন। নচেৎ রাত্রিযাপন করা ভার হইবে।' ইহা শুনিয়া গোবিন্দস্বামী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কহিলেন 'বৎস। এসময় কোথা হইতে বহ্নি আহরণ করিব।' নিকটস্থ শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছিল, তাহা দেখিয়া বিজয়দত্ত কহিল 'পিতঃ ঐ দেখুন অগ্নি জ্বলিতেছে। যদি কোন প্রকারে আমাকে ঐ স্থানে লইয়া যাইতে পারেন তবে আমি তাপগ্রহণ করিয়া শীত নিবারণ করি। ইহা শুনিয়া পিতা কহিলেন 'বৎস। ও শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছে। তুমি বালক ও ভীরুস্বভাব. অতএব কি প্রকারে তোমাকে ঐ পিশাচাদিভীষণ শ্মশানে লইয়া যাইব।' বীর বিজয়দত্ত, পুত্রবৎসল পিতার বাৎসল্যময় বাক্যে স্মেরমুখ হইয়া সগর্ব্বে কহিল 'পিতঃ। আপনি বাৎসল্য নিবন্ধন ওরূপ কথা অবশ্য বলিতে পারেন, কিন্তু আমি আপনার একটী সাধারণ পুত্র নহি। আমার নিকট পিশাচাদি অকিঞ্চিৎকর জানিবেন। গোবিন্দস্বামী পুত্রের এইরূপ আগ্রহে বিজয়দত্তকে সেই শ্মশানে লইয়া যাইতে বাধ্য হইল। বিজয়দত্ত চিতাসমীপে উপস্থিত হইয়া তাপগ্রহণপূর্ব্বক সুস্থ হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল 'পিতঃ। চিতার মধ্যে গোলাকার ও কি দেখা যাইতেছে? পিতা কহিলেন ও নরকপাল, অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। ইহা শুনিয়া বিজয়দত্ত একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক সেই নরকপালে আঘাত করিলে, উক্ত কপাল ফাটিয়া গেল, এবং কপালস্থ বসা ছটকাইয়া বিজয়দত্তের মুখাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিজয়দত্ত সেই বসা আস্বাদ করিবামাত্র তদ্দণ্ডে

ভীষণ রাক্ষসরূপ ধারণ করিল। অনন্তর সেই কপাল হস্তে লইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক অগ্নিজ্বালাসমলোল জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

"ক্ষণকাল পরে নবকপাল পরিত্যাগপূর্ব্বক অসি উত্তোলন করিয়া পিতার বধে উদ্যত হইলে শ্মশানের কোন স্থান হইতে এই গভীর শব্দ উত্থিত হইল, "ভো দেব! কপালস্ফোট, পিতৃদেবকে বিনাশ করিবেন না, এই দিকে আসুন।" এই কথা শুনিয়া রাক্ষসভূত বিজয়দত্ত পিতৃবধে বিরত হইয়া কপালস্ফোট নাম ধারণপূর্ব্বক তিরোহিত হইল।

গোবিন্দস্বামী এই ঘটনায় বিস্মিত হইয়া হা পুত্র বিজয়দত্ত! বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে সেই তরুমূলে প্রতিগমন করিল। প্রভাত মাত্র সেই চণ্ডীস্থানে উপস্থিত হইয়া পত্নী ও জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকদত্তকে আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তাহারা এবং তত্রত্য যাবতীয় লোক নিদারুণশোকে অভিভূত হইল।

এই দিবস সমুদ্রদত্ত নামে এক সমৃদ্ধ বণিক্ চণ্ডীর পূজা দিতে আসিয়াছিল। সে শোকাভিভূত গোবিন্দদত্তকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক সপরিবারে গৃহে লইয়া গিয়া গোবিন্দস্বামীর সমুচিত আতিথ্য করিল। বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া, মহাশয় ব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ। অনন্তর গোবিন্দস্বামী সেই সন্ন্যাসীর বাক্যে পুনর্ব্বার পুত্রসমাগমের প্রত্যাশায় ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদ্রদত্তের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করতঃ সপরিবারে কাশীবাস করিতে লাগিলেন। অশোকদত্ত বিদ্যাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিল, এবং অল্পকাল মধ্যে বাহুযুদ্ধে এতাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিল, যে ভূতলে তাহার সদৃশ বাহুযোদ্ধা দুষ্প্রাপ্য হইল।

একদা কোন দেবমেলা উপলক্ষে দক্ষিণাপথ হইতে পরম খ্যাতিমান্ একজন প্রতিযোদ্ধা আসিয়া বারাণসীস্থ যাবতীয় মল্লকে পরাস্ত করিল। তদ্দর্শনে কাশীপতি অশোকদত্তকে আনাইয়া বিজয়ীমল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। অশোকদত্ত ক্ষণকাল তাহার সহিত হস্তাহস্তি করিয়া সাধুবাদেরসহিত তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল, রাজাও অশোকদত্তের

বীরত্বে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু ধন প্রদানপূর্ব্বক আপন প্রতিবেশী করিলেন।

অশোকদত্ত এইরূপে রাজার প্রীতিভাজন হইয়া ক্রমে সমধিক সম্পন্ন হইয়া উঠিল। একদা রাজা প্রতাপমুকুট কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী রাত্রে পুরবহির্ভাগস্থ দেবাদিদেবের আরাধনার্থ গমন করিলে, অশোকদত্ত তাঁহার সহিত গিয়াছিল। আরাধনান্তে গৃহ প্রত্যাগমনকালে এক শ্মশানের পার্শ্বদিয়া আসিতেছিলেন, সহসা এই শব্দ রাজার কর্ণগোচর হইল। দণ্ডাধিপতির অকারণ বধাদেশে শূলবিদ্ধ হইয়া, তিন দিবস আছি, তথাপি আমার প্রাণ বাহির হইতেছে না। আমি অতিশয় তৃষিত হইয়াছি, অতএব হে নরদেব! আমাকে জলপ্রদান করুন।

এই কথা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, এবং অশোকদত্তকে জল দিয়া আসিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। বীর অশোকদত্ত একাকী জলপাত্রহস্তে সেই অন্ধকারময় রজনীতে শ্মশানে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কোথাও শৃগালকুল দলবদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে চীৎকার করিতেছে, কোথাও বা নরাস্থি লইয়া টানাটানি করিতেছে, এবং কোথাও বেতালগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। অশোকদত্ত একাকী কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, কে রাজার নিকট জল চাহিয়াছ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলে, আমি চাহিয়াছি" বলিয়া পার্শ্ব হইতে শব্দ আসিল। অশোকদত্ত সেই শব্দানুসারে চিতাগ্নির নিকট যাইয়া শূলাগ্রভাগে এক পুরুষ এবং তাহার মধ্যভাগে স্বর্ণালঙ্কারভূষিত রোদনকারিণী এক রূপসী কন্যাকে দেখিল। অনন্তর অশোকদত্ত তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রমণী অশ্রুসম্বরণ করিয়া কহিল 'বৎস। আমি এই শূলবিদ্ধের অলক্ষণা পত্নী, পতির জীবনান্তে সহগামিনী হইব, এই আশয়ে এই স্থানে আসিয়া পতির মরণপ্রতীক্ষা করিতেছি। কিন্তু আজ তৃতীয় দিবস, তথাপি ইঁহার প্রাণ বাহির হইতেছে না। পতি বার বার বারি প্রার্থনা করায়, জল আনিয়াছি, কিন্তু শূলের ঔন্নত্যপ্রযুক্ত জল দিতে সমর্থ হইতেছি না।

ইহা শুনিয়া অশোকদত্ত স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক কামিনীকে পতিমুখে ধারি প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়া কহিল 'অম্ব! বিপৎকালে পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ দোষাবহ হয় না। কামিনী তথাস্তু বলিয়া তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক ছুরিকা দ্বারা শূলবিদ্ধের মাংসচ্ছেদন করিয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে অশোকের পৃষ্ঠে শোণিতধারা পতিত হইল। অশোক শোণিত বিন্দু দর্শনে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কামিনীকে শূলবিদ্ধের মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু তদ্দর্শনে ভীত না হইয়া স্ত্রীকে বিকৃতিজ্ঞানে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল, এবং তাহাকে ভূতলে পাতিত করিবার আশয়ে স্ত্রীর পাদধারণপূর্ব্বক যেমন আকর্ষণ করিল, অমনি সে পাদাকর্ষণপূর্ব্বক আকাশে উঠিয়া অদৃষ্ট হইল, এবং তদীয় চরণস্থ মণিময় নূপুর স্রস্ত হইয়া অশোকের হস্তে পতিত হইল। অশোক সেই মণিময় দিব্য নূপুর এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান্তর দর্শনে বিস্ময়, পরিতাপ এবং হর্ষরসে আপ্লুত হইল।

অনন্তর অশোকদত্তনূপুর হস্তে গৃহে গমনপূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিল। প্রভাতে স্নানাদি করিয়া রাজভবনে গমন করিল,এবং রাজসমক্ষে শ্মশানবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক সেই নূপুর রাজাকে প্রদান করিল। রাজা নূপুরদর্শনে চমৎকৃত হইলেন, এবং অশোকের অসাধারণ বীরত্বদর্শনে তাহার প্রতি অত্যন্ত সুন্তুষ্ট হইলেন। পরে রাজমহিষীর নিকট যাইয়া শ্মশানবৃত্তান্ত এবং অশোকের বীরত্ববর্ণনপূর্ব্বক সেই নূপুর তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন রাজ্ঞী নূপুরদর্শনে বিস্মিত হইলেন, এবং তাহা দিব্য নূপুর বলিয়া স্থির করিলেন।অনন্তর রাজা অশোকের রূপ এবং গুণে মোহিত হইয়া তাহাকে জামাতা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, রাজমহিষী তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া কহিলেন 'দুহিতা কয়েক দিবসপূর্ব্বে অশোককে মধূদ্যানদর্শন করিয়া অবধি শূন্যহৃদয়া হইয়াছেন, ডাকিলে উত্তর দেন না,এবং কোন বিষয় তাকাইয়া দেখেন না,কন্যার সখীমুখে শুনিয়া অবধি আমি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াছি। গতকল্য নিশাবসানে এক দিব্য কন্যা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন 'বৎসে! তোমার কন্যা মদনরেখা অশোকদত্তের পূর্ব্বপত্নী, অতএব অশোকের সহিতই মদনলেখার বিবাহ দিবে

অন্যথা না হয়, অনন্তর আমি প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া কন্যার নিকট গমনপূর্ব্বক কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছি। সংপ্রতি আপনি যত্নবান্ হইয়া যাহাতে সত্বর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা করুন। এইরূপে রাজা ও রাজমহিষীর মত হইলে, মহাসমারোহে মদনরেখার সহিত অশোকের বিবাহ হইল।

একদা রাজমহিষী রাজাকে বলিলেন 'আর্য্যপুত্র। ঐ দিব্যনূপুর একাকী ভাল শোভা পাইতেছেনা অতএব এতদনুরূপ আর একটী নির্ম্মাণ করাইতে হইবে।' রাজা রাজমহিষীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া সদৃশ নূপুর প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। স্বর্ণকার নূপুর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল 'মহারাজ! এ দিব্য নূপুর,এরূপ প্রস্তুত করা মনুষ্যের সাধ্য নহে।' এই বলিয়া নূপুরনির্ম্মাণে অস্বীকৃত হইল।

আশোকদত্ত নিকটে ছিল, স্বর্ণকারবাক্যে তাঁহাদের বিষণ্ণভাব নিরীক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় নূপুর আনয়নে প্রতিজ্ঞা করিল। রাজার নিষেধ না শুনিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী রাত্রে সেই শ্মশানে পুনর্ব্বার গমন করিয়া দেখিল সেই রমণী সেই শূলপার্শ্বে রহিয়াছে। অশোক তাহার নিকট হইতে দ্বিতীয় নূপুর প্রাপ্তির জন্য এই উপায় অবলম্বন করিল। তরুপার্শ্ব হইতে সেই শূলবিদ্ধ শবকে গ্রহণ করিল, এবং তদীয় মাংস বিক্রয়ার্থ ইতস্ততঃ ঘোষণা করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে এক রমণী দূর হইতে অশোককে আহ্বান করিলে, নির্ভয় অশোক তাহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া দেখিল এক তরুমূলে এক দিব্য কামিনী বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত এবং স্ত্রীবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া আসনে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া অশোকদত্তের বোধ হইল যেন মরুভূমিতে পদ্ম ফুটিয়াছে। অশোক সেই স্ত্রীর সহিত ক্রমে আসনোপবিষ্টার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল 'আমি নর মাংস বিক্রয়ী অতএব ক্রয় কর। তাহা শুনিয়া সেই দিব্য রমণী সেই মাংসের দাম জিজ্ঞাসা করিলে, অশোক স্বহস্তস্থ নূপুর দেখাইয়া কহিল 'ইহার সদৃশ নূপুর এই মাংসের প্রকৃত মূল্য।' ইহা শুনিয়া কামিনী কহিল ও আমারই নূপুর।

তুমি ইতিপূর্ব্বে শূলপার্শ্বে যাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক উক্ত নূপুর হরণ করিয়াছিলে সেও আমি এক্ষণে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছি। এখন যদি তুমি উক্ত নূপুর প্রার্থনা কর তবে আমার কথা শুন। অনন্তর অশোকদত্ত তাহার কথায় সম্মত হইলে সে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল।

ভদ্র! হিমালয় শৃঙ্গস্থ ত্রিঘণ্টানগরে লম্বজিহ্ব নামে এক রাক্ষসরাজ বাস করিতেন। আমি তাঁহার কামরূপিণী ভার্য্যা, আমার নাম বিদ্যুচ্ছিখা। আমার একমাত্র কন্যা, সেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর পতি প্রভুকপালস্ফোটের সমক্ষে সমরশায়ী হইলে, কপালস্ফোট সন্তুষ্ট হইয়া সেই পুরী আমায় প্রদান করিয়াছেন। আমি অনাথা হইয়া কন্যার সহিত সেই নগরে বাস করিতেছি। এক্ষণে কন্যা যুবতী হইয়াছে, এজন্য উহার অনুরূপ একটী বীর বরের অনুসন্ধান করিতেছি। ইহার পূর্ব্ব চতুর্দ্দশীতে যখন তুমি রাজার সহিত শ্মশানের প্রান্তভাগ দিয়া যাইতেছিলে, সেই সময় আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম, এবং তোমাকে কন্যার অনুরূপ বর বিবেচনা করিয়া নিকটে আনিবার জন্য শূলবিদ্ধ পুরুষের বেশে রাজার নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজার আদেশে তুমি জল লইয়া উপস্থিত হইলে, নানাবিধ অলীক বচনে তোমাকে প্রতারিত করিয়াছিলাম, এবং পুনর্ব্বার তোমাকে এই স্থানে আনিবার জন্য একমাত্র নূপুর পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলাম। আজ দ্বিতীয় নূপুরের জন্য এখানে আসিয়া আমার অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছ; অতএব এক্ষণে আমাদের গৃহে চল, এবং আমার সেই কন্যাকে ভজনা করিয়া দ্বিতীয় নূপুর গ্রহণ কর।"

বীর অশোক নিশাচরীর প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া তদীয় সিদ্ধিবলে নভোমার্গে উত্থিত হইল, এবং নিশাচরীর হিমালয় শৃঙ্গস্থ হেমময় ভবনে উপস্থিত হইল। তথায় রাক্ষসীসুতা বিদ্যুৎপ্রভাকে দেখিয়া মোহিত হইল, এবং তাহার সহিত সুখ সম্ভোগে কিছুকাল অতিবাহিত করিল। এক দিবস নিশাচরী-শ্বশ্রূর নিকট সেই নূপুর প্রার্থনা করিয়া বলিল "আমি কাশীপতির নিকট উক্ত নূপুর প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি, অতএব আমাকে সত্বর বারাণসী

যাইতে হইবে।" নিশাচরী অশোকের এই কথা শ্রবণমাত্র তাহাকে দ্বিতীয় নূপুর ও একটী সুবর্ণকমল প্রদান করিল। অশোক নূপুর ও কমল গ্রহণপূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলে নিশাচরী নিজ সিদ্ধিবলে অশোককে নিমেষমধ্যে সেই শ্মশান পর্য্যন্ত লইয়াগেল, এবং যে কোন কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উক্ত শ্মশানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিদায় দিল। অশোক কৃতকার্য্য হইয়া গৃহে আসিলে তদীয় পিতা মাতা আনন্দে পুলকিত হইলেন।

. কাশীপতি জামাতার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তদীয় ভবনে গমনপূর্ব্বক জামাতাকে লইয়া স্বভবনে প্রতিগমন করিলেন। অশোক সেই দিব্য নূপুর-যুগল এবং সুবর্ণ কমলটি শ্বশুরকে প্রদান করিলে তিনি রাজমহিষীর সহিত নূপুরলাভ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। অশোকদত্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমল বর্ণন করিয়া উভয়ের কৌতুক নিবারণ করিল।

অনন্তর দেবতাভক্ত কাশীপতি জামাতৃলব্ধ কমলটি দেবমন্দিরের এক কলসে স্থাপিত করিয়া আর একটীর জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। অশোকদত্ত শ্বশুরের এই অভিলাষ শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় কমল আনিতে উদ্যত হইলে তদীয় শ্বশুর নিষেধ করিলেন। অশোক সে নিষেধ না শুনিয়া কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে নিশাযোগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই শ্মশানে পুনরুপস্থিত হইয়া, ক্রমে বটমূলস্থ রাক্ষসীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নিশাচরী স্বাগত জিজ্ঞাসার পর জামাতা অশোককে লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল। অনন্তর অশোক প্রিয়তমা বিদ্যুৎপ্রভার সহিত কিছুকাল আমোদ প্রমোদ করিয়া শ্বশ্রূর নিকট দ্বিতীয় কমল প্রার্থনা করিলে, সে কহিল 'বৎস। তাদৃশ সুবর্ণ পদ্ম অস্মৎ প্রভু কপালস্ফোটের সরোবর ভিন্ন আর কুত্রাপি নাই। প্রভু তোমার শ্বশুরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই পদ্মটি প্রদান করিয়াছিলেন।

অশোক ছাড়িবার পাত্র নহে। সে ঐ কথা শুনিয়া, সেই সরোবরে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশ্রূকে অনুরোধ করিলে, রাক্ষসী কহিল, 'বৎস। তাহার যো নাই, সেই স্থান ভীষণ রাক্ষসবৃন্দে পরিরক্ষিত, অতএব তথায় যাওয়া যুক্তি-সিদ্ধ নহে। অশোক উক্তপ্রকারে নিষিদ্ধ হইয়াও যখন যাইতে উদ্যত হইল,

তখন বাক্ষসী অগত্যা লইয়া যাইতে সম্মত হইল, এবং লইয়া গিয়া দূর হইতে অদ্রিশৃঙ্গস্থ সেই কমলাকর দেখাইয়া দিল। অশোক পদ্মাকরকে রাক্ষসসহস্রে পরিবেষ্টিত দেখিয়াও নির্ভয়ে তথায় নামিয়া যেমন পদ্মচয়নে প্রবৃত্ত হইল, অমনি সহস্র সহস্র নিশাচর আসিয়া অশোককে অবরুদ্ধ করিল। অশোক ভূরি ভূরি রাক্ষসের প্রাণসংহার করিলে অবশিষ্টেরা পলায়নপূর্ব্বক কপালস্ফোটকে সংবাদ দিল। কপালস্ফোট শ্রবণমাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক দেখিল সহোদর অশোক পদ্মচয়ন করিতেছে। সহোদরের আকস্মিক আগমনে বিস্মিত হইযা ক্রোধের সহিত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল, এবং আনন্দবারি মোচন করত বেগে গমনপূর্ব্বক ভ্রাতার চরণে পতিত হইয়া কহিল "আর্য্য। এই আপনার কনিষ্ঠ প্রণাম করিতেছে, আশীর্ব্বাদ করুন। আমরা পূজ্যপাদ গোবিন্দস্বামীর পুত্র। বিধির নির্ব্বন্ধে আমি এতকাল নিশাচরভাবে ছিলাম। অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া আমার রাক্ষসত্ব দূরীভূত হইল।"

বিজয়দত্ত এইরূপ বলিলে, অশোকদত্তের সমস্ত স্মরণ হইল এবং ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিল। এই সময় বিদ্যাধরগুরু তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন 'তোমরা সকলেই বিদ্যাধর; শাপবশতঃ এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলে, এক্ষণে তোমাদিগের সেই শাপ ক্ষালিত হইল। অতএব তোমাদিগের জাতিসাধারণী বিদ্যা গ্রহণ করিয়া স্বজনগণের সহিত স্বীয় ধামে গমন কর, এই বলিয়া বিদ্যাধরগুরু তাহাদিগকে বিদ্যাদানপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন।

অনন্তর দুই সহোদরে বিদ্যাধরত্বলাভে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া কণকপদ্ম হস্তে আকাশপথে হিমালয়শৃঙ্গে উপস্থিত হইল। অশোক প্রেয়সী বিদ্যুৎপ্রভার সহিত মিলিত হইলে বিদ্যুৎপ্রভা রাক্ষসীত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাধরী হইল। তদনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্যুৎপ্রভাকে লইয়া ক্ষণকাল মধ্যে ব্যোমযানে বারাণসীতে উপস্থিত হইল, এবং শোকসন্তপ্ত পিতামাতাকে দর্শন প্রদান করিয়া তাঁহাদের শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। পিতা মাতা পুত্রদ্বয়ের বিদ্যাধররূপদর্শনে আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। অনন্তর রাজা প্রতাপমুকুট অশোকের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া বৈবাহিক ভবনে আগমনপূর্ব্বক পরম সন্তুষ্ট

হইলেন। তদনন্তর অশোকদত্ত শ্বশুর প্রতাপমুকুটকে আশার অধিক সুবর্ণ কমল প্রদান করিলে, রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন।

তদনন্তর গোবিন্দস্বামী বিজয়দত্তকে শ্মশানবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আদেশ করিলে বিজয়দত্ত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা বর্ণন করিয়া বিরত হইলে, অশোকদত্ত কহিল পিতঃ! পূর্ব্বজন্মে আমরা বিদ্যাধর ছিলাম। একদা গালব মুনির আশ্রমে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া মুনিকন্যাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং পরস্পর অনুরাগ সঞ্চার হইলে, সহবাসে উদ্যত হইয়াছিলাম। তপস্বিগণ তপঃপ্রভাবে আমাদের অবিনয় জানিতে পারিয়া ক্রোধভরে এই শাপ দিয়াছিলেন যে, পাপাচরণ জন্য আমাদের মানুষযোনিতে জন্ম হইবে, এবং পরস্পর নানাবিধ বিরহ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। পরিশেষে যখন মানবজাতির অগম্য কোন প্রদেশে আমাদের একজন অন্যতরকে চিনিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবে, তখন উভয়ে শাপমুক্ত হইয়া বিদ্যাধররূপ ধারণপূর্ব্বক কুলগুরুর নিকট স্ববিদ্যা লাভ করিবে, এবং স্বজনবর্গের সহিত স্বর্গারোহণ করিবে। পিতঃ! আমরা উক্ত শাপে চ্যুত হইয়া আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে পরস্পর যে সকল বিরহঘটনা হইয়াছিল, তাহা আপনার অবিদিত নাই। সংপ্রতি রাক্ষসপত্নী শ্বশ্রূর প্রসাদে পদ্মচয়নে যাইয়া বিজয়দত্তকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং সেই স্থানেই বিদ্যাধরত্ব লাভ করিয়া কুলগুরুর নিকট অশেষ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। তদনন্তর প্রেয়সী বিদ্যুৎপ্রভাকে লইয়া সত্বর আপনাদের নিকট আসিয়াছি।

অনন্তর অশোকদত্ত স্বীয় বিদ্যাবিশেষের প্রভাবে পিতা, মাতা এবং রাজতনয়াকে এরূপ দীক্ষিত করিল যে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিদ্যাধররূপ ধারণ করিলেন। তদনন্তর অশোকদত্ত শ্বশুর কাশীপতির নিকট বিদায় লইয়া স্বজনগণের সহিত স্বর্গীয়ধামে গমন করিল, এবং তত্রত্য চক্রবর্ত্তীর আদেশে অশোকদত্ত অশোকবেগ, এবং বিজয়দত্ত বিজয়বেগ নাম ধারণপূর্ব্বক গোবিন্দকূট নামক অচলে গমন করিল। এদিকে কাশীপতি

প্রতাপমুকুট অশোকদত্তের সহিত শ্লাঘ্য সম্বন্ধ লাভ করিয়া আপন কুলকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

অতএব মিত্র! এইরূপে দিব্যপ্রাণীরাও কার্য্যবশতঃ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া দুষ্কর কার্য্যসাধনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হন। সেইরূপ আপনার উদ্যম দর্শনে আপনাকেও সেইরূপ অগাধসত্ত্বসম্পন্ন কোন দেবাংশ বলিয়া বোধ হইতেছে। নচেৎ দিব্যরূপা রাজকন্যা কনকরেখা কেন কনকপুরদর্শী পতিকে ইচ্ছা করিবেন? আর আপনিই বা কেন কনকপুরী দর্শনানন্তর কনকরেখাকে লাভ করিতে উদ্যত হইবেন?"

শক্তিদেব বিষ্ণুদত্তের নিকট এইরূপ সরস কথা শ্রবণ করিয়া অতিকষ্টে সে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

ষড়্বিংশ তরঙ্গ।

প্রভাতমাত্র সত্যব্রতদাস শক্তিদেবের নিকট যাইয়া কহিল "ব্রহ্মন্! আমি আপনার অভীষ্টসিদ্ধির এই উপায় স্থির করিয়াছি। জলধিমধ্যে রত্নকূট নামে যে এক প্রশস্ত দ্বীপ আছে, উক্ত দ্বীপে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনার্থ প্রতি বৎসর আষাঢী শুক্লদ্বাদশীতে যাবতীয় দ্বীপ হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া একত্র মিলিত হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ কনকপুরীর বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে। অতএব অগ্রে সেই দ্বীপে গমন করা যাউক। সত্যব্রতের এই প্রস্তাবে শক্তিদেব সম্মত হইলে, উভয়ে পোতারোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে দূর হইতে প্রকাণ্ড পর্ব্বতবৎ এক বটবৃক্ষ দৃষ্ট হইল। উক্ত বৃক্ষের অধোভাগে ভীষণ আবর্ত্তবিশিষ্ট যে একটী বড়বামুখ আছে, তাহাতে পড়িলে, আর বাঁচিবার উপায় নাই।

দেখিতে দেখিতে অর্ণবযান বায়ুবেগে সেই দিগেই ছুটিতে আরম্ভ করিল; নাবিক সত্যব্রতদাস তাহাকে কিছুতেই ফিরাইতে না পারিয়া শক্তিদেবকে কহিল, "মহাশয়! আমাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, যান কিছুতেই ফিরিতেছে না; সোঁতরে বিপদের দিগেই ধাবমান হইতেছে। অতএব এখনই মৃত্যুর মুখ

স্বরূপ গভীর আবর্ত্তে পড়িতে হইবে। মরি তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু এত কষ্ট করিয়া যে আপনার কার্যসিদ্ধি করিতে পারিলাম না, এই জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। যাহাহউক এক্ষণে আপনাকে বাঁচাইবার এক উপায় স্থির করিয়াছি, আপনি সেইরূপ করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করুন। যৎকালে যান বটবৃক্ষমূলস্থ আবর্ত্তমুখে যাইবে, সেই সময় আমি যেমন ক্ষণকালের জন্য যানকে থামাইব, সেই অবকাশে আপনি ঐ বৃক্ষের একটা শাখা ধরিয়া উঠিয়া পড়িবেন। এইরূপ করিলে আপনার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।"

এই বলিতে বলিতে সেই প্রবহণ যেমন বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল, শক্তিদেব প্রস্তুত ছিল, অমনি একটা দৃঢ়তর শাখা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। অনন্তর সত্যব্রতদাস সর্ব্বশুদ্ধ সেই বড়বামুখে নিপতিত হইল। শক্তিদেব সেই বটবৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কনকপুরী দর্শনও হইল না, লাভের মধ্যে সত্যব্রত দাসটী আমার উপকার করিতে আসিয়া প্রাণ হারাইল। অতএব ভবিতব্যতাকেই সকল অনর্থের মূল বলিতে হইবে। এইরূপে আপন অবস্থোচিত চিন্তা করিতে করিতে শক্তিদেবের সে দিন পর্য্যবসিত হইল। সায়ংকালে সেই বৃক্ষবাসী পক্ষিগণ নানাদিক্ হইতে আসিয়া শাখাসমূহ আশ্রয় করিল, এবং মনুষ্যবাক্যে পরস্পর আলাপে প্রবৃত্ত হইল। শক্তিদেব তৎশ্রবণে বিস্মিত ও পত্রদ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া শুনিতে লাগিল। পক্ষিগণ যে দিবস যেদিগে গিয়াছিল, সমস্ত বলিতে লাগিল। তন্মধ্যে কোন একটী বৃদ্ধ পক্ষী কহিল——আজ আমি কনকপুরীতে চরিতে গিয়াছিলাম, প্রভাতেও পুনর্ব্বার সেই পুরীতে গমন করিব, সেই স্থান এখান হইতে অতি নিকট।

শক্তিদেব সহসা এই সুধারসপূর্ণ বিহঙ্গমবাক্য শ্রবণ করিয়া কনকপুরীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিল, এবং সেই মহাকায় পক্ষীকেই তথায় যাইবার বাহন স্থির করিয়া আস্তে আস্তে সেই প্রসুপ্ত মহাপক্ষীর পক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিল।

প্রভাতমাত্র সেই বৃদ্ধ পক্ষী অন্যান্য পক্ষিগণের সহিত উড্ডীন হইয়া,

ক্ষণকাল মধ্যে কনকপুরীতে উপস্থিত হইল, এবং এক উদ্যানের বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইল। এই অবকাশে শক্তিদেবও সেই পক্ষীর পক্ষমধ্য হইতে সত্বর নামিয়া আসিল। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দূর হইতে দুইটী স্ত্রীকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া সত্বরগমনপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে কামিনীদ্বয় সহসা মনুষ্য দর্শনে বিস্মিত হইল।

অনন্তর শক্তিদেব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল 'মহাশয়! এই কনকপুরী বিদ্যাধরগণের বাসস্থান, এখানে চন্দ্রপ্রভা নামে যে বিদ্যাধরী আছেন, এ তাঁহারই উদ্যান, এবং আমরা তাঁহারই উদ্যানপালিকা,—তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছি। তৎশ্রবণে শক্তিদেব বিনীতভাবে কহিল 'আপনাদের আকার এবং বচনবিন্যাস দ্বারা আপনাদিগকে ভদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে অতএব আমাকে চন্দ্রপ্রভার নিকট লইয়া গেলে বিশেষ উপকৃত হই।'

যুবতীদ্বয় শক্তিদেবের এই প্রার্থনায় সম্মত হইল, এবং সঙ্গে করিয়া রাজভবনে লইয়া গেল। শক্তিদেব রাজভবনের দিব্য শোভা দর্শন করিয়া মোহিত হইল। পরিবারগণ শক্তিদেবকে দেখিয়া চন্দ্রপ্রভার নিকট সত্বর গমনপূর্ব্বক অচিন্তনীয় মনুষ্যাগমন নিবেদন করিলে, চন্দ্রপ্রভা প্রতীহারীকে পাঠাইয়া শক্তিদেবকে নিকটে লইয়া গেলেন। শক্তিদেব, নয়নানন্দদায়িনী বিধাতার অদ্ভুতনির্ম্মাণচাতুরীর সীমাস্বরূপ সেই চন্দ্রপ্রভাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইল। চন্দ্রপ্রভা দূর হইতেই শক্তিদেবের মোহনরূপে আকৃষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমুচিত অভ্যর্থনা করিল এবং স্বাগত জিজ্ঞাসার পর বসিতে আসন প্রদান করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসার পর মধুরবচনে সেই অগম্যদেশে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শক্তিদেব আপন নাম ধামের পরিচয় দিয়া কহিল 'আমি কনকপুরী দর্শনপূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া যাইলে রাজকন্যা কনকরেখা আমাকে বিবাহ করিবেন, এইজন্য এখানে আসিয়াছি।

চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবের এই বাক্য শ্রবণে নিশ্চলভাবে ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শক্তিদেবকে নির্জ্জনে কহিল 'মহাশয়! এই

স্থানে শশিখণ্ড নামে যে বিদ্যাধরপতি বাস করেন, তাহার চারি কন্যা, সকলেই যুবতী। তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠা, চন্দ্রবেখা মধ্যমা, শশিবেখা তৃতীয়া এবং শশিপ্রভা কনিষ্ঠা। একদা কনিষ্ঠা ভগিনীত্রয় মন্দাকিনীতে স্নান করিতে যাইয়া জলক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল। সেই সময় উগ্রতপা নামক এক তপস্বী স্নান করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাহাদেব উৎসিক্ত জল তপস্বীব গাত্রে লাগিলে,তপস্বী কোপাবিষ্ট হইয়া ভগিনীদিগকে এই শাপ দিলেন যে,সকলেই কুৎসিত মানবী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কবিবে। পিতা ধ্যানযোগে এই ঘটনা জানিতে পারিয়া ঋষিব নিকট গমনপূর্ব্বক অশেষবিধ অনুনয় দ্বাবা ঋষিব ক্রোধ শান্ত করিলে, মুনি প্রত্যেকেব পৃথক্ পৃথক্ শাপান্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সকলেরই জাতিস্মবত্ব বক্ষা কবিলেন। তদনন্তব ভগিনীবা শাপপ্রেবিত হইযা স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিল। পিতাও সেই খেদে আমাকে গৃহে রাখিযা সংসাবধর্ম্ম পবিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন কবিলেন। সেই অবধি আমি একাকিনী এই নগবে বাস কবিতেছি। পূর্ব্বে একদা ভগবতী কাত্যায়নী, আমাকে “পুত্রি। তোমাব মনুষ্য পতি হইবে” এই স্বপ্ন দিয়াছিলেন। এই জন্য আমি অনেকানেক বিদ্যাধব পতি অস্বীকাব কবিযা পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছি,এবং এপর্য্যন্ত কন্যাভাবে আছি। অদ্য আপনাব এই আশ্চর্য্য সমাগমে বিস্মিত ও কৃতার্থ হইলাম, এবং আপনাব গুণে বশীভূত হইয়া আপনাকেই আত্মসমর্পণ কবিলাম। আগামী চতুর্দ্দশীতে মহাদেবের পূজোপলক্ষে পিতৃদেব দেবগিবি ঋষভ পর্ব্বতে আসিবেন, সেই দিন পিতাব অনুমতিব জন্য একবার তাঁহাব নিকট গমন কবিতে হইবে। পিতাব অনুমতি হইলেই আপনি আমাব পাণিগ্রহণ কবিবেন। এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবের সমুচিত সেবায় নিযুক্ত হইল। ক্রমে চতুর্দ্দশী দিবস উপস্থিত হইলে চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবকে গৃহে বাখিযা দুই দিনেব জন্য সপবিবারে পিতার নিকট গমন কবিল এবং যাত্রাকালে শক্তিদেবকে ভবনেব দ্বিতীয় তলে যাইতে নিষেধ কবিযা গেল।

শক্তিদেব একাকী বাজভবনে থাকিযা চিত্তবিনোদনের জন্য সর্ব্বত্র পরি-

দর্শন করিতে লাগিল। পরিশেষে নিষেধ সত্বেও কৌতূহলবশতঃ দ্বিতীয় তলে আরোহণ করিয়া তিনটি গর্ভমণ্ডপ দেখিল। অনন্তর দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক একটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক রত্নময় পর্য্যঙ্কে কনকরেখার জীবন-শূন্য দেহ বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভাবিল 'একি আমার ভ্রান্তি হইল? না আমাকে ছলিবার জন্য বিধাতা ইন্দ্রজাল বিস্তার করিলেন? আমি যাহার জন্য দেশবিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছি, যে ব্যক্তি সজীব রহিয়াছে, সে এই বিদেশে জীবন শূন্য পড়িয়া আছে।

কি আশ্চর্য্য! মরিয়াছে, তথাপি দেহ বিবর্ণ হয় নাই। অতএব এ কি ব্যাপার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

এই বলিয়া শক্তিদেব প্রথম মণ্ডপ হইতে নির্গত হইল, এবং দ্বিতীয় মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া ঐরূপ আর দুইটী স্ত্রীকে দেখিল। এইরূপে সে অতিশয় বিস্মিত হইয়া তথা হইতে বহির্গত হইল, এবং সেই বাটীর একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া সম্মুখে মনোহর বাপীতটে রত্নপর্য্যাণভূষিত এক অশ্বকে দণ্ডায়মান দেখিল। অনন্তর সে নীচে আসিয়া অশ্বের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে উৎসুক হইল; কিন্তু অশ্ব পদাঘাত দ্বারা শক্তিদেবকে বাপীমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিল। শক্তিদেব বাপীজলে নিমগ্ন হইয়া যখন পুনর্ব্বার জল হইতে উন্মগ্ন হইল তখন আপনাকে বর্দ্ধমান নগরস্থ দীর্ঘিকার জলে ভাসমান দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং সমস্তই মায়াপ্রপঞ্চ স্থির করিয়া বিষণ্ণ হইল।

অনন্তর শক্তিদেব দীর্ঘিকা হইতে উঠিয়া বিস্মিতচিত্তে গৃহে গমন করিল। বহুকালের পর পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সেদিন আর গৃহ হইতে বহির্গত হইল না। দ্বিতীয় দিবসে বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ঘোষণা শ্রবণ করিল এবং সেই ডিণ্ডিম প্রচারকের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার কনকপুরী দর্শন স্বীকার করিল। তাহারা শক্তিদেবকে রাজ সমীপে লইয়া গেল। রাজা শক্তিদেবকে দেখিয়াই পূর্ব্ববৎ মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিলে শক্তিদেব কহিল "মহারাজ। এবার যদি মিথ্যা হয় তবে মহারাজের নিকট আজ হইতে ক্রীতদাস হইয়া থাকিব।

শক্তিদেব এই কথা বলিলে রাজা কনকরেখাকে সমীপে আনয়ন করাইলেন। কনকরেখা শক্তিদেবকে পুনর্ব্বার দেখিবামাত্র পিতাকে কহিল "পিতঃ! সেই মিথ্যাবাদী আবার আসিয়াছে?" তাহাতে শক্তিদেব কহিল, 'রাজপুত্রি! আমি সত্যই বলি আর মিথ্যাই বলি আমার এই কথাটীর মীমাংসা করিয়া দিউন।' আমি কনকপুরীতে আপনার জীবনশূন্য দেহ পর্য্যঙ্কে শয়ান দেখিয়াছি। আবার এখানে আসিয়া আপনাকে জীবিত দেখিতেছি কেন? কনকরেখা শক্তিদেবের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পিতাকে কহিল পিতঃ এই মহাত্মা যে সত্যই কনকপুরী দর্শন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; অতএব ইনি অচিরাৎ আমার ভর্ত্তা হইবেন। কারণ আমার প্রতি মুনির এই শাপ ছিল যে, যখন কোন পুরুষ কনকপুরী যাইয়া আমার মৃতশরীর দর্শন করিবে তখনই আমার শাপমোচন হইবে এবং সেই মনুষ্যই আমার ভর্ত্তা হইবে। আমি এতদিন ঋষির শাপে আপনার গৃহে মনুষ্য ভাবে ছিলাম এক্ষণে আমার সময় হইয়াছে অতএব কনকপুরী যাইয়া পূর্ব্বশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপন বিদ্যাধর পদ গ্রহণ করি। এই বলিয়া রাজকন্যা শরীর ত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল। সহসা রাজতনয়ার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া রাজভবনে মহান্ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। শক্তিদেব ও এই ব্যাপার দর্শনে হতাশ হইয়া রাজভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক চিন্তা করিল "আমি কেনইবা হতাশ হইতেছি; কনকরেখাইত আমার ভাবী ইষ্টসিদ্ধির কথা বলিয়াদিয়াছে। অতএব পুনর্ব্বার সেই পথে কনকপুরী গমন করাই কর্ত্তব্য।"

এই স্থির করিয়া শক্তিদেব সেই পথে যাত্রা করিল এবং সমুদ্রতটবর্ত্তী সেই বিটঙ্ক নগরে উপস্থিত হইল। এই নগরে সমুদ্রদত্ত নামে সেই বণিকের সহিত শক্তিদেবের সাক্ষাৎ হইলে সমুদ্রদত্ত শক্তিদেবকে লইয়া গৃহে গমন করিল এবং যথোচিত আতিথ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই তুমি কিরূপে সমুদ্রমগ্ন হইয়াও প্রাণ রক্ষা করিলে?' শক্তিদেব আমূল নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। সমুদ্রদত্ত কহিল, 'আমি ফলকমাত্র অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চতুর্থ দিবসে দৈবাৎ এক জলযানের নিকট উপস্থিত

হইলে নাবিক আমাকে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।'

পর দিবস প্রাতঃকালে শক্তিদেব সমুদ্রদত্তকে পুনর্ব্বার উৎস্থল দ্বীপে যাইবার উপায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। সমুদ্রদত্ত স্বীয় ব্যবহারিক-দিগের সহিত শক্তিদেবকে পাঠাইবার উপায় স্থির করিয়া শক্তিদেবকে তাহা-দের নিকট প্রেরণ করিল। তদনুসারে শক্তিদেব হট্টমধ্য দিয়া যাইতেছে, এমন সময় সত্যব্রতের পুত্রগণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সত্যব্রত দাসের পুত্রেরা শক্তিদেবকে চিনিতে পারিয়া জলমগ্ন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, শক্তি-দেব স্বরূপ বর্ণন করিল, তথাপি সেই দুরাত্মারা শক্তিদেবকে পিতৃঘাতী বলিয়া বন্ধন পূর্ব্বক চণ্ডীগৃহে লইয়া গেল, এবং সে রাত্রি তথায় রুদ্ধ করিয়া রাখিল।

শক্তিদেব প্রাণসংশয় দেখিয়া অন্তকালে দেবীর স্তব করিয়া ক্ষণকাল নিদ্রা গেল। নিদ্রাবস্থায় এক দিব্য রূপা কামিনী তৎসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, 'শক্তিদেব। তোমার ভয় বা বিনাশের শঙ্কা নাই, বিন্দু-মতী নামে সত্যব্রত দাসের যে কন্যা আছে, সেই প্রাতঃকালে এই স্থানে উপস্থিত হইবে, এবং তোমাকে দেখিয়া পতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব করিবে। তুমি তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইবে, তাহা হইলেই বিন্দুমতী তোমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিবে। বিন্দুমতী ধীবরী নহে, কোন স্বর্গবনিতা শাপবশতঃ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই বলিয়া সেই স্ত্রী অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভাতমাত্র বিন্দুমতী চণ্ডীগৃহে আসিয়া দেবীর পূজাদি সম্পন্ন করিল, এবং শক্তিদেবকে দেখিয়া মোহিত হইল। পরে শক্তিদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক পরমযত্নে পরিচয় প্রদান করিয়া শক্তিদেবকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল। তখন শক্তিদেবের রাত্রি বৃত্তান্ত স্মরণ হইল, এবং তদনুসারে সে তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইল। তদনন্তর বিন্দুমতী শক্তিদেবকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে গৃহে গমনপূর্ব্বক সহোদরদিগের অনুমতি ক্রমে

শক্তিদেবকে বিবাহ করিল, এবং উভয়ে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

একদা কথা প্রসঙ্গে শক্তিদেব বিন্দুমতীর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলে, বিন্দুমতী কহিল, নাথ! আমার জন্ম বৃত্তান্ত অতিশয় গোপনীয়, তথাপি আপনার অনুরোধে ব্যক্ত করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনাকে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। এই দ্বীপেই আর একটী স্ত্রী আপনার ভার্য্যা হইয়া সত্বর গর্ভবতী হইবে। অষ্টম মাসে তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া আপনাকে সেই গর্ভ বহিষ্কৃত করিতে হইবে। শক্তিদেব ভার্য্যার এই অসঙ্গত প্রার্থনায় বিস্মিত হইয়াও অগত্যা সম্মত হইল। বিন্দুমতী কহিল আমি পূর্ব্বজন্মে বিদ্যাধরী ছিলাম। একদা গোস্নায়ুনির্ম্মিত শুষ্ক বীণাতন্তু দন্ত দ্বারা ছেদন করাতে আমার এই দশা ঘটিয়াছে। নাথ! শুষ্ক স্নায়ু দন্ত দ্বারা স্পর্শ করাতে যখন এইরূপ অধোগতি হইয়াছে তখন গোমাংস ভক্ষণে না জানি কত পাপ হয়!

বিন্দুমতী এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় বিন্দুমতীর কোন সহোদর সত্বর আসিয়া কহিল মহাশয়! এক মহাকায় বরাহ বহু লোকের প্রাণসংহার করিয়া, এই দিকে আসিতেছে, অতএব আপনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিয়া লোকের উপকার করুন। শক্তিদেব এই কথা শুনিবামাত্র সত্বর নীচে আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল এবং বরাহকে বাণবিদ্ধ করিলে সে এক গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। শক্তিদেবও বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক মনোহর উদ্যানমধ্যে একটী অদ্ভুতাকৃতি রমণীকে দেখিল। কামিনীও শক্তিদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে শক্তিদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শক্তিদেব রমণীর পরিচয় ও তাহার ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সুবদনী কহিল আমি দক্ষিণ দেশাধিপতি চণ্ডবিক্রমের কন্যা, আমার নাম বিন্দুরেখা। এই দুর্দ্দান্ত দৈত্য আমাকে ছলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। অদ্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া বাহিরে গিয়াছিল, কোন বীরের বাণবিদ্ধ হইয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ

করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাশয়! এপর্য্যন্ত আমার কুমারীভাব দূষিত হয় নাই।

শক্তিদেব কহিল সুন্দরি! আমিই আজ সেই বরাহের প্রাণ সংহার করিয়াছি। তখন বিন্দুরেখা শক্তিদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শক্তিদেব কহিল, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম শক্তিদেব। ইহা শুনিয়া বিন্দুরেখা শক্তিদেবকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, শক্তিদেব তথাস্তু বলিয়া বিন্দুরেখার সহিত গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইল এবং গৃহে গমনপূর্ব্বক বিন্দুমতীর অভিপ্রায়ানুসারে তাহার পাণিগ্রহণ করিল।

এইরূপে শক্তিদেবের দুই ভার্য্যা হইল। তন্মধ্যে বিন্দুরেখা অতি সত্বর গর্ভবতী হইল। ক্রমে অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে, বিন্দুমতী, পতি শক্তিদেবের নিকট যাইয়া বিন্দুরেখার গর্ভ বিদারণরূপ স্বীয় প্রার্থনা পূরণের অনুরোধ করিল। শক্তিদেব বিন্দুমতীর সেই নির্দ্দয় কার্য্যে বিশেষ অনুরোধ শুনিয়া স্নেহ ও কৃপায় আর্দ্র হইল, এবং ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বিন্দুরেখার নিকট উপস্থিত হইল। বিন্দুরেখা ভর্ত্তার বিষণ্ণভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল আর্য্যপুত্র! আপনি যে কারণে বিষণ্ণ হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি, সপত্নী বিন্দুমতী আপনাকে আমার গর্ভ বিদারণার্থ নিযুক্ত করিয়াছে,তা আপনাকে অবশ্যই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, তাহাতে নৃশংসতার লেশমাত্র নাই,অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে মদীয় গর্ভ বিদারণপূর্ব্বক বিন্দুমতীর প্রার্থনা পূরণ করুন। এই বলিয়া দেবদত্তের কথা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্বকালে কুম্‌কুম নগরে দেবদত্ত নামে এক কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ ছিল। সে অল্প কালের মধ্যে দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, জালপাদ নামক তত্রত্য এক তপস্বীর শরণাগত হইল। জালপাদ দেবদত্তের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অশেষ বিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বিদ্যাধরত্ব লাভের জন্য তাহার সহিত তপস্যা করিতে আদেশ করিলে দেবদত্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল, এবং জালপাদের আদেশানুসারে এক শ্মশানে গমনপূর্ব্বক বটবৃক্ষ মূলে বিদ্যুৎপ্রভার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল,একদা দেবদত্তের পূজাবসানে সেই বৃক্ষ সহসা দুই ভাগে বিভক্ত

হইলে, তাহার মধ্য হইতে এক রূপসী স্ত্রী বহির্গত হইল, এবং দেবদত্তকে লইয়া পুনর্ব্বার তরুমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিদ্যুৎপ্রভার নিকট গমন করিল। বিদ্যুৎপ্রভা সমাদরপূর্ব্বক দেবদত্তকে পতিত্বে বরণ করিল এবং তাহার কিছু দিন পরে বিদ্যুৎপ্রভা সসত্ত্বা হইলে দেবদত্ত পুনরাগমনে প্রতিশ্রুত হইয়া জালপাদের নিকট গমন করিল। জালপাদ দেবদত্তের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া দেবদত্তকে পুনর্ব্বার তথায় যাইতে অনুরোধ করিল এবং সেই যক্ষসুতার গর্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক সত্বর আনিতে বলিল।

অনন্তর দেবদত্ত জালপাদের আদেশে পুনর্ব্বার বিদ্যুৎপ্রভার নিকট উপস্থিত হইয়া বিষণ্ণ ভাবে থাকিলে, বিদ্যুৎপ্রভা কহিল, আর্য্যপুত্র। বুঝিয়াছি বিষণ্ণ হইও না, অশঙ্কিতচিত্তে মদীয় গর্ভ বিদারণপূর্ব্বক সেই গর্ভ লইয়া গিয়া জালপাদের অভিলাষ পূরণ কর। নচেৎ আমি স্বয়ং এই কার্য্য সাধন করিব। আমার ওরূপ করিবার তাৎপর্য্য আছে। এইরূপ শ্রবণ করিয়াও যখন দেবদত্ত ঐকার্য্যে সাহসী হইল না, তখন যক্ষসুতা স্বয়ং স্বীয় কুক্ষি বিদারণ পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দেবদত্তের হস্তে সমর্পণ করিল এবং কহিল নাথ। এই গর্ভই তোমার বিদ্যাধরত্ব লাভের কারণ হইবে এবং আমিও তোমার ভার্য্যা হইয়া এই কার্য্য সাধনদ্বারা শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে চলিলাম। পুনর্ব্বার বিদ্যাধরপুরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া বিদ্যুৎপ্রভা অন্তর্হিত হইল। অনন্তর দেবদত্ত সেই গর্ভহস্তে জালপাদের নিকট আসিয়া জালপাদকে ঐ গর্ভ প্রদান করিল। জালপাদ ঐ গর্ভ প্রাপ্তিমাত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার কিয়দংশ দ্বারা অটবীতে বলি প্রদান করিবার জন্য দেবদত্তকে পাঠাইয়া দিল। দেবদত্ত বলি প্রদান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জালপাদ সমস্ত ভক্ষণ করিয়া বসিয়া আছে। তুমি কেন সমস্ত খাইলে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র জালপাদ বিদ্যাধর হইয়া অন্তর্হিত হইল।

এখন দেবদত্ত জালপাদের এইরূপ প্রতারণায় ক্রুদ্ধ হইল এবং বেতাল সাধনদ্বারা বৈরনির্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্মশানস্থ সেই বটমূলে গমনপূর্ব্বক বেতালের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল এবং পূজা সমাপনান্তে স্বমাংস ছেদনে

পূর্ব্বক বলি প্রদানে উদ্যত হইল। তখন বেতাল তাহাব সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া দেবদত্তের অভীষ্ট সাধনে প্রতিশ্রুত হইল। দেবদত্ত জালপাদেব বৃত্তান্ত বর্ণন করিল এবং জালপাদের নিকট লইয়া যাইয়া তাহাব নিগ্রহ প্রার্থনা করিল।

বেতাল তথাস্তু বলিযা দেবদত্তকে স্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক বিদ্যাধবনগবে উপস্থিত হইল এবং যেখানে জালপাদ বিদ্যাধবত্ব লাভে দৃপ্ত হইয়া বিদ্যুৎপ্রভাকে ভুলাইয়া বিবাহ কবিবাব চেষ্টা কবিতেছিল, সেই স্থানে দেবদত্তকে লইযা গেলে, জালপাদ দেবদত্তকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া ভযে কম্পিত হইল এবং স্বহস্তস্থ অসি ভূতলে পতিত হইল। দেবদত্ত সেই খড্গ তুলিয়া লইলে বেতাল তাহাকে বিনাশ কবিতে উদ্যত হইল। দেবদত্ত জালপাদকে মারিতে নিষেধ করিয়া, পুনর্ব্বার ভূতলে লইয়া যাইতে আদেশ কবিলে, বেতাল তাহাকে পুনর্ব্বাব ভূতলে লইযা গিযা পুনর্মূষিক কবিল।

অনন্তব ভবানী, দেবদত্তেব সমক্ষে আবির্ভূত হইযা, তাহাকে বিদ্যাধবত্ব প্রদানপূর্ব্বক তিরোহিত হইলে, দেবদত্ত বিদ্যুৎপ্রভার সহিত বিদ্যাধরলোকে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

বিন্দুরেখা এই বলিযা প্রকৃত অনুসবণে প্রবৃত্ত হইল, এবং শক্তিদেবকে নির্ব্বিকাবচিত্তে স্বীয কুক্ষি বিদারণপূর্ব্বক গর্ভ বহিষ্করণে বিশেষ অনুরোধ করিল। কিন্তু পাপভীরু শক্তিদেব কিছুতেই সম্মত হইল না। অনন্তব সহসা এই দৈববাণী হইল। হে শক্তিদেব। যদি তুমি বিন্দুরেখাব গর্ভ উৎপাটিত না কব তবে তোমাব বিপদ ঘটিবে। তৎশ্রবণে শক্তিদেব অগত্যা সম্মত হইযা বিন্দুরেখাব কুক্ষি বিদাবণপূর্ব্বক যেমন সেই গর্ভেব কণ্ঠ ধাবণ কবিল, অমনি গর্ভ খড্গাকপ ধাবণ করিল, এবং শক্তিদেবও পবক্ষণে অসিহস্ত বিদ্যাধর রূপ প্রাপ্ত হইল।

অনন্তব বিদ্যাধররূপী শক্তিদেব বিন্দুমতীব নিকট গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কবিলে বিন্দুবতী কহিল—নাথ। আমবা সকলেই কনপুবীবাজ শশিখণ্ডেব দুহিতা, ইতিপূর্ব্বে শাপচ্যুত হইযা ভূতলে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলাম।

ভগিনী কনকরেখা বর্দ্ধমান নগরে তোমার সমক্ষে শাপমুক্ত হইয়া কনকপুরী গমন করিয়াছে। আমি তৃতীয়া আজ আমারও শাপান্ত হইল, অতএব আমিও এক্ষণে নিজপুরীতে যাত্রা করিলাম। আমাদের সকলেরই পূর্ব্ব শরীর এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী চন্দ্রপ্রভা তথায় আছেন। অতঃপর তুমিও খড়্গসিদ্ধিপ্রভাবে কনকপুরীতে গমন করিয়া আমাদের পাণিগ্রহণ কর, এবং তথাকার অধীশ্বর হও। এই বলিয়া বিন্দুমতী অন্তর্হিত হইল। অনন্তর ভগিনীত্রয়ের নির্জীব শরীর সজীব হইলে, সকলে জ্যেষ্ঠাকে দেখিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল।

তদনন্তর শক্তিদেব খড়্গসিদ্ধিপ্রভাবে আকাশ পথে কনকপুরীতে উপস্থিত হইলে, সকলে পরমসমাদরে গ্রহণ করিল। পরে চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবকে আপন বাসগৃহে লইয়া গিয়া কহিল, 'সুভগ! আপনি বর্দ্ধমান নগরে যে কনকরেখাকে দেখিয়াছিলেন, সে এই, এবং ইহার নাম চন্দ্ররেখা। আর উৎস্থল দ্বীপে যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে এই আমার শশিরেখা নামে ভগিনী। তৎপরে যে বিন্দুরেখার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে এই আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শশিপ্রভা। অতএব আপনি আমাদের সহিত বনস্থ পিতৃদেবের নিকট আগমন করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে কন্যা-চতুষ্টয় সম্প্রদান করিবেন।'

অনন্তর শক্তিদেব সম্মত হইয়া তাহাদের সহিত তাহাদের বনস্থ পিতৃদেবের নিকট গমন করিল। কন্যারা পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, পিতা সন্তুষ্ট হইলেন, এবং শক্তিদেবকে কন্যা চতুষ্টয় সম্প্রদান করিয়া, কনকপুরীর আধিপত্য প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! নরবাহনদত্ত নামে বৎসরাজের যে চক্রবর্ত্তীপুত্র হইবেন, তুমি তাঁহার নিকট প্রণতি স্বীকার করিবে। তাহা হইলে, ভূমণ্ডলে অজেয় হইবে। এবং আজ হইতে শক্তিবেগ নামে বিখ্যাত হইবে।' এই বলিয়া সকলকে বিদায় দিলে, শক্তিবেগ সস্ত্রীক হইয়া কনকপুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজত্ব করিতে লাগল।

শক্তিবেগ এইরূপ নিজ চরিত বর্ণন করিয়া বৎসরাজকে পুনর্ব্বার কহিল, 'মহারাজ! আমি শশাঙ্ককুলভূষণ শক্তিবেগ, আমি মনুষ্য হইয়াও উক্ত

প্রকারে মহাদেবের প্রভাবে বিদ্যাধর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সম্প্রতি মহা-রাজের ভাবী চক্রবর্ত্তী তনয়ের চরণযুগল দর্শন-মানসে এখানে আসিয়াছিলাম। এই বলিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে বৎসরাজ শক্তিবেগকে বিদায় দিলেন। অনন্তর শক্তিবেগ আকাশপথে উত্থিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

চতুর্দ্দারিকানামক পঞ্চম লম্বক সমাপ্ত।

নিয়ম।

গ্রাহকগণ আমাকে পত্রাদি লিখিতে হইলে সংস্কৃত কালেজের ঠিকানায় লিখিবেন।

একেবারে পাঁচ খানা বা ততোধিক পুস্তক লইলে ১২॥০ টাকায় হিঃ কমিসন দেওয়া যাইবে।

যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধের মূল্য অগ্রিম দিবেন, তাঁহাদিগকেও ঐ হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

মূল্য না পাঠাইলে কথা-সরিৎ-সাগর পাঠান যায় না। মফঃস্বলের গ্রাহকগণের প্রতি ডাক মাশুল দুই আনা লাগিবে।

উত্তরার্দ্ধ শীঘ্রই প্রচারিত হইবে।